শব্দসন্ধান

শব্দাভিধান

[একশব্দের অভিনব অভিধান]

ব্যাখ্যা-বাক্যসহ কুড়ি সহস্রাধিক
শব্দের অভূতপূর্ব সংকলন

অধ্যাপক পি. আচার্য

বিকাশ গ্রন্থ ভবন
৩৭/৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা—৭০০ ০০৯

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অগ্রজোপমেষু

ভূমিকা

ভাষার সাধনা বড়ো কঠিন সাধনা। ভাষাকে যে ভালোবেসেছে সে ই মজেছে, বুঝতে হবে, তার কপালে দুঃখ আছে।

শব্দই ভাষার প্রধান উপকরণ। শব্দ-সাধনাই ভাষা সাধনার গোড়ার কথা। শিল্পীকে যেমন তাঁর শিল্প-সাধনার শুরুতে প্রতিটি রঙের চরিত্র এবং তার প্রয়োগের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিপুণভাবে অবহিত হতে হয়, প্রত্যেক ভাষা-শিল্পীকেও তেমনি তাঁর প্রধান উপকরণ শব্দের চরিত্র এবং তাদের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাই মুগ্ধ ভাষা-প্রেমিকেরা ভাষা-সুন্দরীর কাছে বাগদত্ত হয়ে যান শৈশবের ঊষালগ্ন থেকেই।

বাংলা ভাষা যেমন কাজের ভাষা তেমনি ভাবের ভাষা প্রেমের ভাষাও। সেই অস্ট্রিক বা অস্ট্রোলয়েড যুগ থেকে এ-পর্যন্ত বহু ভাষার স্রোত প্রবাহিত হয়ে এসে বাংলা ভাষার মূল ধারাকে এবং সেই সঙ্গে বাংলার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মহাজন হলো সংস্কৃত ভাষা। তৎসম বা তদ্ভব— যে সূত্রেই হোক তার দাক্ষিণ্যের ধারা সুবিপুল। সেই তুলনায় অন্যান্য ধারার অবদান যৎসামান্য। যদি ভাষাবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এক-একটি শব্দ অতি সুপ্রাচীন তাদের বয়েসও সুপ্রচুর। আবার যদি কেউ সেই সঙ্গে ভাবুক হন, তাহলে তিনি প্রতিটি শব্দের বুকে কান পেতে সুদূর অতীতের— কলধ্বনি শুনতে পাবেন। প্রতিটি শব্দই সংক্ষিপ্ততম ভাষণ বহুকথনের সংক্ষিপ্ততম সাংকেতিক রূপ। একথা অনেকেরই জানা নেই যে, প্রতিটি শব্দের মধ্যে বহু চিত্র, বহু কল্পনা, বহু অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে স্তব্ধ হয়ে আছে। প্রকৃত শক্তিমানেরা পারেন তার সেই স্তব্ধতা ভেঙে মূককে বাচাল করে তুলতে। যেমন ধরুন গোরু বাছুর যাতায়াত করতে করতে তাদের যাওয়া আসার একটা পথ তৈরি হয়ে যায় তাকে বলতে পারি গোরু-বাছুরের যাতায়াতের পথ। একটি মাত্র শব্দে তা হলো 'ডহর' [মুণ্ডারি- অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা, স্মরণীয় 'সিধু-কানু ডহর']।

তেমনি দেবতার উদ্দেশে হোমদ্রব্য বহন করে নিয়ে চলেছে একটি সত্তা তার অঙ্গরাগ এবং অঙ্গবাস লোহিত-পীতবর্ণ— এই চিত্রকল্পটিকে একটিমাত্র শব্দে রূপদান করা হলো- বহ্নি' [ঋগ্বেদ]। আবার ধরুন, কৃষি-কৌশলে অজ্ঞ, মৃগয়াজীবী যাযাবর মানুষ বাঁচার তাগিদে বধ করবার জন্যে পশুর অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ, যে অন্বেষণের যোগ্য বা বধের যোগ্য বা বধের নিমিত্ত যার অন্বেষণ করা যায়- - একটিমাত্র শব্দে বলা যায়, সে হলো 'মৃগ' [অর্থ পশু— ঋগ্বেদ]। তাহলে বনের পশুরা দল বেঁধে জল পান করতে চলেছে নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে। এইভাবে প্রতিদিন যায় এবং আসে। তাদের এই যাতায়াতের ফলে বনের মধ্যে একটি পথ তৈরী হয়ে যায়। এইভাবে মৃগ বা পশুদের যাতায়াতের ফলে নির্মিত পথ— একটিমাত্র শব্দে তার রূপ হলো 'মার্গ'। আবার যদি অভিজ্ঞতার কথা ধরা হয়, তাহলে আমাদের অতি-পরিচিত পাখি 'কাক'-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের এত পরিচিত পাখি কাক, তার চরিত্র-পরিচয় আমাদের অনেকখানি অজ্ঞাত। আমরা কি জানি, স্ত্রী-কাক জীবনে একবার মাত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে বন্ধ্যা হয়ে যায়। কোন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষক ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করে 'কাকবন্ধ্যা' শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন, অথচ 'কাকবন্ধ্যা'

শব্দটি আমাদের পরিচিত শব্দ হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে যে গভীর পর্যবেক্ষণের ফসল নিহিত, তা আমাদের দ্বারা উপেক্ষিত।

কাজেই, ভাষার সাধনা, শব্দের সাধনা কেবলমাত্র দুঃখের সাধনাই নয়, এক রোমাঞ্চকর সাধনাও। শব্দে আছে ছবি, আছে পল্লবিত কল্পনা, আছে বিস্তারিত ও গভীর পর্যবেক্ষণ, আছে গান, আছে বহুদিনের বহমান জীবনের উচ্ছল কলধ্বনি।

তারই আকর্ষণে একদিন প্রায় খেলাচ্ছলেই 'শব্দসন্ধান শব্দাভিধান' রচনায় মনোনিবেশ করি। শব্দের পর শব্দের পাহাড় জমে উঠতে থাকে, বছরের পর বছর কেটে যায়। এইভাবে প্রায় দশ বছর সময় কেড়ে নিয়েছে এই বইখানি। বস্তুতঃ, এত দীর্ঘ সময় আমার কোন গ্রন্থ রচনায় কখনো ব্যয়িত হয়নি।

শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক—এককথায়, ভাষা-ব্যবসায়ীমাত্রের ক্ষেত্রেও, দেখা যায়, প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত লাগসই শব্দটি ধরা দেয় না। তবে ব্যাখ্যা-বাক্যটি যদি জানা থাকে, তবে সহজেই সেই অধরা শব্দ-সুন্দরীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এই 'শব্দসন্ধান শব্দাভিধানে'। আর, শব্দ-হেঁয়ালি [Cross-words] বা শব্দ-সন্ধান যাঁদের নেশা, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থখানি হতে পারে 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার'।

'শব্দসন্ধান শব্দাভিধানে' চার হাজারেরও বেশি শব্দ তাদের ব্যাখ্যা-বাক্যসহ সংকলিত হয়েছে। এক-একটি শব্দের যেহেতু একাধিক অর্থ ও অর্থ-সংকেত রয়েছে, তাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা-বাক্যের ক্ষেত্রে একই শব্দের পৌনঃপুনিকতা লক্ষ্য করা যাবে। শব্দ ও ব্যাখ্যা-বাক্য সংকলনে বহু গ্রন্থের কাছে আমি ঋণী, সেই গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা সংযোজিত হলো।

পরিশেষে, গ্রন্থখানিকে নির্ভুল এবং নিশ্ছিদ্র করার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিলো না। যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে, বিজ্ঞজনের সুযোগ্য পরামর্শ পেলে তা অবশ্যই সসম্মানে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত, পরিমার্জিত ও সংযোজিত হবে। গ্রন্থখানির দ্বারা বাংলা ভাষার সাধকগণ উপকৃত হলে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করবো।

নমস্কারান্তে—

৭ই মাঘ, ১৩৯৮
হেরম্বচন্দ্র কলেজ
কলকাতা : ৭০০০২৯

বিনত
গ্রন্থকার

ঋণ-স্বীকার

A Sanskrit-English Dictionary : Sir Monier Monier-Williams
A Tri-Lingual Dictionary : Mukhopadhyay and Bhattacharya
বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান : ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত [বাংলা একাডেমী]
পৌরাণিক অভিধান : সুধীর চন্দ্র সরকার সংকলিত
বিবিধার্থ অভিধান : সুধীর চন্দ্র সরকার সংকলিত
রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত
মহাভারত : কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত [ছয় খণ্ড]
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : জগদীশ চন্দ্র ঘোষ অনূদিত
বেদ : হরফ প্রকাশনী [পাঁচ খণ্ড]
উপনিষদ্ : অখণ্ড সংস্করণ : হরফ প্রকাশনী
বাংলা লৌকিক অভিধান : ডঃ কামিনীকুমার রায়
The Origin and Development of the Bengali Language : Suniti Kumar Chatterjee.
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা : ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
ভাষার ইতিবৃত্ত : ডঃ সুকুমার সেন
অমরকোষ বা অমরার্থ-চন্দ্রিকা : অধ্যাপক শ্রীমদ্গুরুনাথ-বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য-সম্পাদিত।
সংস্কৃত সাহিত্য-সম্ভার : নবপত্র প্রকাশন
Kalidasa : Abhijnana-Sakuntalam
ভারতকোষ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
Kalhan's Rajatarangini : Sahitya Academi
চণ্ডীমঙ্গল : কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত
বাঙ্গালা শব্দকোষ : যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
শব্দতত্ত্ব : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র-রচনাবলী : বিশ্বভারতী
কাদম্বরী : তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত
কালিদাস-সমগ্র : নবপত্র প্রকাশন
গিরিশ-গ্রন্থাবলী
রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র রচনাসমগ্র [অখণ্ড সংস্করণ] : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন
কাশীদাসী মহাভারত : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন
বাল্মীকি রামায়ণ : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত
শ্রীচৈতন্যভাগবত : বৃন্দাবন দাস

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ঃ কৃষ্ণদাসকবিরাজ
শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ ঃ কবিশ্রীজয়দেব গোস্বামী বিরচিত
শব্দকল্পদ্রুম ঃ বরদাপ্রসাদ বসু প্রকাশিত
সাহিত্যদর্পণ ঃ বিশ্বনাথ কবিরাজ
নীলদর্পণ ঃ দীনবন্ধু মিত্র
আলালের ঘরের দুলাল ঃ প্যারীচাঁদ মিত্র
হুতোম প্যাঁচার নক্শা ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ
অভিজ্ঞানশকুন্তল ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
সীতাব বনবাস ঃ ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর
দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী ঃ সাহিত্য সংসদ্
বঙ্কিম-রচনাবলী ঃ সাহিত্য সংসদ্
মধুসূদন-রচনাবলী ঃ সাহিত্য সংসদ্
বিষাদ-সিন্ধু ঃ মীর মোশারফ হোসেন
শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ ঃ এম.সি.সরকার এণ্ড সন্স
পদরত্নাবলী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত
জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস [অখণ্ড সংস্করণ] ঃ রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন
বঙ্গীয় শব্দকোষ ঃ হবিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
চলন্তিকা ঃ রাজশেখর বসু
সংসদ্ বাঙ্লা অভিধান

শব্দসন্ধান
শব্দাভিধান

অ

অংশে অংশে ভাগ করে বণ্টন : **ভাগবাঁটোয়ারা**।

অংশের ভাগীদার : **অংশভাক্, অংশীদার, ভাগধেয়**।

অঋতুমতী নারীর যোনিমুখাবরণ : **সতীচ্ছদ**।

অকর্মণ্য গবাদি পশু রাখার স্থান : **পিঁজরাপোল**।

অকস্মাৎ আগত : **ছুট্‌কা**।

অকস্মাৎ ধনী : **হঠাৎনবাব**।

অকস্মাৎ শক্তিশালী ও ধনী : **হঠাৎবাবু**।

অকারণ দণ্ড : **গচ্চা**।

অকারণে ও অনিচ্ছায় যার দায়িত্ব বহন করতে হয় : **গলগ্রহ**।

অকার্যের করণ ও কর্তব্যের অকরণের জন্যে শোচনা বা অনুতাপ : **নির্বেদ**।

অকালদুগ্ধা গবী (মেদিনী) : **সন্ধিনী**।

অকালে উৎপন্ন কুমড়া : **অকালকুষ্মাণ্ড**।

অকালের ফুল : **অকালকুসুম**।

অকুণ্ঠ ব্যয়শীল ব্যক্তি : **মুক্তহস্ত**।

অক্ষরজ্ঞান যার আয়ত্তে : **জিতাক্ষর**।

অক্ষির পর : **পরোক্ষ**।

অক্ষোন্নতিশূন্য দেশ : **নিরক্ষ**।

অগভীর দৃষ্টিবিশিষ্ট : **স্থূলদর্শী, স্থূলদৃষ্টি**।

অগস্ত্যের স্ত্রী : **লোপামুদ্রা**।

অগ্নি-উৎপাদনের নিমিত্ত ঘর্ষণীয় মন্থন-কাষ্ঠ : **নির্মন্থ্য, অরণি**।

অগ্নিকোণের দিগগজ : **পুণ্ডরীক**।

অগ্নি থেকে যার জন্ম : **অগ্নিজ, অগ্নিজন্মা, অগ্নিভূ**।

অগ্নি-নিবারক জলযন্ত্র : **পর্জন্যক**।

অগ্নি-মন্থন কাষ্ঠ : **অরণি**।

অগ্নিমুখ সমুদ্রাশ্ব : **বাড়ব**।

অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটকী : **বড়বা**।

অগ্নিশিখার আকস্মিক ছটা : **ঝলক**।

অগ্নি-সংযোগে যে আতসবাজির সশব্দে বিস্ফোরণ হয় : **পটকা**।

অগ্নিসাক্ষী যার : **অগ্নিসাক্ষিক**।

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ : **সাগ্নিক**।

অগ্নির জিহ্বা : **সুপ্রভা, সুলোহিতা**।

অগ্নির পত্নী : **স্বধা, স্বাহা**।

অগ্নির পিতা : **বিশ্বানর**।

অগ্রগামী সৈন্য : **নাসীর**।

অগ্র-পশ্চাৎ [পূর্বাপর] ক্রমানুযায়ী : **আনুপূর্বিক**।

অগ্রভাগে গৃহযুক্ত নৌযান : **অগ্রমন্দিরা**।

অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক : **পিছ-পা, পশ্চাৎপদ**।

অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা : **অভ্যুদগমন, প্রত্যুদগমন**।

অগ্রিম টাকা নিয়ে শস্য দেবার চুক্তিপত্র : **সাট্টা, একরারনামা**।

অগ্রিম প্রদত্ত মূল্য বা মূল্যাংশ : **বায়না**।

অগ্রিম মূল্যাংশ প্রদানের দলিল : **বায়নানামা, বায়নাপত্র**।

অঘ্রান মাসের সন্ধ্যাকালে কুমারী মেয়েদের অনুষ্ঠেয় ব্রত : **সেঁজুতি**।

অঙ্গ-চালন জনিত ক্লেশ : **পরিশ্রম**।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ বর্তমান : **সাঙ্গোপাঙ্গ**।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথকীকরণ, পর্যবেক্ষণ ও বিচার : **বিশ্লেষণ**।

অঙ্গ-ভঙ্গিসহ তামাশা : **রঙ্গতামাশা, রংতামাশা**।

অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারাদির দ্বারা যে শরীরের প্রসাধন সম্পাদন করে দেয় : **পরিকর্মা, পরিকর্মী**।

অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারাদির দ্বারা শরীরের প্রসাধন : **পরিকর্ম**।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নায়কের . প্রতারণা : **বিপ্রলব্ধ**।

অঙ্গীকৃত বিষয়ের অসম্পাদন : **বিসংবাদ**।

অঙ্গীকৃত মাল তৈরির জন্যে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ : **দাদন**।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগ : **পিতৃতীর্থ**।

অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার সাহায্যে সৃষ্ট শব্দ : **তুড়ি**।

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ ঋষি : **বালখিল্য**।

অঙ্গুষ্ঠের পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলি : **তর্জনী**।

অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ : **ব্রাহ্মতীর্থ**।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ : **দৈবতীর্থ**।

অঙ্গুলির অগ্রভাগের আবরণ : **অঙ্গুষ্ঠানা, অঙ্গুলিত্র, অঙ্গুলিত্রাণ, আঙ্গুস্তানা**।

অঙ্গুলির সন্ধিস্থল : **কড়**।

অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত : **আঙ্গিক, অঙ্গীভূত**।

অঙ্গের আক্ষেপমূলক রোগ : **ধনুষ্টঙ্কার**।

অঙ্গের মর্দন : **সংবাহ, সংবাহন**।

অচঞ্চল মতি যার : **স্থিরমতি**।

অচেতন অবস্থা : **বেঘোর**।

অচেতন দেহ সচেতনকরণ : **প্রাণসঞ্চার**।

অজের মুখের মতো মুখ যার : **অজমুখ** [দক্ষ]।

অজ্ঞাতগর্ভা পরিণীতার পুত্র বা কন্যা : **সহোঢ়, সহোঢ়া** [স্ত্রী]।

অজ্ঞাত বা অপ্রকাশিত বৃত্তান্ত : **গুপ্তকথা**।

অজ্ঞাত স্থানে গমন : **অজ্ঞাতচর্যা**।

অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি : **মোহঘোর**।

অঞ্জনার গর্ভজাত পবন-পুত্র : **হনুমান, হনূমান**।

অণিমা প্রভৃতি আট রকমের ঐশ্বর্য, গুণ বা বিভূতি : **অষ্টসিদ্ধি**।

অট্টালিকা - নির্মাণকারী কারিগর : **রাজমিস্ত্রী**।

অট্টালিকার উপরিস্থিত বুরুজ : **তাজ**।

অণুতুল্য ক্ষুদ্র কীট : **কীটাণু**।

অতসী ফুলের গাছ : **সোনাকড়ি, সোনাকড়ী**।

অতি আসন্ন : **প্রত্যাসন্ন**।

অতি আসন্ন সন্ধ্যা : **অতিসায়ম্**।

অতি উচ্চ স্বর : **তারস্বর**।

অতি উচ্চ ধ্বনি : **মহানাদ**।

অতি উচ্চ বিকট হাসি : **অট্টহাস্য**।
অতি উচ্চ রোল : **উতরোল**।
অতি উজ্জ্বলা শ্বেতবর্ণা নারী : **মহাশ্বেতা**।
অতি উৎকৃষ্ট অব্যর্থ ঔষধ : **মহৌষধ**।
অতি উন্নত মতি যার : **মহামতি, মহামনাঃ**।
অতি কঠোর তপস্যাকারী : **মহাতপাঃ**।
অতি কর্মকুশল ব্যক্তি : **ধুরন্ধর**।
অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ : **হাঁসফাঁস**।
অতি কৃপণ ব্যক্তি : **যক, যক্ষ**।
অতি কোমল অল্পবয়স্ক সুন্দর বালক : **সুকুমার, সুকুমারক**।
অতি কোমলা অল্পবয়স্কা সুন্দরী বালিকা : **সুকুমারী**।
অতি গুণবান পুত্রের জননী : **রত্নগর্ভা, সুবর্ণগর্ভা, স্বর্ণগর্ভা**।
অতি নিপুণ কারিগর : **ওস্তাগর**।
অতি তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তি : **হেঁজিপেজি**।
অতিথির নিমিত্ত গৃহ : **অতিথিগৃহ, অতিথিশালা, ধর্মশালা, পান্থশালা**।
অতি দুর্বৃত্ত ব্যক্তি : **শয়তান, ষণ্ডামার্কা**।
অতি দুষ্টস্বভাবা [দুর্বৃত্তা] নারী : **শয়তানী**।
অতি দূরগামী গন্ধ : **সমাকর্ষী**।
অতি দূর প্রসারিত মনোহর গন্ধ : **আমোদ**।
অতি দ্রুত কাজ করছে যে : **ত্বরমাণ**।
অতি ধনবান ব্যক্তি : **লক্ষপতি**।
অতি নিকৃষ্ট পদার্থ : **রথো**।
অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তি : **রথো**।

অতি নিকৃষ্ট যে নর : **নরাধম**।
অতি নির্মল : **স্বচ্ছ**।
অতি প্রকাণ্ড : **সুবিপুল, সুবিশাল, সুবৃহৎ**।
অতি প্রসন্ন [হৃষ্ট] : **সুপ্রসন্ন**।
অতি প্রাচীন ব্যক্তি : **স্থবির**।
অতি বড়াইযুক্ত উক্তি : **দম্ভোক্তি**।
অতি বৃদ্ধা নারী : **বড়াই**।
অতি বৃহৎ ও গভীর বন : **অরণ্যানী, মহাটবী, মহাবন, মহারণ্য**।
অতি বৃহৎ জনসমবায় বা সঙ্ঘ : **মহামণ্ডল**।
অতি বৃহৎ নগর : **মহানগর, মহানগরী** [স্ত্রী]।
অতি ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত : **ব্যস্তসমস্ত, হন্তদন্ত**।
অতি ভয়ঙ্কর : **সুবিকট**।
অতি ভোজনের ফলে দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা : **দমসম**।
অতি মন্দ হাল [অবস্থা] : **নাজেহাল**।
অতি রক্ষণশীল : **দুর্মর**।
অতিরিক্ত কথন : **অত্যুক্তি**।
অতিরিক্ত ঘর্মক্ষরণ : **প্রস্বেদ**।
অতিরিক্ত জলের নিস্কাশন : **পরিবাহ**।
অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি : **ধুম**।
অতিরিক্ত মূল্য : **মাগ্‌গি**।
অতিরিক্ত মূল্য যার : **দুর্মূল্য, মহার্ঘ**।
অতিরিক্ত সাহস : **দুঃসাহস**।
অতিরিক্ত সাহস যার : **দুঃসাহসী**।
অতি লজ্জাশীলা বধূ : **কলাবধূ**।

অতি শক্তিমান্ ব্যক্তি : **সমর্থ**।
অতিশয় অনুরক্তি হয় যাতে : **সুরত**।
অতিশয় অমঙ্গল : **অত্যশুভ, অত্যহিত**।
অতিশয় অর্ঘ্য [মূল্য] যার : **মহার্ঘ, মহার্ঘ্য**।
অতিশয় অহঙ্কারযুক্ত পুরুষ : **মহাজ্ঞানী**।
অতিশয় আগ্রহযুক্ত : **সনির্বন্ধ**।
অতিশয় আমোদিত : **প্রমুদিত**।
অতিশয় আসক্ত : **ব্যাসক্ত, প্রসক্ত**।
অতিশয় আসক্তি যাদের : **সমাসক্ত, সমাসঙ্গ**।
অতিশয় আসক্তির দ্যোতক [দৃষ্টি] : **বিলোল**।
অতিশয় আহ্লাদিত : **প্রমোদিত, প্রমুদিত**।
অতিশয় উচ্চ : **প্রোন্নত**।
অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরত : **রোরুদ্যমান, রোরুদ্যমানা [স্ত্রী]**।
অতিশয় উত্তপ্ত : **প্রতপ্ত**।
অতিশয় উৎকণ্ঠিত : **সমুৎসুক**।
অতিশয় উন্নত : **সমুন্নত**।
অতিশয় কঠোর : **নিদারুণ**।
অতিশয় কম্পন : **প্রকম্প, প্রকম্পন**।
অতিশয় কলঙ্কজনক : **বিগর্হিত**।
অতিশয় কাতর : **মুহ্যমান, মোহ্যমান**।
অতিশয় কুৎসিতা নারী : **পেত্নী**।
অতিশয় কৃপণ : **হাড়কৃপণ**।
অতিশয় কৃশ : **কঙ্কালসার**।
অতিশয় কোপন : **প্রচণ্ড**।
অতিশয় ক্রুদ্ধ : **প্রকুপিত**।
অতিশয় ক্ষণস্থায়ী : **সদ্যঃপাতী**।

অতিশয় ক্ষুব্ধ : **সংক্ষুব্ধ**।
অতিশয় ক্ষোভ : **সংক্ষোভ**।
অতিশয় গভীর : **সুগভীর**।
অতিশয় গাম্ভীর্যযুক্ত : **সুগম্ভীর**।
অতিশয় গাঢ় : **প্রগাঢ়**।
অতিশয় গূঢ় : **নিগূঢ়, নির্গূঢ়**।
অতিশয় গোপন : **নিগূঢ়**।
অতিশয় ঘটা বা জাঁকজমক : **মহাড়ম্বর**।
অতিশয় ঘৃণ্য : **জঘন্য, বীভৎস**।
অতিশয় চঞ্চল : **ব্যালোল**।
অতিশয় ছোট টুকরা : **কুচি**।
অতিশয় জিদ : **রোক, রোখ**।
অতিশয় জ্বলন : **প্রজ্বলন**।
অতিশয় তাড়াতাড়ি : **তড়িঘড়ি**।
অতিশয় তুষ্ট : **সন্তুষ্ট, পরিতুষ্ট**।
অতিশয় তৃপ্তি : **সন্তুষ্টি, সন্তোষ, পরিতোষ**।
অতিশয় তৃষ্ণা যার : **অতিতৃষ্ণ**।
অতিশয় তেজস্বী পুরুষ : **মহাতেজাঃ, মহাতেজস্বী**।
অতিশয় ত্রাস [আতঙ্ক] : **সন্ত্রাস, মহাতঙ্ক**।
অতিশয় দান করেন যিনি : **সনৎ [ব্রহ্মা]**।
অতিশয় দূরে অবস্থিত : **অতিদূর**।
অতিশয় দৃঢ় : **সুপ্রতিষ্ঠ**।
অতিশয় ধনশালী ব্যক্তি : **ধনকুবের**।
অতিশয় ধার্মিক : **ধর্মাত্মা**।
অতিশয় ধার্মিক ব্যক্তি : **সুধর্মা**।
অতিশয় ধূর্ত ও অনিষ্টকারী লোক

: **বিচ্ছু**।
অতিশয় নত : **সন্নত**।
অতিশয় নত হওয়ার ভাব : **সন্নতি**।
অতিশয় নম্র : **বিনম্র**।
অতিশয় নিন্দিত : **বিগর্হিত**।
অতিশয় নির্বোধ [মূর্খ] : **গণ্ডমূর্খ**।
অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ : **বিপাণ্ডুর**।
অতিশয় পাপী : **পাপিষ্ঠ, পাপিষ্ঠা** [স্ত্রী], **পাপাশয়, পাপীয়সী** [স্ত্রী]।
অতিশয় পীড়ন : **নিপীড়ন**।
অতিশয় প্রশংসনীয় : **প্রশস্য**।
অতিশয় প্রশস্ত : **সুপ্রশস্ত**।
অতিশয় প্রসন্ন অদৃষ্ট : **বহুভাগ্য**।
অতিশয় প্রিয় : **সুপ্রিয়**।
অতিশয় বলশালী : **প্রবল**।
অতিশয় বিরক্ত : **তিতিবিরক্ত**।
অতিশয় বিষ যাতে : **অতিবিষ, অতিবিষা** [স্ত্রী]।
অতিশয় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি : **সূক্ষ্মদর্শী**।
অতিশয় বুদ্ধিসম্পন্না নারী : **সূক্ষ্মদর্শিনী**।
অতিশয় বৃদ্ধ : **বর্ষিষ্ঠ**।
অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত [বৃদ্ধিশীল] : **বৃহৎ**।
অতিশয় বৃহৎ : **প্রকাণ্ড**।
অতিশয় বৃহৎ আকারের : **ঢাউস, বিরাট, বৃহৎ**।
অতিশয় বেশি : **অত্যধিক**।
অতিশয় ব্যস্ত : **ব্যতিব্যস্ত**।
অতিশয় ব্যস্ত ও উদ্বেগজনিত রুদ্ধশ্বাস অস্থিরতা : **আকুপাঁকু, হাঁকুপাঁকু**।
অতিশয় ব্যস্ততা ও আস্ফালন : **লম্ফঝম্ফ**।
অতিশয় ভয়ঙ্কর : **বিভীষণ**।
অতিশয় ভোজন : **অতিভোজন**।
অতিশয় মত্ত : **প্রমত্ত**।
অতিশয় মহিমাপূর্ণ : **মহামহিম, মহামহিমান্বিত**।
অতিশয় মানসিক যন্ত্রণাযুক্ত : **সন্তপ্ত**।
অতিশয় মূর্খ : **হস্তিমূর্খ**।
অতিশয় ম্লান : **পরিম্লান**।
অতিশয় রক্তবর্ণ : **সুলোহিত**।
অতিশয় রমণীয় : **সুরম্য**।
অতিশয় রূপবান : **খুবসুরৎ**।
অতিশয় ললিত : **সুললিত**।
অতিশয় লোভযুক্ত : **প্রলুব্ধ**।
অতিশয় লোভী : **লোভার্ত, লোভিষ্ঠ**।
অতিশয় লোলুপ : **লোভাতুর, লোভাতুরা** [স্ত্রী]।
অতিশয় লোহিত : **বিলোহিত**।
অতিশয় শিষ্ট : **বিশিষ্ট**।
অতিশয় শিষ্ট ও ভদ্র : **সুভদ্র, সুসভ্য**।
অতিশয় শীতলতাবিশিষ্ট : **সুশীতল**।
অতিশয় শীর্ণ [কৃশ বা জীর্ণ] : **বিশীর্ণ**।
অতিশয় শুদ্ধ : **বিশুদ্ধ**।
অতিশয় শুষ্ক : **বিশুষ্ক**।
অতিশয় সরল : **প্রাঞ্জল**।
অতিশয় স্নিগ্ধ : **মেদুর**।
অতি সংকীর্ণ পথ : **সংকট**।
অতি সংকীর্ণ পার্বত্য-পথ : **গিরি-সংকট**।
অতিশয় হৃষ্ট : **উল্লসিত**।

অতিশয় হিসাবী : **পাটোয়ারী**।
অতিশয়িত কায়া যার : **অতিকায়**।
অতি সত্বর : **তূর্ণ**।
অতি সম্মানিত ব্যক্তি : **হজরত**।
অতি সামান্য অংশ : **একতিল**।
অতি সামান্য খাদ্যের সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি : **পিত্তরক্ষা**।
অতি সামান্য পরিমাণ আভাস : **বিন্দুবিসর্গ**।
অতি সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র : **মসলিন, মসলীন**।
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যিনি বন্ধনহীন : **নিত্যমুক্ত**।
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনা যিনি জানতে পারেন : **ত্রিকালজ্ঞ**।
অতীন্দ্রিয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান : **দিব্যজ্ঞান**।
অতীব সুন্দর : **সুচারু, সুরুচির**।
অত্যধিক আদর-হেতু অন্যায়-কর্মের প্রতি উপেক্ষা : **প্রশ্রয়**।
অত্যধিক গোল : **গণ্ডগোল**।
অত্যধিক ভারের জন্যে ক্লিষ্ট : **ভারাক্রান্ত**।
অত্যধিক সতর্ক : **সাবধানী**।
অত্যন্ত অগোছালো অবস্থা : **ছত্রকট**।
অত্যন্ত অঙ্গ-সঞ্চালন যাতে : **নিধুবন** [রতিক্রীড়া]।
অত্যন্ত অধিক : **অত্যধিক, সাতিশয়**।
অত্যন্ত অনুগত ব্যক্তি : **তাঁবেদার**।
অত্যন্ত অসদাচরণ : **শয়তানি**।
অত্যন্ত আকুল : **ব্যাকুল**।
অত্যন্ত আদর : **প্রশ্রয়**।
অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন : **মহাসমারোহ**।
অত্যন্ত উগ্রা নারী : **রায়বাঘিনী**।
অত্যন্ত উচ্চ ও কর্কশ [গলা বা কণ্ঠস্বর] : **বাজখাঁই**।
অত্যন্ত উদ্ধত : **সমুদ্ধত**।
অত্যন্ত কঠিন : **বিষম**।
অত্যন্ত কুৎসিত : **বিতিকিচ্ছি, কিম্ভূতকিমাকার**।
অত্যন্ত ঘৃণ্য বা কদর্য বা বিকৃত : **বীভৎস**।
অত্যন্ত তুষ্ট : **সন্তুষ্ট**।
অত্যন্ত তৃপ্ত বা আনন্দিত : **পরিতুষ্ট, পরিতুষ্টা** [স্ত্রী]।
অত্যন্ত ত্রস্ত : **সন্ত্রস্ত**।
অত্যন্ত দামী : **বহুমূল্য, মহামূল্য**।
অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী : **সুচির**।
অত্যন্ত দুরন্ত : **দামাল**।
অত্যন্ত দুর্বোধ্য : **অতিগহন**।
অত্যন্ত দূরবর্তী : **দবিষ্ঠ**।
অত্যন্ত ধীর-গতিসম্পন্ন : **মৃদুমন্দ**।
অত্যন্ত ধোলাই-করা পোশাক-পরিহিত ব্যক্তি : **ধোপদুরস্ত**।
অত্যন্ত নিরুপায় বা সংকটময় অবস্থা : **বেঘোর**।
অত্যন্ত নীচ [ইতর] ব্যক্তি : **পামর**।
অত্যন্ত পীড়ন : **নিপীড়ন**।
অত্যন্ত পীড়নপূর্বক শাসন : **দুঃশাসন**।
অত্যন্ত প্রফুল্ল : **উৎফুল্ল**।

অত্যন্ত ফর্সা ও সুশ্রী : **ফুটফুটে**।
অত্যন্ত বলিষ্ঠ : **বলবান, বলীয়ান্**।
অত্যন্ত বা ভীষণ শব্দ বা ঘোষ যার : **নির্ঘোষ**।
অত্যন্ত বিচক্ষণ : **সুবিচক্ষণ**।
অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা : **মহাবিভ্রাট**।
অত্যন্ত বিশ্রী : **যাচ্ছেতাই**।
অত্যন্ত বৃদ্ধ : **বর্ষিষ্ঠ, বর্ষীয়ান্, প্রবৃদ্ধ**।
অত্যন্ত ব্যস্ত : **ব্যস্তসমস্ত**।
অত্যন্ত ভারে ক্লিষ্ট : **ভারাক্রান্ত**।
অত্যন্ত মাননীয় বা সম্মানের পাত্র : **মহামান্য**।
অত্যন্ত মিহি : **ফিন্‌ফিনে**।
অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক নরক : **মহানরক, মহারৌরব**।
অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া : **বিষফোঁড়া**।
অত্যন্ত লুব্ধ : **বিলোল**।
অত্যন্ত শঠ ব্যক্তি : **ধড়িবাজ**।
অত্যন্ত শান্ত : **প্রশান্ত**।
অত্যন্ত শান্ত অবস্থা : **প্রশান্তি**।
অত্যন্ত শীতল : **তুহিন, সুশীতল**।
অত্যন্ত শৌখিন লোক : **ফুলবাবু**।
অত্যন্ত সমৃদ্ধি : **বাড়বাড়ন্ত**।
অত্যন্ত স্পষ্ট : **সুস্পষ্ট**।
অত্যন্ত স্ফীতি : **সমুচ্ছ্রয়, সমুচ্ছ্রায়**।
অত্যন্ত হীনভাবে তোষামোদ : **পদলেহন**।
অত্যন্ত হীনভাবে তোষামোদ করে যে : **পদলেহী**।
অদম্য ও দাম্ভিক : **দামাল**।
অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা : **তিরস্কারণী, তিরস্করিণী, তিরস্কারিণী**।
অদৃষ্টের লিখন : **অদৃষ্টলিখন, অদৃষ্টলিপি, ভাগ্যলিখন, ভাগ্যলিপি**।
অদ্ভুত বেশবাস-পরিহিত হাস্যকৌতুক অভিনেতা : **সঙ, সং**।
অধর-প্রান্তের হাসি : **বক্রোষ্ঠিকা**।
অধর-সুধা পান : **চুম্বন**।
অধিকতর কঠোর আদেশ দ্বারা যে আদেশ প্রত্যাহৃত হয় : **প্রতিদিষ্ট**।
অধিকতর পটু : **পটীয়ান্, পটীয়সী [স্ত্রী], পটুতর**।
অধিক বয়স যার : **বয়োবৃদ্ধ**।
অধিক সুখে আসক্ত : **ভোগাসক্ত**।
অধিক বিলম্ব নয় এমন : **নাতিবিলম্ব**।
অধিকারস্থিত দেশ : **ভুক্তি**।
অধিকৃত মানুষ : **প্রজা**।
অধিগত অর্থ যার : **গতার্থ**।
অধিরথ সূতের পত্নী : **রাধা**।
অধ্যয়নে অনুরাগ : **পাঠানুরাগ**।
অধ্যয়নের নিমিত্ত স্থান : **পাঠশালা**।
অধ্যাপনাদি-বর্জিত ব্রাহ্মণ : **বৃষাচার**।
অনতিউচ্চ পর্বত : **পাহাড়**।
অনধিকারী ধূর্ত লোক : **নেপো**।
অনন্ত যৌবন যে নারীর : **নিত্য-যৌবনা [দ্রৌপদী]**।
অনভিপ্রেতভাবে যার আবরু উন্মোচিত : **বে-আবরু, হৃতসম্ভ্রম**।
অনর্থক বিবাদ : **বিপ্রলাপ**।
অনশনে মৃত্যু : **প্রায়**।
অনাদি অনন্তকালের দেবতা : **মহাকাল**।

অনাবশ্যক ও অনধিকার কর্তাগিরি : **সরফরাজি**।
অনাবৃত দেহে রৌদ্র-সেবন : **সূর্যস্নান**।
অনায়াস-দোহ্যা গাভী : **সুব্রতা**।
অনার্য জাতি : **ম্লেচ্ছ**।
অনার্য ভাষায় যে কথা বলে : **ম্লেচ্ছ**।
অনাহারে মৃত্যু-কামনায় উপবেশন : **প্রায়োপবেশ, প্রায়োপবেশন**।
অনিমন্ত্রিত আগন্তুক : **অনাহূত**।
অনুস্বার ও বিসর্গ : **বিন্দুবিসর্গ**।
অনুকম্পার সঙ্গে : **সানুকম্প**।
অনুকূল অভিমত : **সম্মতি**।
অনুকূল অভিমতবিশিষ্ট : **সম্মত**।
অনুকূল ভাব : **আনুকূল্য, দাক্ষিণ্য**।
অনুকূল সময় : **সুসময়**।
অনুক্ত কিন্তু অনুমেয় : **উহ্য**।
অনুক্ষণ আচরণ : **অনুশীলন**।
অনুগত ব্যক্তি : **পেটোয়া**।
অনুগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি : **নেকনজর**।
অনুগ্রহ-লাভার্থ দেবতাকে কিছু দানের মানসিক অঙ্গীকার : **মানত, মানসিক**।
অনুচিত বল-প্রয়োগকারী : **হঠকারী**।
অনুচিত রসের বর্ণনা : **রসাভাস**।
অনুচিত সাহস : **দুঃসাহস**।
অনুন্নত ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায় : **হরিজন**।
অনুপাতহীন অতি বৃহদাকার : **ঢাউস**।
অনুপাতের সমতা : **সমানুপাত**।
অনুভবের যোগ্য : **সংবেদ্য**।
অনুমোদন [কর্তৃপক্ষের] প্রাপ্ত : **অনুমোদিত**।
অনুরাগের প্রথম গোপন সঞ্চার : **পূর্বরাগ**।
অনুরাগের বিলুপ্তি : **বিরক্তি**।
অনুরূপ মূর্তি : **প্রতিমূর্তি**।
অনুর্বর জমি : **খিল**।
অনুর্বর উচ্চভূমি : **ব্রহ্মডাঙ্গা**।
অনুশোচনা করা : **পস্তানো**।
অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি-শিল্প-কলা ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর উৎকর্ষ : **সংস্কৃতি**।
অনুষ্ঠানাদির জন্যে নির্দিষ্ট সময় : **মরশুম**।
অনূঢ়া ঋতুমতী কন্যা : **বৃষলী**।
অনূঢ়াভাবের হরণকারী : **কৌমারহর**।
অনৃত [মিথ্যা] কথা বলে যে : **অনৃতভাষী, অনৃতভাষিণী** [**স্ত্রী**]।
অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চার [নিঃস্ব দরিদ্রা] মা : **বালতি, বালতী**।
অনেক প্রকারে : **বহুধা**।
অনেক প্রভু বা স্বত্বাধিকারী আছে যার : **বহুস্বামিক**।
অনেক বিষয়ে অন্বিত : **বহুমুখী**।
অনেক শাখা আছে যার : **বহুশাখ**।
অন্ত আছে যার : **সান্ত**।
অন্তঃকরণের তলদেশ : **অন্তস্তল**।
অন্তঃপুরচারী সর্বকার্যকুশল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ : **কঞ্চুকী**।
অন্তঃপুরবাসিনী নারী : **পুরবাসিনী**।

অন্তঃপুরে বাস করে যে : **পুরবাসী**।
অন্তঃপুরে বাস করে যে নারী : **পুরবাসিনী**।
অন্তঃপুরের রক্ষী : **কঞ্চুকী, সুবিদ্**।
অন্তঃসলিলা নদী : **ফল্গু**।
অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরপূর্ণ কথা : **ফাঁদিকথা, ফাঁদীকথা**।
অন্তঃসারহীন ব্যক্তি : মাকাল।
অন্তঃসত্ত্বা নারী : **পোয়াতী, গর্ভিণী**।
অন্তরঙ্গ যুগলবন্দী [বন্ধু]: **মানিকজোড়**।
অন্তরঙ্গ সখী : **স্বজনী, সজনী**।
অন্তরের [অন্তর্নিহিত] কথা : **মর্মকথা**।
অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যে অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করতে পারে : **দিব্যদর্শী**।
অন্তর্ধান করেছে যে : **অন্তর্হিত**।
অন্তর্নিহিত দীপ্তি বা ভাবের প্রকাশ : **দ্যোতনা**।
অন্তিম অবস্থা : **নিদান**।
অন্তিম নিদ্রা : **কালনিদ্রা** [মৃত্যু], **মহানিদ্রা**।
অন্তিম প্রয়াণ [যাত্রা, প্রস্থান] : **মহাপ্রয়াণ**।
অন্ধকার দূর করে যে : **তমোঘ্ন, তমোহর**।
অন্ধকার রাত্রি : **তমস্বিনী, তমিস্রা, তামসী**।
অন্নছত্রে রাশীকৃত অন্নের ছড়াছড়ি : **ছত্রকট**।
অন্ন, জল ইত্যাদি বিতরণের স্থান : **সত্র**।
অন্নপ্রাশনকালীন হোম : **শুচি**।
অন্নপ্রাশনে সংস্কারকালে বা বিবাহে প্রদত্ত ধন : **যৌতক, যৌতুক**।
অন্নবস্ত্র সহযোগে প্রতিপালন : **ভরণপোষণ**।
অন্ন-বিতরণের স্থান : **অন্নছত্র, অন্নসত্র**।
অন্ন-ব্যঞ্জন ব্যতীত অন্য আহার্য [মুড়ি চিড়া দধি ইত্যাদি] গ্রহণ : **জলপান**।
অন্নের জন্যে পরের গলগ্রহ : **ভাতুড়ে**।
অন্নের পাহাড় বা স্তূপ : **অন্নকূট**।
অন্য কল্পনা : **বিকল্প**।
অন্য কর্মস্থানে নিয়োগ : **বদলি, বদলী**।
অন্য কাগজে [জলের সাহায্যে] যে ছবি তোলা হয় : **জলছবি**।
অন্য কাল : **কালান্তর**।
অন্যকে খর্ব করবার ইচ্ছা : **দর্প**।
অন্যকে পীড়ন করে যে : **পরপীড়ক**।
অন্যকে পীড়ন করে যে আনন্দ পায় : **ধর্ষকাম**।
অন্যকে হিংসা করে যে : **পরদ্বেষী, পরদ্বেষিণী** [স্ত্রী]।
অন্য গতি : **গত্যন্তর**।
অন্য গ্রামবাসী [অন্য জমিদারের] প্রজাকে প্রদত্ত ভূমি : **পাইকস্তা**।
অন্য জন্ম : **জন্মান্তর**।
অন্যদিকে মন যার : **অন্যমনস্ক, অন্যমনা**।
অন্য দেহ : **দেহান্তর**।
অন্য দ্বীপ : **দ্বীপান্তর**।
অন্য ধর্ম : **ধর্মান্তর**।
অন্য নারীর স্বামী : **পরপতি**।

অন্য পাড়া : **বেপাড়া, ভিন্‌পাড়া।**
অন্য পুরুষের স্ত্রী : **পরস্ত্রী।**
অন্যপূর্বা বিবাহিতা স্ত্রী : **পুনর্ভূ।**
অন্য প্রকার : **প্রকারান্তর।**
অন্য প্রসঙ্গ : **প্রসঙ্গান্তর।**
অন্য বার : **বারান্তর।**
অন্য বিষয় : **বিষয়ান্তর।**
অন্য যুগ : **যুগান্তর।**
অন্য রূপ : **রূপান্তর।**
অন্য লোক : **লোকান্তর।**
অন্যায় কর্ম : **কুকর্ম, দুষ্কর্ম, দুষ্কৃতি।**
অন্যায় কর্ম করেছে যে : **দুষ্কৃতী।**
অন্যায়কারীর ক্ষতিসাধন : **প্রতিশোধ।**
অন্যায় চেষ্টা : **দুশ্চেষ্টা।**
অন্যায়ভাবে ও গোপনে পরের অর্থ আত্মসাৎকরণ : **তছরুপ, তহরুপ, তসরুপ, লোটা।**
অন্যায়ভাবে কৃত কর্ম : **দুষ্কৃত, দুষ্কৃতি।**
অন্যায়ভাবে দখল : **বেদখল।**
অন্যের অজ্ঞাতসারে : **বেমালুম।**
অন্যের অনিচ্ছায় বলপূর্বক দৈহিক আকর্ষণ ও ক্লেশ উৎপাদন : **টানাহ্যাঁচড়া।**
অন্যের অনিষ্ট চিন্তা : **বিপাদন।**
অন্যের অভিমত : **পরমত।**
অন্যের উপস্থিতিতে অনুচ্চ স্বরে কথা : **জনান্তিক।**
অন্যের ওপরে অত্যাচার : **পরপীড়ন।**
অন্যের কথার মধ্যে টিপ্পনী : **ফোড়ন।**
অন্যের কর্মস্থানে অস্থায়ী নিয়োগ : **বদলি, বদলী।**
অন্যের কুৎসা : **পরনিন্দা।**
অন্যের দোষ : **পরছিদ্র।**
অন্যের দোষ সন্ধান : **পরছিদ্রান্বেষণ।**
অন্যের পত্নী : **পরদার।**
অন্যের পরিণীতা স্ত্রী : **অন্যোঢ়া।**
অন্যের বাগ্‌দত্তাকে যে বিবাহ করে : **অগ্রেদিধিষু।**
অন্যের মনোরঞ্জনার্থ অসত্য ভাষণ : **উপচার।**
অন্যের সঙ্গে সমান [একই] অনুভূতি : **সহানুভূতি।**
অপ্‌ বা জলে সরে [বিচরণ করে] যে : **অপ্সর, অপ্সরা [স্ত্রী]।**
অপকারীর অপকার সহ্য করা : **ক্ষমা।**
অপকারীর অপকার করা : **বৈর-নির্যাতন।**
অপকারীর অপকারে অনিচ্ছা : **ক্ষান্তি।**
অপকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ : **ভেজাল।**
অপচয় দূর করে ভবিষ্যতের জন্যে অর্থ সংস্থান : **সাশ্রয়।**
অপছন্দ হলে ক্রীতদ্রব্য ফেরত দেবার শর্ত : **জাঁকড়।**
অপত্যের সঙ্গে বর্তমান : **সাপত্য।**
অপবাদ-দূষিতা নারী : **কলঙ্কিনী।**
অপবাদের সঙ্গে : **সাপবাদ।**
অপর ব্যক্তির বদলে যে স্বাক্ষর করে : **বকলম।**
অপরকে বশে আনয়ন : **বশীকরণ।**
অপরাধীদের বধ্যভূমি : **মশান।**

অপরাধের দণ্ড : **সাজা**।
অপরাধের দণ্ডচিহ্নযুক্তা নারী : **অঙ্কিনী**।
অপরাধের দণ্ডস্বরূপ স্বদেশ থেকে বহিষ্করণ : **নির্বাসন**।
অপরাধের সঙ্গে বর্তমান : **সাপরাধ**।
অপরাহ্ন কাল : **অবেলা**।
অপরিপাটি বিস্তর কাপড়-চোপড়ে ভারাক্রান্ত : **জবড়জঙ্গ**।
অপরের উচ্ছিষ্ট পাতা কুড়িয়ে যে আহার সংগ্রহ করে : **পাতা-কুড়ুনী**।
অপরের কুৎসা রটানো : **জুগুপ্সা**।
অপরের গৃহ : **পরবাস**।
অপরের ধন বা সম্পদ : **পরস্ব**।
অপরের প্রতি বিদ্বেষ : **পরদ্বেষ, পরহিংসা**।
অপরের ব্যাধি : **পরাধি**।
অপরের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে যে বাঁচে : **পরভাগ্যোপজীবী**।
অপরের সাহায্য প্রত্যাশা : **পরমুখাপেক্ষা, পরমুখাপেক্ষিতা**।
অপরের হস্তে প্রদত্ত : **হস্তান্তরিত**।
অপহৃত বস্তু : **বমাল, বামাল**।
অপূর্ব সৃষ্টিশীল ক্ষমতা : **প্রতিভা**।
অপেক্ষাকৃত কম : **ন্যূন**।
অপ্রগতিশীল ও অন্যায় গোঁড়ামি পূর্ণ প্রতিষ্ঠান : **অচলায়তন**।
অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা : **প্রত্যক্ষীকরণ**।
অপ্রশস্ত সময় : **অসময়, অকাল**।
অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত ধনের রক্ষণ : **যোগক্ষেম**।
অপ্রাপ্ত বয়সের প্রেম : **বাল্যপ্রেম, বাল্যপ্রণয়**।
অপ্রাসঙ্গিক উত্তর : **ব্যস্তপদ**।
অপ্রিয় কথা বলে যে : **দুর্মুখ, দুর্ভাষা, দুর্ভাষী [স্ত্রী]**।
অপ্রিয় ভাষণ : **পারুষ্য**।
অপ্রীতিকর বাদ-বিসম্বাদ : **ঝগড়া-ঝাঁটি**।
অপ্রীতিকর বিষয়ে সহ্যের সীমা অতিক্রমণ : **বাড়ন**।
অবধানের সঙ্গে : **সাবধান**।
অবরা লীলা : **অবলীলা**।
অবরুদ্ধ বাষ্পের মতো : **ভাপ্সা**।
অবলীলার সঙ্গে : **সাবলীল**।
অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন কাজ : **নিত্যকর্ম, নিত্যকৃত্য**।
অবশ্য পালনীয় : **শিরোধার্য**।
অবসর বা সময়ের অভাব : **অনবকাশ, অনবসর**।
অবসানের কাল : **সন্ধ্যা**।
অবাঞ্ছিত অশান্তি ও উপদ্রব : **ঝঞ্ঝাট**।
অবাধে যার পারে পৌঁছান যায় : **পারাবার**।
অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠকে কন্যাদান : **পরিদান**।
অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে যিনি কনিষ্ঠকে কন্যাদান করেন : **পরিদাতা**।
অবিবাহিতা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা : **গৌরী**।
অবিবাহিতা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাদান : **গৌরীদান**।

অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে বিবাহিতা কনিষ্ঠা : **অগ্রেদিধিষু**।
অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে যে কনিষ্ঠাকে বিবাহ করে : **অগ্রেদিধিষু**।
অবিবাহিতা যে কন্যা চিরজীবন পিত্রালয়ে থাকে : **চিরণ্টী**।
অবিবেককৃত কার্য : **অবিমৃশ্যকারিতা, অবিমৃষ্যকারিতা**।
অবৈধ পথে চলে যে : **উন্মার্গগামী**।
অবৈধ পথে যাত্রা : **উন্মার্গগামিতা**।
অবৈধ প্রণয় : **পিরিত, পীরিত**।
অব্যক্ত কোলাহল : **উচ্চরোল**।
অব্যক্ত শব্দ : **রোল**।
অব্যবস্থ হৃদয় যার : **অব্যবস্থচিত্ত**।
অব্যাহতি লাভের বা মুক্তির নির্দেশ-লিপি : **মুক্তিপত্র**।
অভদ্র আচরণ : **অভদ্রতা, দুর্ব্যবহার**।
অভদ্রভাবে বাচাল এবং ধূর্ত : **ফিচেল**।
অভাবশূন্য অবস্থা : **সচ্ছলতা**।
অভাবিতপূর্ব ঝামেলা বা বিবাদ : **ফেসাদ**।
অভিনন্দনসহ ভাষণ : **সম্ভাষণ**।
অভিনয়যোগ্য দৃশ্যকাব্য : **নাটক**।
অভিনয়-স্থলের অন্তরাল : **নেপথ্য**।
অভিনয়াদি দেখার গৃহ : **প্রেক্ষাগার, প্রেক্ষাগৃহ**।
অভিনয়াদির অভ্যাস : **মহড়া, মহলা**।
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজসজ্জা করবার ঘর : **সাজঘর**।
অভিনেতাসুলভ কৃত্রিম হাবভাব : **নাটুকেপনা**।
অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধুদ্বয় : **মানিকজোড়**।
অভিপ্রায়ের অনুরূপ : **প্রতিচ্ছন্দ**।
অভিবাদনের বদলে অভিবাদন : **প্রত্যভিবাদ, প্রত্যভিবাদন**।
অভিমত বিষয় : **মন্তব্য**।
অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র : **পরীক্ষিৎ**।
অভিমন্যুর জননী : **সুভদ্রা**।
অভিমন্যুর হত্যাকারী : **সপ্তবীর, সপ্তরথী**।
অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ : **প্রত্যভিযোগ**।
অভিলষিত বস্তু লাভের জন্যে প্রচেষ্টা : **সাধনা**।
অভিশাপ-হেতু স্বদশাচ্যুত : **শাপভ্রষ্ট, শাপভ্রষ্টা** [**স্ত্রী**]।
অভিশাপের নিবৃত্তি : **শাপমুক্তি, শাপান্ত**।
অভিষেকের নিমিত্ত জলপাত্র : **ভৃঙ্গার**।
অভিষেকের সময় রাজার মাথায় যে শ্বেত ছত্র ধরা হয় : **রাজছত্র**।
অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবতার পূজার্চনা : **পুরশ্চরণ**।
অভ্রান্ত জ্ঞান : **প্রমা**।
অভ্যাসের অভাব : **অনভ্যাস**।
অমরগণের বাসস্থান : **অমর্তলোক, অমর্ত্যলোক**।
অমাত্যবর্গ ও গণিকাদের গৃহারাম : **বাগানবাড়ি, বৃক্ষবাটিকা**।
অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নদী ও সমুদ্রের জলস্ফীতি বা জলোচ্ছ্বাস : **জোয়ার, কটাল**।

অমাবস্যা ও প্রতিপদের মিলন : **পর্বসন্ধি**।

অমাবস্যা তিথিতে করণীয় শ্রাদ্ধ : **পার্বণ**।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তির রাত্রিতে উপবাস : **নিশিপালন**।

অমাবস্যায় করণীয় যাগ : **দর্শ**।

অমিত আভা যার : **অমিতাভ**।

অমূলক দোষারোপ : **মিথ্যাপবাদ**।

অম্ল স্বাদ : **টক**।

অযথা বা অশুদ্ধ বা অন্যায় প্রয়োগ : **অপপ্রয়োগ**।

অযোধ্যার অন্য নাম : **সাকেত**।

অযোনি থেকে জাতা : **অযোনিসম্ভবা** [দ্রৌপদী]।

অরণি ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন : **অগ্নিমন্থন**।

অরণ্যে প্রবেশ করার পর হস্তীর চীৎকার : **বৃংহণ**।

অরণ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণজাত অগ্নি : **দাবানল**।

অরণ্যের অগ্নির তাপ : **দাবদাহ**।

অরমিতা নারীর যোনিমুখাবরণ : **সতীচ্ছদ**।

অর্জুনের ধনুক : **গাণ্ডীব**।

অর্জুনের পুত্র : **আর্জুনি**।

অর্জুনের রথ : **কপিধ্বজ**।

অর্জুনের রণশঙ্খ : **দেবদত্ত**।

অর্থ ও অন্যান্য সম্পত্তি : **ধনসম্পত্তি, ধনদৌলত**।

অর্থপূর্ণ হাবভাবের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি : **ঠমক**।

অর্থবল ও লোকবল : **ধনজন**।

অর্থ বাজি রেখে যে তাস-পাশা খেলে : **জুয়াড়ি, জুয়াড়ী**।

অর্থলাভের প্রবল বাসনা : **ধনতৃষ্ণা**।

অর্থহীন উক্তি বা বাক্য : **প্রলাপ**।

অর্থের জন্য যে সকল নিগ্রহ সহ্য করে : **ধনদাস**।

অর্ধচন্দ্রাকার ঘন দাড়ি : **চাপদাড়ি**।

অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি কণ্ঠভূষণ : **হাঁসলি, হাঁসুলি, হেঁসো**।

অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি তৈরি ফুল বা শোলার মালা : **চাঁদমালা**।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ : **কলাপ**।

অর্ধ রাত্রি : **নিশীথ**।

অর্ধরূপে সম্মত : **নিমরাজী**।

অর্ধ-শিক্ষিত মোল্লা : **নিমমোল্লা**।

অর্ধ-হস্ত পরিমিত [দ্বাদশ অঙ্গুলি] মাপ : **বিতস্তি**।

অর্থের সঙ্গে বর্তমান : **সার্থ**।

অলঙ্করণের শিল্প-চাতুর্য : **মণ্ডনকলা**।

অলঙ্কারাদি নির্মাণের নিমিত্ত সংগৃহীত স্বর্ণ বা রৌপ্য : **রূপ্য**।

অলঙ্কারে ভূষিতা : **সালঙ্কারা, সালংকারা**।

অলক্ষিত দেবতার বাণী : **দৈববাণী, আকাশবাণী**।

অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা : **যোগক্ষেম**।

অলীক বচন বা কাহিনী : **উপন্যাস**।

অলৌকিক শক্তি : **দৈবশক্তি**।
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি : **অতিমানব**।
অলৌকিক শক্তির ভাব : **বুজরুকি**।
অল্প কথা বলে যে : **অল্পভাষী, মিতবাক্, মিতভাষী**।
অল্প কাল বাঁচে যে : **অল্পায়ু, স্বল্পায়ু**।
অল্প বয়সে বিবাহ : **বাল্যবিবাহ**।
অল্পবয়স্কা বধূ : **বউরি, বউড়ী, বধূটী**।
অল্পবয়স্কা গাভী : **বক্‌না**।
অল্প বাতাসে যার পাতা নড়ে : **পিপ্পল**।
অল্প-ব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধ : **তিলকাঞ্চন**।
অল্প মূল্যের ছোটখাট জিনিসপত্র : **ফটকিনাটকি**।
অল্পেতেই মারামারি করা যার স্বভাব : **মারকুটে, মারকুটো**।
অশান্তি দূরীকরণ : **শান্তিস্থাপন**।
অশান্তির উৎপাদন [সৃষ্টি] : **শান্তিভঙ্গ**।
অশিষ্ট বা লম্পট কর্মে যার লজ্জা নেই : **বেল্লিক**।
অশিষ্ট ভাষা যার : **দুর্ভাষা**।
অশুদ্ধ প্রয়োগ : **অপপ্রয়োগ**।
অশুভ ক্ষণ : **অবেলা**।
অশুভ ঘটনার স্বপ্ন : **দুঃস্বপ্ন**।
অশুভ চিন্তা : **দুশ্চিন্তা**।
অশুভ লক্ষণ : **দুর্লক্ষণ**।
অশোকের পিতা : **বিন্দুসার**।
অশোভন রূপে লোভী : **হ্যাংলা**।
অশোভন লোলুপতা : **হ্যাংলাপনা, হ্যাংলামি**।
অশ্ব, রাজধন ও নারীবহনক্ষম কক্ষ-বিশিষ্ট বৃহৎ জলযান : **সর্বমন্দিরা**।
অশ্ব, গজ বা রথে আরূঢ় যোদ্ধা : **স্যাদি, সাদী**।
অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, ধাত্রী [আমলকী] ও অশোক—এই পঞ্চ বৃক্ষের সমাহার : **পঞ্চবটী**।
অশ্বত্থ বট প্রভৃতি যে সব বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না : **বনস্পতি**।
অশ্বপৃষ্ঠে বসার আসন-সজ্জা : **জিন**।
অশ্বমুখী সমুদ্র-গর্ভস্থিতা দেবী : **বড়বা**।
অশ্বমেধের অশ্ব : **যযু, বীরভদ্র, ময়ু**।
অশ্বাদি পশুর খুর : **শফ**।
অশ্বাদির প্রহরণ : **কশা, চাবুক**।
অশ্বাদির তাড়নদণ্ড : **প্রতোদ**।
অশ্বাদির মতো যে সকল পশুর খুর অবিভক্ত : **একশফ**।
অশ্বারোহী সৈন্য : **সোয়ার, সওয়ার**।
অশ্বারোহী সৈন্যদল : **রিশানা, রেশানা, রিসালা**।
অশ্বারোহী সৈন্যদলের অশ্বশালা : **রিশালা, রেশালা, রিসালা, রেসালা**।
অশ্বের অগ্রপদ উত্তোলন : **শিরপা, শিরোপা**।
অশ্বের আরোহী : **সওয়ার, চড়নদার**।
অশ্বের গতি : **কদম**।
অশ্বের গ্রীবার মতো গ্রীবা যার : **হয়গ্রীব**।
অশ্বের একদিনের গম্যপথ : **আহীন**।
অশ্বের চালক : **সাদী**।
অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক : **সহিস, সইস**।

অশ্বের পালক : **সহিস, সইস**।

অশ্বের বক্ষঃপট্ট : **তলসারক**।

অশ্বের বক্ষঃস্থলের বেষ্টনরজ্জু : **তলপট্টি, তলপত্রী**।

অশ্বের বাসস্থান : **মন্দুরা, অশ্বশালা, ঘোড়াশালা, ঘোড়াশাল**।

অশ্বের শাবক : **কিশোর**।

অশ্বের স্বচ্ছন্দ গমনভঙ্গি : **প্লুত**।

অশ্রুহীন রোদন : **শুষ্করোদন**।

অশ্লীল উক্তি : **পচাল**।

অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে আসক্ত : **রঙ্গী**।

অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ : **মুখ-খিস্তি**।

অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাদান : **গৌরীদান**।

অষ্টাক্ষর পদ সংস্কৃত ছন্দ : **অনুষ্টুপ, অনুষ্টুভ**।

অ-সংস্কৃত ভাষায় যে কথা বলে : **ম্লেচ্ছ**।

অসৎ আচরণ যার : **দুরাচার**।

অসৎ উদ্দেশ্য : **দুরভিসন্ধি**।

অসৎ এমন অভিপ্রায় : **দুরভিপ্রায়**।

অসৎ খেয়াল : **বদ্‌খেয়াল**।

অসৎ পথ : **বিপথ**।

অসৎ পথে গমন করে যে : **উন্মার্গগামী**।

অসৎ প্রকৃতি : **দুষ্প্রবৃত্তি**।

অসৎ বা দুষ্ট স্বভাব যার : **দুঃশীল**।

অসবর্ণতার জন্যে যে বিবাহের অযোগ্য : **অবিবাহ্য**।

অসভ্য মানুষ বা জাতি : **বর্বর**।

অসম্পূর্ণ তপস্যা যার : **খণ্ডতপস্বী, খণ্ডতপস্বিনী [স্ত্রী]**।

অসম্ভব ঘটনা : **অঘটন**।

অসময়ে জাগরণ [দেবতার] : **অকালবোধন**।

অসাড় অকর্মণ্য ব্যক্তি : **হাবড়া**।

অসাধ্য-সাধনে পটু [স্ত্রী] : **অঘটন-ঘটন-পটীয়সী**।

অসীম সাহস যার : **দুঃসাহসী, দুঃ-সাহসিক, অসমসাহসিক**।

অসুরপুর ধ্বংস [জয়] করেন যিনি : **পুরঞ্জয়, পুরজিৎ, পুরন্দর**।

অস্তিত্ব লোপকরণ : **নাস্তানাবুদ**।

অস্তগামী সূর্যের আলোকচ্ছটা : **সন্ধ্যারাগ, সন্ধ্যাংশু**।

অস্ত্র-চিকিৎসার অস্ত্র : **শস্ত্র**।

অস্তে যাচ্ছে এমন : **অস্তায়মান, অস্তোন্মুখ**।

অস্ত্র-ফলকাদির যে স্থান মুষ্টিতে ধরা হয় : **সংগ্রাহ, হাতল**।

অস্ত্রাঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দেহাবরণ বা কবচ : **সাঁজোয়া, বর্ম, কবচ, তনুত্রাণ**।

অস্ত্রাদিতে ধার দেবার পাথর : **শাণ, শান**।

অস্ত্রাদির ঘাত-প্রতিঘাত শব্দ : **ঝঞ্ঝনা**।

অস্ত্রাদির হাতল : **বাঁট**।

অস্ত্রের সংবরণ : **প্রতিসংহার**।

অস্ত্রোপচারের দ্বারা রক্ত বাহির করে দেওয়া [শিশুর বা পাখির] : **রক্তমোক্ষণ**।

অস্থায়ী বাসস্থান : **বাসা**।

অস্থায়ী বাসা : **ডেরা**।

অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত : **নিলম্বিত**।

অস্থায়ীভাবে পদচ্যুতি : **নিলম্বন**।

অস্থির বৃষাদির খুরের আঘাতের শব্দ মশক ইত্যাদির দংশনজনিত] : **দুটপাট**।

অস্পষ্ট বাক্য : **বুলি**।

অস্পষ্ট মধুর হাসি : **কলহাস্য**।

অস্পষ্টভাবে অসম্মতি প্রকাশ : **গাঁইগুঁই**।

অস্ফুট মধুর ধ্বনি : **কলধ্বনি**।

অস্বাভাবিক মৃত্যু : **অপমৃত্যু**।

অস্বাভাবিক রকমের বিকট বা কুৎসিত : **বিটকেল**।

অস্বাভাবিক রুচিযুক্ত : **বিকৃতরুচি**।

অস্বাভাবিক রূপান্তর : **বিকার, বিকৃতি**।

অহঙ্কারের সঙ্গে বর্তমান : **সাহঙ্কার, সাহংকার**।

অহ্নের অপর ভাগ : **অপরাহ্ণ**।

অহ্নের [দিনের] পর [পরভাগ] : **পরাহ্ণ**।

অহ্নের পূর্বভাগ : **পূর্বাহ্ণ**।

অহ্নের মধ্য : **মধ্যাহ্ন**।

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী—প্রাতে স্মরণীয়া এই পঞ্চকন্যা : **পঞ্চস্মরণীয়া**।

অহিতকর পথ্য : **কুপথ্য**।

অহিতকর বিষয়ে সহ্যের সীমা অতিক্রমণ : **বাড়ন**।

অহিন্দু জাতি : **যবন, যবনী [স্ত্রী]**।

আ

আইন-বিরুদ্ধ কাজ : **বে-আইনী**।

আইনসম্মত উপায়ে পতি ও পত্নীর বিবাহসম্বন্ধ ত্যাগ : **বিবাহবিচ্ছেদ, তালাক**।

আঁকাবাঁকা ডোরাকাটা : **হিলিমিলি**।

আঁকাবাঁকা রেখায় অর্থহীন লেখা : **হিজিবিজি**।

আকর্ষণ করা হচ্ছে যাকে : **আকৃষ্যমাণ**।

আকর্ষণীয়তায় অদ্বিতীয় বা রৌপ্যের চন্দ্রের মতো : **রূপচাঁদ [টাকা]**।

আকর্ষণের বিপরীত : **বিকর্ষণ**।

আকস্মিক দুর্দৈব : **উপদ্রব**।

আকস্মিক প্রচণ্ড বেগযুক্ত হাওয়া : **দমকা**।

আকস্মিক বিপৎপাত : **দুর্ঘটনা**।

আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা : **ফাঁড়া**।

আকস্মিক মূর্চ্ছা যাওয়া বা মাথা ঘোরা : **ভিরমি, ভির্মি**।

আকস্মিক মৃত্যুর কারণ : **অপঘাত**।

আকারের সঙ্গে বিদ্যমান : **সাকার**।

আকাশ ও পৃথিবী : **ক্রন্দসী**।

আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল : **রোদসী**।

আকাশগামী আতসবাজি : **হাউই**।

আকাশগামী যান : **আকাশযান, বিমান, ব্যোমযান**।

আকাশজাত অসম্ভব পুষ্প : **আকাশকুসুম**।

আকাশবাহিনী গঙ্গা : **আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী, স্বর্গগঙ্গা**।

আকাশে উড়ন্ত ধূলিরাশি : **ধূলিপটল**।

আকাশে প্রদত্ত দীপ : **আকাশদীপ, আকাশপ্রদীপ, আকাশদিউটী, আকাশ-দেউটী**।

আকাশে বিচরণকারী : **আকাশচারী, নভচারী, নভশ্চর**।

আকাশের দিকে চেয়ে কল্পনাবিলাস : **আসমানদারী**।

আকাশের দিকে চেয়ে কল্পনাপ্রবণতা : **আকাশবৃত্তি**।

আকাশের রং : **আকাশী, আসমানী**।

আক্কেল নেই যার : **বে-আক্কেল**।

আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর সন্ধিপূর্বক সহাবস্থান : **সন্ধায়াসন**।

আক্রমণ করবার, কামড়াবার বা মারবার জন্যে ক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবমান : **হন্যা, হন্যে**।

আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করে থাকা : **ওতপাতা**।

আগন্তুকের সম্মানের জন্যে উঠে দাঁড়ানো : **প্রত্যুত্থান**।

আগমনে প্রতিশ্রুত নায়কের অনাগমন-হেতু দুঃখিতা নায়িকা : **বিরহোৎকণ্ঠিতা**।

আগাগোড়া খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য : **নাড়ীনক্ষত্র**।

আগাছা উৎপাটনের লৌহাস্ত্র : **নিড়ানি**।

আগামী কালের পরের দিন : **পরশু, পরশ্বঃ**।

আগামী পরশুর পরের দিন : **তরশু**।

আগুন জ্বালাবার কাঠ : **ইধ্ম**।

আগুন জ্বালাবার জন্যে যাজ্ঞিকের পশুর চামড়ার ব্যজন : **ধবিত্র, ধুবিত্র**।

আগুন ধরাবার তৃণমুষ্টি বা খড়ের আঁটি : **নুড়া, নুড়ো**।

আগুনে নিক্ষেপ করে চরিত্রের বিশুদ্ধতা বিচার : **অগ্নিপরীক্ষা**।

আগুনে পুড়িয়ে শোধন : **অগ্নি-সংস্কার**।

আগুনে যা পোড়ে না : **অগ্নিসহ**।

আগুনের উত্তাপে যা ফুটছে : **ফুটন্ত**।

আগুনের তীব্র শিখা : **হল্‌কা**।

আগুনের দ্বারা অপরাধ-নির্ণয় : **অগ্নি-পরীক্ষা**।

আগুনের পাত্র : **অগ্নিপাত্র, হসন্তিকা, হসন্তী**।

আগুনের ফুল্‌কি : **স্ফুলিঙ্গ**।

আগুনের শিখার ধোঁয়া থেকে উৎপন্ন কালি : **ভুসা, ভুসো**।

আগুনের শিষ : **শিখা**।

আগে থেকে : **পূর্বাবধি**।

আগে প্রণাম করে : **প্রণামপুরঃসর**।

আগে বা পূর্বে গিয়েছে যে : **পুরোগামী, পূর্বগামী**।

আগে যার বর্ণনা করা হয়েছে : **পূর্ববর্ণিত**।

আগের এবং পরের ক্রম : **আনুক্রমিক, আনুপূর্বিক, পৌর্বাপর্য**।

আগের ও পরের : **অনুপূর্ব, পূর্বাপর**।

আগের দেয় : **পুরস্তা**।

আগের বছরের : **গুজস্তা**।
আগ্রহ সহকারে মনঃসংযোগ : **অভিনিবেশ**।
আঘাত নিবারণের গাত্রাবরণ : **কবচ**।
আঘাতের বদলে আঘাত : **প্রতিঘাত, প্রত্যাঘাত**।
আঘাতের বদলে আঘাতকারী : **প্রতিঘ, প্রতিঘাতী**।
আঘাতের বিপরীত : **প্রতিঘাত, প্রত্যাঘাত**।
আঙুর ফল বা লতা : **দ্রাক্ষা**।
আঙুলবিহীন হাত : **ঁটা, ঁটো**।
আঙুর, বেদানা ইত্যাদি পুষ্টিকর ফল : **মেওয়া**।
আঙুলের ঠোকর : **ঠোকনা, ঠোনকা, ঠোনা**।
আঙুলের হাজা-রোগ : **পাঁকুই**।
আচার্যের সহকারী আচার্য : **উপাচার্য**।
আচ্ছাদনযুক্ত বৃহৎ বারান্দা : **দরদালান**।
আচ্ছাদনের বিশেষ বিস্তার : **বিতান, পটমণ্ডপ**।
আজ থেকে : **অদ্যাবধি**।
আজন্ম অন্ধ : **জন্মাবধি**।
আজন্ম শত্রু, স্বাভাবিক শত্রু : **জাতশত্রু**।
আজীবন অবিবাহিত : **চিরকুমার, চিরকুমারী [স্ত্রী]**।
আজীবন সধবা যে নারী : **চিরায়ুষ্মতী**।
আজ্ঞা বহন করে যে : **আজ্ঞাবহ**।
আঠালো ময়দা : **লেই**।
আড়চোখে দৃষ্টিপাত বা চাহনি : **কটাক্ষ**।
আড়ম্বর ও অহঙ্কারের প্রকাশ : **ফুটানী, ফুটুনী**।
আড়ম্বরপূর্ণ কথারম্ভ : **ভণিতা**।
আড়াল থেকে লুকিয়ে অন্যের কথা শোনা : **আড়িপাতা**।
আত্মগুণ কথন : **আত্মশ্লাঘা, শ্লাঘা**।
আত্মগোপনকারী আসামী : **ফেরার**।
আত্মগোপনের জন্যে পরিধেয় বেশ : **ছদ্মবেশ**।
আত্মহারা অবস্থা : **তুরীয়**।
আত্মাদি বিষয়ে জ্ঞান : **অধ্যাত্মজ্ঞান**।
আদপ কায়দায় ত্রুটিহীন : **লেফাফাদুরস্ত**।
আদপ [শিষ্টতাবোধ] নেই যার : **বেয়াদপ, বেয়াদব**।
আদরে প্রতিপালিত পুত্র : **দুলাল**।
আদরের সঙ্গে বিদ্যমান : **সাদর**।
আদর্শ কর্মী : **কর্মবীর**।
আদর্শ চিন্তাকারী : **চিন্তাবীর**।
আদর্শ যোদ্ধা : **যুদ্ধবীর**।
আদায়ীকৃত খাজনা বা খাজনা আদায়ের দফ্তর : **তহসিল**।
আদালতে হলফ করে মিথ্যা সাক্ষ্য-দান : **পরজারী**।
আদালতে অভিযোগ : **ফরিয়াদ**।
আদালতে প্রথম বিচার-প্রার্থী : **বাদী**।
আদালতে বিচারকের সমক্ষে যা উক্ত হয় : **জবানবন্দী**।
আদালতে সত্য-কথনের জন্য ইষ্টদেবতা বা তামাতুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ-বাক্য পাঠ : **হলপ, হলফ**।

আদালতে হাজির হওয়ার পরোয়ানা : **সপিনা**।
আদালতের যে আদেশ জারি করা হয়নি বা কাজে রূপায়িত হয় নি : **বিনজারী**।
আদিত্যের শক্তি : **অর্যমা**।
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যন্ত্রণা : **ত্রিতাপ**।
আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে ভোজ : **প্রীতিভোজ**।
আনন্দজনক ধ্বনি : **নন্দিঘোষ**।
আনন্দজনক সংবাদ : **সুখসংবাদ, সুসংবাদ**।
আনন্দদানকারিণী নারী : **বিনোদিনী**।
আনন্দদায়ক যে বন : **নন্দনকানন**।
আনন্দে বেগে উল্লম্ফন : **তুড়িলাফ**।
আনন্দের আতিশয্যহেতু বাঁধভাঙা কোলাহল : **হররা**।
আনন্দের সঙ্গে বর্তমান : **সানন্দ**।
আনাড়ী চিকিৎসক : **নিমহাকিম**।
আনুষঙ্গিক ফেসাদ : **ফেচাং**।
আনুষ্ঠানিকভাবে সন্তানরূপে গৃহীত অপরের পুত্র : **পোষ্যপুত্র**।
আপদ নিবারণ : **মুশকিলআসান**।
আপন জন : **স্বজন**।
আপনা থেকে প্রকাশিত : **স্বতঃস্ফূর্ত**।
আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশমান : **স্বপ্রকাশ, স্বয়ংপ্রকাশ**।
আপনার দ্বারা অনুষ্ঠিত : **স্বকৃত**।
আপনার প্রভায় আপনি প্রভাময় : **স্বয়ংপ্রভ, স্বয়ংপ্রভা [স্ত্রী]**।
আফগানিস্থানের ভাষা : **পশ্‌তু**।
আবরণের কাগজ বা কাপড় : **প্রচ্ছদ, প্রচ্ছাদন**।
আবহমান কাল ধরে যা প্রচলিত : **চির-প্রচলিত, চিরায়ত**।
আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সম্বোধনী, সম্মুখকরণী—এই পাঁচ প্রকারের মুদ্রা : **পঞ্চমুদ্রা**।
আবৃত্তিপূর্বক বেদাধ্যয়ন : **স্বাধ্যায়**।
আভা-মিশ্রিত ছায়া : **আবছায়া**।
আভিধানিক অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থের দ্যোতনা : **ব্যঞ্জনা**।
আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ : **নান্দীমুখ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ**।
আম, চাঁপা, শমী, পদ্ম ও করবী : **পঞ্চপুষ্প**।
আমদানি ও রপ্তানি-শুল্ক : **বহিঃশুল্ক**।
আমন্ত্রিত কবিগণের স্বরচিত কবিতা-আবৃত্তি : **মুসায়েরা**।
আমন্ত্রিতগণের মধ্য থেকে কন্যার স্বয়ং পতি নির্বাচন : **স্বয়ংবর, স্বয়ম্বর**।
'আমি বশ' একথা যে বলে : **বশংবদ**।
আমূল বৃত্তান্ত : **বায়নাক্কা**।
আমের রস দ্বারা প্রস্তুত পদার্থ : **আমসত্ত্ব**।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি মোটা সূতী কাপড় : **মার্কিন**।
আমোদ-প্রমোদের সুসজ্জিত মহল : **রঙমহল, রঙ্গমহল**।
আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুর বৃক্ষের পাতা : **পঞ্চপল্লব [বৈদিক]**।

আম্র, অশ্বত্থ, বট, বকুল ও কাঁঠাল গাছের পাতা : **পঞ্চপল্লব [তান্ত্রিক]**।
আম্রাদি বৃক্ষের উদ্যান : **নন্দনবাড়ী, নন্দনবন**।
আয়ত্তে আনার অসাধ্য অবস্থা : **বেকায়দা**।
আয়নায় প্রতিফলিত মূর্তি : **প্রতিবিম্ব**।
আয়ান ঘোষের স্ত্রী : **রাধা**।
আয়ব্যয় ও জমাখরচের হিসাবের বই : **হিসাব-কিতাব**।
আয়ব্যয়াদির অধ্যক্ষ : **অবেক্ষক**।
আয়ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাবের বিবরণ : **হিসাব-নিকাশ**।
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে কুশল : **বৈদ্য**।
আয়ের স্বল্পতা : **অনির্বাহ**।
আরতির জন্যে ব্যবহৃত পাঁচটি প্রদীপ : **পঞ্চপ্রদীপ**।
আরবদেশীয় অশ্ব : **তাজি, তাজী**।
আরবী, ফারসী উর্দু কবিতা বা কবিতার চরণ : **বয়েৎ, বয়েত**।
আরাকানের অধিবাসী : **মগ**।
আরাধনার বাক্য : **স্তোত্র**।
আরামদায়ক শয্যা : **সুখশয্যা**।
আরামপ্রদ আসন : **সুখাসন**।
আলকাতরা-মাখানো মোটা কাপড় : **ত্রিপল**।
আলবোলার নল : **সটকা**।
আলস্য নেই যার : **নিরলস**।
আলুলায়িত কেশযুক্তা নারী : **আলুলায়িতকুন্তলা, মুক্তকেশী, মুক্তকেশা**।
আলোক উৎসব : **রোশনাই, রোশনি**।
আলোকরশ্মির বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লেষণ : **বিচ্ছুরণ**।
আলোচনার জন্যে উত্থাপিত বিষয় : **প্রস্তাব**।
আলোচনার নিমিত্ত সভ্যগণের একত্র উপবেশন : **বৈঠক**।
আলোচ্য বিষয় : **প্রসঙ্গ**।
আলোচ্য বিষয়সমূহের অনুক্রমিক তালিকা : **বিষয়সূচী**।
আলোচ্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি : **উপসংহার**।
আলোচ্য বিষয়ের সূত্র-রূপে প্রসঙ্গক্রমে ভিন্ন বিষয় : **প্রসঙ্গান্তর**।
আলোড়ন ও উদ্দীপন : **বিভাব**।
আশা নেই যার : **নিরাশ**।
আশাভঙ্গ-জনিত খেদ : **বিষাদ**।
আশীর্বাদ ও অভয়দানসূচক হাতের মুদ্রা : **বরাভয়**।
আশ্বাস-বাক্যের দ্বারা শান্তকরণ : **সান্ত্বনা**।
আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা-তিথি : **কোজাগর**।
আশ্রয় নেই যার : **নিরাশ্রয়**।
আশ্রয়রূপ দণ্ড : **ঠেক্‌না, ঠেক্‌নো**।
আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস : **বর্ষা**।
আস্ফালন-সূচক চিৎকার : **হাঁকডাক**।
আহার বিষয়ে যে শৌখিন : **ভোজনবিলাসী**।
আহারের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত দ্রব্য : **খাদ্যাখাদ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য**।

আহারে পর পাতের অবশিষ্ট খাদ্য : **ভুক্তাবশেষ**।

আহুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা : **স্বাহা**।

আহ্বানে, গানে ও রোদনে প্রলম্বিত ও কম্পিত স্বর : **প্লুতস্বর**।

ই

ইংলন্ড বা য়ুরোপ যে ঘুরে এসেছে : **বিলাতফেরত, বিলাতফেরতা**।

ইঁদুর-মারার জন্য জাঁতির আকারের কল : **জাঁতিকল**।

ইক্ষ্বাকুর পুত্র : **শশাদ**।

ইচ্ছানুরূপ রূপধারী : **কামরূপী**।

ইচ্ছামতো আঁট বা আলগা করা যায় এমন রজ্জু-বন্ধন : **ফাঁস**।

ইচ্ছামতো আচার-আচরণ : **যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচারিতা, স্বেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাচারিতা**।

ইচ্ছামতো কাজ বা আচরণ করে যে **যথেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারিণী** [**স্ত্রী**], **স্বেচ্ছাচারী, স্বেচ্ছাচারিণী** [**স্ত্রী**]।

ইঞ্জিনে টানা চার চাকার হালকা গাড়ি : **বগি**।

ইটের গাঁথনি বা জমির মধ্যস্থ ফাঁক : **ফাটল**।

ইটের গুঁড়া : **সুরকি**।

ইটের টুকরো : **পাটকিল**।

ইটের রঙের মতো রং যার : **পাটকিলে**।

ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ির মধ্যবর্তী নাড়ি : **সুষুম্না**।

ইতরার পুত্র : **ঐতরেয়, মহিদাস**।

ইতস্তত: গমন বা সঞ্চরণ : **বিসর্পণ**।

ইতস্তত: গমনশীল বা সঞ্চরণশীল : **বিসর্পী**।

ইতস্তত: নিক্ষেপ : **বিক্ষেপ**।

ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দ্রব্যসমূহের একত্রীকরণ : **সংগ্রহ**।

ইতস্তত: ভ্রমণ : **প্রসর, বিচরণ**।

ইতিপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি : **দাগী**।

ইতিহাস জানেন যিনি : **ঐতিহাসিক**।

ইন্দ্রজালের সাহায্যে যে খেলা দেখায় : **ঐন্দ্রজালিক**।

ইন্দ্রজিতের পত্নী : **প্রমীলা**।

ইন্দ্রপ্রস্থের সভাগৃহ নির্মাণকারী দানব-শিল্পী : **ময়**।

ইন্দ্রিয় জয় করেছে যে : **জিতেন্দ্রিয়**।

ইন্দ্রিয়-লব্ধ প্রথম উৎপন্ন জ্ঞান : **অভিজ্ঞা**।

ইন্দ্রিয়ের দাবি পূরণে তৎপর : **ইন্দ্রিয়পরবশ**।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি : **প্রত্যক্ষ**।

ইন্দ্রিয়ের সংযম : **দম**।

ইন্দ্রের অশ্ব : **উচ্চৈঃশ্রবা**।

ইন্দ্রের উদ্যান : **নন্দন**।

ইন্দ্রের উপবনস্থিত সরোবর : **নন্দিসার**।

ইন্দ্রের কন্যা : **জয়ন্তী**।

ইন্দ্রের তরবারি : **পারঞ্জ**।

ইন্দ্রের ধনু : **ইন্দ্রচাপ**।

ইন্দ্রের ধ্বজা : **বৈজয়ন্ত**।

ইন্দ্রের পুত্র : **জয়ন্ত**।

ইন্দ্রের পুরী : **অমরাবতী, বৈজয়ন্ত, বৈজয়ন্তধাম**।

ইন্দ্রের [কর্ণকে] প্রদত্ত অব্যর্থ মহাস্ত্র : **একাঘ্নী**।

ইন্দ্রের রথ : **বিমান**।

ইন্দ্রের সারথি : **মাতলি**।

ইন্দ্রের স্ত্রী : **ইন্দ্রাণী, ঐন্দ্রী, শচী**।

ইন্দ্রের হস্তী : **ঐরাবত, ঐরাবণ**।

ইরাবানে [সমুদ্রে] জাত : **ঐরাবত**।

ইলার অপত্য : **ঐল, পুরূরবা**।

ইষ্টক-নির্মিত সুবৃহৎ অট্টালিকা : **প্রাসাদ**।

ইষ্টকাদি-নির্মিত আচ্ছাদন : **দরদালান, বারান্দা**।

ইষ্টকের স্তূপ : **পাঁজা**।

ইষ্টদেবতার নাম কীর্তন : **নামগান**।

ইষ্টদেবতার সঙ্গে এক লোকে বাস : **সালোক্য**।

ইষ্টনাম জপ করার গুলিকার মালা : **জপমালা**।

ইষ্টলাভ, পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভের জন্যে অনুষ্ঠিত ধর্মকার্য : **ব্রত**।

ইসলামী শাস্ত্রানুযায়ী নির্দেশ : **ফতোয়া**।

ইসলামে অবিশ্বাসী : **কাফের**।

ইহলোকের পর যে লোক : **পরলোক**।

ইহুদি জাতি : **হিব্রু**।

ইহুদি খ্রীস্টান ও ইসলামী পুরাণোক্ত আদি মানবী : **হবা**।

ঈ

ঈশান কোণস্থ দিগ্‌গজ : **সুপ্রতীক**।

ঈশান কোণের অধিপতি : **শিব**।

ঈশ্বর-কর্তৃক প্রদত্ত : **ভগবদ্দত্ত**।

ঈশ্বর-প্রেরিত দূত : **নবি, নবী, পয়গম্বর, রসূল**।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস : **নাস্তিকতা**।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে স্বীকার করে না : **নাস্তিক, নিরীশ্বর, নিরীশ্বরবাদী**।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য : **বিভূতি**।

ঈশ্বরের জন্যে বাতুল বা ব্যাকুল যে সাধক-গায়ক : **বাউল**।

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ : **ঈশ্বরানুরাগ, ভক্তি**।

ঈশ্বরের ভাব বা কর্ম : **ঐশ্বর্য**।

ঈশ্বরের লীলা-বিস্তারিণী শক্তি : **যোগমায়া**।

ঈষৎ উষ্ণ : **কদুষ্ণ, কবোষ্ণ**।

ঈষৎ উষ্ণ স্পর্শ : **কবোষ্ণ**।

ঈষৎ কম্পন : **প্রস্ফুরণ**।

ঈষৎ কটা : **কটাশে**।

ঈষৎ কাঁচা : **দরকচা**।

ঈষৎ পাকা : **দরপাকা**।

ঈষৎ পাগলামি আছে যার : **পাগ্‌লাটে**।

ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ : **ধূসর**।

ঈষৎ পিঙ্গল : **কটাশে**।

ঈষৎ বাঁকা : **বঙ্কিম**।

ঈষৎ মধুর : **আমধুর**।

ঈষৎ রক্তবর্ণ : **অরুণ**।
ঈষৎ হাস্য : **স্মিত**।
ঈষৎ হাস্যযুক্ত : **স্মিত**।
ঈহা [চেষ্টা] নেই যার : **নিরীহ**।

উ

উইমাটির ঢিবি : **বল্মীক**।
উইঢিবির মধ্যে তপস্যাকারী : **বাল্মীকি**।
উকুনের ডিম : **নিকি**।
উকুনের শাবক : **নিক্কি**।
উক্তি-খণ্ডনের জন্যে উক্তি : **প্রতিবাদ**।
উক্তির জবাবে উক্তি : **প্রত্যুক্তি**।
উগ্রতপাঃ মুনি : **সুতপাঃ**।
উগ্র বা তীব্র রং : **রগরগে**।
উগ্র বা রুক্ষ মেজাজ : **বদমেজাজ**।
উগ্র বা রুক্ষ মেজাজ যার :**বদমেজাজী**।
উঁচুনীচু যে স্থান : **বন্ধুর**।
উচ্চ ও নীচ : **বন্ধুর, উচ্চাবচ**।
উচ্চ জাতিতে জন্ম ভেবে অভিমান : **জাত্যভিমান**।
উচ্চ দন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি : **দন্তুর, দেঁতো**।
উচ্চ ধ্বনি : **প্রস্বন, প্রস্বান, মহানাদ**।
উচ্চ নিনাদ : **নির্ঘোষ**।
উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত : **পদস্থ**।
উচ্চপদের জন্যে গর্বিত : **পায়াভারী, পায়াভারি**।
উচ্চবংশে জাত : **সম্ভ্রান্ত**।
উচ্চবর্ণীয় আর্যদের চার প্রকার আশ্রম : **বর্ণাশ্রম**।
উচ্চবর্ণীয়ের সঙ্গে নিম্নবর্ণীয়ের বিবাহ : **অনুলোম**।
উচ্চবর্ণের নারীর সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ : **প্রতিলোম**।
উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহ : **অনুলোম**।
উচ্চবর্ণের স্ত্রী ও নিম্নবর্ণের পুরুষের সন্তান : **বিলোমজ**।
উচ্চরবে গীতকারী : **উদ্গাতা**।
উচ্চরবে ডাক : **হুঙ্কার, হাঁক, হাঁকার**।
উচ্চ মস্তক যার কখনো অবনমিত হয় না : **উচ্চশির, উন্নতশির, চির-উন্নতশির, চিরোন্নতশির**।
উচ্চ শব্দ : **নিস্বন**।
উচ্চ শ্রেণীর মানুষ : **ভদ্র, সম্ভ্রান্ত**।
উচ্চ স্বরগ্রাম থেকে নিম্ন স্বরগ্রামে অবতরণ : **অবরোহ**।
উচ্চ স্থান থেকে পতিত জলপ্রবাহ : **জলপ্রপাত**।
উচ্চস্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র কুটির : **টঙ্গি, টুঙ্গি**।
উচ্চস্থানে কাজ করার জন্যে বাঁশ দিয়ে তৈরী মঞ্চ : **ভারা**।
উচ্চস্বরে হাঁকডাক : **গলাবাজি**।
উচ্চ হাস্য : **অট্টহাসি**।
উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান : **ফুৎকার**।
উচ্চৈঃস্বরে কথন : **ঘোষণা**।
উচ্ছিষ্ট পাতা : **পাতড়া**।
উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের বৃত্তি : **শ্ববৃত্তি**।
উচ্ছৃঙ্খল আচরণ : **বেলেল্লাপনা**।

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্তমান : **সোচ্ছ্বাস**।
উজ্জয়িনী নগরীর প্রাচীন নাম : **পদ্মাবতী**।
উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত : **প্রতিভাত**।
উজ্জ্বল শিখাবিশিষ্ট : **সুশিখ** [**আগুন**]।
উজানের বিপরীত : **ভাটি**।
উটের শাবক : **করভ**।
উটের শাবকের কাঠের পাদবন্ধন : **শৃঙ্খল**।
উড়তে পারে যে : **উড্ডুক্কু**।
উড়বার জন্যে যে বস্ত্র :**উড়নি, উড়ুনি**।
উড়ি ধান : **নীবার**।
উৎকণ্ঠার সঙ্গে বর্তমান : **সোৎকণ্ঠ**।
উৎকৃষ্ট রূপ ও সৌভাগ্যের জন্যে গর্বিতা নারী : **প্রমদা**।
উৎকৃষ্ট রূপ ও সৌভাগ্যের জন্যে নারীর গর্ব : **প্রমদ**।
উৎপন্ন ফসলের দ্বারা যে বন্ধকী জমির ঋণ শোধ হয় : **খাইখালাসী**।
উৎপাদকের কাছ থেকে সস্তায় মাল কিনে যারা উচ্চমূল্যে বিক্রী করে : **ফড়িয়া, ফড়ে**।
উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত পারিতোষিক : **পার্বণি, পার্বণী**।
উৎসবকালীন আনন্দগান : **সোহেলা**।
উৎসবের নিমিত্ত রচিত গৃহ : **মণ্ডপ**।
উৎসাহ ও প্রবৃত্তির সঞ্চার : **প্রেরণা**।
উৎসাহের সঙ্গে বর্তমান : **সোৎসাহ**।
উত্তপ্ত বালিতে ভাজা চাল : **মুড়ি**।
উত্তম অঙ্গযুক্তা নারী : **বরাঙ্গী**।
উত্তম আচার বা আচরণ : **সমাচার**।
উত্তম ঋণ : **স্বর্ণ**।
উত্তম গতি বা পরিণাম : **সদ্গতি**।
উত্তম গন্ধ : **সুবাস**।
উত্তম গন্ধযুক্ত : **সুবাসিত**।
উত্তম চরিত্র যার : **সুচরিত, সুচরিতা** [**স্ত্রী**], **সুচরিত্র, সুচরিত্রা** [**স্ত্রী**]।
উত্তম নিয়ম ও ব্যবস্থা : **সুশৃঙ্খলা**।
উত্তম নীতি যার : **সুনীতি**।
উত্তম পথ : **সুপথ, সুপন্থা**।
উত্তম পথ্য : **সুপথ্য**।
উত্তম পন্থা বা উপায় বা সমাধান : **সুরাহা**।
উত্তম পাতা যাব : **সুপত্র**।
উত্তম পাত্র : **সুপাত্র**।
উত্তম পুরুষ : **সুপুরুষ**।
উত্তম পোশাক-পরিহিত : **সুবেশ**।
উত্তম ফল : **সুফল**।
উত্তম ফল যার : **সুফলা**।
উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা নটীগণের নৃত্য : **যৌবত**।
উত্তম বুদ্ধি যার : **সুবোধ**।
উত্তম বুদ্ধিশালী ব্যক্তি : **সুবুদ্ধি**।
উত্তম বা ভদ্র ব্যবহার : **সদ্ব্যবহার**।
উত্তমভাবে উক্ত [বেদমন্ত্র] : **সূক্ত**।
উত্তম ভেষজ্‌গুণ-সম্পন্ন বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ : **মহৌষধি, মহৌষধী**।
উত্তম রং [রঙ] যার : **সুরং**।
উত্তম রসবোধযুক্ত : **সুরসিক, সুরসিকা** [**স্ত্রী**]।

উত্তম রূপ যার : **সুরূপ, সুরূপা** [স্ত্রী]।
উত্তমরূপে অভ্যস্ত : **সড়গড়**।
উত্তমরূপে আবৃত : **সুসংবৃত**।
উত্তমরূপে উত্তম আসনে উপবিষ্ট : **সমাসীন**।
উত্তমরূপে ঐক্যবদ্ধ বা ঘনীভূত : **সুসংহত**।
উত্তমরূপে প্রতীত [প্রমাণিত] : **সুপ্রতীত**।
উত্তমরূপে বিদিত : **সুবিদিত**।
উত্তমরূপে যা সংস্কার করা হয়েছে : **সুসংস্কৃত**।
উত্তমরূপে যুক্ত : **সুসংযুক্ত, সুসংযুত**।
উত্তমরূপে সম্পাদিত : **সুসম্পন্ন**।
উত্তমরূপে সাদৃশ্য : **সৌসাদৃশ্য**।
উত্তমরূপে সিদ্ধ : **সুসিদ্ধ**।
উত্তমা নারী : **শিখরিণী**।
উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে সমদূরবর্তী ভূগোলক-বেষ্টনকারী কল্পিত রেখা : **বিষুবরেখা, বিষুববৃত্ত**।
উত্তর ও পশ্চিমদিকের মধ্যবর্তী কোণ : **বায়ু**।
উত্তরকালে যা হবে : **বর্তিষ্যমান**।
উত্তর দিক থেকে আগত : **উত্তুরে**।
উত্তরদিকের দিগ্‌গজ : **সার্বভৌম**।
উত্তর-পশ্চিম বা বায়ুকোণের দিক্‌হস্তিনী : **শুভ্রদন্তী**।
উত্তর-ভারতের অধিবাসী : **হিন্দুস্থানী**।
উত্তর-ভারতের ভাষা : **হিন্দুস্থানী**।
উত্তরাধিকারশূন্য অবস্থায় মৃত : **কৌত**।
উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তি : **ঋক্‌থ, দায়, মৌরসী, রিক্‌থ**।
উত্তরের উত্তর : **প্রত্যুত্তর**।
উত্তরের দুহিতা : **ইরাবতী**।
উত্তরের [বিরাট-পুত্র] অন্য নাম : **ভূমিঞ্জয়**।
উত্তরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা : **শঙ্খ**।
উদয়পুরের নৃপতিদের খেতাব : **রাণা**।
উদর কিংবা কণ্ঠদেশে চর্মের ভাঁজত্রয় : **ত্রিবলি, ত্রিবলী**।
উদরান্নের নিমিত্ত দাস : **অন্নদাস**।
উদরের শ্লথ চর্ম : **বলি, বলী**।
উদার মন যার : **মনস্বী, মনস্বিনী** [স্ত্রী], **সুমনা**।
উদার-স্বভাবা স্ত্রী : **সুদক্ষিণা**।
উদাসীন গায়ক-সাধক সম্প্রদায় : **বাউল**।
উদাহরণস্বরূপ যা ব্যবহৃত হবার যোগ্য : **উদাহরণস্থল, দৃষ্টান্তস্থল**।
উদূখলের পেষণ-দণ্ড : **মুষল**।
উদ্‌গত [উৎপাটিত] মূল যার : **উন্মূল, উন্মূলিত**।
উদ্‌গীর্ণ বস্তুর পুনরায় চর্বণ : **রোমন্থ, রোমন্থন, চর্বিতচর্বণ**।
উদ্‌গীর্ণ বস্তুর পুনরায় চর্বণকারী [পশু] : **রোমন্থক, রোমন্থিক**।
উদ্দাম নৃত্য : **তাণ্ডব**।
উদ্দালক মুনির পুত্র : **শ্বেতকেতু**।
উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে যে কারো পত্র নিয়ে যায় : **পত্রবাহ, পত্রবাহক**।
উদ্দেশ্যযুক্ত ভাঙা-জোড়ার কাজ : **জোড়জোড়**।

উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে দৃঢ় সংকল্প : **প্রতিজ্ঞা**।
উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে তোমণের দ্বারা আমোদ-সৃষ্টি : **তোষামোদ**।
উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে যে গূঢ় শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করতে হয় : **মন্ত্র**।
উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে শোভাযাত্রা : **মিছিল**।
উদ্দেশ্যহীন বা উদাস চাহনি : **শূন্যদৃষ্টি**।
উদ্দেশ্যহীনভাবে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় যে : **ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে**।
উদ্ভিদের নবোদগত পত্র : **পল্লব**।
উদ্ভূত আনুষঙ্গিক ঝামেলা : **ফেচাং**।
উদ্‌ভ্রান্ত মন যার : **বিমনা**।
উনানী চিকিৎসক : **হকিম, হকীম**।
উপকরণের সঙ্গে : **সোপকরণ**।
উপকার করবার ইচ্ছা : **উপচিকীর্ষা**।
উপকার করতে ইচ্ছুক : **উপচিকীর্ষু**।
উপকার করে যে : **উপকারী**।
উপকার প্রাপ্ত হয়েছে যে : **উপকৃত**।
উপকারীর অপকার করে যে : **কৃতঘ্ন**।
উপকারীর উপকার : **প্রত্যুপকার**।
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে : **অকৃতজ্ঞ**।
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে : **কৃতজ্ঞ**।
উপকারের বিনিময়ে উপকার : **প্রত্যুপকার**।
উপকারের বিনিময়ে যে উপকার করে : **প্রত্যুপকারী**।
উপচিয়ে পড়ছে এমন : **উপচীয়মান**।
উপদেশ দ্বারা শিক্ষাদান : **তালিম**।
উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছে যে : **উপদিষ্ট**।
উপদ্রব নিবারণ : **শান্তিরক্ষা**।
উপনয়ন ও বিবাহের পূর্বরাত্রিতে দধি-মিশ্রিত মিষ্টান্ন ভক্ষণ : **দধিমঙ্গল**।
উপনয়নকালে গৃহীত ভিক্ষা : **ব্রতভিক্ষা**।
উপনয়নে ব্রাহ্মণপুত্রকে যে নারী মাতৃস্থানীয়রূপে ব্রতভিক্ষা দেয় : **ভিক্ষামা**।
উপনয়নে যে ব্রাহ্মণপুত্র ব্রতভিক্ষা গ্রহণ করে পুত্রস্থানীয় হয় : **ভিক্ষাপুত্র**।
উপনয়নের পর যে ব্রাহ্মণসন্তান গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করে : **ব্রহ্মচারী**।
উপন্যাসের রচয়িতা : **ঔপন্যাসিক**।
উপবাসের পর প্রথম ভোজন : **পারণ**।
উপবেশন বক্তৃতা ইত্যাদির জন্যে নির্মিত উচ্চভূমি : **মঞ্চ, বেদি, বেদী**।
উপভোগের যোগ্য : **উপভোগ্য**।
উপমা নেই যার : **নিরুপম, নিরুপমা** [**স্ত্রী**]।
উপযুক্ত পরিমাণ-যুক্ত : **পরিমিত**।
উপযুক্ত বয়েস হয়েছে যার : **প্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্কা** [**স্ত্রী**]।
উপযুক্ত সময় : **যথাকাল, যথাসময়**।
উপযুক্ত স্থান : **যথাস্থান**।
উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ : **সংস্থান, সংস্থাপন, সংস্থিতি**।
উপরতলার ঘর : **বালাখানা**।
উপরের দিকে পা থাকে যার : **উৎপাদ,**

ঊর্ধ্বপাদ।
উপরের দিকে বাহু থাকে যার : **ঊর্ধ্ববাহু**।
উপস্থিত কাল : **বর্তমান**।
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার : **প্রত্যুৎপন্নমতি**।
উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা : **প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব**।
উপহাস করা হয়েছে যাকে : **উপহসিত**।
উপহাসের সঙ্গে : **সোপহাস**।
উপায়হীন অবস্থা : **বেগতিক, নিরুপায়**।
উপাসনা ও পূজা : **ভজন-পূজন**।
উভয় তটের মধ্যবর্তী জলস্রোত : **তটিনী**।
উভয় তীর আছে যার : **পারাপার**।
উভয় দিকে পতনের অবস্থা : **টালমাটাল**।
উভয় পক্ষের মধ্যে স্থিত যে : **মধ্যস্থ**।
উভয় পার্শ্বস্থ কণ্ঠাস্থি [collar-bone] : **জত্রু**।
উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত যে পথ : **বীথি, বীথিকা, বীথী**।
উভয় বাহুর দক্ষতা : **সব্যসাচিতা**।
উভয় হস্ত যার তীর-চালনায় সমান দক্ষ : **সব্যসাচী**।
উমার আগমন-বিষয়ক সংগীত : **আগমনী**।
উমার বিদায়-বিষয়ক সংগীত : **বিজয়াসংগীত**।
উর্দু-মিশ্রিত হিন্দী ভাষা : **হিন্দুস্থানী**।
উর্বশীর শাপে ক্লীবত্ব-প্রাপ্ত অর্জুনের ছদ্মনাম : **বৃহন্নলা**।
উলূখড়ের মূল ভাগ : **খড়িকা**।
উলূকের ডাক [রব] : **ঘূৎকার**।
উল্কামুখী শৃগালী : **দীপ্তজিহ্বা**।
উলটপালট অবস্থা : **বিপর্যয়**।
উল্লাসের সঙ্গে বর্তমান : **সোল্লাস**।
উল্লসিত পশুদের দাঁত ও শিং দিয়ে মৃত্তিকাদি বিদারণ : **বপ্র**।
উশীনর রাজার পুত্র : **শিবি**।
উষ্ণ জলে স্নান : **হামাম**।
উষ্ণ জলের স্নানাগার : **হাম্মম**।
উষ্ণতা পরিমাপের যন্ত্র : **তাপমান**।

ঊ

ঊর্ণা নাভিতে যার : **ঊর্ণনাভ**।
ঊর্ধ্ব ও বক্রভাবে ভ্রমণ করে যে : **তরঙ্গ**।
ঊর্ধ্বদিকে গমন : **সমুৎক্রম, ঊর্ধ্বগমন**।
ঊর্ধ্বদিকে মুখ করে শয়ন : **চিৎ**।
ঊর্ধ্বমুখে সাঁতার : **চিৎসাঁতার**।
ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডীন : **সমুড্ডীন**।
ঊর্ধ্বে উত্থিত : **সমুত্থ, সমুত্থিত**।
ঊর্মিলার পুত্র : **ঔর্মিলেয়**।
ঊরুজাত পুত্র : **ঔর্ব [ভৃগুবংশীয় ঋষি]**।
ঊরুর মাংসল স্থান : **দাবনা**।
ঊরুর হাড় : **ঊর্বস্থি**।
ঊশীর [বেণার] মূল : **সূরণ**।
ঊহা [বিতর্ক বা সংশয়] নেই যার : **নিরূহ [নিঃসংশয়]**।
ঊর্ধ্বদিকে গতি যার : **ঊর্ধ্বগতি**।

উর্ধ্বদিকে গমন করে যে : **উর্ধ্বগ, উর্ধ্বগামী**।

উর্ধ্বলোকে বিচরণ করে যে : **উর্ধ্বচারী**।

উর্ধ্বে অবস্থান যার [অবস্থিত] : **উর্ধ্বতন**।

উর্মি মালা যার : **উর্মিমালী [সমুদ্র]**।

উর্ধ্বগত হয়েছে রেতঃ যার : **উর্ধ্বরেতা**।

ঋ

ঋক, সাম, যজু—এই তিন বেদ যিনি অধ্যয়ন করেন : **ত্রিবেদী**।

ঋচিক মুনির পত্নী : **সত্যবতী**।

ঋচিক মুনির পুত্র : **শুনঃশেফ**।

ঋণ গ্রহণ করে যে : **অধমর্ণ, ঋণী**।

ঋণ থেকে মুক্তি লাভ : **শোধ**।

ঋণদান করে যে : **উত্তমর্ণ, ঋণদাতা**।

ঋণদান যার ব্যবসা : **বার্ধুষিক, মহাজন**।

ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত যাকে উত্তমর্ণের [ঋণদাতার বা মহাজনের] দাসত্ব করতে হয় : **ঋণদাস**।

ঋণশোধে অসমর্থ : **দেউলে, দেউলিয়া**।

ঋণশোধের উপায় : **নিস্তার**।

ঋণশোধের জন্যে যে ঋণ করা হয় : **ঋণার্ণ**।

ঋণের জামিন-স্বরূপ গচ্ছিত দ্রব্য বা সম্পত্তি : **বন্ধক**।

ঋণের দলিল : **তমসুক**।

ঋণের নিমিত্ত বন্ধক-দেওয়া দুগ্ধবতী গাভী : **ধেনুষ্যা**।

ঋণের সুদ হিসাবে জমির ফসল দান : **জায়সুদী**।

ঋতুমতী হবার পর চতুর্থ দিবসে স্নান-রূপ সংস্কার : **ঋতুস্নান**।

ঋদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি : **ঋদ্ধিমান্**।

ঋষিগণ কর্তৃক উক্ত : **আর্ষ, ঋষিপ্রোক্ত**।

ঋষির পত্নী : **ঋষিপত্নী, ঋষী**।

ঋষ্য [মৃগ] মূক [নীরব] যেখানে : **ঋষ্যমূক [পর্বত]**।

ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী : **শান্তা**।

ঋষ্যের শৃঙ্গের মতো শৃঙ্গ যার : **ঋষ্যশৃঙ্গ**।

এ

এঁটেল ও বেলেমাটি মিশ্রিত মাটি : **দোআঁশ, দোয়াঁশ**।

এই জন্ম থেকে অন্য জন্ম : **জন্ম-জন্মান্তর**।

এইমাত্র জন্মেছে যে : **সদ্যোজাত, সদ্যঃপ্রসূত**।

এইমাত্র যা পাক করা হয়েছে : **সদ্যঃপক্ব**।

এইমাত্র যার মৃত্যু হয়েছে : **সদ্যঃমৃত**।

এইমাত্র যে স্নান করেছে : **সদ্যঃস্নাত, সদ্যঃস্নাতা [স্ত্রী]**।

এক অক্ষৌহিণীর ত্রিশভাগের একভাগ সেনাদল : **চমূ**।

এক অক্ষৌহিণীর দশভাগের এক ভাগ : **অনীকিনী**।

একই অক্ষ-বিশিষ্ট : **সমাক্ষ**।

একই অর্থবিশিষ্ট শব্দ : **প্রতিশব্দ**।
একই আসক্তি যাদের : **সমাসক্ত, সমাসঙ্গ**।
একই আসনে উপবিষ্ট : **সমাসীন**।
একই গুরুর কাছে দীক্ষিত শিষ্য : **গুরুভাই, সতীর্থ**।
একই গুরুর কাছে বেদ-অধ্যয়নের নিমিত্ত ব্রহ্মচারী : **সতীর্থব্রতচারী, সব্রহ্মচারী, সব্রহ্মচারিকা** [স্ত্রী]।
একই জিনিসের আদল : **ছাঁচ**।
একই ধর্ম, গুণ বা প্রকৃতি যার : **সধর্মী**।
একই পরিবারের ব্যক্তি : **পরিজন**।
একই বয়স যার : **সমবয়সী, সমবয়স্ক**।
একই মাতৃগর্ভে জাত ভ্রাতা বা ভগিনী : **সোদর, সহোদর, সহোদরা** [স্ত্রী]।
একই রকমের আকার বিশিষ্ট : **তুল্যাকৃতি**।
একই শ্রেণীর লোক : **জাতভাই**।
একই সঙ্গে : **যুগপৎ**।
একই সময়ে জাত : **সমকালীন**।
একই সময়ে বর্তমান : **সমসাময়িক**।
এক উদক যার : **একোদক**।
এক এক করে : **একশঃ, একেএকে**।
এক এক : **প্রত্যেক**।
এক কর্মস্থল থেকে অন্যত্র স্থানান্তর : **বদলি, বদলী**।
একখানা চাল-বিশিষ্ট ঘর : **একচালা**।
একগাড়ি জিনিস : **শলাট**।
এক গ্রাস অন্ন : **সিক্থ**।
এক-ঘোড়ার দ্বিচক্র বগি-গাড়ি : **টমটম**।
একজনকে বধ করে যে অস্ত্র : **একাঘ্নী**।
এক-জাতীয় অনেকগুলির একত্র অবস্থিতি : **ঝাড়**।
এক-ঝোঁক বৃষ্টি : **পশলা**।
একটি মাত্র দাঁত যার : **একদন্ত** [গণেশ]।
একটুও না নড়ে একস্থানে : **ঠায়**।
একটুতেই যে ক্রুদ্ধ হয় : **বদরাগী, রগচটা**।
একতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র : **একতারা, গোপীযন্ত্র**।
একত্র আগত : **সমাগত**।
একত্র আগমন : **সমাগম**।
একত্র আহারাদি করে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মে : **সম্ভক্ত**।
একত্র উদ্ভূত বুদ্‌বুদের সমষ্টি : **ফেনা**।
একত্র এক গুরুর কাছে অধ্যয়নকারী : **সতীর্থ, সহপাঠী, সহপাঠিনী** [স্ত্রী], **সহাধ্যায়ী, সহাধ্যায়িনী** [স্ত্রী]।
একত্র কেশ-বন্ধন : **জুট**।
একত্র গমন করে যে : **সহগামী, সহগামিনী** [স্ত্রী], **সহযাত্রী, সহযাত্রিণী** [স্ত্রী], **সহযায়ী, সহযায়িনী** [স্ত্রী]।
একত্র গমনকারী বণিকদল : **সার্থবাহ**।
একত্র দৃঢ়ভাবে বদ্ধ : **সন্নিবদ্ধ**।
একত্র ধারণ বা সংগ্রহ : **সম্ভার**।
একত্র ধৃত বা সংগৃহীত : **সম্ভৃত**।
একত্র বাস করবার স্থান : **সংবাস**।
একত্র আগত বা মিলিত : **সম্মিলিত**।
একত্র সংগৃহীত : **সমাহৃত**।
একত্র সমাগম : **সম্মিলন, সম্মেলন**।
একত্র সমাহার : **সমুচ্চয়**।

একত্রে গমন : **অনুগমন, সহগমন**।
একত্রে পতি-পত্নী রূপে বাস : **সহবাস**।
একত্রে বদ্ধ একাধিক সূতাগাছি : **কেঁটি**।
একত্রে বাস : **সহবাস**।
একথাবা খাদ্য : **খাবলা**।
একথাবা দ্রব্য : **চাঙ্গ, চাঙ**।
একথাবা পরিমিত দ্রব্য রাখবার বাঁশের তৈরি পাত্র : **চাঙাড়ি, চাঙাড়ী, চাঙারি, চাঙারী**।
একদলে সম্মিলিত : **দলবদ্ধ**।
একদিকে গোঁ যার : **একগুঁয়ে**।
একদিকে দৃষ্টি যার : **একচোখো**।
একদিনে তিন তিথির সমাবেশ : **ত্র্যহস্পর্শ**।
একদিনের পথ : **মঞ্জিল**।
এক পঙ্‌ক্তি বা সারিতে বসে আহার করার যোগ্য : **পাঙ্‌ক্তেয়**।
একই পতি যাদের : **একপতিকা, সপত্নী, সতীন**।
এক পাড়ার লোক : **পাড়াপড়শী**।
এক প্রকার মতের মিল : **ঐকমত্য**।
এক প্রভুর অধীন ভ্রাতৃবৎ কর্মচারী : **বিরাদর**।
এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা : **অধ্যাস, অধ্যারোপ**।
একবার অন্নগ্রহণের পর একদিন উপবাসব্রত : **পাদকৃচ্ছ্র**।
একবার কর্ষিত ক্ষেত্র : **সীত্য, হল্য**।
একবার কিছু দান করে যে পুনরায় তা ফেরত নেয় : **দত্তহারী, দত্তাপহারী**।
এক বিষয়ে পরস্পর অত্যধিক আলোচনা বা কষাকষি : **কচলাকচলি, রগড়ারগড়ি**।
এক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ে সাফল্য : **অনুবন্ধ**।
একভাবে নিচের দিকে গড়ান [ঢালু] : **একঢল, একঢাল**।
এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষা প্রয়োগ : **বুকনি**।
এক ভাষার লিপি অন্য ভাষার লিপিতে রূপান্তর : **লিপ্যন্তর**।
এক মাতার গর্ভে ভিন্ন পিতার পুত্র : **বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়**।
এক মাতার গর্ভে ভিন্ন পিতার কন্যা : **বৈপিত্রী, বৈপিত্রেয়ী**।
একমাত্র প্রভু : **একেশ্বর**।
এক মাস্তুলের ক্ষুদ্র রণপোত : **সুলুপ**।
একমাসের উপযোগী : **মাসকাবারী**।
একমুখ বা এককোষ জল : **গণ্ডূষ**।
একমুষ্টি পরিমিত : **মুষ্টিমেয়**।
এক যুগের অবসান ও অন্য যুগের আরম্ভকাল : **যুগসন্ধি**।
এক রূপ হার [গড়ন] : **একহারা**।
একলব্যের পিতা : **হিরণ্যধনু**।
একলব্যের শিষ্য : **ঐকলব্য**।
একসঙ্গে অনেক ফুল বা শস্যের শিষ : **গুচ্ছ**।
একসঙ্গে একই গর্ভজাত সন্তান : **যমজ**।
একসঙ্গে গমন বা যাত্রা : **সহযাত্রা**।
একসঙ্গে নৃত্য গীত ও বাদ্য : **তৌর্যত্রিক**।

একসঙ্গে বদ্ধ দ্রব্যসমূহ : **বান্ডিল**।
একসঙ্গে মাল কিনে খুচরো বিক্রয় : **পাইকারী**।
একসঙ্গে যাত্রা করে যারা : **সহযাত্রী**।
একসঙ্গে যে অনেক জিনিস কেনে ও বেচে : **পাইকার**।
একসাথে পাশাপাশি বসে আহার : **পঙ্‌ক্তিভোজন**।
একস্থানে [একত্র] আহরণ : **সমাহরণ, সমাহৃতি**।
একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন : **সঞ্চরণ, সঞ্চার**।
একস্থান থেকে প্রবাহিত হয়ে সেই স্থানে পুনরাগমন : **সংবহন**।
একস্থানে স্থিত : **একত্র**।
এক স্বচ্ছ পদার্থ থেকে অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশকালে আলোকের স্বাভাবিক গতিপথের পরিবর্তন : **প্রতিসরণ**।
এক স্থানে : **একত্র**।
এক স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগ করে নতুন স্থানে বসতিস্থাপন : **পুনর্বসতি**।
এক হাত দূরে চারদিকে অগ্নি ও উর্ধ্বে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-সূর্য—এই পাঁচ আতপযুক্ত স্থানে তপস্যা : **পঞ্চতপ**।
এক হাত দূরে চারদিকে অগ্নি ও উর্ধ্বে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-সূর্য—এই পাঁচ আতপযুক্ত স্থানে তপস্যাকারী : **পঞ্চতপাঃ, পঞ্চতপা [স্ত্রী]**।
একহাত পরিমিত মোটা লাঠি : **পাবড়া, পাহুড়ি**।
একাগ্রভাবে ধ্যানে নিমগ্ন : **ধ্যান-সমাহিত, ভাবসমাহিত**।
একাগ্রভাবে মনোনিবেশ : **অভিনিবেশ, প্রণিধান**।
একাধিক পত্নী আছে যার : **বহুপত্নীক**।
একাধিক পদের একপদে পরিণতি : **সমাস**।
একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক মিলিতভাবে পরিচালিত ব্যবসায় : **যৌথকারবার**।
একাধিক ব্যক্তির যুগপৎ একই আচরণ : **ব্যতিহার**।
একাধিক ব্যক্তির মিলিত : **যৌথ**।
একান্ত গুপ্ত : **নিগূঢ়, সংগুপ্ত**।
একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন আনে যে নারী : **ঘরভাঙানী**।
একান্নবর্তী পরিবারে যে নারী অশান্তি আনে : **ঘরজ্বালানী**।
একে অন্যের প্রতিকূল : **পরস্পর-বিরোধী**।
এত প্রাচীন যে কেউ স্মরণ করতে পারে না : **স্মরণাতীত**।
এমন পাক যে সহজে হজম হয় : **লঘুপাক**।
এমনভাবে শেখা, যাতে প্রয়োজনে আবৃত্তি করা সম্ভব : **মুখস্থ**।
এলোমেলোভাবে জড়ানো ও সংহত কেশরাশি : **জটা**।

ঐ

ঐক্যের অভাব : **অনৈক্য**।
ঐশ্বর্যাদি ষড়গুণশালী : **ভগবান**।
ঐতিহাসিক কালের পূর্ববর্তী : **প্রাগৈতিহাসিক**।

ঐলবিল [বিশ্রবা] মুনির পত্নী : **ইলবিলা**।

ও

ওঘবানের কন্যা : **ওঘবতী**।
ওজন পরিমাপ করার যন্ত্র : **তুলাদণ্ড**।
ওঠানামার জন্য ধাপ : **সিঁড়ি, সোপান, শ্রেঢ়ী**।
ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যা পড়ে যায় : **সদ্যঃপাতী**।
ওপর থেকে নীচে ছড়িয়ে দেওয়া : **বর্ষণ**।
ওপরতলার ঘর : **বালাখানা**।
ওষধি থেকে জাত : **ঔষধ**।
ওষধির শিকড় : **বুটি, বুটী**।
ওষ্ঠের প্রান্তভাগ : **সৃক, সৃক্কন্, সৃক্কণী, সৃক্ক** ।

ঔ

ঔচিত্যের অভাব : **অনৌচিত্য**।
ঔৎসুক্যের সঙ্গে বর্তমান : **সৌৎসুক্য**।
ঔদার্যের অভাব : **অনৌদার্য**।
ঔষধ-সংযোগে রক্ষিত শুষ্ক মৃতদেহ : **মমি**।
ঔষধের দোকান : **ঔষধালয়**।
ঔষধের পাকপাত্র : **পুটপাক**।
ঔষধের প্রাপ্তিস্থান : **ঔষধালয়**।
ঔষধের সঙ্গে সেবনীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্য : **অনুপান**।

ক

কঙ্কণাদি ভূষণের ধ্বনি : **কণকণ, কনকন**।
কচি ও কোমল শাঁসযুক্ত ডাব : **নেয়াপাতি**।
কচি ঘাস : **শষ্প, শস্প**।
কচি ঘাসে ঢাকা : **শষ্পাবৃত**।
কচি ঘাসে ঢাকা জমি : **শাদ্বল**।
কচের পিতা : **বৃহস্পতি**।
কচ্ছপের খোল : **কটাহ**।
কঞ্চুক [বর্ম] দৃঢ়রূপে বক্ষে বন্ধনের উপবস্ত্র : **সারশন, সারসন**।
কটকে প্রস্তুত : **কটকী**।
কটিদেশ পর্যন্ত নরের আকৃতি এবং অবশিষ্ট সিংহের আকৃতি : **নরসিংহ, নরহরি**।
কটিদেশে পরিধেয় বস্ত্র : **কটিবসন, কটিবাস, কটিবস্ত্র, ধটি, ধটী, ধড়া**।
কটির অলংকার : **কটিভূষণ, কাঞ্চী, কিঙ্কিণী, চন্দ্রহার, মেখলা, রসনা, সারসন**।
কটু কথা : **দুর্বাক্য**।
কঠিন জিনিসের তরলীকরণ : **দ্রবণ, দ্রবীকরণ**।
কঠিন পদার্থের তরল অবস্থা-প্রাপ্তি : **দ্রবীভবন**।
কঠিনতার ভাব : **কাঠিন্য**।
কঠিন বিপদ : **সংকট, সঙ্কট**।

কঠোর উক্তি : **কঠোরোক্তি, পরুষোক্তি**।
কড়ি দিয়ে গাঁথা বালা বা মাকড়ি : **কড়িবউলি, কড়িবৌলি**।
কড়ে আঙুল : **কনিষ্ঠা**।
কণাদ মুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র : **বৈশেষিক**।
কণ্টকাদিময় [ফুল বা ফলের] বেষ্টন : **বৃতি, বেষ্টনিকা**।
কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত : **কণ্ঠ্য**।
কণ্ঠ থেকে জানু পর্যন্ত লম্বিত কৃষ্ণের পঞ্চবর্ণময় মালা : **বৈজয়ন্তী**।
কণ্ঠ পর্যন্ত আগত : **কণ্ঠাগত**।
কণ্ঠ বা উদরের বলিরেখা : **ত্রিবলি, ত্রিবলী**।
কণ্ঠ-লম্বিত মাল্যসূত্র : **নিবীত**।
কণ্ঠস্থিত উচ্চ অস্থিখণ্ড : **কণ্ঠা**।
কণ্ঠায় আগত : **কণ্ঠাগত**।
কণ্ঠে অস্ফুট মধুর ধ্বনি যার : **কলকণ্ঠ**।
কণ্ঠের অগ্রভাগ : **কণ্ঠাগ্র**।
কণ্ঠের একনর মালা : **কণ্ঠী**।
কণ্ঠের পশ্চাদ্‌ভাগ : **গ্রীবা**।
কণ্ঠের ভূষণ : **কণ্ঠী, কণ্ঠহার**।
কতকগুলি বস্তুকে অবলম্বন করে অন্য বস্তুর উৎপাদন : **প্রতীত্যসমুৎপাদ**।
কথা ও আচরণ : **বোলচাল**।
কথা বলার অনিচ্ছা : **অবিবক্ষা**।
কথা বলতে বা আলাপ করতে যে লজ্জা পায় : **মুখচোরা**।
কথা বলায় পাণ্ডিত্য : **বাগ্‌বৈদগ্ধ্য**।
কথায় পটু : **বাগীশ, বাচস্পতি**।
কথায় পটুতা : **বাক্‌চাতুরি, বাক্‌চাতুর্য**।
কথার কাটাকাটি : **বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক**।
কথার ছলচাতুরি : **ফেরফার**।
কথার ফাঁদ : **বাগ্‌জাল**।
কথার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ বা প্রবচনাদির প্রয়োগ : **বুক্‌নি**।
কথার সাড়ম্বর আরম্ভ : **গৌরচন্দ্রিকা, ভণিতা**।
কদম্ব কুসুমের বিকাশ যার কাজ : **কাদম্বিনী**।
কদম্ব কুসুমের সৌরভপূর্ণ বায়ু : **কদম্বানিল**।
কদর্য বসন পরিহিত : **দুর্বাসা**।
কদর্যভাবে স্থূল বা মোটা : **গাবদা**।
কদলী ফুলের মঞ্জরী : **মোচা**।
কদ্রুর পুত্র : **কাদ্রবেয়**।
কনিষ্ঠ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসকালীন ছদ্মনাম : **গ্রন্থিক**।
কনিষ্ঠ ভ্রাতা : **সূনু**।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী : **ভাদ্রবধূ, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতৃবধূ**।
কনিষ্ঠা অঙ্গুলি : **কনীনিকা**।
কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূল ভাগ : **কায়তীর্থ, প্রজাপতিতীর্থ**।
কনিষ্ঠার বিবাহের পর যে তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করে : **দিধিষূপতি**।
কনুই থেকে আঙুলের অগ্রভাগ : **হস্ত**।
কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত বাহুভাগ : **প্রকোষ্ঠ, প্রগণ্ড**।
কনুইর উপরিভাগ : **প্রগণ্ড**।
কনুইর ওপর থেকে কক্ষ পর্যন্ত অংশ

: **পাখুড়া, স্কন্ধসন্ধি**।
কনুইর নীচের অংশ : **প্রকোষ্ঠ**।
কন্যা কুব্জা যে দেশে : **কান্যকুব্জ**।
কন্যাদশায় পিতামাতার প্রদত্ত ধন : **বন্ধুদত্ত**।
কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি : **বাগ্‌দান**।
কন্যাপক্ষের প্রাপ্য অর্থাদি [বাসর জাগরণের নিমিত্ত] : **বাসরজাগানি**।
কন্যার কন্যা : **দৌহিত্রী**।
কন্যার পুত্র : **দৌহিত্র**।
কন্যা সম্প্রদানের স্থান : **ছাদনাতলা, ছায়ামণ্ডপ**।
কপট ধার্মিক : **বকধার্মিক, বকধ্বজী**।
কপট ধার্মিকতা : **বকবৃত্তি**।
কপট নিদ্রা বা নিদ্রার ভান : **মট্‌কা**।
কপট ব্যবহার : **মিথ্যাচার**।
কপট ব্রহ্মচারী : **ছদ্মতাপস**।
কপট স্তুতি : **ব্যাজস্তুতি**।
কপটতার সাহায্যে আহৃত ধন : **কৈতব**।
কপাট খোলাবার লৌহনির্মিত হংসাকৃতি কল : **হাঁসকল**।
কপাট বন্ধ করবার নিমিত্ত কাষ্ঠদণ্ড : **হুড়কা, হুড়কো**।
কপাট আট্‌কাবার জন্যে ধাতু-নির্মিত ক্ষুদ্র হুড়কা : **ছিট্‌কিনি**।
কপাটের একদিকের পাল্লার উদ্‌গত যে পটী অন্য পাল্লাকে আট্‌কায় : **বেণীবাতা**।
কপাটের মতো বক্ষ যার : **কপাটবক্ষ**।
কপোলের উপরিভাগ : **হনু, হনূ, চোয়াল**।
কবি জয়দেবের পত্নী : **পদ্মাবতী**।
কবি ভবভূতির অন্য নাম : **শ্রীকণ্ঠ**।
কবিতা বা গানের পদ-রচয়িতা : **পদকর্তা, পদকার, পদরচয়িতা, পদকর্ত্রী** [স্ত্রী]।
কবিতার আদিতে বা শেষে কবির নামযুক্ত উক্তি : **ভণিতা**।
কম ও বেশি : **কমবেশি, বেশকম**।
কমবেশির ভাব : **বেশকমি, ন্যূনাধিক**।
কমলালেবু রঙের শাড়ি : **নারাঙ্গি**।
কয়েকটি পরগনার সমষ্টি : **চাক্‌লা**।
করতলে ধৃত আমলকী : **হস্তামলক**।
করতলে নির্মিত খোড়ল : **করপুট**।
করতলের রেখা : **হস্তরেখা**।
করতালের বাদন-ধ্বনি : **খচ্‌মচ্‌**।
করবী বৃক্ষ : **করবীর**।
করুণ বিলাপ : **পরিদেবন, পরিদেবনা**।
করুণা আছে যার : **করুণাময়, করুণাময়ী** [স্ত্রী]।
করুণাসহ বর্তমান : **সকরুণ**।
কর্কশ ও মোটা স্বর [হাঁড়ির মধ্যে কথা বলার মতো] : **হেঁড়ে**।
কর্কশ ভাষা যে ব্যবহার করে : **রুক্ষভাষী, রুক্ষভাষিণী** [স্ত্রী]।
কর্ণসহ বর্তমান : **সকর্ণ**।
কর্ণের অন্য নাম : **বৈকর্তন**।
কর্ণের ছিদ্র : **কর্ণবিবর, কর্ণরন্ধ্র, শ্রবণবিবর**।
কর্ণের পালক পিতা : **অধিরথ**।

কর্ণের পালিকা মাতা : **রাধা**।
কর্ণের ভূষণ : **কুণ্ডল**।
কর্ণের শরাসন : **কালপৃষ্ঠ**।
কর্ণে শব্দ প্রবেশের পথ : **শ্রবণকুহর, শ্রুতিপথ**।
কর্তব্য-অকর্তব্য বা হিতাহিত জ্ঞান : **কাণ্ডজ্ঞান**।
কর্তব্য-অকর্তব্য বিবেচনাবোধহীনতা : **অবিমৃশ্যকারিতা, অবিমৃষ্যকারিতা**।
কর্তব্য ও অকর্তব্য জ্ঞান নেই যার : **বিমূঢ়**।
কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ বা আলোচনা : **মন্ত্রণা**।
কর্তার ভাব : **কর্তৃত্ব**।
কর্দম বা পাঁকের কুণ্ড : **হোড়**।
কর্দমসহ বর্তমান : **সকর্দম**।
কর্বূরবর্ণা গাভী : **শবলা, শবলী**।
কর্মত্যাগ রূপ প্রব্রজ্যা : **কর্মনাশ**।
কর্ম থেকে অপসৃত : **বরখাস্ত**।
কর্মফল শ্রবণ : **ফলশ্রুতি**।
কর্মফলের দ্বারা পরজন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, এই মত : **জন্মান্তরবাদ**।
কর্ম-সম্পাদনে অযথা কালহরণ : **দীর্ঘসূত্রতা, দীর্ঘসূত্রিতা**।
কর্ম-সম্পাদনে অযথা বিলম্ব করে যে : **দীর্ঘসূত্রী**।
কর্ম-সম্পাদনের জন্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি : **সংবিদা**।
কর্ম-সাধনের প্রণালী : **প্রক্রিয়া**।
কর্মারম্ভে তার সুসম্পন্নতার কামনায় অনুষ্ঠান : **মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচার**।
কর্মে কুশলী ও ক্ষিপ্র : **সুকর্মা**।
কর্মে নিপুণ [পটু] : **কর্মঠ, কর্মণ্য**।
কর্মে নিযুক্ত পুরুষ : **ব্যাপৃত**।
কর্মে যার নিষ্ঠা আছে : **কর্মনিষ্ঠ**।
কর্মে সিদ্ধিলাভ : **ফলপ্রাপ্তি**।
কর্মে স্পৃহাহীনতা : **নিস্পৃহতা, নৈষ্কর্ম্য**।
কর্মের অবেক্ষক : **কর্মাধ্যক্ষ**।
কর্মের আগার : **কর্মশালা, কর্মাগার**।
কর্মের জন্যে প্রাপ্য বেতন : **কর্মণ্যা**।
কর্মের পরিণাম : **কর্মফল**।
কর্মের সাময়িক নিবৃত্তি বা বিরতি : **স্থগন**।
কর্ষণের উপযুক্ত : **কৃষ্য**।
কলকাতার আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেল : **হরিণবাড়ি**।
কলঙ্কিত অপরাধী : **দাগী**।
কলভাষা বলে যে : **কলভাষী, কলভাষিণী** [স্ত্রী]।
কলম রাখা হয় যেখানে বা যাতে : **কলমদানি**।
কলহ প্রিয় যার : **কলহপ্রিয়**।
কলহপ্রিয়া নারী : **খাণ্ডানী**।
কলহসহ হাতাহাতি : **ঝটাপটি**।
কলাগাছ ইত্যাদির শুকনো পাতা ও ছাল : **বাসনা**।
কলাগাছ কাঠ ইত্যাদি সহযোগে তৈরি ভেলা-নৌকো : **মান্দাস**।
কলাগাছ কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি সহজে ভাসমান তরী : **ভেলা**।

কলাগাছের চারা : **তেউড়**।
কলিচুন-গোলা জল : **সফেদী**।
কলুর ঘানির গোলাকার ঘর : **কুড়ুই, কুড়ুই**।
কলুষ নেই যাতে : **নিষ্কলুষ**।
কল্পনার দ্বারা রচিত মূর্তি : **ভাবমূর্তি**।
কল্পিত এবং নির্মিত দেবমূর্তি : **প্রতিমা**।
কল্পিত নামধারী : **বেনাম, বেনামদার**।
কল্মাষপাদ রাক্ষসের শাপপূর্ব নাম : **সৌদাস**।
কল্যাণকর বাক্য : **কল্যা**।
কল্যাণ করে যে বা যা : **কল্যাণকর, শুভঙ্কর, শুভঙ্করী [স্ত্রী], শ্রেয়স্কর, শ্রেয়স্করী [স্ত্রী], হিতকর**।
কল্যাণ হোক : **শুভমস্তু, স্বস্তি**।
কশ্যপ-পত্নী তাম্রার কন্যা : **শুচি**।
কশ্যপ-পত্নী সরমার অপত্য : **সারমেয়, সারমেয়ী [স্ত্রী]**।
কশ্যপের পিতা : **মরীচি**।
কশ্যপের পুত্র [অপত্য] : **কাশ্যপ, কাশ্যপেয়**।
কশ্যপের মাতা : **কলা**।
কষায় [গৈরিক] দ্বারা রঞ্জিত : **কাষায়**।
কষ্ট সহ্য করে যে : **কষ্টসহিষ্ণু**।
কষ্টসাধ্য কল্পনা : **কষ্টকল্পনা**।
কষ্টের দ্বারা যা করতে হয় : **কষ্টকর**।
কসের দাঁত : **ইসদন্ত, পিষদন্ত**।
কাউকে পরিচিত বলে নির্দেশ : **শনাক্তকরণ, সনাক্তকরণ**।
কাউকে পূজা করতে দেখে পূজা করা : **প্রতিপূজা**।
কাউকে দক্ষিণে রেখে পরিক্রমা : **প্রদক্ষিণ**।
কাঁকড়ার দাড়ার মতো হুলবিশিষ্ট বিছা : **কাঁকড়াবিছা**।
কাঁচা ঘরের চালের শীর্ষদেশ : **মট্‌কা**।
কাঁঠালের ভিতরের অসার অংশ : **ভুতি, ভুতড়ি, ভুতুড়ি**।
কাঁঠালের বীজকোষ : **কোয়া**।
কাঁঠালের ভুতুড়ি : **ভুসুড়ি**।
কাঁঠালের রস থেকে তৈরী মদ : **পানস**।
কাঁথের বাইরে চালের অংশ : **কানাচ**।
কাঁধ থেকে পিঠে ঝোলাবার পাটের বস্ত্র : **পাছড়া, পাছড়ি**।
কাঁধ থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত দেহভাগ : **বাহু**।
কাঁসার বড় বাটি : **জামবাটি**।
কাঁসারির কর্মশালা : **কুপ্যশালা, সন্ধানী**।
কাককে দেয় নবান্নের অংশ : **কাকবলি**।
কাকরূপী যম : **দণ্ডকাক, দাঁড়কাক**।
কাকের চক্ষুর মতো স্বচ্ছ : **কাকচক্ষু**।
কাকের ন্যায় উদর যার : **কাকোদর**।
কাগজের টুকরার ক্ষুদ্র পত্র : **চিরকুট**।
কাগজের তৈরী : **কাগুজে**।
কাগজের মোড়ক : **পুরিয়া**।
কাচার মজুরী : **ধোলাই**।
কাচের ছোট বোতল : **শিশি**।
কাচের তৈরী বাড়ি : **শিশমহল**।
কাচের বোতল : **শিশা**।
কাছির মতো মোটা দড়ি : **কচড়া**।

কাজ করতে ইচ্ছুক : **চিকীর্ষু**।
কাজ করবার ইচ্ছা : **চিকীর্ষা**।
কাজে বাধা দান : **হস্তক্ষেপ, হস্তার্পণ**।
কাজের আড়ম্বরপূর্ব অনুষ্ঠান-ক্রিয়া : **প্রক্রিয়া**।
কাজের চাপ : **ধকল**।
কাজের ঠিকা চুক্তি : **ফুরন**।
কাজে সাহায্য করে যে : **সহকারী, সহকারিণী** [স্ত্রী]।
কাটবার অস্ত্র : **কাটারি, কাটারী, কর্তরী**।
কাঠ ও কাপড়ের পুত্তলিকা : **পঞ্চালী, পঞ্চালিকা**।
কাঠ কাটা যার জীবিকা : **কাঠুরিয়া, কাঠুরে**।
কাঠ ঠুক্‌রে যে পাখি পোকামাকড় ধরে : **কাঠঠোকরা**।
কাঠ দিয়ে তৈরী : **কেঠো**।
কাঠ দিয়ে তৈরী ঘর : **কাঠরা**।
কাঠ দিয়ে তৈরী ঘরের গঠন : **কাঠাম, কাঠামো**।
কাঠ দিয়ে তৈরী প্রতিমার ঠাট : **কাঠাম, কাঠামো**।
কাঠের আবরণীর মধ্যে অবস্থিত দীপ : **সেজ, শামাদান**। [দ্রঃ সংশোধনী]
কাঠের তৈরী খাট বা বড় চৌকি : **তক্তপোশ, তক্তপোষ**।
কাঠের তৈরী ঘর বা কাঠের বেড়া-দেওয়া স্থান [আদালতের] : **কাঠগড়া**।
কাঠের তৈরী দ্বারের আবরণ : **কপাট**।
কাঠের পাদবন্ধনে বাঁধা উটের শাবক : **শৃঙ্খলক**।
কাঠের তৈরী পাদুকা : **খড়ম**।
কাঠের তৈরী বড় থালা : **বারকোশ**।
কাঠের তৈরী বড় হাতুড়ি : **মুগুর, মুদ্গর**।
কাঠের তৈরী মঞ্চ : **পাটাতন**।
কাঠের মতো শক্ত, শুক্‌নো ও সৌন্দর্যহীন : **কাঠকাঠ**।
কাঠের তৈরী যে পাতলা দাঁড় না বেঁধে হাত তুলে বাইতে হয় : **বৈঠা, বোটে**।
কাঠের মতো শুষ্ক হাস্য : **কাষ্ঠহাসি**।
কাঠের হাতল-দেওয়া ছোট মুগুর : **হাতুড়ি, হাতুড়ী**।
কাণ্ডহীন ছোট ছোট গাছের ঝাড় : **গুল্ম**।
কাণ্ডহীন বৃক্ষ : **স্তম্ব**।
কাতর বাক্য বা প্রার্থনা : **কাকুতি**।
কাত্যের অপত্য : **কাত্যায়ন, কাত্যায়নী** [স্ত্রী]।
কাদা খুঁচিয়ে আহার সংগ্রহ করে যে : **কাদাখোঁচা**।
কাদা-মিশ্রিত জল : **কাদাজল, ক্লেদ**।
কানা-উঁচু কাঁসার থালা : **বগি**।
কানায় কানায় জলপূর্ণ নদী : **ভরাগাঙ**।
কানায় কানায় পূর্ণ : **টইটম্বুর, ভরপুর**।
কানে কানে যে কথা : **কানাকানি** [মন্ত্রণা]।
কানের অলংকার : **মাকড়ি, মাকড়ী**।
কানের খোল : **কর্ণমল, পিঞ্জুষ**।
কানের নিম্নভাগের নরম অংশ : **লতি**।
কানের পাতা ও তার সন্নিহিত স্থান

: **কানপাট্, কানপাটি**।
কানের পাশের চুল : **জুলপি, জুলফি**।
কানের পর্দা : **পটহ**।
কানের যে অলংকার দোলে : **দুল**।
কাপড় ইত্যাদির তৈরী ঝুলন্ত আবরণ : **পর্দা**।
কাপড় চোপড় বিছানাপত্র ইত্যাদি : **তল্পিতল্পা**।
কাপড় দিয়ে তৈরী অস্থায়ী ঘর : **তাঁবু**।
কাপড় বোনার যন্ত্র : **তাঁত**।
কাপড় হুকা ইত্যাদি রাখার ছোট থলে : **স্যাঙ্গাল**।
কাপড়ে ফুল-তোলা : **গুলবাহার**।
কাপড়ে ফুল তোলা বা চুম্‌কি বা জরি বসানোর কাজ : **জামদানি**।
কাপড়ে ফুলের নক্‌শা বা বুটির কাজ : **ফুলকারি**।
কাপড়ে লাগানো পাড় : **সজাব**।
কাপড়ে সূতা দিয়ে তোলা ফুলের নক্‌শা : **বুটি**।
কাপড়ের ওপর সূক্ষ্ম সূচিকর্ম : **চিকন**।
কাপড়ের কোণ বা প্রান্তভাগ : **খুঁট**।
কাপড়ের খুঁট : **বসনাঞ্চল**।
কাপড়ের থলি : **ঝুলি**।
কাপড়ের তৈরী গৃহ : **তাঁবু, পটগৃহ, বস্ত্রগৃহ**।
কাপড়ের তৈরী ছোট থলি : **বটুয়া**।
কাপড়ের দুই বেড় : **দুপাট্টা, দোপাটা, দোপাট্টা**।
কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের সূতা : **টানাপোড়েন**।
কাপড়ের দৈর্ঘ্যের দিকের সূতা : **টানা**।
কাপড়ের প্রস্থের দিকের সূতা : **পড়েন, পোড়েন**।
কাপড়ের প্রান্তের পট্টি : **পাড়**।
কাপড়ের ফালি : **পটি, পটী, পট্টি, পট্টিকা**।
কাপড়ের বড় থলি : **ঝোলা**।
কাম অক্ষিতে যার [স্ত্রী] : **কামাক্ষী**।
কাম ক্রোধ ইত্যাদি চিত্তবিকার : **ভাব**।
কামজ ও কোপজ দোষ : **ব্যসন**।
কামদেবের সম্মোহন বাণ : **মোহন**।
কামনা পূরণের জন্যে কোথাও পড়ে থাকা : **ধরনা**।
কামনা পূর্ণ হওয়ায় আনন্দিত : **তৃপ্ত**।
কামনার যোগ্য : **কাম্য, তৃষ্য**।
কামনাসহ বর্তমান : **সকাম**।
কামা আখ্যা যার : **কামাখ্যা**।
কামাদি ষড়রিপু : **ষট্‌বর্গ**।
কামান্ধা রতিকুশলা লজ্জাহীনা নায়িকা : **প্রগল্‌ভা**।
কামার বা স্বর্ণকার যে লৌহপিণ্ডের ওপর হাতুড়ি দিয়ে ধাতু পেটায় : **নেহাই**।
কামারের কাজের স্থান [স্থল] : **কামারশালা**।
কামারের চুল্লিতে হাওয়া দেবার জন্যে চর্ম-নির্মিত থলি : **ভস্ত্রা, হাপর, ভস্ত্রা**।
কামে আসক্ত : **কামাতুর, কামাসক্ত, কামুক, রতিরক্ত**।

কামে মত্তা নারী : **রতিমদা**।
কামুকী ব্রাহ্মণী : **বৃষলী**।
কারও অনিষ্ট করার জন্যে গোপন ফন্দি : **চক্রান্ত**।
কারও খাতিরে ন্যায্য কথা বলতে যে পিছপা হয় না : **খাতির-নাদারদ**।
কারও পরিবর্তে কাজের জন্যে নিযুক্ত ব্যক্তি : **প্রতিনিধি**।
কারও প্রতি পক্ষপাত আছে যার : **পক্ষপাতী**।
কারাগার থেকে মুক্ত : **কারামুক্ত**।
কারাগারে অবরুদ্ধা নারী : **বন্দিনী**।
কারারুদ্ধ ব্যক্তি : **বন্দী**।
কার্তিক পূর্ণিমায় গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণ-রাধিকার নৃত্যোৎসব : **রাস**।
কার্তিকের পত্নী : **দেবসেনা**।
কার্পেটের আসন : **নিহালী**।
কার্য-সমাপ্তির পরে খেদ : **অনুতাপ, পশ্চাত্তাপ**।
কার্য-সম্পাদনে অযথা কালহরণ : **দীর্ঘসূত্রতা, দীর্ঘসূত্রিতা**।
কার্য-সম্পাদনের শর্তে কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি : **পণবন্ধ**।
কার্যসিদ্ধির জন্যে ভেঙে ও জুড়ে উপকরণ সংগ্রহ : **তোড়জোড়**।
কার্যারম্ভে আল্লার নামে দোহাই : **বিসমিল্লা**।
কার্যের সূচনা : **সূত্রপাত**।
কালচক্র-রূপ পুরুষ : **কালপুরুষ**।
কাল-রূপ বন্ধন : **কালপাশ, মৃত্যুপাশ**।
কালি-রাখার পাত্র : **দোয়াত, মস্যাধার**।
কালিয় সর্পের বাসস্থান [যমুনার হ্রদ] : **কালিদহ, কালীদহ**।
কালীর তন্ত্রোক্ত দশমূর্তি : **মহাবিদ্যা, দশমহাবিদ্যা**।
কালো কালো গোল ছাপযুক্ত হলুদ রঙের বাঘ : **চিতা**।
কালো ও হলুদের মিশ্রিত রং : **কপিল, কপিশ**।
কাশীতীর্থের অপর নাম : **বারানসী**।
কাশীস্থ পাঁচটি পুণ্যস্থান : **পঞ্চতীর্থ**
কাষ্ঠনির্মিত দীপাধার : **দেরকো**।
কাষ্ঠনির্মিত বড় থালা : **বারকোশ**।
কাষ্ঠাদিতে ছিদ্র করবার যন্ত্র : **তুরপন, ভোমর, ভোমরা**।
কাস্তের মতো বাঁকা বড় আকারের অস্ত্র : **হাঁসিয়া, হাঁসুয়া, হেঁসে, হেঁসো**।
কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা : **সসেমিরা**।
কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব : **ভেবাচাকা, ভেবাচেকা**।
কি করা উচিত, তা যে স্থির করতে পারে না : **কিংকর্তব্যবিমূঢ়**।
কিঙ্কিণীর মৃদু ধ্বনি : **কিনিকিনি**।
কিছু আদায়ের জন্যে বার বার অনুরোধ : **তাগাদা, তাগিদ**।
কিছুদূর অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা : **প্রত্যুদ্গমন**।
কিছু বাকি বা অবশিষ্ট না রেখে : **বেবাক**।
কিছু লাভের জন্যে কঠিন পণ : **ধনুর্ভঙ্গ**।

কিছু হলেও হতে পারার ভাব : **সম্ভাবনা**।
কিশোর বালক : **তরুণ**।
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা : **সুগ্রীব**।
কীটের দ্বারা দষ্ট : **কীটদষ্ট**।
কীর্তির মধ্যে বসতি যার : **কীর্তিবাস**।
কীর্তি-স্থাপনের অভিপ্রায়ে যে ব্যক্তি ধর্মের অনুষ্ঠান করে : **দাম্ভিক**।
কীর্তি-স্মরণার্থ স্তম্ভ : **কীর্তিস্তম্ভ**।
ক্লীবের ভাব : **ক্লীবতা, ক্লীবত্ব, ক্লৈব্য**।
কুঁচফলের মালা : **গুঞ্জহার**।
কু [কুৎসিত] অর্থ যার : **কদর্থ**।
কুকর্মে গোপনে পরস্পর সহযোগিতা : **যোগসাজশ**।
কুকর্মে সহযোগ : **সাজশ**।
কুকর্মে সেরা ব্যক্তি : **ধাড়ী**।
কুকুরের ডাক : **বুক্কন, বুক্কার, ভব্**।
কুকুরের দাঁতের মতো সূক্ষ্মাগ্র দাঁত : **শ্বদন্ত**।
কুকুরের পায়ের মতো পা যার : **শ্বাপদ**।
কুক্কুটের রব : **শকুনিবাদ**।
কুমকুম চন্দনাদির মর্দন জনিত গন্ধ : **পরিমল**।
কুটিরবহুল স্থান : **পল্লি, পল্লী**।
কুটিলের ভাব : **কুটিলতা, কৌটিল্য**।
কুণ্ডলসহ বর্তমান : **সকুণ্ডল**।
কুৎসিত অন্ন : **কদন্ন**।
কুৎসিত আকার বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি : **কিম্ভূতকিমাকার**।
কুৎসিত আকার যার : **কদাকার**।
কুৎসিত আচার : **কদাচার**।
কুৎসিত আচরণ : **কদাচরণ**।
কুৎসিত উক্তি : **কদুক্তি**।
কুৎসিত উত্তর : **কদুত্তর**।
কুৎসিত দর্প যার : **কন্দর্প**।
কুৎসিত দেহ যার : **কুবের**।
কুৎসিত নর : **কিন্নর, বানর**।
কুৎসিত পতি : **কদর্য**।
কুৎসিত পুরুষ : **কিম্পুরুষ, কাপুরুষ, কুপুরুষ**।
কুৎসিত বস্ত্র-পরিহিত ব্যক্তি : **কুচেল**।
কুৎসিতভাবে অতিরিক্ত : **বেহদ্দ**।
কুন্তীর পুত্র : **কৌন্তেয়**।
কুপিত বায়ুজনিত রোগ : **বায়ুরোগ**।
কুবেরের উদ্যান : **বৈভ্রাজ্য**।
কুবেরের ধন : **নিধি**।
কুবেরের ধনরক্ষক : **যক্ষ**।
কুবেরের পত্নী : **মুরজা, শুভাঙ্গী, যক্ষিণী**।
কুবেরের পুত্র : **নলকূবর**।
কুবেরের পুরী : **প্রভা**।
কুবেরের রথ : **পুষ্পক**।
কুবেরের রাজধানী : **অলকা, অলকাপুরী**।
কুব্জা নারী : **কুঁজী**।
কুমন্ত্রণায় সহযোগ : **সাজশ**।
কুমন্ত্রণা দিয়ে প্রিয়জনের মন বিষিয়ে দেয় যে নারী : **কানভাঙানী**।
কুমন্ত্রণা দিয়ে স্বমতে আনা : **কানভাঙানো**।
কুমারী অবস্থায় বা কন্যাকালে জাত

: **কানীন**।
কুমারী নারীর রঙীন কিনারাদার পরিধেয় বস্ত্র : **শাটী, শাটিকা, শাড়ি, শাড়ী**।
কুমুদের ফুল : **শালুক**।
কুমোরের পোয়ান : **পাকপুটি**।
কুরকুর রবকারী : **কুক্কুর, কুকুর**।
কুরুবংশে জাত : **কৌরব**।
কুলটা নারী : **ছিনারী, ছিনাল, ছিনালী**।
কুলটার হাবভাব : **ছিনারি, ছিনালি, ছিনালিপনা**।
কুল মজায় যে কুলকন্যা : **কুলমজানী**।
কুলভ্রষ্ট কুলীন : **বংশজ**।
কুলার বাতাস : **নিষ্পাব**।
কুলীন বংশের বিবাহ-ব্যাপারে প্রথম কৌলীন্য-প্রথা ভঙ্গকারী : **স্বকৃতভঙ্গ**।
কুলের বাহির নারী : **বারাঙ্গনা, বারনারী**।
কুলের বাহির যে বধূ : **বারবধূ**।
কুলের বাহির বনিতা : **বারবনিতা**।
কুলের বাহির যে বিলাসিনী : **বারবিলাসিনী**।
কুলের বাহির যে যোষিণী : **বারযোষিণী**।
কুশতৃণের অগ্রভাগ : **কুশাগ্র**।
কুশাদি তৃণ-নির্মিত আসন : **কুশাসন, দর্ভাসন**।
কুশল প্রশ্নসহ কথোপকথন : **সম্ভাষ**।
কুশল ঘোটক যার : **ভদ্রাশ্ব**।
কুশিকের পুত্র : **কৌশিক, গাধি**।
কুশের অঙ্কুর : **কুশাঙ্কুর**।
কুশের আঙটি : **কুশাঙ্গুরী, কুশাঙ্গুরীয়, হস্তকুশ**।
কুশের দ্বারা নিক্ষিপ্ত জল : **কুশোদক**।
কুসংসর্গের দোষ : **সঙ্গদোষ**।
কুসুম ইষু [বাণ] যার : **কুসুমেষু**।
কুসুম বাণ যার : **কুসুমবাণ**।
কুসুম শর যার : **কুসুমশর**।
কুসুমাদি দ্বারা শরীরের শোভা সাধন : **পরিকর্ম, প্রসাধন**।
কুসুমাবৃত শয্যায় নব-বিবাহিত দম্পতির শয়নের অনুষ্ঠান : **ফুলশয্যা**।
কুসুমের আকর বা উৎপত্তি-কাল : **কুসুমাকর**।
কুসুমের আসব [মধু] : **কুসুমাসব**।
কুসুমের আসার [বৃষ্টি] : **কুসুমাসার**।
কুস্তিতে দক্ষ যে : **কুস্তিগীর**।
কুস্তি-যুদ্ধে আক্রমণের পূর্বে কসরৎ : **পাঁয়তাড়া**।
কুস্তুভ [সমুদ্র]-মন্থন থেকে প্রাপ্ত মণি : **কৌস্তুভ**।
কূট কৌশল : **পাকচক্র**।
কূপ থেকে উত্তোলিত জল : **উদ্বৃত্ত**।
কূপের মুখের ঢাকনা : **বীণাহ**।
কূলের বিপরীত : **প্রতিকূল**।
কৃত অঞ্জলি যার : **কৃতাঞ্জলি**।
কৃত [সাধিত] অর্থ [প্রয়োজন] যার : **কৃতার্থ**।
কৃত কর্মের জন্যে খেদ বা মনস্তাপ : **অনুতাপ, অনুশোচনা**।
কৃত কর্মের ফল : **প্রতিফল**।
কৃত কর্মের ফলের আশা : **ফলাকাঙ্ক্ষা**।
কৃত কর্মের ভালোমন্দ পরিণাম ভোগ

: **ফলভোগ**।

কৃত কুকর্মের অনুরূপ প্রতিকার [ফল] : **প্রতিফল**।

কৃত দার যার কর্তৃক : **কৃতদার**।

কৃতবীর্যের পুত্র : **কার্তবীর্য**।

কৃত [সফল] হয়েছে কার্য যার : **কৃতকর্ম, কৃতকার্য**।

কৃত [সফল] হয়েছে কাম [কামনা] যার **কৃতকাম**।

কৃতিত্বপূর্ণ কাজ : **বাহাদুরি**।

কৃতী সন্তানের জননী : **রত্নগর্ভা, রত্নপ্রসূ, স্বর্ণগর্ভা, স্বর্ণপ্রসূ**।

কৃত্তি [বাঘের ছাল] বাস [বস্ত্র] যার : **কৃত্তিবাস**।

কৃত্রিম চুল : **পরচুলা**।

কৃত্রিম জলাশয় : **পুষ্করিণী**।

কৃত্রিমভাবে কাটা খাল : **কাটিগঙ্গা**।

কৃত্রিম হাবভাবপূর্ণ : **নাটকীয়, নাটুকে**।

কৃত্রিম হাসি যে নারীর : **ভণ্ডহাসিনী**।

কৃমিকোশ [কোষ] থেকে জাত : **কৌশিক, কৌষিক**।

কৃশ [ক্ষীণ] উদর যার : **কৃশোদর**।

কৃশ ও দুর্বল : **রোগাপট্‌কা**।

কৃশ ও লম্বা : **ছিপছিপে**।

কৃশ কায়া যার : **কৃশা** [স্ত্রী], **কৃশকায়, কৃশকায়া** [স্ত্রী], **শীর্ণা** [স্ত্রী]।

কৃশাঙ্গী, সুকেশী, সুনয়নী, মৃদুভাষিণী, সুবেশা, গীতবাদ্যানুরক্তা, পদ্মগন্ধা নারী : **পদ্মিনী**।

কৃশা নারী : **তন্বী, শাতাসী, বাতাসী**।

কৃষ্ণ এবং পিত্ত মিশ্রিত বর্ণ : **কপিল**।

কৃষ্ণবর্ণা গাভী : **শ্যামলী**।

কৃষ্ণ-লোহিত-বর্ণা গাভী : **শ্যামলী**।

কৃষ্ণ ও রাধার যুগল মূর্তি : **রাধাকৃষ্ণ**।

কৃষ্ণ-রাধিকার রাসলীলার স্থান : **রাসমঞ্চ, রাসমণ্ডপ**।

কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র : **প্রদ্যুম্ন**।

কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া : **কৃষ্ণাজিন**।

কৃষ্ণসার মৃগের [ঋষ্য] শৃঙ্গের মতো শৃঙ্গ যার : **ঋষ্যশৃঙ্গ**।

কৃষিকর্ম করে যে : **কৃষক, কৃষী**।

কৃষির উপদ্রব : **ঈতি**।

কৃষ্ণের চূড়াকৃতি ফুল : **কৃষ্ণচূড়া**।

কৃষ্ণের জন্মতিথি : **কৃষ্ণাষ্টমী**।

কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা : **বলরাম, বলভদ্র, বলদেব, বলাই**।

কৃষ্ণের পুত্র : **কার্ষ্ণি**।

কৃষ্ণের ব্রাহ্মণ সখা : **সুদামা, শ্রীদামা**।

কেতা [নিয়ম] অনুযায়ী দুরস্ত : **কেতাদুরস্ত**।

কেনাবেচার মধ্যস্থ : **দালাল**।

কেন্দ্রে নীত বা পরিণত : **কেন্দ্রীভূত**।

কেবল কথাতেই যিনি দক্ষ : **বচনবাগীশ**।

কেবল নায়ক-নায়িকার অভিমতানুসারে বিবাহ : **গন্ধর্ব-বিবাহ**।

কেবল পেটের ভাতের জন্যে যে খাটে : **পেটভাতা, পেটার্থী**।

কেবল বীরের ভোগের উপযুক্তা : **বীরভোগ্যা**।

কেয়াফুলের আরক [নির্যাস] : **পুষ্পার্ক**।

কেয়াফুলের নির্যাস দ্বারা সুবাসিত জল : **কেওড়া**।
কেরানীর বৃত্তি : **কেরানীগিরি, মুহুরীগিরি**।
কেশের [নারীর] শোভাবর্ধনের জন্যে পানের আকারে রূপোর ফুল : **পানফুল**।
কেশের সুন্দরভাবে সজ্জা : **কেশ-বিন্যাস**।
কেলি বা আমোদ-প্রমোদের নিমিত্ত কানন : **নিধুবন, প্রমোদ-উদ্যান, প্রমোদকানন**।
কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী : **মন্থরা**।
কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ : **বর্বর, বাবরি**।
কোকিলের কণ্ঠের মতো কণ্ঠ যার : **কোকিলকণ্ঠ**।
কোকিলের চোখের মতো যে নারীর চোখ লাল : **পিকেক্ষণা**।
কোকিলের ডাক : **কুহু, কুহর, কুহরণ**।
কোকিলের মতো কালো পাড় ধুতি : **কোকিলপেড়ে**।
কোজাগরী পূর্ণিমা : **শারদী**।
কোটনার কাজ : **কোটনাগিরি**।
কোঠা বাড়ি : **হাওলী**।
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু : **উচ্চাবচ, নতোন্নত, বন্ধুর**।
কোন অনুষ্ঠানে সাদর আমন্ত্রণ : **নিমন্ত্রণ**।
কোন উক্তির খণ্ডনের জন্যে প্রত্যুক্তি : **প্রতিবাদ**।
কোন উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করে কঠোর নিয়মে অরণ্যে দেবতার আরাধনা : **তপস্যা**।
কোন একটি পক্ষের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ : **পক্ষপাত**।
কোন কর্ম থেকে বিরত : **ক্ষান্ত**।
কোন কর্মে যাকে নিয়োগ করা হয়েছে : **নিযুক্ত**।
কোন কর্মের পরিণামের অংশীদার : **ফলভাগী**।
কোন কাজে কারো পরিবর্তে নিযুক্ত ব্যক্তি : **প্রতিনিধি**.।
কোন কার্যের সম্পাদন : **নির্বাহ**।
কোন কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেখানে বহু লোক সমবেত হয় : **সভা**।
কোন-কিছুর ওপরে যাকে শোয়ানো হয়েছে : **অধিশায়িত**।
কোন-কিছুর ওপরে যে শুয়ে আছে : **অধিশায়িত**।
কোন-কিছুর জন্যে ক্রমাগত প্রার্থনা : **বায়না, বাহানা**।
কোন-কিছু তৈরীর গঠন-কাঠামো : **ঠাট**।
কোন-কিছু দ্বারা ক্লিষ্ট বা ভারাক্রান্ত : **বিধুর, বিধুরা** [স্ত্রী]।
কোন-কিছু ধরার লৌহ-নির্মিত যন্ত্র : **চিমটা, সাঁড়াশি, সন্দংশ, সন্দংশিকা, সন্দংশী**।
কোন-কিছুই যাঁর দৃষ্টি এড়ায় না : **সর্বদর্শী, সর্বদর্শিনী, সর্বদ্রষ্টা**।
কোন-কিছু শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান : **তদন্ত**।
কোন-কিছুর সঙ্গে একাত্মতা : **তদাত্ম্য**।
কোন-কিছুর প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা : **ধোঁকা**।

কোন গাছের ডালের সঙ্গে সগোত্রীয় অন্যগাছের ডাল জুড়ে উৎপাদিত কলম : **জোড়কলম**।
কোন ঘটনার অত্যল্প সংবাদ : **বিন্দুবিসর্গ**।
কোন ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক : **সাক্ষী**।
কোনটি কোনদিক্ তার নির্ধারণ : **দিক্-নির্ণয়**।
কোন দ্রব্য তৈরী বা যোগান দেবার জন্যে নির্দেশ : **ফরমাস**।
কোন দ্রব্য পাবার জন্যে প্রবল প্রবৃত্তি : **লোভ, লালসা, লিপ্সা**।
কোন দ্রব্য লাভের আশা : **প্রত্যাশা**।
কোন নির্দিষ্ট মধ্যরেখা থেকে অন্য রেখার কৌণিক দূরত্ব : **দ্রাঘিমা**।
কোন পদ প্রার্থনা করে যে : **পদপ্রার্থী, পদপ্রার্থিনী** [স্ত্রী]।
কোন পদের দায়িত্ব বর্জন : **পদত্যাগ**।
কোন বিঘ্ন নেই যার : **নির্বিঘ্ন**।
কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার স্মরণে নির্মিত স্মরণ-স্তম্ভ : **মনুমেণ্ট**।
কোন বিষয় জেনেও গোপন করা : **অপলাপ**।
কোন বিষয় বা অনুষ্ঠানের ক্রমিক তালিকা : **নির্ঘণ্ট**।
কোন বিষয়ে অতিশয় দক্ষ : **সিদ্ধহস্ত**।
কোন বিষয়ে একমাত্র অয়ন [গতি, আসক্তি] যার : **পরায়ণ**।
কোন বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা : **পদক্ষেপ**।
কোন বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান : **গবেষণা**।
কোন বিষয়ে নতুন পথ নির্মাণ করে যে : **পথিকৃৎ**।
কোন বিষয়ে প্রামাণ্য দলিলের তালিকা : **প্রমাণপঞ্জী**।
কোন বিষয়ে বারবার অভ্যাস : **মক্‌শ, মক্‌স**।
কোন বিষয়ে বিশেষভাবে জানেন যিনি : **বিশেষজ্ঞ**।
কোন বিষয়ের অনুকূলে মত প্রকাশ : **অনুমোদন**।
কোন বিষয়ে রচিত গ্রাম্য কবিতা : **ছড়া**।
কোন বিষয়ে যার কোন সংশয় নেই : **কৃতনিশ্চয়, নিঃসংশয়**।
কোন বিষয়ে যিনি অভিনিবিষ্ট : **তদ্গত**।
কোন বিষয়ে সামান্য তর্কাতর্কি : **বিতর্কিকা**।
কোন ব্যাপারে সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব : **প্রাক্‌কলন**।
কোন রচনার হাতে লেখা কপি : **পাণ্ডুলিপি**।
কোনরূপ আকার দান না করা : **নিরাকরণ, নিরাকৃতি**।
কোনরূপ ছলাকলা-বর্জিত : **নিপাট**।
কোনরূপ মূল্য ব্যতীত : **মুফৎ, মুফত্**।
কোন শিশু বা রচনার নাম প্রদান : **নামকরণ**।
কোন শুভ উদ্দেশ্যে সসম্মানে বা সাদরে অভ্যর্থনা : **বরণ**।
কোন সম্প্রদায়ে সঙ্ঘ বা সম্মিলন : **মজলিস**।
কোন স্থানে বা কোন সময়ে : **ক্বচিৎ**।

কোন হাট ভাঙার উদ্দেশ্যে বসানো হাট : **বাদহাটা**।
কোপন-স্বভাবা রমণী : **ভামিনী**।
কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত স্ত্রীলোকের পোশাক : **ঘাগরা**।
কোমরে বাঁধার কাপড় : **কটিত্র, কটিবস্ত্র, নীবি, নীবী**।
কোমরে বাঁধবার পট্টি : **কোমরবন্ধ, পেটি**।
কোমরে বাঁধবার রজ্জু : **কটিবন্ধ, কোমরবন্ধ, পরিকর**।
কোমল অথচ দাম্ভিকতাযুক্ত : **মৃদুমন্থর**।
কোমল ও মসৃণ : **মোলায়েম**।
কোমল তৃণপূর্ণ ভূমি : **শাদ্বল**।
কোমল হৃদয় [মন] যার : **কোমল-হৃদয়, কোমলমতি, সুকুমার-মতি**।
কোরান-নির্দিষ্ট ঈশ্বরের উপাসনা : **নমাজ, নামাজ**।
কোশের [কোষের—ধনভাণ্ডারের] অধ্যক্ষ : **কোশাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ**।
কোশের [অঞ্জলির] মতো তাম্রময় পূজার জলপাত্র : **কোশা, কোষা**।
কোশের [অঞ্জলির] মতো তাম্রময় পূজার ক্ষুদ্র জলপাত্র : **কুশি, কুষি**।
কোষ থেকে অস্ত্র বহিষ্করণ : **নিষ্কোষণ**।
কৌতুক ও অঙ্গভঙ্গি : **রঙ্গভঙ্গ**।
কৌতুকের সঙ্গে বর্তমান : **সকৌতুক**।
কৌণ্ডিন্য মুনির পত্নী : **শীলা**।
কৌশল্যা-গর্ভজাত দশরথ-কন্যা : **শান্তা**।
ক্রন্দনরতা যে নায়িকা বক্রোক্তি সহযোগে নায়ককে ভর্ৎসনা করে : **ধীরাধীরা**।
ক্রম থেকে ভ্রষ্ট : **অপক্রম**।
ক্রমভঙ্গহেতু বিশৃঙ্খল : **হ-য-ব-র-ল**।
ক্রমশঃ নিচু : **নাবাল**।
ক্রম সম্মত : **ক্রমিক**।
ক্রমাগত অবিচ্ছিন্ন ধারা : **পরম্পরা**।
ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে কণ্ঠে স্থিত : **কণ্ঠস্থ**।
ক্রমাগত [বারবার] চেষ্টা : **অধ্যবসায়**।
ক্রমাগত ফোঁস ফোঁস শব্দ : **ফোঁস-ফোঁসানি**।
ক্রমাগত বহু ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল মারামারি : **দাঙ্গাহাঙ্গামা**।
ক্রমাগত বৃদ্ধিশীল : **ক্রমবর্ধমান**।
ক্রমাগত হাঁক : **হাঁকডাক**।
ক্রমানুসারে আগত : **ক্রমাগত**।
ক্রমান্বয়ে সুন্দরভাবে বিন্যাস : **পরিপাটি**।
ক্রমিক পর্যায়ের বৈপরীত্য : **বিপর্যয়**।
ক্রমে ক্রমে : **ক্রমশঃ**।
ক্রমের অনুসারে : **ক্রমানুসারে, যথাক্রমে**।
ক্রমের বিপরীত : **প্রতিক্রম**।
ক্রমের বিপর্যয় : **ব্যুৎক্রম**।
ক্রয়বিক্রয়ের প্রকৃত মূল্যের যে অংশ বাদ দেওয়া হয় : **ধরাট, বাট্টা**।
ক্রয়বিক্রয়ের কাজ : **সওদা**।
ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য : **পণ্য**।
ক্রয়বিক্রয়ের বাটা : **ধরাট**।
ক্রয়ের আগে মূল্যের যে অংশ দেওয়া হয় : **অগ্রিম, আগাম, বায়না**।
ক্রিয়ার বিপরীত : **প্রতিক্রিয়া**।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থান : **রঙ্গভূমি, রঙ্গস্থান**।
ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ বা বিচরণ : **বিহার**।
ক্রীড়ার নিমিত্ত উপবন : **লীলা-কানন**।
ক্রীত দ্রব্যের অতিরিক্ত দ্রব্য : **ফাউ**।
ক্রীত দ্রব্যের মূল্যাংশের ছাড় : **দস্তুরি, দস্তুরী, দালালি**।
ক্রুদ্ধ হলে যার দ্বারা জানা যায় : **মন্যা**।
ক্রূরের ভাব : **ক্রূরতা, ক্রৌর্য**।
ক্রেতার পণ্যমূল্যহ্রাসের এবং বিক্রেতার পণ্যমূল্যবৃদ্ধির যে প্রতিযোগিতা : **দর-কষাকষি**।
ক্রোধ-বিরক্তি প্রকাশক ভ্রূদ্বয়ের সংকোচন : **ভ্রূকুটি, ভ্রুকুটি**।
ক্রোধে আরক্ত : **রোষ-কষায়িত**।
ক্রোধের বশে আস্ফালন : **টেন্ডাই-মেন্ডাই**।
ক্লীবের ভাব : **ক্লীবতা, ক্লৈব্য**।
ক্লেশ-ভোগের অবসান : **ভোগান্ত, ভোগান্তি**।
ক্ষণকাল স্থায়িত্ব যার : **ক্ষণস্থায়ী**।
ক্ষণ-ব্যাপিনী প্রভা যার : **ক্ষণপ্রভ, ক্ষণপ্রভা** [স্ত্রী]।
ক্ষণমধ্যেই যা বিনাশশীল : **ক্ষণভঙ্গুর, ঠুনকো**।
ক্ষণস্থায়ী দীপ্তি যার : **ক্ষণপ্রভ, ক্ষণপ্রভা** [স্ত্রী], **বিদ্যুৎ**।
ক্ষত্রিয়ের উপবীত সূত্র : **পবিত্রক**।
ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি : **হাঁকডাক**।
ক্ষমতার আয়ত্তে : **সাধ্য**।
ক্ষমতার নিমিত্ত প্রমত্ত : **বলদর্পী**।
ক্ষমতাসহ বর্তমান : **সক্ষম**।
ক্ষমা করতে ইচ্ছুক : **তিতিক্ষু**।
ক্ষমা করবার ইচ্ছা : **তিতিক্ষা**।
ক্ষমার যোগ্য : **ক্ষন্তব্য, ক্ষমার্হ, ক্ষম্য**।
ক্ষয়রোগ নিবারণের জন্যে শশ অঙ্কে যার : **শশী, শশাঙ্ক**।
ক্ষারপূর্ণ যে মাটি : **ঊষর**।
ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম : **পঞ্চত্ব, পঞ্চভূত**।
ক্ষীণ ও সুগঠিত কটিবিশিষ্টা নারী : **সুমধ্যমা**।
ক্ষীর উদক যার : **ক্ষীরোদ**।
ক্ষীরের চারকোণা মিঠাই : **বরফি**।
ক্ষীরের পুর দেওয়া পিঠা : **পাটিসাপটা**।
ক্ষুদ্র অঙ্গ : **উপাঙ্গ, প্রত্যঙ্গ**।
ক্ষুদ্র ও নিচু কাঠের আসন : **পিঁড়ি**।
ক্ষুদ্র কাক : **পাতিকাক**।
ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া : **টাট্টু**।
ক্ষুদ্র কূপ : **পাতকুয়া**।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট জাল : **বিন্দুজাল**।
ক্ষুদ্র গাছ বা লতাগুল্ম : **গাছড়া**।
ক্ষুদ্র গ্রাম : **পল্লীগ্রাম**।
ক্ষুদ্র চক্রাকার ফলক : **চাকতি**।
ক্ষুদ্র চিহ্ন : **বিন্দু**।
ক্ষুদ্র জলস্রোত : **খালিজুলি**।
ক্ষুদ্র জাতীয় বক : **বলাক**।
ক্ষুদ্র জাতীয় বকের শ্রেণী : **বলাকা**।
ক্ষুদ্র জিহ্বা : **আলজিহ্বা, আলজিভ**।

ক্ষুদ্র ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র : **নাকাড়া**।
ক্ষুদ্র নদী : **সারণি, সারণী**।
ক্ষুদ্র নাটক : **নাটিকা**।
ক্ষুদ্র নালা : **নালী**।
ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড : **নুড়ি**।
ক্ষুদ্র ফোঁড়া : **ফুসকুড়ি**।
ক্ষুদ্র বাগান : **বাগিচা**।
ক্ষুদ্র বিন্দু : **ফুটকি**।
ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র : **ভাঁড়**।
ক্ষুদ্র যে প্রলয় : **খণ্ডপ্রলয়**।
ক্ষুদ্র রথ : **রথার্ভক**।
ক্ষুদ্র রাজা : **রাজড়া**।
ক্ষুদ্র লতা : **লতিকা**।
ক্ষুদ্র লেবু : **পাতিলেবু**।
ক্ষুদ্র শিয়াল : **খেঁকশিয়াল, পাতিশিয়াল**।
ক্ষুদ্র হাঁস : **পাতিহাঁস**।
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা [পিপাসা] : **ক্ষুৎপিপাসা, ভোকশোষ**।
ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর : **ক্ষুৎপিপাসাকাতর**।
ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বেও ভোজ্যদ্রব্য দেখামাত্র খাওয়ার ইচ্ছা : **দৃষ্টিক্ষুধা**।
ক্ষুধায় কাতর : **ক্ষুৎকাতর, ক্ষুৎক্ষাম, ক্ষুধার্ত**।
ক্ষুধার নিবৃত্তি : **ক্ষুন্নিবৃত্তি**।
ক্ষুধার জন্যে শারীরিক অবসাদ : **ভোকহানি**।
ক্ষুধার স্বল্পতা : **অগ্নিমান্দ্য, মন্দাগ্নি**।
ক্ষেত থেকে আনীত ফসল যেখানে রাখা হয় এবং ঝাড়াই-মাড়াই হয় : **খামার**।
ক্ষেতে পড়ে-থাকা শস্য একটি একটি করে খুঁটে নেওয়া : **উঞ্ছ**।
ক্ষেতের চারদিকের সীমা : **সরহদ্দ**।
ক্ষেত্রপাল দেবতা : **লখোট, লখৌট**।
ক্ষেত্রাদি থেকে কাক শিয়াল ইত্যাদি দূর করবার জন্যে খড়ের তৈরী মানুষের মূর্তি : **চগা, কাকতাড়ুয়া**।
ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি সংগ্রহ : **উঞ্ছবৃত্তি**।

খ

খইল মিশ্রিত কুচানো খড়-বিচালি : **জাব, জাবনা**।
খঞ্জনের মতো চোখ যার [স্ত্রী] : **খঞ্জন-আঁখি, খঞ্জন-নয়না, খঞ্জন-লোচনা**।
খট্টাশ জাতীয় পশু : **ভাম**।
খড় ইত্যাদির গুচ্ছ বা আঁটি : **নুড়া, নুড়ো**।
খড়খড়ির তক্তা : **পাখি, পাখী**।
খড় দিয়ে তৈরী : **খড়ো**।
খড়মের মতো পা যার : **খড়মপেয়ে**।
খড়ের কাঠামোর ওপর একবার মাত্র মাটির প্রলেপ : **একমেটে**।
খড়ের কাঠামোর ওপর দ্বিতীয় বার মাটির প্রলেপ : **দোমেটে**।
খড়ের গাদা : **পালই, পালুই**।
খড়ের ঘরের মিস্ত্রি বা কারিগর : **ঘরামি, ঘরামী**।
খণ্ডিত পরশু [কুঠার] যার : **খণ্ডপরশু**।
খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ ব্রত যার : **খণ্ডব্রত**।

খনন করা হয়েছে যা : **খাত, খনিত**।
খবরের কাগজ : **পত্রিকা, সংবাদপত্র**।
খরপোষহীন বেতন বা পারিশ্রমিক : **শুখা**।
খর্বাকৃতি মানব : **বামন**।
খাওয়ার জন্যে ব্যয় : **খাইখরচা, খোরাকী**।
খাগড়ায় নির্মিত : **খাগড়াই**।
খাজনা ব্যতাত অন্যান্য বাকি পাওনা : **লহনা**।
খাজনার পরিবর্তে জমিদারকে দেয় শস্য : **ভাওলি, ভাওলী**।
খাট ছাওয়ার চওড়া ফিতা : **নেয়ার, নেয়াড়**।
খাটের উপরিস্থ দু'পাশের কাঠ : **বাজু**।
খাদ নেই যাতে : **নিখাদ**।
খাদহীন স্বচ্ছ রূপো : **চাঁদি**।
খাদ্য ও পানীয় : **অন্নজল, দানাপানি**।
খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ-কালে আকস্মিক শ্বাসরোধ : **হিক্কা, হেঁচকি**।
খাদ্য একাই গ্রহণ করে, অন্য কাউকে দেয় না যে : **কুক্কুর, কুকুর**।
খাদ্যাভাবে ভোজনশক্তিহীন : **পেটমরা**।
খাদ্যের অপরিপাক : **বদহজম**।
খাম্বিরা দিয়ে আটার ফোলানো রুটি : **পাঁউরুটি, পাউরুটি**।
খারাপের চূড়ান্ত : **হদ্দ**।
খুচরা খরচের টাকাকড়ি রাখার বাক্স : **হাতবাক্স**।
খুচরা ব্যয় : **হাতখরচ**।
খুনের অপরাধ : **হত্যাপরাধ**।
খুব কাছে অবস্থিত : **সন্নিকট, সন্নিকৃষ্ট**।
খুব বড় বেগুন : **লাফা**।
খুব ভালো : **বিলক্ষণ**।
খেজুর বা তাল গাছ থেকে প্রস্তুত মদ্য : **তাড়ি, সৈন্ধী**।
খেজুরের নতুন রসের তৈরী : **নলেন**।
খেয়াঘাটের মাঝি : **পাটনী, পাটুনী**।
খেয়ার কড়ি : **তরপণ্য, তার্য**।
খেয়ার পয়সা [শুল্ক] : **জগাত**।
খেয়া-পারাপারের মূল্য : **পারানি, তরপণ্য, তার্য**।
খেলনা ও শৌখিন দ্রব্যাদির বিক্রয় ও বিক্রেতা : **মণিহারি**।
খেলায় জয়লাভ : **বাজিমাৎ, বাজীমাৎ**।
খেলায় হারজিতের মূল্য : **পণ, বাজি**।
খেলার নিমিত্ত ঘর : **খেলাঘর**।
খেসারি কলাই : **তেওড়**।
খোদাইয়ের কাজ : **খোদকারি, নকাশি, নকাশী**।
খোদাইয়ের কাজ করে যে : **খোদকার, খোদগার**।
খোলস-ছাড়া সাপ : **নির্মুক্ত**।
খোলস ত্যাগ করা [সাপের] : **নির্মোচন**।
খোলা জায়গা [বসবার জন্যে বাঁধানো] : **চাতাল**।
খোলার চাল : **ছপ্পর**।
খোলার টুক্‌রা : **খোলাকুচি, খোলামকুচি**
খোসা ছাড়ানো মাসকলাই : **বিউলি বিউলী**।

খোসামুদির দ্বারা জীবিকার্জন : **শ্ববৃত্তি**।
খোসামুদে কথা : **চাটু**।
খোসাহীন ধোয়া মুগের ডাল : **ধোয়াখালি**।

গ

গগনে অস্পষ্ট আলোকিত বাষ্পপুঞ্জ : **নীহারিকা**।
গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ : **ব্রহ্মাবর্ত**।
গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থলভূমি : **সমস্থলী**।
গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থল : **গঙ্গাসাগর**।
গঙ্গাজল মুমূর্ষুর মুখে দান : **গঙ্গাজলি**।
গঙ্গাজলে মুমূর্ষুর নিম্নাঙ্গ নিমজ্জিত করে তার পারলৌকিক ক্রিয়া : **অন্তর্জলি**।
গঙ্গাজলের মতো শাদা শাড়ি : **গঙ্গাজলী**।
গঙ্গাতীরে আনীত মুমূর্ষু ব্যক্তি : **গঙ্গাবাসী**।
গঙ্গাতীরে মৃত্যু : **গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গালাভ**।
গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলিত স্রোত : **যুক্তবেণী**।
গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল : **ত্রিবেণী, প্রয়াগ, তিরপূর্ণি**।
গঙ্গা যেদিন দশপ্রকার পাপ হরণ করে : **দশহরা**।
গঙ্গার উৎপত্তিস্থান : **গঙ্গোত্রী**।
গঙ্গার জল : **গঙ্গোদক**।
গঙ্গার পুত্র : **গাঙ্গেয়**।
গঙ্গার স্বর্গস্থ শাখা বা নাম : **মন্দাকিনী, সুরধনী, স্বর্গগঙ্গা**।

গচ্ছিত তহবিল যে তছরূপ করে : **মৎসরিপ**।
গচ্ছিত বস্তু : **ন্যাস**।
গচ্ছিত বস্তুর রক্ষাকারী : **ন্যাসী, ন্যাসিক**।
গচ্ছিত রাখার যোগ্য : **নিধেয়**।
গজকীট কর্তৃক ভক্ষিত অন্তঃসারশূন্য কতবেল : **গজভুক্তকপিত্থ**।
গজ কেতু যার : **গজকেতু** [ইন্দ্র]।
গজের গতির মতো যার গতি : **গজগতি**।
গজের গতির মতো গতি যার [স্ত্রী] : **গজগামিনী, গজেন্দ্রগামিনী**।
গজের মুখের মতো মুখ যার : **গজানন**।
গঠন-প্রণালী নির্দেশক রেখাচিত্র : **নক্শা**।
গড়ে মূল্যাপিছু পণ্যের উৎপাদন-মূল্য বা সংগ্রহ-মূল্য : **গড়পড়তা**।
গড়ের বা দুর্গের চারদিকের খাদ : **গড়খাই, পরিখা**।
গণনার অযোগ্য : **নগণ্য**।
গণ্ডারের শৃঙ্গ : **খড়্গ**।
গণদেবতার বীণ : **প্রভা**।
গণপতির উপাসক : **গণপত্য, গাণপত্য**।
গণ যে নারীর ভর্তা : **গণিকা**।
গণের অধিপতি : **গণেশ**।
গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা : **পঞ্চদেবতা**।
গণ্যমান্য ব্যক্তি : **তালেবর, মাতব্বর**।
গত অসু [প্রাণ] যার : **গতাসু**।
গত [নিঃশেষিত] আয়ুঃ যার : **গতায়ু, গতায়ুঃ**।

গতকালের আগের দিন : **পরশু, পরশ্ব**।
গত পরশুর আগের দিন : **তরশু**।
গত রজনী . **পূর্বরাত্রি**।
গতা স্পৃহা যার : **গতস্পৃহ**।
গতিতে বিঘ্ন : **গতিভঙ্গ**।
গদা ধারণ করেন যিনি : **গদাধর**।
গদা পাণিতে যার : **গদাপাণি**।
গদ্যপদ্যময় কাব্যগ্রন্থ : **চম্পূ**।
গদ্য রচনার ভাগ : **অনুচ্ছেদ**।
গন্ধগ্রাহী যে ইন্দ্রিয় : **গন্ধেন্দ্রিয়**।
গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ : **পরাগ**।
গন্ধদ্রব্যের বণিক : **গন্ধবণিক, গন্ধবেনে**।
গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—পূজার এই পঞ্চ উপচার : **পঞ্চোপচার**।
গন্ধবণিকের উপাস্যা দেবী : **গন্ধেশ্বরী**।
গন্ধ বহন করে যে : **গন্ধবহ, গন্ধবাহ**।
গন্ধমাল্য ইত্যাদি দ্বারা সংস্কার : **অধিবাসন**।
গন্ধমিশ্রিত বারি : **গন্ধবারি**।
গন্ধযুক্ত কাষ্ঠ : **গন্ধকাষ্ঠ, গন্ধদারু**।
গন্ধযুক্ত তৃণ : **গন্ধতৃণ**।
গন্ধযুক্ত তৈল : **গন্ধতৈল**।
গন্ধযুক্ত নকুল : **গন্ধগোকুল, গন্ধগোকুলা, গন্ধমার্জার, খট্টাশ**।
গন্ধযুক্ত পুষ্প : **গন্ধপুষ্প**।
গন্ধযুক্ত মূষিক : **গন্ধমূষিক, ছুছুন্দরী**।
গন্ধহীন বনমল্লিকা : **মদয়ন্তী**।
গন্ধের দ্বারা মত্ততা দান করে যে : **গন্ধমাদন**।
গন্ধের দ্বারা অধিবাস : **গন্ধাধিবাস**।
গবল্‌গণের পুত্র : **গাবলগণি, সঞ্জয়**।
গবাদি পশুর খাদ্য : **জাব, জাবনা**।
গবাদি পশুর গর্ভ সঞ্চারকরণ : **প্রজন, প্রজনন**।
গবাদি পশুর তাড়ন-দণ্ড : **তোত্র, পাচনবাড়ি, পাঁচনি, পাঁচনী**।
গবীর শাবক : **গোবৎস, বাছুর**।
গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ : **ফলিত**।
গবেষণার প্রয়োজনে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণের গৃহ : **মানমন্দির**।
গভীর জ্ঞান : **প্রজ্ঞা**।
গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ : **অধ্যয়ন**।
গভীর মনোযোগের সঙ্গে লিপ্ত : **নিবিষ্ট**।
গভীর নাভি যার : **নিম্ননাভি**।
গভীর নিদ্রা : **প্রসুপ্তি**।
গভীর নিদ্রাকাল : **নিশুতি**।
গভীর নিদ্রায় মগ্ন : **প্রসুপ্ত, নিষুপ্ত, সুষুপ্ত**।
গভীর বুদ্ধিমত্তা : **সূক্ষ্মদর্শিতা**।
গভীরভাবে ঈক্ষণ : **নিরীক্ষণ**।
গভীর ভাব-হেতু গম্ভীর : **ভাবগম্ভীর**।
গভীরভাবে ধ্বনিত : **মন্দ্রিত**।
গভীর রাত্রি : **নিশিথ, নিশীথ, নিশিভাগ, নিশুতি**।
গমন করে যে : **জগৎ**।
গমনাগমনের বিস্তৃত সরণি [পথ] : **সংসরণ**।
গমনের ইচ্ছা : **জিগমিষা**।
গমনের উপযুক্ত বা যোগ্য : **গমনার্হ, গম্য, গন্তব্য**।

গম্ভীর ধ্বনি : **মন্দ্র**।
গম্ভীর নাদ বা শব্দ : **নির্ঘোষ**।
গয়না [illegible] পারিশ্রমিক : **বানি, বানী**।
গয়নার [illegible] : **ভূষণপেটি, ভূষণপেটিকা, ভূষণমঞ্জুষা**।
গরিবের শাক ও ভাত : **শাকান্ন**।
গরিবের ভাব : **গরিবানা, গরিবি**।
গরুড় ধ্বজা যার : **গরুড়ধ্বজ**।
গরুড়ের পুত্র : **সুমুখ**।
গরুড়ের মাতা : **বিনতা**।
গর্বিত ভাবভঙ্গি : **ঠসক**।
গর্বের সঙ্গে আহ্বান : **স্পর্ধা**।
গর্ভধারিণী ব্যতীত পিতার অন্য স্ত্রী : **বিমাতা, সৎ-মা**।
গর্ভবতী কুমারীর বিবাহের পর জাত পুত্র : **সহোঢ়**।
গর্ভস্থ সন্তান : **ভ্রূণ**।
গর্ভিণীর অভিলষিত খাদ্য ভক্ষণের উৎসব : **সাধ, দোহদ**।
গর্ভিণীর মনোরথ : **দোহদ**।
গলগ্রহ হয়ে থাকা : **গলগ্রাহিতা**।
গলদেশে স্থূলাকার মাংসপিণ্ড : **গলগণ্ড**।
গলাধঃকরণের ভঙ্গি : **ঢোঁক**।
গলা দিয়ে নিম্নে প্রেরণ : **গলাধঃকরণ**।
গলা প্রমাণ উচ্চ : **একগলা, গলাসই**।
গলায় গলায় ভাব : **গলাগলি**।
গলায় জড়াবার বা বাঁধবার গরম কাপড় : **গলাবন্দ, গলাবন্ধ**।
গলায় দড়ির ফাঁস বেঁধে মৃত্যুবরণ বা মৃত্যুদণ্ড : **ফাঁসি**।
গলায় লগ্নীকৃত বাস বা বস্ত্র যার : **গললগ্নীকৃতবাস**।
গলায় একনর মালা : **কণ্ঠী**।
গলাসরু, লম্বা ও পেটমোটা মাটির জলপাত্র : **কুঁজা, সোরাই**।
গলি গলি ফিরে পণ্য-বিক্রয় : **ফেরি**।
গাঁজাখোরের অলীক কথার মতো যে কথা : **গাঁজাখুরি**।
গাছগাছড়া সিদ্ধ করে প্রস্তুত যে ওষুধ : **পাচন**।
গাছের আড়াল : **বৃক্ষান্তরাল**।
গাছের ছাল : **বল্কল, বাকল, শল্ক**।
গাছের ঝুরি : **জট**।
গাছের নতুন পাতা : **পল্লব**।
গাছের নতুন পাতা বা নতুন পত্রযুক্ত শাখা : **কিশলয়, কিসলয়**।
গাছের পাতায় ছাওয়া কুটির : **পর্ণকুটির**।
গাছের শাখাপল্লব ইত্যাদি : **বিটপ**।
গাছের সবুজ রঙের পাতা : **পর্ণ**।
গাছের সর্বোচ্চ শাখা : **মগডাল**।
গাজন সন্ন্যাসীর সূচবিদ্ধ তক্তায় শয়ন বা বাঁটিঝাঁপ : **পাটভাঙা**।
গাজনে মেয়েদের পরিধেয় না-ধুতি না-শাড়ি ছোট কাপড় : **বালা-আঁচলা**।
গাড়ি চালায় যে : **গাড়োয়ান**।
গাড়ির চাকার অবলম্বন-দণ্ড : **ধুর, ধুরা**।
গাড়ির চাকার লোহার বেড় : **হাল**।
গাড়ির ছত্রি বা ছাদ : **ছই**।
গাড়ির ধুরার অগ্রভাগে ছিদ্রগত খিল বা গোঁজ : **রৌদখিল**।

গাড়ির বোম : **যুগন্ধর**।
গাঢ় নীল বর্ণ : **মহানীল**।
গাণ্ডীব ধনু যার : **গাণ্ডীবধন্বা**।
গাত্রবস্ত্রের সম্মুখ ভাগ : **রোক**।
গাত্র মর্দন : **সম্বাহ, সম্বাহন, সংবাহ, সংবাহন**।
গাধার আস্তাবল : **খরশাল**।
গাধার ডাক : **রাসভ**।
গাধির পুত্র : **গাধেয়, বিশ্বামিত্র**।
গান গায় যে : **গায়ক, গায়িকা** [স্ত্রী]।
গান ধর্ম যাদের : **গন্ধর্ব**।
গানের তালের সমতা হানি : **তালভঙ্গ**।
গানের দ্বিতীয় চরণ : **অন্তরা**।
গানের যে অংশ দোহার বা গায়ক পুনরাবৃত্তি করে : **ধুয়া**।
গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা : **গান্ধারী**।
গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র : **শকুনি, সৌবল**।
গাভীর পা-ছাঁদা দড়ি : **ছাঁদন**।
গা মোছার বস্ত্রখণ্ড : **গামছা**।
গায়ককে শ্রোতারা যে পুরস্কার দেয় : **পেলা**।
গায়ে পায়রার মতো চন্দ্রকযুক্ত মাছ : **পায়রাচাঁদা**।
গায়ের আবরণ : **চাদর, কঞ্চুক**।
গায়ের চামড়া : **ছড়, ছাল, ত্বক্**।
গায়ের জোর : **বাহুবল**।
গায়ের জ্বালা [ঈর্ষা], ক্রোধ ও বিরক্তি-জনিত : **গাত্রদাহ**।
গার্হস্থ্য জীবনযাপন : **সংসারযাত্রা**।
গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দ : **সংসারসুখ**।
গার্হস্থ্য ধর্ম : **সংসারধর্ম**।
গালবাদ্যের আওয়াজ : **বম্‌বম্**।
গাল ভরে : **একগাল**।
গিন্নির মতো ভাব : **গিন্নিপনা**।
গিরিতে শয়ন করেন যিনি : **গিরিশ**।
গিরিদের ইন্দ্রতুল্য : **গিরীন্দ্র**।
গিরিদের ঈশ : **গিরীশ**।
গিরিদের রাজা : **গিরিরাজ**।
গিরি-নিঃসৃতা নদী : **গিরিনদী**।
গিরির [হিমালয়ের] কন্যা : **গিরিজা, গিরিনন্দিনী, গিরিবালা, গিরিসুতা**।
গিলে পান বা ভোজন : **গলাধঃকরণ**।
গীতকলাভিজ্ঞা নারী : **রামা**।
গীত, বাদ্য ও নৃত্য একত্রে : **তৌর্যত্রিক**।
গীতবাদ্যশাস্ত্রে পণ্ডিত ধ্রুপদী গায়ক : **কালোয়াত**।
গীতবাদ্যে সুর ও তালের মিলন : **সঙ্গত**।
গীতিময় কাব্য : **গীতিকাব্য**।
গীতিময় নাটক : **গীতিনাট্য**।
গুটিপোকা থেকে তৈরী সূতা : **তসর**।
গুটিপোকার লালাজাত তন্তু : **রেশম**।
গুটিপোকার সূতা থেকে তৈরী মোটা কাপড় : **তসর**।
[শরীর] গুটিয়ে সংকুচিত করে অবস্থিত : **গুটিসুটি**।।
গুড়মাখা তামাক : **গুড়াখু**।
গুড়মিশ্রিত পিঠা : **গুড়পিষ্টক, গুড়াপূপ**।
গুড়ের রসে মাখানো খই : **মুড়কি, মুড়কী**।

গুণ আছে যার : **গুণধর, গুণনিধি, গুণবন্ত, গুণবান, গুণমণি, গুণময়, গুণমন্ত, গুণশীল, গুণাকর, গুণী**।
গুন গুন শব্দ : **গুঞ্জন, গুঞ্জর, গুঞ্জরন**।
গুণবতী ও নম্রা নারী : **লবঙ্গলতা, লবঙ্গলতিকা**।
গুণবান পুত্র : **সুপুত্র**।
গুণবান সন্ততি যার : **সুপ্রজ, সপ্রজা** [স্ত্রী]।
গুণবান সন্তানের জননী : **রত্নগর্ভা, রত্নপ্রসূ, রত্নপ্রসবিনী**।
গুণে আসক্তি : **গুণানুরাগ**।
গুণের [সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ] অতীত [নেই যার] : **নির্গুণ**।
গুণের পরিচায়ক কোন দ্রব্যের অংশ : **নমুনা**।
গুদামে সংরক্ষিত : **গুদামজাত**।
গুপ গুপ শব্দকারী বাউলের একতারা : **গুপীযন্ত্র**।
গুপ্তকথা প্রকাশ : **ফাঁস**।
গুপ্ত তথ্য : **অন্ধিসন্ধি**।
গুপ্ত পর্বত-কন্দর : **গুফা, গুম্ফা**।
গুরুগৃহে বাস করে যে : **অন্তেবাসী**।
গুরুজনের ভুক্তাবশেষ : **প্রসাদ**।
গুরু নানক-প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় : **শিখ**।
গুরু-পরম্পরাগত সদুপদেশাবলী : **সম্প্রদায়**।
গুরুর উচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণ : **অধ্যয়ন**।
গুরুর কাছে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি : **মন্ত্রশিষ্য**।
গুরুর পত্নী : **গুরুপত্নী, গুরুমা, গুর্বঙ্গনা, গুর্বী**।
গুরু-বিশেষের শিষ্যদল : **সম্প্রদায়**।
গুরুর বাসগৃহ : **গুরুকুল**।
গুরুর ভাব : **গরিমা, গৌরব**।
গুরুর মস্তকে ছত্র ধারণ করে যে : **ছাত্র**।
গুহক চণ্ডালের নগর : **শৃঙ্গবের**।
গুজর জাতির বা প্রাচীন বাংলার পায়ের অলংকার : **গুজরী, গুজরীপঞ্চম**।
গূঢ় পরামর্শের জন্যে গুপ্তস্থান : **মন্ত্রগৃহ, মন্ত্রভবন, মন্ত্রণাকক্ষ**।
গূঢ় মর্ম : **গূঢ়ার্থ, প্রকৃতার্থ**।
গূঢ়ার্থ প্রশ্ন : **হিঁয়ালি, হেঁয়ালি**।
গৃহ থেকে বহির্গত : **নিষ্ক্রান্ত**।
গৃহ থেকে বাহির হয়ে যেখানে যেতে হয় : **অঙ্গন**।
গৃহ থেকে শব বাহিরে আনা : **নির্হরণ**।
গৃহ-দেবতার নিত্যপূজাকারী ব্রাহ্মণ : **পূজারী, পূজুরী**।
গৃহপতি কর্তৃক যজ্ঞের যে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা হয় : **গার্হপত্য**।
গৃহপালিত গবাদির বাসস্থান : **গোষ্ঠ, বাথান**।
গৃহপালিত ময়ূর : **ভবনশিখী**।
গৃহবহুল স্থান : **পল্লি, পল্লী**।
গৃহযোগ্য ভূমি : **বাস্তু**।
গৃহ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড : **পালান**।
গৃহস্থ ঘরের বৌ : **কুলবধূ, কুলস্ত্রী**।

গৃহস্থের অহিত করে না এমন যে সাপ বাস্তুভিটার কোন গর্তে বাস করে : **বাস্তুসাপ**।
গৃহস্থের আচরণীয় ধর্ম : **সংসারধর্ম**।
গৃহস্থের কর্তব্য : **গার্হস্থ্য**।
গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ঘর : **ভাঁড়ার, ভাণ্ডার**।
গৃহস্থের মঙ্গলের জন্যে যিনি পূজার্চনা করেন : **পুরোহিত**।
গৃহ হারিয়েছে যে : **গৃহহীন**।
গৃহহীন ব্যক্তি : **হাঘর, হাঘরে**।
গৃহাগত অজ্ঞাতপূর্ব ব্যক্তি : **অতিথি**।
গৃহাদিতে চুনের কাজ : **চুনকাম**।
গৃহাদি নির্মাণকারী : **স্থপতি**।
গৃহিণীর কর্তব্য বা আচরণ : **গিন্নিপনা, গৃহিণীপনা**।
গৃহীত বস্তুর পুনর্দান : **প্রত্যর্পণ**।
গৃহীত শ্বাসবায়ু ত্যাগ : **নিশ্বাস**।
গৃহে থাকে যে : **গৃহস্থ**।
গৃহের অর্গল খুলে যে বধূ পালিয়ে যায় : **পালাহুড়কী**।
গৃহের আচ্ছাদন : **ছাদ**।
গৃহের প্রধান প্রবেশ-দ্বার : **দেউড়ি, দেহলি**।
গৃহের মধ্যবর্তী গৃহ : **অন্তর্গৃহ**।
গৃহের শীর্ষভাগ : **মট্‌কা, মট্টক**।
গৃহের সম্মুখে যজ্ঞ বা পূজার জন্যে পরিষ্কৃত স্থান : **চত্বর, চাতাল, চবুতর, চবুতরা, চবুতারা**।
গৃহে স্থায়ী বাসকারী দুষ্ট ও সর্বনাশা ব্যক্তি : **বাস্তুঘুঘু**।
গেলাস ইত্যাদির ঢাকনি : **সরপোষ**।
গৈরিক মাটি : **গিরিমাটি**।
গোঁফের মতো [দ্বিতীয়] বন্ধনী-চিহ্ন : **গুম্ফ-বন্ধনী**।
গোচারণের মাঠ : **গোচর, বাথান**।
গোছগাছহীন অবস্থা : **অগোছালো, বেগোছ**।
গোছের অভাব : **অগোছালো, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, বেগোছ**।
গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত জড়াবার কাপড়ের ফালি : **ফেটি**।
গোড়ালির নিম্নভাগ : **পার্ষ্ণি**।
গোতম বংশীয় স্ত্রীলোক : **গৌতমী**।
গোতম মুনির পুত্র : **গৌতম**।
গোত্রের পরিবর্তন : **গোত্রান্তর**।
গোত্রের প্রবর্তক ঋষি : **প্রবর, গোত্রপিতা**।
গোদুগ্ধজাত ক্ষীর, দধি, ঘৃত এবং গোমূত্র : **পঞ্চগব্য**।
গোদুগ্ধ থেকে জাত : **গব্য**।
গো-দোহনকালে বন্ধন-স্তম্ভ : **কীল**।
গো-পদজাত গর্ত : **গোষ্পদ**।
গোপন কু-উপদেশ : **ফুসমন্তর**।
গোপন পরামর্শ বা বোঝাপড়া : **সাট**।
গোপন ষড়যন্ত্র : **সড়**।
গোপনীয় কথা যার দ্বারা প্রকাশিত হয় : **বেফাঁস**।
গোপনে অপসারণ : **পাচার**।
গোপনে অবস্থান : **অজ্ঞাতবাস**।
গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে যে

: **গুপ্তচর**।
গোপীচক্রে কৃষ্ণের মণ্ডলাকারে নৃত্যবিলাস : **রাসলীলা**।
গোবরের শুষ্ক চাকতির জ্বালানি : **ঘুঁটে**।
গোরু ও মহিষের মতো অলস ভাব : **গড়িমসি**।
গোরুকে চরানো হয় যেখানে : **গোচর, গোচারণ**।
গোরুকে ঘাস ও খড় খাওয়াবার জন্যে তৈরী মাটির বড় পাত্র : **নাদা, পাতনা**।
গোরুকে পালন করে যে : **গোপ, গোপাল, গোপালক**।
গোরুকে প্রহার করার মতো নির্দয় প্রহার : **গো-বেড়েন**।
গোরুকে তাড়াবার ছোট লাঠি : **পাঁচন, পাচনবাড়ি**।
গোরু থাকে [চরে] যেখানে : **গোষ্ঠ**।
গোরু-বাছুরের যাতায়াতের পথ : **ডহর**।
গোরু-বাহিত যান : **গোযান**।
গোরুর ক্ষুর : **শফ**।
গোরুর ক্ষুরের আঘাতে ধূলি উত্থিত হয় যে সময়ে : **গোধূলি**।
গোরুর ক্ষুরের চিহ্নযুক্ত ফণাবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপ : **গোক্ষুরা, গোখুরা, গোখরা, গোখরো**।
গোরুর গমনাগমনে যে পথের সৃষ্টি হয় : **গোপথ**।
গোরুর গলকম্বল : **সাস্না**।
গোরুর গাড়ি : **গন্ত্রী**।
গোরুর গাড়ির চাকার নাভি : **লাহা**।
গোরুর চিকিৎসক : **গো-বৈদ্য**।
গোরুর চোখের মতো ক্ষুদ্র বায়ুপথ : **গবাক্ষ**।
গোরুর ডাক : **হাম্বা**।
গোরুর দুগ্ধ : **গোদুগ্ধ**।
গোরুর ন্যায় মূর্খ : **গোমূর্খ**।
গোরুর পায়ের দ্বারা চিহ্নিত স্থান : **গোষ্পদ**।
গোরুর বিষ্ঠা : **গোবর, গো-বিষ্ঠা, গোময়**।
গোরুর মতো বেচারা [নিরীহ] : **গোবেচারা, গোবেচারি**।
গোরুর মতো মুখে গৃহীত খাদ্য বিনা চর্বণে গলাধঃকরণ : **গোগ্রাস**।
গোরুর লেজের লোম : **বালামচি, বালাপ্তি**।
গো-রূপ সম্পদ : **গোধন**।
গো-রূপা পৃথিবী : **ধেনু**।
গোলকের বেড় : **পরিধি**।
গোল দেয়ালের ঘর : **কুড়ুই, কুরুই**।
গোল সারিবদ্ধভাবে গাঁথা ফুলের মোটা মালা : **গোড়েমালা**।
গোলাকার বস্তু : **গোলক, গোলা, বর্তুল**।
গোলাকার স্থান : **মণ্ডল**।
গোলা নিক্ষেপক সৈন্য : **গোলন্দাজ**।
গোলাপজল ছিটাবার পাত্র : **গুলাবপাশ**।
গোলায় সংরক্ষিত : **গোলাজাত**।
গোলার অধিকারী : **গোলদার**।
গোষ্ঠের অধ্যক্ষ : **গোবিন্দ**।

গৌর অঙ্গ যার : **গৌরাঙ্গ**।
গৌরবর্ণা নারী : **গৌরী**।
গ্রন্থপাঠে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তি : **গ্রন্থকীট**।
গ্রন্থ প্রকাশ করেন যিনি : **প্রকাশক**।
গ্রন্থ বা কোন বিষয়ের সমাপন : **উপসংহার**।
গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ : **গ্রন্থাগারিক**।
গ্রন্থাদির অধ্যায় : **পরিচ্ছেদ**।
গ্রন্থাদির পরিমার্জিত মুদ্রিত রূপ : **সংস্করণ**।
গ্রন্থাদির সহজবোধ্য ব্যাখ্যা : **টীকা**।
গ্রন্থারম্ভ বিষয়ক প্রস্তাব : **উপক্রমণিকা, ভূমিকা, মুখবন্ধ, অবতরণিকা, প্রস্তাবনা**।
গ্রন্থারম্ভে নির্বিঘ্নে সমাপ্তির উদ্দেশ্যে স্তুতি : **মঙ্গলাচরণ**।
গ্রন্থের নিমিত্ত আগার : **গ্রন্থাগার**।
গ্রন্থের ভ্রম সংশোধনী-পত্র : **শুদ্ধিপত্র**।
গ্রন্থের রচয়িতা : **গ্রন্থকার, গ্রন্থকর্তা**।
গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্যে সংযোজিত পত্র : **ক্রোড়পত্র**।
গ্রন্থের সংকলক ও পরিমার্জক : **সম্পাদক**।
গ্রহগণের পরিভ্রমণ পথ : **কক্ষ**।
গ্রহণ করে যে : **গ্রহীতা**।
গ্রহণকালে চন্দ্রে পতিত পৃথিবীর ছায়া : **ভূচ্ছায়া**।
গ্রহণে ইচ্ছুক : **জিঘৃক্ষু**।
গ্রহণের অযোগ্য : **অগ্রাহ্য, বাতিল**।
গ্রহণের ইচ্ছা : **জিঘৃক্ষা**।
গ্রহণের সময় চন্দ্র বা পৃথিবীর নিক্ষিপ্ত প্রগাঢ় ছায়া : **প্রচ্ছায়া**।
গ্রহশান্তি ও পাপমোচনের নিমিত্ত পূজানুষ্ঠান : **স্বস্ত্যয়ন**।
গ্রহীতার পরিতোষের জন্যে যা দান করা হয় : **পারিতোষিক**।
গ্রামস্থ একমাত্র পত্রফলকযুক্ত বৃক্ষ : **চৈত্য**।
গ্রামান্তর থেকে নবাগত গৃহস্থ : **নয়ন্দা**।
গ্রামে গ্রামে ফিরে পণ্য বিক্রয় : **ফেরি**।
গ্রামের একাংশ : **পাটক, পাড়া**।
গ্রামের পাঁচজনের ওপর যে কর বসানো হয় : **পঞ্চক**।
গ্রামের প্রধান ব্যক্তি : **গ্রামণী, মণ্ডল, মোড়ল**।
গ্রামের প্রান্তে বাসকারী চণ্ডাল : **অন্তেবাসী**।
গ্রামের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি : **বাঘার**।
গ্রাম্য ম্লেচ্ছ ভাষা : **অপভাষা, অপভ্রংশ**।
গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের শিরা : **মন্যা**।
গ্রীবার পুরোভাগ [সম্মুখভাগ] : **কণ্ঠ**।
গ্রীষ্মকালে যেখানে তৃষ্ণার্তকে জল দান করা হয় : **জলসত্র, জলছত্র**।
গৌতম মুনির পুত্র : **শতানন্দ**।

ঘ

ঘটনার বিবরণ জ্ঞাপন : **প্রতিবেদন**।
ঘট-ভাঙা টুকরা : **ঘটকর্পর**।
ঘটা করে আরম্ভ : **বহ্বারম্ভ**।

ঘটি ইত্যাদির ঢাকনি : **সরপোষ**।
ঘটোৎকচের পিতা : **ভীমসেন**।
ঘটোৎকচের মাতা : **হিড়িম্বা**।
ঘণ্টা বাজিয়ে যে সময় নির্দেশ করে : **ঘড়িয়াল**।
ঘন অন্ধকার : **তমিস্র**।
ঘন ঘন জয় উচ্চারণ : **জয়জয়কার**।
ঘনপয়োধরা, বিপুলনিতম্বা ও ক্ষীণমধ্যা নারী : **ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা**।
ঘনিষ্ঠ মেলামেশা : **দহরম-মহরম**।
ঘর [চালা] নির্মাণকারী মিস্ত্রি : **ঘরামি**।
ঘর-মোছা ও জল-আনা কাজের ভৃত্য : **অবকৃষ্ট**।
রের অভিমুখে মুখ যার : **ঘরমুখো**।
ঘরের খুঁটি : **স্থূণা**।
ঘরের চালের খুঁটির মাথার কাঠ বা বাঁশ : **পাড়ি**।
ঘরের মাটির দেয়াল : **কন্থা, কাঁথ**।
ঘরের সম্মুখস্থ খোলা চাতাল : **রোয়াক**।
ঘরের সম্মুখস্থ চত্বর : **অলিন্দ, দাওয়া, বারান্দা**।
ঘর্মজনিত ফুস্‌কুড়ি : **ঘামাচি**।
ঘর্ষণের জন্যে চামড়ার কাঠিন্য : **কিণাঙ্ক, কড়া**।
ঘাটের তত্ত্বাবধায়ক : **ঘাটোয়াল**।
ঘাটের দানী : **জগাতি, জগতি**।
ঘাটের পত্তনি নিয়ে যে খেয়া পারাপার করে : **পাটনী, পাটুনী**।
ঘানিগাছের তেল বের করবার জন্যে ছিদ্রমুখে বসানো টিনের পাত : **পাতনলী**।
ঘানি-টানা গোরু [বলদ] : **প্রাসঙ্গ**।
ঘামে ভেজা : **ঘর্মাক্ত**।
ঘামে যার শরীর ভিজে গেছে : **ঘর্মাক্তকলেবর**।
ঘাস ও খড় জাতীয় উদ্ভিদ : **তৃণ**।
ঘাসবিহীন জমি : **বিতৃণ**।
ঘাসে পূর্ণ : **ঘেসো**।
ঘাসের বা খড়ের আগুন : **কটাগ্নি**।
ঘি মসলা এবং মাছ বা মাংস সহযোগে পক্ব অন্ন : **পোলাও**।
ঘিয়ে-ভাজা ও রসে-ভেজানো লুচির আকারে দুধের সর : **সরপুরিয়া**।
ঘিয়ে-ভাজা ভাঁজ-করা রুটি : **পরোটা**।
ঘুঁটের মৃদু জ্বাল : **পোড়**।
ঘুম-পাড়ানো মন্ত্র-পড়া মাটি বা ধুলো : **নিদুটি, নিদুটী, নিদালি, নিদুলি**।
ঘুম ভাঙাবার মন্ত্র : **জাগরমন্ত্র**।
ঘুমানো স্বভাব যার : **নিদ্রালু**।
ঘুমের জন্যে কাতর : **ঘুমকাতুরে**।
ঘুষাঘুষির দ্বারা লড়াই : **মুষ্টিযুদ্ধ**।
ঘৃতসহ নিরামিষ আতপ চালের ভাত : **হবিষ্য, হবিষ্যান্ন**।
ঘৃত মধু দধি শর্করা ইত্যাদি মিশিয়ে দেবতাকে নিবেদ্য বস্তু : **মধুপর্ক**।
ঘোড়দৌড়ের জুয়াড়ি : **রেসুড়ে**।
ঘোড়া থাকে যেখানে : **অশ্বশাল, অশ্বশালা, আস্তাবল, ঘোড়াশাল, ঘোড়শালা, বাজিশাল, মন্দুরা**।
ঘোড়ানিমের গাছ : **পার্বত**।

ঘোড়ায় টানা গাড়ি : **ঘোড়াগাড়ি**।

ঘোড়ায় টানা চার চাকার হাল্‌কা গাড়ি : **বগি**।

ঘোড়ার কদম চাল : **ধৌর্য, ধৌরিতক**।

ঘোড়ার ক্ষুরে লাগাবার অর্ধচন্দ্রাকার লৌহখণ্ড : **নাল, নালবন্দ, নালবন্ধ**।

ঘোড়ার ঘাস কাটে যে : **ঘেসেড়া**।

ঘোড়ার ডাক : **হ্রেষা, হ্রেষা**।

ঘোড়ার দু'পাশে জিন-সংলগ্ন অশ্বারোহীর পা-দান : **রেকাব**।

ঘোড়ার নাক : **ঘোণা**।

ঘোড়ার পালক : **সইস, সহিস**।

ঘোড়ার পিঠে আরূঢ় : **অশ্বারোহী, ঘোটকারূঢ়**।

ঘোড়ার পেছনের পা বাঁধবার দড়ি : **পাছুড়ী, পিছড়ি, পিছাড়ী**।

ঘোড়ার মুখের মতো মুখ যার : **অশ্বমুখ, ঘোড়ামুখ, হয়মুখ**।

ঘোড়ার মুখের লাগাম বা দড়ি : **বাগডোর, রশ্মি**।

ঘোড়ার লেজের বা কাঁধের চুল : **বালামচি, বালাধি**।

ঘোড়ার সাজ : **জিন**।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি : **তমিস্রা**।

ঘোর লাল বা পীতবর্ণের তীব্র অনুভব : **রগরগ**।

ঘোষণা দ্বারা প্রচারিত : **অবঘুষ্ট**।

চওড়া দিকের মাপ : **প্রস্থ, বিস্তার, ওসার**।

চকমিলানো বাড়ি : **চতুঃশালী, সঞ্জবন**।

চক্র পাণিতে যার : **চক্রপাণি**।

চক্রবৎ ঘূর্ণ্যমান ভাগ্য : **ভাগ্যচক্র**।

চক্রবৎ ভ্রমণ : **বিবৃত্তি**।

চক্র বাক্ বা রব যার : **চক্রবাক**।

চক্রবাকীর ভ্রম জন্মিয়ে যা চক্রবাককে শব্দ করায় : **কোকনদ**।

চক্রাকার খণ্ড : **চাক্‌লা**।

চক্রাকার গতি : **ঘূরণপাক, ঘুরপাক**।

চক্রাকারে দেশসমূহকে যা বেষ্টন করে : **চক্রবাল**।

চক্রাকারে সৈন্য-সমাবেশের প্রণালী : **চক্রব্যূহ**।

চক্রাবর্তনের মতো মূলরূপে পরিগণিত বৃদ্ধির বৃদ্ধি : **চক্রবৃদ্ধি**।

চক্রের ধার : **নীধ্র**।

চক্রের মধ্যস্থ নাভি-কাষ্ঠ [কেন্দ্র] : **পিণ্ডি, পিণ্ডিকা**।

চক্রের প্রান্তভাগ : **নেমি, পরিধি**।

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্ : **পঞ্চেন্দ্রিয়**।

চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট : **চাক্ষুষ**।

চক্ষুর অপ্রীতিকর ঘোর লাল বর্ণ : **টকটক**।

চক্ষুর ওপরে এবং ললাটের নিম্নস্থ

ধনুকাকৃতি রোমরাজি : **ভুরু, ভ্রু, ভ্রূ**।
চক্ষুর নিমেষকাল : **পলক**।
চক্ষুর পাতা : **পলক**।
চক্ষুর প্রসাধন-দ্রব্য : **অঞ্জন**।
চক্ষুর প্রীতিকর ঘোর লালবর্ণ : **টুকটুক**।
চক্ষুর শূলের মতো পীড়াদায়ক বস্তু : **চক্ষুঃশূল**।
চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি : **চশমখোর**।
চঞ্চল স্বভাব [প্রকৃতি] যার : **চঞ্চলস্বভাব, চঞ্চলপ্রকৃতি**।
চণ্ডালের বীণা : **কণ্ডোল**।
চতুরঙ্গ শক্তির উপযুক্তরূপে যথাস্থানে স্থাপনা : **ব্যূহ**।
চতুরঙ্গ সেনা-বিশিষ্ট বাহিনী : **অক্ষৌহিণী**।
চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রম : **সন্ন্যাস**।
চতুরের ভাব : **চতুরাই, চতুরালি, চাতুরাই, চাতুরালি, চাতুর্য**।
চতুর্থ পাণ্ডব : **নকুল**।
চতুর্দশপদী কবিতা : **সনেট**।
চতুর্দশ মনুর পঞ্চম মনু : **রৈবত**।
চতুর্দিকে [প্রাসাদের] খনিত খাত : **গড়খাই, পরিখা**।
চতুর্দিকে ভ্রমণ : **পরিভ্রমণ, পর্যটন**।
চতুর্মুখ তাল : **ব্রহ্মতাল**।
চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা : **পরিবেশ**।
চন্দনবৃক্ষের সারি : **চন্দনবীথিকা**।
চন্দনের দ্বারা মুখের চিত্রণ : **অলকতিলক, অলকাতিলক, অলকাতিলকা**।
চন্দনের মতো পীত বর্ণ সাপ : **চন্দনবোড়া**।
চন্দনের সঙ্গে : **সচন্দন**।
চন্দ্রকণার মতো ক্ষুদ্র মাছ : **চাঁদকুঁড়া**।
চন্দ্রচিহ্নযুক্ত বৃহদাকার শ্বেতকৃষ্ণবর্ণ বিষধর সর্প : **চন্দ্রবোড়া**।
চন্দ্র যার আপীড় [শিরোভূষণ] : **চন্দ্রাপীড়**।
চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদনদীর জলস্ফীতি : **জোয়ার**।
চন্দ্রসূর্যের গ্রহণমুক্তি উপলক্ষে স্নান : **মুক্তিস্নান**।
চন্দ্রের কলা বা অংশ : **শশিকলা**।
চন্দ্রের কিরণ : **চন্দ্রকর, শশিকর, জ্যোৎস্না, হিমকর**।
চন্দ্রের গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত : **চান্দ্র**।
চন্দ্রের দ্বারা সূর্যকে আবরণ : **সূর্যগ্রহণ**।
চন্দ্রের পত্নী : **রোহিণী**।
চন্দ্রের ষোলো ভাগ : **চন্দ্রকলা**।
চমৎকৃত হওয়ার ভাব : **বিস্ময়**।
চমরী গোরুর পুচ্ছ দিয়ে তৈরি ব্যজন : **চামর**।
চরকার ছত্রাকার অংশ : **ছতর, ছত্তর, ছতরি, ছতরী**।
চরকার নাভি-সংলগ্ন আড়কাঠ : **পাখি, পাখী**।
চরকার সূতায় প্রস্তুত কাপড় : **সোনাবাসো**।
চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছে যে : **চরণাশ্রিত**।
চরাচরের সঙ্গে : **সচরাচর**।
চরিত অর্থ [অভিপ্রায়] যার : **চরিতার্থ**।

চর্বিত দ্রব্যের অসার ভাগ : **ছিব্‌ড়া**।

চর্বিত পানের রস : **পিক, পিচ**।

চর্ম-নির্মিত উদক-পাত্র [জলপাত্র] : **দৃতি, ভস্ত্রা, ভিস্তি, মশক**।

চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রী : **চিত্রতারকা**।

চলতে ইচ্ছুক : **চলিষ্ণু**।

চলন্ত গাড়ির চাকার শব্দ : **ঘর্ঘর**।

চলার শক্তি : **চলচ্ছক্তি, চলৎশক্তি**।

চল্লিশ বছর বয়সে উদ্ভূত দৃষ্টির স্বল্পতা : **চাল্‌শে**।

চাঁদের মতো সুন্দর মুখ : **মুখচন্দ্র**।

চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যে নারীর : **চন্দ্রমুখী, বিধুমুখী**।

চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান : **মণ্ডপ**।

চাঁপাফুলের মুকুলের মতো কানের বা গলার অলংকার : **চাঁপকলি**।

চাউল-পচানো মদ : **পচাই, হাঁড়িয়া**।

চাউলবাহী নৌকা : **বালাম্‌**।

চাকরিতে উন্নতি : **পদোন্নতি**।

চাকরি থেকে চ্যুত : **পদচ্যুত, ছাঁটাই, বরখাস্ত**।

চাকরি থেকে বরখাস্ত : **ছাঁটাই, পদচ্যুতি**।

চাকরি পরিত্যাগ : **পদত্যাগ**।

চাকরির জন্য প্রার্থনা : **উমেদারি**।

চাকরি-লাভে ইচ্ছুক : **পদপ্রার্থী**।

চাকার কেন্দ্রে প্রবিষ্ট গোলাকার কাষ্ঠদণ্ড : **অক্ষ, ধুরা**।

চাকার নাভি ও নেমির মধ্যস্থ অংশ : **উপধি**।

চাকার নাভি সংলগ্ন আড়কাঠ : **পাখি, পাখী**।

চাকার বেড : **চক্রনেমি, নেমি, নেমী**।

চাকাব মতো গোল টুকরা : **চাক্‌লা**।

চাকার মতো গোলাকার ক্ষুদ্র ফলক : **চাক্‌তি**।

চাকার মধ্যবর্তী দণ্ড : **অক্ষদণ্ড, ধুরা**।

চান্দ্র তিথির দ্বারা নিয়মিত ব্রত : **চান্দ্রায়ণ**।

চান্দ্রাযণ করে যে : **চান্দ্রায়ণিক**।

চাপা স্বরে বাক্যালাপ : **ফিস্‌ফিসানি**।

চামড়ার ক্ষুদ্র তৈলপাত্র : **কুতুপ, কুপী**।

চামরের মতো দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট : **চোমরা**।

চারকোণ-বিশিষ্ট জলকুণ্ড : **চৌবাচ্চা**।

চারকোণা তক্তার মতো তৈরি মিষ্টান্ন : **তক্তি**।

চারকোণা দীঘি : **চতুষ্কী**।

চারকোণা প্রাঙ্গণ : **চতুষ্ক**।

চারখণ্ডে চেরা : **চৌচির**।

চাবখানি চালাযুক্ত ঘর : **চৌচালা, চৌরী**।

চার ঘোড়া-বিশিষ্ট : **চতুরশ্ব**।

চার ঘোড়ায় টানা গাড়ি : **ফিটন**।

চার চাকার ছাদ-খোলা গাড়ি : **ফিটন**।

চারজনে বাহিত দোলা : **চতুর্দোল, চতুর্দোলা**।

চারটি পথের মিলনস্থল : **চৌমাথা, চৌমোহানা, চৌরাস্তা**।

চারটি পদযুক্ত : **চতুষ্পদ, চারপেয়ে**।

চারটি পল [কোণ] আছে যার : **চৌপল**।

চারটি পায়া আছে যার : **চৌপায়া**।
চারটির সমষ্টি : **চতুষ্টয়**।
চার তারের বাদ্যযন্ত্র : **চৌতারা**।
চারদিক অতিক্রান্ত : **দিগ্‌দিগন্ত**।
চারদিক বেষ্টন করে সুরক্ষার ব্যবস্থা : **পরিক্ষেপ**।
চারদিকেই প্রাঙ্গণের অভিমুখ গৃহ : **সঞ্জবন**।
চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ : **পরিক্রমণ, পরিক্রমা**।
চারদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তার মধ্যে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-সূর্যের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে যে তপস্যা : **পঞ্চতপ**।
চারদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তার মধ্যে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-সূর্যের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে যে তপস্যা করে : **পঞ্চতপাঃ, পঞ্চতপা**।
চারদিকে জলবিশিষ্ট ভূভাগ : **দ্বীপ**।
চারদিকে পরিখা ইত্যাদির দ্বারা বেষ্টিত : **পরিক্ষিপ্ত**।
চারদিকে পরিখার দ্বারা বেষ্টন : **পরিক্রিয়া**।
চারদিকে পরিভ্রমণ : **সম্ভ্রম**।
চারদিকে যারা থাকে : **পারিপার্শ্বক, পারিপার্শ্বিক**।
চারদিকের অবস্থা সম্পর্কিত : **পারিপার্শ্বিক**।
চারদিকের কোণ বা পাশ মিলিত করে নির্মিত বাড়ি : **চকমিলান**।
চারদিকের ভূমি থেকে উচ্চ বিশাল সমতল ভূখণ্ড : **মালভূমি**।
চারদিকের স্থলবেষ্টিত বৃহৎ স্বাভাবিক জলাশয় : **হ্রদ**।
চারধারের মাপ : **ঘের**।
চারপায়া-বিশিষ্ট ছোট কাষ্ঠাসন : **চৌকি**।
চার প্রহর : **চৌপর**।
চার বাহু যার : **চতুর্ভুজ**।
চার মুখ যার : **চতুরানন, চতুর্মুখ**।
চারু বাক যার : **চার্বাক**।
চারু শীল [চরিত্র] যার [স্ত্রী]: **চারুশীলা**।
চার্বাকের মতাবলম্বী : **লোকায়ত**।
চাল ইত্যাদি পরিষ্কার করবার বাঁশের তৈরি পাত্র : **কুলা, শূর্প, সূর্প**।
চাল ডাল অল্প ভেজে তৈরি খিচুড়ি : **ভুনিখিচুড়ি**।
চাল ডাল মিশ্রিত ঘৃতপক্ব অন্ন : **খিচুড়ি, খেচরান্ন**।
চালতা গাছ : **শ্লেষ্মাত, শ্লেষ্মাতক**।
চালনা করে যে : **চালক**।
চাল মাপার কুনিকা : **কুণ্চি, কুন্‌কে, খুঁচি**।
চালানী মালের দ্বারা বোঝাই-কৃত : **বোঝাই**।
চালের ঘর : **চালাঘর**।
চালের ছাঁচ বা প্রান্ত : **পটল**।
চালের পিঠা : **পিষ্টক**।
চালের প্রান্তভাগ : **বলিক, বলীক**।
চালের বা যবের ফেনভাত : **জাউ**।
চালের ব্যাপারী : **চালকি**।
চালের মতো কোন কিছুর আচ্ছাদন

: **ছাউনি**।
চালের ... কাঠ : **মট্‌কা, মুদনী**।
চাষবাসের উপযুক্ত জমি : **জমিজিরেত**।
চাহিদা ও মূল্যের অবনতি : **পড়তি**।
চিকনের কাজ-করা জালি-বিশিষ্ট : **বোলদার**।
চিক্কণদেহা উত্তমা গবী [গাভী]: **চিক্কণী**।
চিটাগুড়ে মাখা চাল : **গুড়চাউলি, গুড়চাউলী**।
চিৎকার-পূর্বক যে শেয়াল বাঘের পশ্চাদ্ধাবন করে : **ফেউ**।
চিৎ হয়ে [ঊর্ধ্বদিকে মুখ করে] পতন : **চিৎপাত**।
চিতার ভস্মের [বৌদ্ধ ও জৈনগণের] ওপর তৈরী স্তূপ বা স্তম্ভ : **চৈত্য**।
চিত্ত চুরি করে যে : **চিত্তচোর**।
চিত্তবৃত্তির চাঞ্চল্য : **বিভ্রম**।
চিত্তের বিকৃতি : **বৈচিত্ত্য**।
চিত্তের বিশুদ্ধতা-সাধন : **প্রায়শ্চিত্ত**।
চিত্তের বৈকল্য : **চিত্তবৈকল্য, ভাবান্তর**।
চিত্তের সংযম : **শম**।
চিত্র করে বা ছবি আঁকে যে : **চিত্রকর**।
চিত্র [নানা সুদৃশ্য-শোভিত] কূট [শৃঙ্গ] যার : **চিত্রকূট**।
চিত্র অঙ্কনের গৃহ : **চিত্রশালা**।
চিত্রপটের পারিপার্শ্বিক বা পশ্চাদ্বর্তী স্থান : **পটভূমি, পটভূমিকা**।
চিত্রপৃষ্ঠ হরিণ : **রুরু**।
চিত্রবিচিত্র বর্ণযুক্ত : **রঙচঙা**।
চিত্র [বিচিত্র] ভানু [সপ্তজিহ্বাযুক্ত কিরণ] যার : **চিত্রভানু**।
চিত্র [চিত্রল] যে রেখা : **চিত্ররেখা**।
চিত্র-সংগ্রহপূর্ণ শালা [ভবন]: **চিত্রশালা**।
চিত্রাঙ্কনের জন্যে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড : **পট**।
চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের পুত্র : **বভ্রুবাহন**।
চিত্রাদির অবিকল নকল : **প্রতিচিত্র**।
চিত্রিত যে বাঘ : **চিতাবাঘ, চিত্রক**।
চিত্রে নিবদ্ধা যে নারী : **চিত্রার্পিতা**।
চিত্রের [নানা ঘটনার] গুপ্ত [রক্ষক] : **চিত্রগুপ্ত**।
চিত্রের সঙ্গে বর্তমান : **সচিত্র**।
চিনা মাটির কড়াই বা পোড়ামাটির ছোট থালা : **সানকি**।
চিনা মাটির কড়াই বা পোড়ামাটির থালা : **সানক**।
চিনি ও ফলের রস ইত্যাদি মিশিয়ে প্রস্তুত পানীয় : **শরবত**।
চিনির ফাঁপা মিষ্ট দ্রব্য : **বাতাসা**।
চিনির রসে পাক-করা ফলমূল : **মোরব্বা**।
চিনির সঙ্গে পাক-করা ঘন দুধ : **ক্ষীর**।
চিনির সঙ্গে মিশ্রিত গাঢ় দুধ : **রাবড়ি**।
চিবুক ধরে আদর : **চিবুকস্পর্শ**।
চিবুকে [মুসলমানদের] রক্ষিত দাড়ি : **নুর, নূর**।
চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যে নারী : **চিরণ্টী**।
চিরকাল প্রচলিত অতি সাধারণ ঘটনা : **মামুলি, মামুলী**।
চির-জীবন অবিবাহিত : **চিরকুমার**।

চির-জীবন অবিবাহিতা : **চিরকুমারী**।
চিরুনির মতো ফাঁক-ফাঁক দাঁত যে নারীর : **চিরুণদাঁতী**।
চীনদেশে প্রস্তুত রেশমী কাপড় : **চীনাংশুক**।
চুন ও সুরকির পাকা কাজ : **গজগিরি, গজগিরী**।
চুনকাম-করা [সুধা-ধবলিত] বাড়ি : **সৌধ**।
চুন প্রস্তুত করে যে : **চুনারি, চুনারী, চূর্ণকর**।
চুন সুরকি সিমেন্ট বালি মিশ্রিত প্রলেপ : **পলেস্তারা**।
চুরির উদ্দেশ্যে দেয়ালে বা ভিতে কৃত সুড়ঙ্গ : **সন্ধি, সিঁধ, সীঁধ**।
চুল দিয়ে বিনুনি বাঁধে নি যে নারী : **মুক্তবেণী**।
চুলের মাঝখানে পরিহিত কেশের মতো পদার্থ : **কেশর**।
চূড়ান্ত অবস্থা : **চরম**।
চেকের যে অংশ চেক বইতে থাকে : **চেকমুড়ি**।
চেঙ মাছের মাথার মতো মাথা যার [স্ত্রী] : **চেঙমুড়ি**।
চেতনা নেই যার : **নিশ্চেতন**।
চেদিরাজ দম ঘোষের পুত্র : **শিশুপাল**।
চেটে খাবার দ্রব্য : **চাট, চাটনি, চাটনী**।
চেষ্টা করছে যে : **চেষ্টমান**।
চেষ্টার শেষ পর্যন্ত : **দ্বন্দমুন্দ**।
চেষ্টার সঙ্গে বর্তমান : **সচেষ্ট**।
চৈত্র মাসে জাত : **চৈতালি, চৈতালী**।
চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার ধর্মোৎসব : **গাজন**।
চোখে কাজল পরার কাঠি : **অঞ্জনশলাকা**।
চোখে কাপড় বেঁধে ঘুরে ঘুরে খেলার সাথীদের স্পর্শ করার যে খেলা : **কানামাছি**।
চোখে চোখে রাখা : **নজরবন্দি, নজরবন্দী**।
চোখের ইঙ্গিত ও ইশারায় : **ঠারে-ঠোরে**।
চোখের কোণ : **অপাঙ্গ, নেত্রান্ত**।
চোখের ক্লেদ : **পিঁচুটি**।
চোখের জল : **অশ্রু**।
চোখের জলের সঙ্গে বর্তমান : **সাশ্রু**।
চোখের তারা : **কনীনিকা, নয়নী**।
চোখের তারার মতো যে প্রিয় : **নয়নতারা**।
চোখের পর্দা : **চক্ষুলজ্জা**।
চোখের পাতা : **নয়নপুট, নিমিখ, নিমিষ, নিমেষ, নেত্রচ্ছদ, পটল, পলক**।
চোখের পাতা ফেলতে যে সময় লাগে : **নিমিষ, নিমেষ**।
চোখের পাতা ফেলার মতো সময় : **নিমেষ, পলক**।
চোখের পাতার লোম : **পক্ষ্ম**।
চোখের মতো সরু জলনালী : **নয়নজলি, নয়নজুলি**।
চোয়াল ও চিবুক-ভর্তি ছোটোখাটো দাড়ি : **চাপদাড়ি**।

চোরাই মাল : **বমাল, বামাল, লোপ্ত্র**।
চোরাই মাল সহ : **বমাল, বামাল**।
চোরেরা যার ঘরে চোরাই দ্রব্য রাখে : **থলিয়াৎ, থলিয়াতি, থলেট**।
চৌকাঠের নীচের কাঠ : **শিলা**।
চৌকাঠের মাথার দিকের কাঠ : **শিতান, শিথান**।
চৌকিদারের বৃত্তি : **চৌকিদারি**।
চৌত্রিশ ব্যঞ্জনে রচিত স্তোত্র : **চৌতিশা**।
চৌর্যপূর্বক পুষ্পচয়ন : **প্রচয়**।

ছ

ছই-ঢাকা ছোট নৌকা : **পানসি, পানসী**।
ছকড়া গাড়ির শব্দ : **ছড়র-ছড়র**।
ছটফটে ভাব : **ছটক, ছটফটান, ছটফটানি**।
ছড়াছড়ির ফলে নষ্ট হবার অবস্থা : **ছয়লাপ**।
ছড়ি বা বেতের মতো সরু ও লম্বা : **ছিপছিপে**।
ছন্দ দিয়ে কথার গাঁথুনি : **ছন্দোবন্ধ**।
ছন্দ-বিষয়ক শাস্ত্র : **ছন্দঃশাস্ত্র**।
ছন্দোবদ্ধ বাক্য : **শ্লোক**।
ছন্ন [নষ্ট] মতি [বুদ্ধি] যার : **ছন্নমতি, মতিচ্ছন্ন**।
ছবি আঁকার স্থূল বস্ত্রখণ্ড : **চিত্রপট**।
ছয় প্রকার যন্ত্রের কূট পরামর্শ : **ষড়যন্ত্র**।
ছয় ফোঁটা চিহ্নিত তাস : **ছক্কা**।
ছয় শাখা বিশিষ্ট শৃঙ্গযুক্ত হরিণ : **বারশিঙ্গা**।
ছলনার জন্যে ছদ্মবেশ : **লম্বশাট**।
ছলপূর্ণ কথা : **ব্যাজোক্তি**।
ছলপূর্বক ধর্মচারী ছদ্মতাপস : **বিড়ালতপস্বী, বৈড়ালব্রতী, বৈড়ালব্রতিকা**।
ছলে বলে বা কৌশলে যে বিবাহ : **পৈশাচ**।
ছলের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ের গোপন : **ব্যাজোক্তি**।
ছাইয়ে ঢাকা : **ছাইচাপা, ভস্মাচ্ছন্ন, ভস্মাচ্ছাদিত, ভস্মাবৃত**।
ছাইয়ে পরিণত : **ভস্মীভূত**।
ছাইয়ের গাদা : **ভস্মস্তূপ**।
ছাইয়ে সম্পূর্ণ পরিণত : **ভস্মসাৎ**।
ছাই হয়ে অসার পদার্থে পরিণত : **ছারখার**।
ছাউনির মতো হাতের মুদ্রার সাহায্যে আহ্বান : **হাতছানি**।
ছাগলের ঘর : **অজাশাল**।
ছাগলের [অজের] চামড়া : **অজিন**।
ছাগলের মতো কেবলমাত্র চিবুকে যে দাড়ি : **ছাগলদাড়ি**।
ছাগীর ক্ষুরে উৎক্ষিপ্ত ধূলি : **অজারেণু**।
ছাতার [উন্মুক্ত] মতো আকার : **ছত্রাকার, ছত্রকার**।
ছাত্রের পুরস্কার-স্বরূপ বৃত্তি : **জলপানি**।
ছাদ বা মেঝে পেটাবার কাঠের ছোট মুগুর : **পিটনা, পিটনে**।
ছাদের ওপরে তৈরি তৃণ বা খড়ের ঘর : **চন্দ্রশালা, চিলেঘর, বলভি, বলভী**।
ছাদের উপরিস্থিত গৃহ : **অট্টাল, বলভি,**

বলভী।
ছায়াজাত চিত্র : **ছায়াচিত্র**।
ছায়া নিবিড় যেখানে : **ছায়ানিবিড়, ছায়াঘন**।
ছায়াযুক্ত বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত পথ : **ছায়াবীথি, ছায়াবীথিকা**।
ছায়ার সাহায্যে প্রদর্শিত খেলা : **ছায়াবাজি**।
ছায়া-প্রধান তরু : **ছায়াতরু**।
ছায়াহীন ও জলশূন্য ভূমি : **প্রান্তর**।
ছায়ায় ঢাকা : **ছায়াচ্ছন্ন, ছায়াবৃত**।
ছায়ার আচ্ছাদন : **ছায়াবিতান**।
ছায়ার গর্ভজাত পুত্র : **শনি**।
ছায়ার নিমিত্ত যে মণ্ডপ : **ছায়ামণ্ডপ**।
ছিদ্রপথে আগত আলোকরশ্মিতে দেখা যায় যে ভাসমান ধূলিকণা : **ত্রসরেণু, সুরেণু**।
ছিদ্রের বা পথের খোঁজখবর : **সুলুকসন্ধান**।
ছিন্ন নাসিকা যার : **ছিন্ননাস**।
ছিন্ন পক্ষ যার : **ছিন্নপক্ষ**।
ছিন্ন পুরাতন বস্ত্র বা কাঁথা : **গুধুড়ি**।
ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড : **চীর, নেকড়া**।
ছিন্নভিন্ন হয়ে যা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে : **ফর্দাফাঁই, ফর্দাফাই**।
ছিন্ন মস্তক যার : **ছিন্নমস্তক, স্কন্ধকাটা**।
ছিন্ন মস্তক যার কর্তৃক [স্ত্রী]: **ছিন্নমস্তা**।
ছিন্নশাখ তরুকাণ্ডের নিম্নভাগ : **স্থাণু**।
ছিন্ন শাখা যার : **ছিন্নশাখ**।
ছিপের সুতোয় গাঁথা লোহার বক্র কাঁটা : **বড়শি, বড়শী**।
ছিপের সুতোয় বাঁধা মাছধরার কাঁটা : **বড়শি, বড়শী**।
ছিপের সুতোয় বাঁধা ভাসমান কাঠি : **ফাতনা**।
ছুঁচের অগ্রভাগ : **সূচ্যগ্র**।
ছুঁচের কারুকার্য : **সূচীশিল্প**।
ছুতোরের কাজ : **তক্ষণ**।
ছেঁড়া কাপড় : **চীর**।
ছেদনের যোগ্য : **ছেদ্য, ছেদনীয়**।
ছেলে ধরে যে : **ছেলেধরা**।
ছেলে-ভুলানো অবাস্তব কল্প-কাহিনী : **রূপকথা**।
ছেলেমানুষের মতো আচরণ : **ছেলেমানুষী**।
ছোট আকারের ঘোড়া : **টাটু**।
ছোট কুয়া : **পাতকুয়া**।
ছোট কুলা : **শূর্পী, সূর্পী**।
ছোটখাটো বিবিধ ফরমাস : **ফাইফরমাস**।
ছোট গাঙ [নদী] : **গাঙিগনী**।
ছোট ঘড়া : **গাগরী**।
ছোট চাকা : **চাকতি**।
ছোট চিঠি : **চিরকুট, রোকা**।
ছোট চিমটা : **সন্না**।
ছোট ছোট গল্প : **গল্পসল্প**।
ছোট ছোট গুল্মের ঝাড় বা জঙ্গল : **ঝোপ**।
ছোট জিনিসের চোর : **ছিঁচ্‌কেচোর**।
ছোট ঝুড়ি : **টুকরি**।
ছোট তলোয়ার : **ভুজালি, ভোজালি**।

ছোট থালী : **রেকাবি**।
ছোট দর্পণ : **দর্পণী**।
ছোট নজর যার : **দৃষ্টিকৃপণ**।
ছোট নথ : **নথনী, নথিনী**।
ছোট-বড়ো নানা পাখি-জাতীয় প্রাণী : **পাখিপাখাল**।
ছোট বাঁধানো ঘাট : **ঘাটলা**।
ছোট বোচকা : **বুচ্‌কি**।
ছোট ভাইয়ের সঙ্গে : **সানুজ**।
ছোট মোটা বাঁশের লাঠি : **খেঁটে, পাবড়া**।
ছোট লেবু : **পাতিলেবু**।
ছোট সিন্দুক : **সিন্দুক্‌চি**।
ছোট হাঁস : **পাতিহাঁস**।

জ

জগৎ ও জীবন দুঃখময় — এই মতবাদ : **দুঃখবাদ**।
জগৎকারণভূতা অবিদ্যা : **মহামায়া**।
জগৎকে যা দলন করে : **জগদ্দল**।
জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য — এই মতবাদ : **মায়াবাদ**।
জগতের ঈশ্বর : **জগদীশ, জগদীশ্বর**।
জগতের বরেণ্য : **জগদ্বরেণ্য**।
জগতের যাবতীয় বিষয়ের অভিধান : **বিশ্বকোষ**।
জগতের সমস্ত মানব : **বিশ্ববাসী, বিশ্বমানব**।
জগতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ : **বিশ্ববিশ্রুত**।
জগতের হিতের জন্যে যে পূজা-হোমের অনুষ্ঠান : **যজ্ঞ**।
জগন্নাথদেবের কাঠের তৈরী মূর্তি : **দারুব্রহ্ম**।
জগন্নাথদেবের রথ-ভ্রমণ উৎসব : **রথযাত্রা**।
জগন্নাথের খিচুড়ি ভোগ : **জগাখিচুড়ি**।
জঘন ও উরুর সন্ধিস্থল : **উরুসন্ধি, কুঁচকি, বঙ্ক্ষণ**।
জঘন্যতম বা ঘোর পাপ : **মহাপাতক, মহাপাপ**।
জঘন্যতম বা ঘোর পাপ অনুষ্ঠান করে যে : **মহাপাতকী, মহাপাতকিনী** [স্ত্রী], **মহাপাপী, মহাপাপীয়সী** [স্ত্রী]।
জঙ্গলময় জলাজমি : **বজর**।
জঙ্গলময় নিম্নভূমি : **বাদাড়**।
জঙ্গলে ঢাকা রাজার পতিত জমি : **রাজজঙ্গল**।
জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ বা শুঁড়ি পথ : **সয়লা**।
জঙ্ঘার অগ্রভাগ : **প্রতিজঙ্ঘা**।
জটা আছে যার : **জটাধর, জটাধারী, জটাল, জটী**।
জটায়ুর অগ্রজ : **সম্পাতি**।
জড় জগতের বাইরে যে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না : **জড়বাদী**।
জড় বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ : **মহাকর্ষ**।
জড়বোধ-বিরহিত অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান : **নিদিধ্যাস, নিদিধ্যাসন**।

জড়ানো কাপড় : **পটি, ফেটা, ফেটি**।
জড়ের ভাব : **জাড্য**।
জড়োয়া গয়না : **রত্নালংকার**।
জতু-নির্মিত গৃহ : **জতুগৃহ**।
'জন' অসুরকে দমন করেন যিনি : **জনার্দন [বিষ্ণু]**।
জনক ব্যতীত মাতার অন্য স্বামী : **বিপিতা**।
জনক, শ্বশুর, ভয়ত্রাতা, অন্নদাতা ও বিদ্যাদাতা [দীক্ষাদাতা] — এই পঞ্চ গুরুজন : **পঞ্চপিতা**।
জন-কল্যাণের নিমিত্ত জলাশয় খনন এবং পথ ও পান্থশালা ইত্যাদি নির্মাণের কাজ : **পূর্ত**।
জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা রাজ্যশাসন : **গণতন্ত্র**।
জননী ভিন্ন পিতার অন্য পত্নী : **বিমাতা, সৎমা**।
জনপদ থেকে আগত : **জানপদ**।
জনপথের বাসিন্দা : **জানপথ**।
জনশূন্য বন : **বিজুবন**।
জনশূন্য বাড়ি : **পোড়োবাড়ি**।
জনশূন্য স্থান : **নির্জন**।
জনসমূহের বসতি-স্থান : **জনপদ**।
জন-সাধারণের কাছে লজ্জা : **লোকলজ্জা**।
জনহীন বিশাল প্রান্তর : **তেপান্তর**।
জন্মগত প্রবৃত্তি : **সংস্কার**।
জন্ম থেকে : **আজন্ম, জন্মাবধি**।
জন্ম থেকে অভ্যস্ত : **চিরাভ্যস্ত**।
জন্ম থেকে দৃষ্টিহীন : **জন্মান্ধ**।
জন্মদিনের মঙ্গল-কামনায় অনুষ্ঠিত উৎসব : **জয়ন্তী, বর্ষাপন**।
জন্মদিনে সংস্কার কালে প্রদত্ত ধন : **যৌতক, যৌতুক**।
জন্ম-দিবসের [বিখ্যাত ব্যক্তির] উৎসব : **জয়ন্তী, জন্মজয়ন্তী**।
জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত : **নাড়ীনক্ষত্র**।
জন্মের সঙ্গে জাত : **সহজ, সহজাত**।
জপের মন্ত্র : **জপমন্ত্র**।
জপের নিমিত্ত যে মালা : **জপমালা**।
জমক-যুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ : **জমকালো**।
জমদগ্নি ঋষির পুত্র : **জামদগ্ন্য**।
জমার চেয়ে খরচের আধিক্য : **ফাজিল, ফাজীল**।
জমি ও খাজনার হিসাব-রক্ষক : **জমানবিশ**।
জমি ইত্যাদির চারদিকের সীমা-নির্দেশ : **চকবন্দী**।
জমিতে চাষ দেবার উপযুক্ত সময় : **বতর**।
জমিতে দ্বিতীয়বার হলকর্ষণ : **সম্ব**।
জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে খাজনার অতিরিক্ত বলপূর্বক আদায়-করা অর্থ : **মাঙ্গন**।
জমিদার বা সরকারের নিজের দখলভুক্ত : **খাস**।
জমিদারীর মোট আয় : **হস্তবুদ**।
জমিদারের খাজনা আদায়কারী : **গোমস্তা**।
জমিদারের নতুন বছরের খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান : **পুণ্যাহ**।

জমির চতুঃসীমা : **সরহদ্দ**।
জমির পরিমাপ : **জরিপ**।
জমির সীমানা-জ্ঞাপক ছোট থাম : **পিলপা, পিলপে**।
জমির সীমানায় নির্মিত নিরাপত্তার প্রাচীর : **পগার**।
জমির সীমা-নির্দেশক নালা বা খাত : **পগার**।
জম্বুবৃক্ষযুক্ত দ্বীপ : **জম্বুদ্বীপ**।
জয়-ঘোষক ঘণ্টা : **জয়ঘণ্টা**।
জয়-ঘোষক বাদ্য : **জয়বাদ্য**।
জয়-ঘোষক শঙ্খ : **জয়শঙ্খ**।
জয়ৎ রথ যার : **জয়দ্রথ**।
জয়লাভ-উপলক্ষে নির্মিত স্মারকস্তম্ভ : **জয়স্তম্ভ**।
জয়লাভ-হেতু আনন্দে ক্ষিপ্তপ্রায় : **বিজয়োন্মত্ত**।
জয়লাভের জন্যে যারা আমৃত্যু যুদ্ধ করে : **সংশপ্তক**।
জয়লাভের ফলে গর্বিত : **জয়দৃপ্ত, বিজয়দৃপ্ত**।
জয়লাভের হেতু গর্ব : **বিজয়গর্ব**।
জয়শীল ব্যক্তি : **জিষ্ণু**।
জয়-সূচক উৎসব : **জয়ন্তী**।
জয়-সূচক ধ্বনি : **জয়ধ্বনি**।
জয়-সূচক নাদ : **জয়নাদ**।
জয়-সূচক পতাকা [কেতু, নিশান, ধ্বজা] : **জয়পতাকা, জয়কেতু, জয়নিশান, জয়ধ্বজা**।
জয়-সূচক পত্র : **জয়পত্র**।
জয়-সূচক মাল্য : **জয়মাল্য**।
জয়-সূচক লিপি : **জয়লিপি**।
জয়-সূচক স্তম্ভ : **জয়স্তম্ভ**।
জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী : **বিজয়লক্ষ্মী**।
জয়ের ইচ্ছা : **জিগীষা**।
জয়ের ইচ্ছুক : **জিগীষু**।
জয়ের নিদর্শন-স্বরূপ প্রাপ্ত মাল্য : **জয়মাল্য**।
জয়ের যোগ্য : **জেতব্য**।
জয়োল্লাস-সূচক ধ্বনি : **জয়ধ্বনি**।
জরাগ্রস্ত বৃষ : **জরদ্গব**।
জরাগ্রস্তা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক : **জরতী**।
জরা [বার্ধক্য] নেই যার : **নির্জর** [দেবতা]।
জরার দ্বারা জীর্ণ : **জরাজীর্ণ**।
জরার [রাক্ষসী] দ্বারা সন্ধ [সংযোজিত] বা সন্ধা [সংযোজন] যার : **জরাসন্ধ**।
জরা-শিথিল চর্ম : **বলি, বলী**।
জরাসন্ধের পিতা : **বৃহদ্রথ**।
জরাসন্ধের পুত্র : **সহদেব**।
জরির বা তারের কারুকার্য-করা কাপড় : **কামদানী, কামদার**।
জরির সূতা : **বাদলা**।
জল [প্রলয়-সলিল] আশ্রয় যার : **নারায়ণ**।
জল, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ ভূভাগ : **মরু**।
জল-কপাটের কল : **সুলুস**।
জল-ক্রীড়ার নিমিত্ত ক্ষুদ্র সরোবর : **কেলিসরঃ, লীলাবাপী**।

জলচর কাক : **পানকৌটি, পানকৌড়ী, পানকৌড়ি, পানিকাক**।

জলচর মৎস্যাশী বিড়াল : **উদ্‌বিড়াল, জলপ্লব, ভোঁদড়**।

জলজ তৃণ দিয়ে তৈরি শীতল যে মাদুর : **শীতলপাটি**।

জলজন্তুদের রক্ষক : **যাদঃপতি**।

জলদর্শনে জাত আতঙ্ক [ত্রাস] : **জলাতঙ্ক, জলত্রাস**।

জল দান করা হয় যেখানে : **জলপ্রপা, জলসত্র**।

জল দান করে যে : **জলদ, পয়োদ, বারিদ** [মেঘ]।

জল ধরে রাখার জন্যে বৃক্ষমূলের চারদিকের আল : **আলবাল**।

জল ধারণ করে যা : **জলধর, জলধি**।

জলধারার উচ্চস্থান থেকে নিম্নে পতন : **প্রপাত, জলপ্রপাত**।

জল-নির্গমনের সঙ্কীর্ণ পথ : **নালা, সুঁতী**।

জল-নিকাশের পথ : **পয়ঃপ্রণালী**।

জল-পতনের শব্দ : **ঝর্ঝর**।

জল-পথে যে ডাকাতি করে বেড়ায় : **জলদস্যু**।

জলপূর্ণ শঙ্খ : **জলশঙ্খ**।

জল-প্রবাহের শব্দ : **কল্লোল**।

জলবহুল [সমুদ্রতটবর্তী] দেশ [স্থান] : **কচ্ছ**।

জল বা জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ : **পান**।

জল-বেষ্টিত দুর্গ : **অব্দুর্গ, জলদুর্গ**।

জল-ভরা স্ফোটক : **ফোস্‌কা**।

জল-ভ্রমণের নিমিত্ত যান : **জলযান**।

জলভ্রমে মৃগের তৃষ্ণা যাতে : **মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা**।

জলমধ্য থেকে উত্থিত চর, চড়া বা দ্বীপ : **পুলিন**।

জলমধ্যে প্রবিষ্ট সংকীর্ণ ভূমিভাগ : **অন্তরীপ**।

জলময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর : **হাওড়**।

জল-মিশ্রিত চালবাটা : **পিটালি, পিটুলী**।

জল-মিশ্রিত চিনি : **পানা**।

জল মিশ্রিত নেই যাতে : **নির্জলা**।

জল মোচন করে যে : **জলমুক্, পয়োমুক্** [মেঘ]।

জল যাকে বিদীর্ণ করে : **কেদার** [ক্ষেত্র বা ভূমি]।

জলযান-সমূহের শ্রেণী : **বহর**।

জলরোধ বা জলরক্ষণের জন্যে নির্মিত বাঁধ : **ভেড়ি**।

জলশূন্য উচ্চভূমি : **ব্রহ্মডাঙা**।

জলশূন্য অকৃত্রিম ভূভাগ : **স্থল**।

জল-সেঁচার নিমিত্ত বাঁধের কোলে কাটা খাত : **সিঁচগাড়ি, সিঁচগাড়ী**।

জল সেচন করার পাত্র : **সেঁউতি, সেঁউতী, সেউনি, সেউনী, সেকপাত্র, সেচনী**।

জল সেচন দ্বারা সংস্কার সাধন : **সম্প্রোক্ষণ**।

জলস্রোতের শব্দ : **জলকল্লোল**।

জলহীন স্থান : **সুখনা, সুখুনা, ডাঙ্গা, ডেঙ্গা**।
জলহীন কলস : **শূন্যকুম্ভ**।
জলহীন বাসযোগ্য স্থান : **ডাঙ্গা**।
জলহীন ভূখণ্ড : **মরুভূমি**।
জলাদির দ্বারা বেষ্টন : **পরিখা**।
জলাভূমিতে জাত ঘাস বা শাক : **সমষ্টিলা, সমষ্টীল**।
জলাশয়াদির জল গমনাগমনের পথ বা মুখ : **মোহনা, মোহানা**।
জলাশয়ে জলের নিম্নস্থ ভূমি : **থই**।
জলে ওকস্ [বাসস্থান] যার : **জলৌকা**।
জলে ক্রীড়া [বিহার] : **জলবিহার**।
জলে খোলামকুচি ছুঁড়ে খেলা : **ছিনিমিনি**।
জলে চরে যে : **জলচর**।
জলে জাত ফল : **পানফল, পানিফল**।
জলে জাত যে কন্যা : **অপ্সরা, জলকন্যা**।
জলে জন্মে যে : **অব্জ, জলজ**।
জলে নামা : **অবতরণ**।
জলে নেমে যে ক্রীড়া-কৌতুক : **জলকেলি, জলক্রীড়া, জলবিহার**।
জলে প্রতিবিম্বিত ছায়া : **অবছায়া**।
জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য : **জলার্ক**।
জলে প্রতিমা বিসর্জনের উৎসব : **ভাসান**।
জলে প্রতিমার নিমজ্জন : **নিরঞ্জন, নিরাজন**।
জলে বাস করে যে কুমারী : **জলকুমারী** [অপদেবতা]।
জলে ভিজিয়ে এক কাগজ থেকে অন্য কাগজে যে ছবি তোলা হয় : **জলছবি**।
জলে ভিজিয়ে রাখা বাসি ভাত : **পান্তা**।
জলে সংঘটিত যুদ্ধ : **জলযুদ্ধ**।
জলের আধার : **জলাধার**।
জলের ওপর কাঠ বা পাথরের পথ : **সাঁকো**।
জলের ওপর যাতায়াতের জন্যে নির্মিত পথ : **পুল, জাঙ্গাল, সেতু, সাঁকো**।
জলের কণা : **জলকণা, বারিকণা, শীকর, সীকর**।
জলের তরঙ্গ সৃষ্টি করে যে বাদ্য : **জলতরঙ্গ**।
জলের দ্বারা মিশ্রিত : **জলো**।
জলে অবগাহন পূর্বক স্নান : **বারুণ**।
জলের নিমিত্ত যেখানে গমন করতে হয় : **সরঃ, সরসী, সরোবর**।
জলের প্রান্তভূমি : **কাছাড়**।
জলের বেগ : **তোড়**।
জলের মতো পাতলা : **পয়রা**।
জলের মতো প্রতীয়মান সূর্যকিরণ : **মরীচিকা**।
জলের মতো স্বাদযুক্ত : **জলো, পান্‌শে, পান্‌সে**।
জলের ওপরে অবস্থিত উচ্চ বিশাল গৃহ : **জলটঙ্গি, জলটুঙ্গি**।
জলের সংস্পর্শে যে ভয় পায় : **জলচোরা**।
জলের সঙ্গে চুন-সুরকি মেশাবার স্থান : **ভাগাড়**।
জলের সঙ্গে মিশ্রিত রঙে অঙ্কিত

: **জলরঙ**।

জলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে স্নান : **অবগাহন, গাহন**।

জাগ্রৎ অবস্থা : **জাগরূক**।

জাগরণ-হেতু ক্লান্ত : **জাগর-ক্লান্ত**।

জাতি থেকে চ্যুত : **জাতিচ্যুত, জাতিপাত**।

জাতি থেকে ভ্রষ্ট : **জাতিভ্রষ্ট**।

জাতি-বর্ণ ইত্যাদির কথা না ভেবে : **জাতিবর্ণনির্বিশেষে**।

জাদুবিদ্যায় পারদর্শী : **জাদুকর**।

জাদুর খেলা দেখায় যে : **জাদুকর, জাদুকরী** [স্ত্রী]।

জানতে ইচ্ছুক : **জিজ্ঞাসু**।

জানবার ইচ্ছা : **জিজ্ঞাসা**।

জানবার যোগ্য : **জ্ঞাতব্য**।

জানালার মধ্যভাগে স্থাপিত লোহা বা কাঠের দণ্ড : **গরাদ**।

জানা স্বভাব যার : **বিদুর**।

জানু অবধি লম্বিত বাহু যার : **আজানুলম্বিতবাহু**।

জানু, পদ, হস্ত, বক্ষঃ, শিরঃ, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বাক্যের সঙ্গে : **সাষ্টাঙ্গ**।

জানুর পশ্চাৎ ভাগ : **মন্দির**।

জানুসন্ধির ওপরে চক্রাকার অস্থিখণ্ড : **মালাইচাকি**।

জাফরি-কাটা বা জাল-দেওয়া জানালা : **ঝরোকা**।

জাবের মতো ভেজা : **জাবড়, জাবড়া**।

জাম, শিমুল, বেড়েল, বকুল, বদর [কুল] এই পাঁচ প্রকার গাছের ছালের রস : **পঞ্চকষায়**।

জামাই-ষষ্ঠীর তত্ত্ব : **ষষ্ঠীবাটা**।

জামা-কাপড় সেলাই করা যার পেশা : **দরজি, দরজী, দর্জি**।

জামার আস্তিনের মুখের ঘের : **মুহুরি**।

জামিন থাকার অঙ্গীকার পত্র : **জামানতনামা**।

জায়ফল গাছের ফুল : **জয়ত্রী**।

জায়ার ভ্রাতা : **শালা, শ্যালক, সম্বন্ধী**।

জায়ার মৃত্যুসূচক হস্তরেখা-যুক্ত পুরুষ : **জায়াঘ্ন**।

জাল ফেলে টানবার দড়ি : **সেত**।

জালার মতো মোটা পেট যার : **নাদাপেটা**।

জাহাজ বা নৌকা মাটির সঙ্গে আটকে রাখার অঙ্কুশ : **নোঙর**।

জাহাজ বা নৌকার মেঝে : **পাটাতন**।

জাহাজের কর্ণধার : **সুকানি, সুকানী**।

জাহাজের কাপ্তেন : **পোতাধ্যক্ষ**।

জাহাজের নিরাপদ আশ্রয়-স্থান : **পোতাশ্রয়**।

জাহাজের পেছনে বাঁধা বড় বোট : **ন্যাংবোট, লঙ্‌বোট, লাঙ্‌বোট, ল্যাঙ্‌বোট**।

জিগীষুর বিজয় অভিযান : **অভিনির্যাণ**।

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ : **যতী**।

জিনিসপত্র রাখবার দড়ির তৈরী বড় থলি : **ছোটবস্তা, বস্তানি, বস্তানী**।

জিনিসপত্র শূন্যে ঝুলিয়ে রাখবার দড়ির তৈরী আধার : **শিকে, শিক্য, সিকা,**

সিকে, সিক্য।

জিভের মতো আকৃতি যার : **জিবে**।

জিভের সাহায্যে স্বাদ গ্রহণ : **অবলেহন**।

জীবকে শাস্ত্রসম্মতরূপে অন্নদান : **ভূতবলি, ভূতযজ্ঞ**।

জীবদেহ ধারণকারী আত্মা : **জীবাত্মা**।

জীবদেহের শ্বাসযন্ত্র : **ফুসফুস**।

জীবদেহের হাড়ের মধ্যবর্তী নরম স্নেহ জাতীয় পদার্থ : **মজ্জা**।

জীবন আছে যার : **জীবন্ত, জীবিত, জিয়ন্ত, জীয়ন্ত, সজীব**।

জীবন-ধারণের জন্যে গৃহীত বৃত্তি : **জীবিকা**।

জীবন-ধারণের নিমিত্ত দেয় অর্থ : **খরপোষ**।

জীবন-ধারণের সামান্যতম আয়োজন : **নুনভাত, ভাত-কাপড়, লোটাকম্বল**।

জীবন-নাশের সময় : **প্রাণাত্যয়**।

জীবন ব্যাপ্ত করে : **জীবনভোর**।

জীবন-মরণ যুদ্ধ : **মালট**।

জীবন [জল] মূত [বদ্ধ] যার : **জীমূত**।

জীবন-যাপনে শৃংখলা নেই যার : **উচ্ছৃঙ্খল, ছন্নছাড়া**।

জীবন-যাপনের সংস্থান : **সম্বল**।

জীবনের লিখিত ঘটনাবলী : **জীবনচরিত, জীবনী**।

জীবনের দৈনিক বিবরণের বই : **দিনপঞ্জিকা, দিনলিপি, রোজনামচা, রোজনামা**।

জীবনের যে-সব ঘটনা স্মরণে আছে : **জীবনস্মৃতি**।

জীবনের লীলা : **জীবলীলা, ভবলীলা, সংসার-লীলা**।

জীবনের সমাপ্তি : **জীবনান্ত, প্রাণান্ত**।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা—ভেদ ও অভেদ ধারণা : **দ্বৈতাদ্বৈতবাদ**।

জীবিত উত্তর-পুরুষের মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার তৃপ্তি-সাধনের জন্যে জলদান : **তর্পণ**।

জীবিত কালের শেষ : **প্রাণান্ত**।

জীবিত থাকতে ইচ্ছুক : **জিজীবিষু**।

জীবিত থাকার ইচ্ছা বা জীবনের ইচ্ছা : **জিজীবিষা**।

জীবিত থেকে যে মৃতবৎ : **জীবন্মৃত**।

জীমূত বাহন যার : **জীমূতবাহন**।

জুতো তৈরির কাঠের ছাঁচ : **লাস**।

জুতোর ভিতরের আরামপ্রদ পরতলা চামড়া : **সুকতলা, সুখতলা**।

জুয়া চুরি করে যে : **জুয়াচোর**।

জেগে থাকবার অবস্থা : **জাগ্রদবস্থা**।

জেনে আরম্ভ করা : **উপক্রম**।

জেলার সরকারী কার্যের প্রধান স্থান : **সদর**।

জৈন গুরুগণের সাধারণ উপাধি : **সূরি**।

জোড়ের মুখ : **অস্থিসন্ধি**।

জোতজমি [জমিদার বা সরকার থেকে] গ্রহণ করে যারা প্রজার কাছে বিলি করে : **পত্তনদার, পত্তনিদার**।

জোয়ার থেকে প্রস্তুত : **জোয়ারী**।

জোয়ালের গুঁজিকাঠ : **মোথড়া**।

জোয়ালের প্রান্তলগ্ন কাঠের বা বাঁশের শলা : **সলি**।

জোয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন কাষ্ঠ : **যুগন্ধর**।

জোর করে : **বলপূর্বক**।

জ্ঞাত ইতিহাসের পূর্ববর্তী যুগের : **প্রাগৈতিহাসিক**।

জ্ঞাত বস্তু থেকে অজ্ঞাত বস্তুর সিদ্ধান্ত : **অনুমান, অনুমিতি**।

জ্ঞানপূর্বক যে পাপকর্ম করে : **জ্ঞানপাপী**।

জ্ঞান বা চেতনার জাগরণ বা সঞ্চার : **বোধোদয়**।

জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মলাভের সাধন-পদ্ধতি : **জ্ঞানযোগ**।

জ্ঞানের সঙ্গে বিদ্যমান : **সজ্ঞান**।

জ্ঞানলাভের জন্যে প্রবল আগ্রহ : **জ্ঞানতৃষ্ণা**।

জ্ঞানলাভের মানসিক শক্তি : **বুদ্ধিবৃত্তি, বুদ্ধিশক্তি**।

জ্ঞানের ইচ্ছা : **বিবিৎসা, বিবিদিষা**।

জ্ঞানের ইচ্ছুক : **বিবিৎসু, বিবিদিষু**।

জ্ঞানের দ্বারা যা লাভ করা যায় : **জ্ঞানলভ্য**।

জ্ঞাপনের ইচ্ছা : **জ্ঞীপ্সা**।

জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকতে কনিষ্ঠের বিবাহ সংস্কারকারী পুরোহিত : **পরিকর্তা, পরিকর্মা**।

জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকা সত্ত্বেও কনিষ্ঠের বিবাহ : **পরিবেদন**।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব : **যুধিষ্ঠির**।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসকালের ছদ্ম-নাম : **কঙ্ক**।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী : **ভাবী**।

জ্যেষ্ঠের বিবাহের পূর্বে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে : **পরিবেত্তা**।

জ্যেষ্ঠের মতো আচরণ : **জেঠামি, জ্যাঠামি**।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানোৎসব : **স্নানযাত্রা**।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে নারীদের অনুষ্ঠেয় ব্রত : **সাবিত্রী-চতুর্দশী, সাবিত্রীব্রত**।

জ্যোতির্ময় পদার্থ : **জ্যোতিষ্ক**।

জ্যোতিষ্মতী গাছ : **শৃঙ্গিণী**।

জ্যোতিষ্মতী লতা : **দীপ্তা, স্বর্ণলতা**।

জ্যোৎস্না-পানে তৃপ্ত যে পাখি : **চকোর**।

জ্বর নাশ করে যে : **জ্বরঘ্ন, জ্বরনাশক**।

জ্বরাদি জনিত দেহে অধিক তাপযুক্ত : **সন্তপ্ত**।

জ্বলৎ যে শিখা [অর্চি] : **জ্বলদর্চি**।

জ্বলনের অনুভূতি : **জ্বালা, ঝাল**।

জ্বলন্ত আগুন : **জ্বলদগ্নি**।

জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করে জীবন বিসর্জন : **অগ্নিপ্রবেশ**।

[জ্বলন্ত] ধূম কেতু যার : **ধূমকেতু**।

জ্বলন্ত ধূমের পুচ্ছযুক্ত জ্যোতিষ্ক : **ধূমকেতু**।

জ্বাল দেবার ফলে দুধের উথলন : **বলক**।

জ্বালানি কাঠ : **লাকড়ী**।

ঝ

ঝগড়া করা স্বভাব যার : **কুঁদুলে, ঝগড়াটে**।
ঝটিকার মতো আকস্মিক প্রচণ্ড টান : **ঝট্‌কা, ঝট্‌কানি**।
ঝড় ও বৃষ্টি : **তুফান**।
ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাপূর্ণ সময় : **দুর্যোগ**।
ঝড়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত : **ঝড়ো**।
ঝনঝন আওয়াজ : **ঝঞ্ঝনা, ঝনৎকার**।
ঝনঝন আওয়াজ [মৃদু] : **ঝঙ্কার**।
ঝরে-পড়ে-থাকা উপেক্ষণীয় শস্যদানা ইত্যাদি : **ঝড়তি-পড়তি**।
ঝাঁক বা ঝোপের মতো আকার-বিশিষ্ট : **ঝাঁকড়া, ঝাঁকড়া-মাকড়া, ঝাকড়-মাকড়**।
ঝাঁট দেওয়ার কাজ করে যে : **ঝাড়ুদার**।
ঝাঁটা সহযোগে ঝাড়া এবং মন্ত্র সহযোগে ফুঁকা [ভূত বা রোগ তাড়াবার জন্যে] : **ঝাড়ফুঁক**।
ঝাঁটার দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ধূলি : **অবকর**।
ঝাপের মতো ঢাকা ও অস্পষ্ট : **ঝাপ্‌সা**।
ঝিনুকের গর্ভজাত রত্ন : **মুক্তা, মোতি**।
ঝুঁটিওয়ালা পারাবত [পায়রা] : **লোটন**।
ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার বা সাফাইর কাজ : **ঝাড়পোছ, ঝাড়পুছ, ঝাড়পোছা**।
ঝোলের মতো পাতলা : **ঝোলা**।

ট

টকটকে লাল : **কক্তা**।
টলমলানির জন্যে অস্থির অবস্থা : **টালমাটাল**।
টাইমের [সময়ের] বহির্ভূত : **বেটাইম**।
টাকাকড়ি ও সম্পত্তি : **ধনদৌলত**।
টাকাকে খোলামকুচি জ্ঞান করে অযথা ওড়ানো : **ছিনিমিনি**
টাকা দেওয়া-নেওয়ার কারবার : **লেনদেন, লেনাদেনা**।
টাকা-পয়সা ও শস্য-প্রাচুর্য : **ধনধান্য**।
টাকা বা কোন জিনিস গ্রহণের প্রমাণক রসিদ : **হাতচিঠা**।
টাকার ভাঙানি : **খুচরা, খুচরো, রেজকি, রেজকী, রেজগি, রেজগী**।
টাট্টু ঘোড়ায় টানা দু' চাকার গাড়ি : **টাঙ্গা**।
টাবালেবুর গাছ : **বীজকুর, বীজকূর**।
টাবালেবুর মতো গোলগাল : **টেবো**।
টিনের চারকোণা পাত্র : **কানেস্তারা**।
টিয়া পাখির মতো নাসা [নাক] যার : **শুকনাস**।
টীকার সঙ্গে বর্তমান : **সটীক**।
টেবিল আলমারির ভেতরের বাক্‌স : **দেরাজ**।
টোটকা ওষুধ : **মুষ্টিযোগ**।
টোপাকুলের আকার-বিশিষ্ট : **টোপাকৃতি**।
টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত : **টুলো**।

ঠ

ঠাকুরের ভাব : **ঠাকুরালি**।
ঠাকুরের স্ত্রী : **ঠাকরুণ, ঠাকুরাণী**।
ঠাট্টা ও পরিহাস : **মস্করা**।
ঠাণ্ডা ও গরম : **শীতোষ্ণ**।
ঠাণ্ডায় পীড়িত বা কাতর : **শীতকাতর, শীতার্ত**।
ঠিক ঠিক বিবরণ : **হকিকত**।
ঠিক শাদা নয় কিন্তু যার অধিকাংশই শাদা : **শাদাটে, শাদাটিয়া**।
ঠেসান দিয়ে বসার মোটা গোল তাকিয়া : **গির্দা, গ্রিদা**।
ঠেসান বা হেলান দেবার বালিশ : **তাকিয়া**।
ঠোঁট রাঙাবার জন্য পানের যে রঙ : **তাম্বুলরাগ**।
ডাক বহন করে যে : **ডাকহরকরা**।
ডাক-মাশুল সহ : **সডাক**।
ডাঁটার দু'পাশে পাখির পালকের মতো যে গাছের পাতা সাজান থাকে : **পক্ষল**।
ডাকাতের অনুরূপ : **ডাকাতিয়া, ডাকাতে**।
ডাকের মতো বুক যার : **ডাকাবুকো**।
ডাণ্ডার সাহায্যে মারপিটে অভ্যস্ত ব্যক্তি : **ডানপিটে**।
ডানাওয়ালা কাল্পনিক ঘোড়া : **পক্ষিরাজ**।
ডানার অভ্যন্তর : **পক্ষপুট**।
ডালিম ফুল-তোলা শাড়ি : **গুলেনার, গুলেনার**।
ডালের গুঁড়া : **বেসন, বেসম**।
ডিঙি বাইবার দাঁড় : **বৈঠা**।
ডুব দেয় যে : **ডুবারি, ডুবারু, ডুবুরি**।

ঢ

ঢাক ও ভেরী প্রভৃতি বাজানোর কাঠি : **কোণ**।
ঢাকনাযুক্ত ক্ষুদ্র পাত্র : **কৌটা, খুঙ্গি, পেটরা, সংপুট, সম্পুট**।
ঢাকনি-দেওয়া চুপড়ি : **ঝাঁপি, ঝাঁপী**।
ঢাক বাজায় যে : **ঢাকী**।
ঢাকায় প্রস্তুত : **ঢাকাই**।
ঢাকে কাঠির আঘাত : **রগড়**।
ঢাকের আকার-বিশিষ্ট কাঠের পাত্র : **পিপা, পিপে**।
ঢাকের মধ্যস্থল, যেখানে আঘাত করে বাজানো হয় : **কোণ**।
ঢালাইয়ের কাজ করে যে : **ঢালাইকর**।
ঢিপির আকার-বিশিষ্ট বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ ইত্যাদি : **স্তূপ**।
ঢিপির মতো : **ঢ্যাপসা**।
ঢিলা করে বাঁধা খোঁপা : **লোটন**।
ঢেঁকির পিছনের অংশ : **পাছুণ্ডা**।
ঢেঁকির মাথা তোলার জন্য ঢেঁকির পিছনে পদাঘাত : **পাড়**।
ঢেঁকির মোনা : **মুষল**।
ঢেউয়ের উত্থানপতন : **তরঙ্গোচ্ছ্বাস**।
ঢেউয়ের পর ঢেউ : **তরঙ্গমালা**।

ঢোল বাজিয়ে প্রচার : **ঢোলসহরত**।
ঢোলের অনুকরণে নির্মিত বাদ্যযন্ত্র : **ঢোলক**।
ঢেকুর শাক : **পালই, পালুই**।
ঢেউয়ের আঘাত : **তরঙ্গাভিঘাত**।

ণ

-ণিচ প্রত্যয় অন্তে যার বা ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা যুক্ত : **ণিজন্ত**।

ত

তণ্ডকের কাজ : **তণ্ডকতা**।
তটে থাকে যে : **তটস্থ**।
তড়িৎযুক্ত বা তড়িদ্গর্ভ মেঘ : **তড়িত্বান**।
তণ্ডুলের ক্ষুদ্রাংশ : **ক্ষুদ, খুদ**।
তৎক্ষণাৎ জাত বা উৎপন্ন : **প্রত্যুৎপন্ন**।
তত্ত্ব জানেন যিনি : **তত্ত্বজ্ঞ, তাত্ত্বিক**।
তত্ত্ব বিষয় যার : **তাত্ত্বিক**।
তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা : **তত্ত্বালোচনা**।
তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালন : **রক্ষণাবেক্ষণ**।
তত্ত্বাবধানে রক্ষিত অন্যের অর্থ আত্মসাৎকরণ : **তহরুপ**।
তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শ-দোষ সম্পর্কে বিশ্বাসী ব্যক্তি : **ছুঁৎমার্গী**।
তদ্গত চিত্ত যার ; **তদ্গতচিত্ত, তন্ময়**।
তদন্তের নিমিত্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিতি : **সরেজমিন**।
তদ্বিরের অভাব : **বেতদ্বির**।
তনু থেকে জাত : **তনুজ, তনুজা** [স্ত্রী], **তনূজ, তনূজা** [স্ত্রী], **তনুভব, তনুভবা** [স্ত্রী]।
তন্তু থেকে জাত : **তন্তুজ**।
তন্ত্র সাধনা করেন যিনি : **তান্ত্রিক**।
তন্ত্রীহীন বীণা : **কোলম্বক**।
তন্ন তন্ন করে [অনুসন্ধান]: **পাতিপাতি**।
তপতীর পুত্র : **তাপত্য**।
তপ্‌সে মাছ ধরবার জাল : **বিনজাল**।
তপস্যাই সম্পদ যার : **তপোনিধি, তপোধন**।
তপস্যা করেন যিনি : **তপস্বী, তপস্বিনী** [স্ত্রী], **তাপস, তাপসী** [স্ত্রী]।
তপস্যাকালে যে নারী পত্রও আহার করেন নি : **অপর্ণা**।
তপস্যাজনিত শরীরের জ্যোতির্ময় কৃশরূপ : **তপোমূর্তি**।
তপস্যার নিমিত্ত বন : **তপোবন**।
তপস্যার দ্বারা অর্জিত শক্তি :**তপঃশক্তি, তপোধন**।
তপস্যার ব্যাঘাত বা অবসান : **তপোভঙ্গ**।
তপ্ত ধোঁয়ায় পূর্ণ আকাশে ওড়াবার কাগজের তৈরি বেলুন : **ফানুশ, ফানুস**।
তবলা বাজায় যে : **তবলচী**।
তমসার দ্বারা আচ্ছন্ন : **তমসাচ্ছন্ন**।
তমসার দ্বারা আবৃত : **তমসাবৃত**।
তমাল বৃক্ষ-বহুল স্থান : **তমলুক, তমলিকা**।
তরকারি কোটার বাঁট দেওয়া অস্ত্র

: **বঁটি**।
তরকারি সাঁতলাবার মশলা : **সম্বর, সম্বরা, সম্ভার**।
তরঙ্গ নেই যাতে বা যার : **নিস্তরঙ্গ**।
তরঙ্গে পূর্ণ : **তরঙ্গিত**।
তরঙ্গের আঘাতে তটের ক্ষয় : **ভাঙন**।
তরঙ্গের শব্দ : **কল্লোল**।
তরতম ভাব : **তারতম্য**।
তরফের খাজনা আদায় করে যে : **তরফদার**।
তরল অথচ গাঢ় : **সান্দ্র**।
তরল দ্রব্যের ক্ষরণ : **নিঃস্রব, নিঃস্রাব, নিস্রব, নিস্রাব**।
তরল দ্রব্যের অত্যল্প অংশ : **বিন্দু**।
তরল পদার্থ : **দ্রব**।
তরল পদার্থের পাতন ক্রিয়ার জন্যে ব্যবহৃত বকের গ্রীবার মতো যন্ত্র : **বকযন্ত্র**।
তরল পদার্থের বায়বীয় অবস্থা : **বাষ্প**।
তরল পদার্থের যে অংশ থিতিয়ে নীচে পড়ে : **তলানি**।
তরল হয়ে স্রোতের মতো যা ক্ষরিত হয় : **দরবিগলিত**।
তরুণ অবস্থা বা তরুণের ভাব : **তারুণ্য**।
তর্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বা তর্কে পটু : **তার্কিক**।
তর্জনী ও অনামিকার মধ্যবর্তী আঙুল : **মধ্যমা**।
তর্পণ ইত্যাদির জন্যে ধাতু-নির্মিত জলপাত্র : **কোশা, কোষা, সীপ**।
তর্পণে যাদের দেয় জল এক : **সমানোদক**।
তল নেই যার : **নিতল**।
তলা ফেঁসে-যাওয়া নৌকার মতো নিমজ্জিতপ্রায় অবস্থা : **বানচাল**।
তলিয়ে না বুঝে খোলাখুলি : **সোজাসুজি**।
তল্পিতল্পা বহন করে যে : **তল্পিবাহক**।
তলোয়ার ছোরা প্রভৃতির খাপ : **পিধান**।
তস্করের বৃত্তি : **তাস্কর্য**।
তহবিলদারের কাজ : **তহবিলদারি**।
তহশিলে খাজনা আদায় করে যে : **তহশিলদার**।
তাক বা কুলুঙ্গির নিচের ধাপ : **থাক**।
তাঁত বোনার ঘর : **তাঁতঘর, তাঁতশালা**।
তাঁতের মাকু : **তুরি, তুরী**।
তাগা জাতীয় স্ত্রীলোকের বাহুর অলংকার : **বাজুবন্ধ**।
তাজের মতো চিনির চূড়ার আকারের খাবার : **তাজফেনি**।
তাড়কা রাক্ষসীর পিতা : **সুকেতু**।
তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র : **মারীচ**।
তাণ্ডব নৃত্যের তাল : **রুদ্রতাল**।
তাণ্ডব নৃত্যের বোল : **তাতা-থৈ-থৈ**।
তা' থেকে জাত : **তদ্ভব**।
তান্ত্রিক পঞ্চমকার সাধক-মণ্ডলী : **ভৈরবীচক্র**।
তাপ প্রয়োগের যোগ্য : **তাপনীয়**।
তাপশূন্য দেহ : **হিমাঙ্গ**।
তামা ও দস্তার সাহায্যে প্রস্তুত উপধাতু : **পিতল**।

তামাকের ধূম পান করবার যন্ত্র : **হুঁকা**।
তামার পাত : **তাম্রফলক**।
তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপি : **তাম্রলিপি**।
তাম্রফলকে ক্ষোদিত রাজার শাসন : **তাম্রশাসন**।
তারকা সমন্বিত : **তারকিত**।
তার চেয়ে বড়ো : **তাবড়, তাবড়ো**।
তার বা তন্ত্রযুক্ত : **তন্ত্রী**।
তারার পিতা বানর-বৈদ্য : **সুষেণ**।
তালগাছের বন : **তালীবন**।
তাল নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষের সবৃন্ত পাতা : **বাল্‌দো**।
তালপাতার বাঁশি : **ভেঁপু**।
তালু থেকে উচ্চারিত : **তালব্য**।
তালের অভাব বা তালের সমতা নেই যাতে : **বেতাল**।
তালের আঁটির অঙ্কুর : **গজ**।
তালের রস থেকে প্রস্তুত মদ : **তাড়ি, তাড়ী**।
তাস খেলায় রঙের তাসের দ্বারা পিট নেওয়া : **তুরুপ, তুরুফ**।
তাসের যে খেলায় তুরুপ ছাড়া পিট নেবার উপায় নেই : **ফিরাই, ফেরাই**।
তিক্ত স্বাদ-বিশিষ্ট ব্যঞ্জন : **শুক্ত, শুক্তানি, সুক্ত, সুক্তা, সুক্তানী**।
তিত্তিরি ঋষির উক্ত : **তৈত্তিরীয়**।
তিন অক্ষর-যাতে : **ত্র্যক্ষর**।
তিন অহ্নের স্পর্শ : **ত্র্যহস্পর্শ**।
তিন অহ্নের সমাহার : **ত্র্যহ**।
তিন অহোরাত্র : **তেরাত্তির, তেরাত্রি, ত্রিরাত্র**।
তিন কাছা দিয়ে পরিহিত : **ত্রিকচ্ছ**।
তিন কামরাযুক্ত ইষ্টক গৃহ : **সেঘরা**।
তিন কালের সমাহার : **ত্রিকাল**।
তিন কূট বা শৃঙ্গ যার : **ত্রিকূট**।
তিন কোণ আছে যার : **ত্রিকোণ**।
তিন গুণের সমাহার : **ত্রিগুণ, ত্রিগুণা** [স্ত্রী], **ত্রিগুণী** [স্ত্রী]।
তিন জগতের সমাহার : **ত্রিজগৎ**।
তিন দশা যার : **ত্রিদশ**।
তিন ধারা যার : **ত্রিধারা**।
তিনটি পাতা যার : **ত্রিপত্র, ত্রিপর্ণ**।
তিনটি ভঙ্গ যাতে : **ত্রিভঙ্গ**।
তিনটি ভাঁজ যাতে পড়ে : **ত্রিভঙ্গ**।
তিনটি মঞ্জরী যার : **ত্রিমঞ্জরী**।
তিন তারযুক্ত বীণাযন্ত্র : **ত্রিতন্ত্রী, সেতার**।
তিন বিধা [প্রকার] যার : **ত্রিবিধ**।
তিন নদীর মিলনস্থল : **ত্রিবেণী**।
তিন পথে গমন করে যে : **ত্রিপথগ, ত্রিপথগা** (গঙ্গা) [স্ত্রী], **ত্রিপথগামী, ত্রিপথগামিনী** [স্ত্রী], **ত্রিবাটগামী, ত্রিবাটগামিনী** [স্ত্রী]।
তিন পথের সন্ধিস্থল : **তেপথা, তেপথি, তেপথী, ত্রিপথ**।
তিন পায়া আছে যার : **তেপায়া, সেপায়া**।
তিন পিটক বা সুত্ত [সূত্র] : **ত্রিপিটক**।
তিন ফোঁটা বা বিন্দু যুক্ত তাস : **তিরি**।
তিন বছর বয়স্ক : **ত্রিহায়ণ**।
তিন বছর বয়েসের বকনা বাছুর

: **বৎসতরী**।

তিন বাহু বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র : **ত্রিভুজ**।

তিন বৃত্ত যাতে : **ত্রিবৃত্ত**।

তিন বেদ যিনি অধ্যয়ন করেন : **ত্রিবেদী**।

তিন ভাগ দাবি যার : **তেভাগা**।

তিন ভুবনের সমাহার : **ত্রিভুবন**।

তিন যাম যার : **ত্রিযামা**।

তিন রাত্রির সমাহার : **তেরাত্তির**।

তিন লহরে গাঁথা যে হার : **তেনরী**।

তিন লোকের অম্বক [পিতা] যিনি : **ত্র্যম্বক**।

তিন শঙ্কু [দোষ] যার : **ত্রিশঙ্কু**।

তিন শিখা যার : **ত্রিশিখ**।

তিন শিরা যার : **ত্রিশিরা, ত্রৈশিরা**।

তিন সন্ধ্যার সমাহার : **ত্রিসন্ধ্যা**।

তিন স্রোতের সমাহার : **ত্রিস্রোতা**।

তিনের [ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের] দিব্ [ক্রীড়াভূমি] : **ত্রিদিব**।

তিনের সমাহার : **ত্রয়, ত্রয়ী**।

তিব্বতী ডাকতন্ত্রে সিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি : **ডাক-পুরুষ**।

তিব্বতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত : **লামা**।

তিমিকে গিলে খায় যে : **তিমিঙ্গিল**।

তির্যকভাবে লম্ববান : **তেরচা, তেরছা**।

তিল তিল শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-সম্ভারে নির্মিত নারী-বিগ্রহ : **তিলোত্তমা**।

তিলফুলের মতো চিহ্ন বা ফোঁটা [গায়ে] : **তিলক, তিলকা**।

তিল মিশ্রিত জল : **তিলোদক**।

তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিশিষ্ট : **টিকাল, টিকালো, তীক্ষ্ণাগ্র**।

তীক্ষ্ণ গন্ধ যার : **তীক্ষ্ণগন্ধ**।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যার : **তীক্ষ্ণদৃষ্টি**।

তীব্র আবেগ-জনিত ঘনঘন নিশ্বাসের শব্দ : **ফোঁসফোঁসানি**।

তীব্র আবেগ-জনিত সজোরে নিশ্বাসের শব্দ : **ফোঁস**।

তীব্র বিদ্যুৎ বা বজ্র : **চিকুর**।

তীব্র বিষ : **হলাহল**।

তীর থেকে সমুদ্রের দূরবর্তী অংশ : **বারদরিয়া**।

তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করবার বিদ্যা : **ধনুর্বিদ্যা**।

তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করে যে : **ধনুর্ধর**।

তীর-ধনুক বা বন্দুকের সাহায্যে মুক্ত পশু হত্যা : **শিকার**।

তীর-নিক্ষেপে যে পটু বা দক্ষ : **তীরন্দাজ**।

তীর্থস্থান প্রদক্ষিণ : **পরিক্রমা**।

তীর্থস্থানে তীর্থকর্মের জন্য বিহিত উপবাস : **তীর্থোপবাস**।

তীর্থস্থানের পূজারী ব্রাহ্মণ : **পাণ্ডা**।

তীর্থে বাস করেন যিনি : **তীর্থবাসী**।

তীর্থের উদ্দেশ্যে গমন করেন যিনি : **তীর্থযাত্রী**।

তীর্থের পবিত্র জল : **তীর্থবারি, তীর্থসলিল, তীর্থোদক**।

তুঁতগাছের পত্র-ভোজী গুটিপোকা

: **তুঁতপোকা, পলু**।
তুঁতপাতা ভক্ষণকারী পোকা : **পলু**।
তুঁতে থেকে তৈরী কাজল : **তুথ্থাঞ্জন**।
তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য জ্ঞান : **তুচ্ছতাচ্ছিল্য, হেলাফেলা**।
তুচ্ছজ্ঞানে অবহেলা : **তাচ্ছিল্য**।
তুমুল গণ্ডগোল : **তোলপাড়**।
তুমুল ঝগড়া : **তুলকালাম**।
তুমুল ঝগড়া ও হানাহানি : **ধুন্ধুমার**।
তুমুল তর্ক-বিতর্ক : **বাগ্‌বিতণ্ডা**।
তুম্বুরু গন্ধর্বের বীণা : **কলাবতী**।
তুলসীকাঠের গোলের মালা : **তুলসীমালা**।
তুলসী বৃক্ষের জন্যে যে বেদী : **তুলসীমঞ্চ**।
তুলা থেকে প্রস্তুত : **তুলট**।
তুলা ধোনে যে : **ধুনারী, ধুনুরি, ধুনুরী**।
তুলা ধোনার যন্ত্র : **তেজন, পিঞ্জন**।
তুলার পাঁজ : **পিঞ্জিকা**।
তুল্য বা সমান পরিমিত : **সম্মিত**।
তুষহীন ধান্য : **তণ্ডুল**।
তুষার বর্ষণ [পতন] : **তুহিনবর্ষ, হিমপাত, হিমাহুতি**।
তুষার বর্ষণ করে যা : **হিমবর্ষী**।
তুষার-শীতল সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ার মতো অবস্থা : **হিমশিম, হিমসিম**।
তুষার-হেতু অত্যন্ত ম্লান : **হিমক্লিষ্ট**।
তুষারাবৃত পর্বত : **হিমগিরি, হিমবান, হিমশৈল, হিমাদ্রি, হিমাচল, হিমালয়**।
তুষের আগুনের মতো মর্মজ্বালা : **তুষানল**।
তূর্যের ধ্বনি . **তৌর্য**।
তূলা বা লোম দিয়ে তৈরী চিত্রাঙ্কনের লেখনী : **তুলি, তূলি, তূলী, তূলিকা**।
তৃণজাতীয় শাখাহীন বৃক্ষ : **তৃণদ্রুম, স্তম্ব**।
তৃণ দিয়ে তৈরী আসন : **তৃণাসন**।
তৃণ-নির্মিত ক্ষুদ্র কুটির : **ঝুপড়ি, ঝুপড়ী**।
তৃণ ভোজন করে বাঁচে যে : **তৃণভোজী, তৃণাদ**।
তৃণ-সমূহের দ্বারা শোভিত : **তৃণান্বিত**।
তৃণাদি-নির্মিত গৃহের ওপরের আবরণ : **চাল**।
তৃণাদির গুচ্ছ : **গুৎস, স্তম্ব**।
তৃণের দ্বারা নির্মিত বড়ো মাদুর : **শপ**।
তৃণের ন্যায় হেয় জ্ঞান : **তৃণজ্ঞান**।
তৃণের বা খড়ের আগুন : **তৃণাগ্নি, তৃণোল্কা**।
তৃতীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর : **সেজদা, সেজদাদা**।
তৃতীয় জ্যেষ্ঠা সহোদরা : **সেজদি, সেজদিদি**।
তৃতীয় পাণ্ডব : **অর্জুন, ফাল্গুনি**।
তৃতীয় পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসকালীন ছদ্ম নাম : **বৃহন্নলা**।
তৃতীয় পুত্রের স্ত্রী : **সেজবউ, সেজবৌ**।
তৃতীয় ভগিনী : **সেজবোন**।
তৃতীয় ভ্রাতা : **সেজভাই**।
তৃতীয় মনুর পুত্র : **সুশর্মা**।
তৃষ্ণার সঙ্গে বর্তমান : **সতৃষ্ণ**।
তেঁতুলের মতো আকারযুক্ত : **তেঁতুলে**।

তেজ আছে যার : **তেজস্বী, তেজী, তেজীয়ান, তেজাল, তেজালো, তেজোময়**।
তেজ [সৃষ্টি] করে যে : **তেজস্কর**।
তেজের সঙ্গে বর্তমান : **সতেজ**।
তেল মাখার ধুতি : **তেলধুতি**।
তেল-মিশ্রিত কালি : **তেলকালি**।
তেলাকুচা ফল : **বিম্ব**।
তেলে অল্প ভাজা : **সন্তোরণ, সন্তোলন, সাঁতলানো**।
তেলে ভাজা ডালের ফুলো বড়া : **ফুলুরি**।
তেলে ভাজা হয়েছে যা : **তেলেভাজা**।
তেলের কল : **ঘানি**।
তেলের কাইট : **তৈলকল্ক, তৈলকিট্ট, খইল**।
তেলের ব্যবসা করে যে : **তেলি, তেলী**।
তেলের মতো চিক্কণ অথচ কুচের মতো লাল ফল যার : **তেলাকুচা, তেলাকুচো**।
তৈল জাতীয় পদার্থে বা তপ্ত বালিতে ভাজা : **ভৃষ্ট, ভাজা**।
তৈলাদি তোলার জন্যে দণ্ডযুক্ত কাঠি বা লোহার চামচ : **পলা**।
তোপের ধ্বনি : **গুড়ুম্**।
তোলা ও ফেলা : **তোলপাড়**।
তোলা [তোড়] পাড়ার মতো ক্ষিপ্রকর্ম : **তোড়পাড়, তোলপাড়**।
তোষামুদে পার্শ্বচর : **মোসাহেব**।
তৌর্যত্রিকের ক্রিয়াকালের সমতা : **লয়**।
তৌলযন্ত্রের একদিকের পাত্র : **পাল্লা**।
ত্যাগ করা হচ্ছে যাকে : **ত্যাজ্যমান**।
ত্যাগীর ভাব : **ত্যাগিতা**।
ত্যাগের উপযুক্ত : **ত্যাজ্য**।
ত্রাণ করেন যিনি : **ত্রাতা**।
ত্রাণ করছে/লাভ করছে যে : **ত্রায়মাণ**।
ত্রিকাল যিনি দেখতে পান : **ত্রিকালদর্শী**।
ত্রিকোণ দ্বীপ : **বদ্বীপ**।
ত্রিগর্ত রাজ্যের অধিপতি : **সুশর্মা**।
ত্রিবিধ বেদের জ্ঞান যার আছে : **ত্রিবিদ্য**।
ত্রিভূমিক গৃহ : **প্রাসাদ**।
ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ [ও তার ফলে সাতটি রঙের বিশ্লেষণ] : **বর্ণালি, বর্ণালী**।
ত্রিশিরা মনসাসিজের গাছ : **তেকাঁটা, তেকাটা**।
ত্রি-সন্ধ্যা ঈশ্বর-বন্দনা : **সন্ধ্যাহ্নিক**।
ত্বরায় গমন করে যে : **তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম**।
ত্বরার সঙ্গে বর্তমান : **সত্বর**।

থ

থই [স্থল] পাওয়া যায় না যেখানে : **অথই**।
থর থর করে কম্পন : **থরথরানি**।
থানার বড়বাবু : **দারোগা, থানাদার**।
থাবার আঘাত : **থাপড়, থাপ্পড়, থাপড়া, থাবড়া**।
থামের মতো : **থম**।

থামের মতো খাড়া গাঁথনি : **থামাল**।
থুথু ফেলবার পাত্র : **পিকদান, পিকদানি**।
থুতু ফেলার শব্দ : **থু, থুঃ, থুক্, থুৎকার**।
থুত্থুড়ে বুড়ো : **থুবড়া, থুবড়ো**।
থেমে থেমে চলার ভঙ্গি : **থমক, ঠমক**।

দ

দংশনযোগ্য পক্বপ্রায় : **ডাঁসা**।
দক্ষ-কন্যা কশ্যপ-পত্নী : **সিংহিকা**।
দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু : **দক্ষিণা, দক্ষিণানিল**।
দক্ষিণের ভাব : **দাক্ষিণ্য**।
দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেশ : **দাক্ষিণাত্য**।
দক্ষিণ দেশে জাত : **দাক্ষিণাত্য**।
দক্ষিণ পদ বাম উরুর ওপর এবং বাম পদ দক্ষিণ উরুর ওপর রেখে উপবেশন : **বীরাসন**।
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ : **নৈর্ঋত**।
দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা : **মলয়, মলয়াচল, মলয়াদ্রি**।
দক্ষিণার উপযুক্ত : **দাক্ষিণ্য**।
দক্ষের কন্যা : **দাক্ষায়ণী, সতী**।
দগ্ধ পদার্থের যা অবশিষ্ট থাকে : **ভস্মাবশিষ্ট, ভস্মাবশেষ**।
দগ্ধ হবার মতো যন্ত্রণা ভোগ : **জ্বালাতন**।
দড়ির ওপরে বাজি করে যে : **দড়িবাজ, ধড়িবাজ**।
দড়ির বাঁধন : **ফাঁস**।
দড়ির শেকল : **সাঁকাল [শৃঙ্খল]**।
দণ্ডকারণ্যের গোদাবরী তীরবর্তী অংশ : **পঞ্চবটী**।
দণ্ড দান করা হয়েছে যাকে : **দণ্ডিত**।
দণ্ড দান করেন যিনি : **দণ্ডদাতা**।
দণ্ড ধারণ করেন যিনি : **দণ্ডধর, দণ্ডধারী, দণ্ডী**।
দণ্ড পাণিতে যার : **দণ্ডপাণি**।
দণ্ড-বিষয়ক নীতিশাস্ত্র : **দণ্ডনীতি**।
দণ্ড সহযোগে তরল পদার্থের আলোড়ন : **মন্থন**।
দণ্ডাদির দ্বারা যে ধন গ্রহণ করে : **বিপ্রলুম্পক**।
দণ্ডের দ্বারা পালন করেন যিনি : **দণ্ডপাল**।
দণ্ডের মতো পতিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম : **দণ্ডবৎ**।
দণ্ডের মাথায় তেল-ন্যাকড়া জড়িয়ে তৈরি বড়ো বাতি : **মশাল**।
দত্ত যে অত্রিমুনির পুত্র : **দত্তাত্রেয়**।
দধি ও দুগ্ধাদির ওপরে জাত ঘন কোমল আবরণ : **সর**।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র : **পঞ্চগব্য**।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি : **পঞ্চামৃত**।
দধি-মন্থনে ব্যবহৃত দড়ি : **মন্থনরজ্জু**।
দধি-মন্থনের দণ্ড : **মউনি, মউনী**।
দধির যে অংশের সাহায্যে নতুন দধি পাতা হয় : **দম্বল**।

দনুজকে [দানবকে] মর্দন করেন যিনি : **দনুজমর্দন**।
দনুর পুত্র : **দানব, বিপ্রচিত্ত, বিপ্রচিত্তি**।
দন্ত-ঘর্ষণের শব্দ : **কড়মড়, কড়মড়ি, কিড়মিড়**।
দন্ত-বিশিষ্ট প্রাণী : **দন্তী, দাঁতাল**।
দন্তমূলের সাহায্যে উচ্চার্য : **দন্তমূলীয়**।
দন্তহীন হস্তী : **মৎকুণ**।
দপ্তরিদের বইয়ের পাতা কাটার ছুরি : **পলু**।
দমন করা হয় যার দ্বারা : **দন্ড**।
দমিত ইন্দ্রিয় যার : **দান্ত**।
দম্পতির কানে কানে গুপ্তালাপ : **মনমন**।
দম্ভ করে যে : **দম্ভী**।
দম্ভপূর্ণ উক্তি : **দম্ভোক্তি**।
দয়া আছে যার : **সদয়, দয়াবান, দয়ালু**।
দয়া নেই যার : **নির্দয়, নির্দয়া** [স্ত্রী], **নিদয়া** [স্ত্রী]।
দয়াহীনা রমণী : **পাষাণী**।
দরজা আটকাবার কাঠের কীলক : **খিল**।
দরজা-জানলার ওপরে স্থাপিত কাষ্ঠপট্ট বা তক্তা : **সরদাল**।
দরজা-জানলা বন্ধ করবার কাঠের ক্ষুদ্র কীলক : **হুড়কা, হুড়কো**।
দরজা-জানলা বন্ধ করবার ধাতু-নির্মিত ক্ষুদ্র কীলক : **ছিটকিনি**।
দরজা বা জানলার চৌকাঠের নিম্নস্থিত কাঠ : **গোবরাট, দুবল্, শিলা, চৌকাঠ**।
দরজা বা জানলার চৌকাঠের উর্ধ্বস্থিত কাঠ : **গোবরাট, চৌকাঠ**।
দরজা বা জানলার নিচের ধাপ : **থামল**।
দরজার চৌকাঠের দু' পাশের কাঠ : **বাজু**।
দরজার পার্শ্বস্থ ঘর : **প্রকোষ্ঠ**।
দরজার প্রহরী : **দারোয়ান**।
দর-পত্তনিদারের কাছ থেকে যিনি জমি পত্তনি নেন : **সেপত্তনিদার**।
দরবারের উপযুক্ত : **দরবারী**।
দরমা হোগলা কাপড় ইত্যাদি দিয়ে অস্থায়ী মণ্ডপ : **মেরাপ**।
দরমা-চাটাই প্রভৃতির বেড়া বা ঝাঁপ : **টাট, টাটি, টাটী**।
দর যাচাই করণ : **পণাপণ**।
দরিদ্রের উপকারের জন্যে যে দান : **পরাদাম**।
দরিদ্রের ব্যঞ্জন-বর্জিত খাদ্য : **শাকান্ন**।
দর্প নাশ করেন যিনি : **দর্পহারী**।
দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর মতো নখে বস্তুর প্রতিবিম্বন : **নখদর্পণ**।
দর্পের সঙ্গে বিদ্যমান : **সদর্প**।
দর্শন উপলক্ষে সম্মানসূচক উপঢৌকন : **নজরানা, ভেট, সওগাত**।
দর্শনকালে দেয় অর্থ : **দর্শনী**।
দর্শন দ্বারা পবিত্র : **দৃষ্টিপূত**।
দর্শনের ইচ্ছা : **দিদৃক্ষা**।
দল ও মতের বিচার না করে : **দলমতনির্বিশেষে**।
দল ছেড়েছে যে : **দলছাড়া**।
দল ছেড়ে পালিয়েছে যে : **দলছুট্**।

দল থেকে চ্যুত : **দলচ্যুত**।
দল থেকে বিচ্ছিন্ন [পশু বা পাখি] : **যূথভ্রষ্ট**।
দল বা সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি : **দলপতি, সর্দার, মণ্ডল, মোড়ল**।
দলবদ্ধভাবে জলযাত্রা : **সংযাত্রা**।
দলবদ্ধভাবে বিচরণকারী [পশু বা পাখি] : **যূথচর, যূথচারী**।
দলবদ্ধ যে শৃগালেরা ফেউ-রব করে : **ফেরুপাল**।
দলের অন্তর্ভুক্ত : **দলভুক্ত**।
দলের মধ্যে অগ্রগামিনী মেষী : **গড্ডলিকা**।
দশ অশ্ববাহিত রথ [যার] : **দশাশ্ব**।
দশ-অঙ্গুলি মাপ যার : **দশাঙ্গুলি**।
দশ আনন যার : **দশানন**।
দশটি দুর্গ যাতে : **দশার্ণ**।
দশ দিকে যার রথ যায় : **দশরথ**।
দশ বছর বয়েসের কুমারী : **কন্যকা**।
দশবর্ষাধিক সন্ন্যাস পালনকারী বৌদ্ধ : **স্থবির**।
দশবার অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ : **দশাশ্বমেধ**।
দশবিধ কামজ ও অষ্টবিধ ক্রোধ দোষ : **ব্যসন**।
দশ ভুজ যার [স্ত্রী] : **দশভুজা**।
দশম থেকে দ্বাদশ বর্ষীয়া [তন্ত্র-মতে, ষোড়শ বর্ষীয়া] অনূঢ়া কন্যা : **কুমারী**।
দশম বর্ষ থেকে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত বয়ঃকাল : **কৈশোর**।
দশ মহাবিদ্যার তৃতীয় মহাবিদ্যা : **ষোড়শী**।
দশরথ-কন্যা শান্তার প্রতিপালক : **লোমপাদ**।
দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী : **সুমিত্রা**।
দশরথের কন্যা : **শান্তা**।
দশরথের জামাতা : **ঋষ্যশৃঙ্গ**।
দশরথের পুত্র : **দাশরথ, দাশরথি**।
দশরথের মন্ত্রী ও সারথি : **সুমন্ত্র**।
দশান্তর প্রাপ্তি : **বিবর্তন**।
দশের ষড়যন্ত্র বা কূট মন্ত্রণা : **দশচক্র**।
দস্যু-উপগতা স্ত্রীর জাত সন্তান : **সৈরন্ধ্র, সৈরিন্ধ্র**।
দাঁড় টানে যে : **দাঁড়ী, দাঁড়ি**।
দাঁত ওঠে নি বা দাঁত পড়ে গেছে যার : **ফোক্‌লা**।
দাঁত আছে যার : **দন্তী, দন্তাল, দাঁতাল, দন্ত্রী**।
দাঁত দিয়ে আক্রমণ : **দংশন, খাবল, ছোবল**।
দাঁত মাজার জন্যে ব্যবহৃত গাছের ডাল : **দাঁতন**।
দাঁতে খিল লাগা : **দাঁতকপাটি**।
দাঁতের ওপরে উদ্‌গত দাঁত : **অধিদন্ত, গজদন্ত, গজদাঁত**।
দাঁতের প্রথম উদ্‌গম : **দন্তোদ্‌গম**।
দাগা বা বঞ্চনা করে যে : **দাগাবাজ**।
দাঙ্গায় অভ্যস্ত : **দাঙ্গাবাজ**।
দাড়ি আছে যার : **দাড়িয়াল, দেড়ে, দেড়েল**।
দাদার বৌ : **বৌদিদি**।

দা দিয়ে কাটা : **দা-কাটা**।
দান করবার ইচ্ছা : **দিৎসা**।
দান গ্রহণ : **প্রতিগ্রহ**।
দানবগণের শিল্পী : **ময়**।
দানরূপে প্রাপ্ত : **খয়রাত**।
দানের উপকরণ : **দানসামগ্রী**।
দানের নিমিত্ত ননী বা ক্ষীরের তৈরী গাভী : **নবধেনু**।
দানের বদলে দান : **প্রতিদান**।
দানের যোগ্য : **দাতব্য, দানীয়**।
দাবা খেলায় জয়লাভ : **বাজিমাৎ, বাজীমাৎ**।
দাবা খেলায় রাজাকে বদ্ধ করা : **কিস্তি**।
দাবার বটিকাকার ঘুঁটি : **বড়ে**।
দাম স্থিরীকরণ : **মূল্যায়ন, মূল্যাবধারণ**।
দামের অযোগ্য : **মূল্যহীন**।
দায়ূদ খানের ভক্ষিত সরু চাল : **দাদখানি**।
দায়ে পড়েছে যে : **দায়গ্রস্ত, দায়ী**।
দারিদ্র্য-হেতু যে হাহাভাত [হাহাকার] করে : **হাড়হাবাতে, হাড়হাভাতে**।
দারু থেকে জাত : **দারুজ**।
দালালের প্রাপ্য : **দস্তুরি, দালালি**।
দাসত্ব বা ক্রীতদাসত্ব স্বীকারের দলিল : **দাসখৎ, দাসখত**।
দাসের ভাব : **দাস্য**।
দিক্ অম্বর যার : **দিগম্বর, দিগম্বরী** [স্ত্রী]।
দিক্ ও দিক্সমূহের মধ্যবর্তী কোণ : **দিগ্বিদিক**।
দিক্ নির্ণয়ে ভুল : **দিক্ভ্রম, দিক্ভ্রান্তি**।
দিক্ বসন যার : **দিগ্বসন, দিগ্বসনা** [স্ত্রী]।
দিক্সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী : **দিগঙ্গনা, দিগ্বধূ, দিগ্বালা, দিগ্বালিকা**।
দিক্ হারিয়েছে যে : **দিক্ভ্রান্ত, দিক্হারা, দিশাহারা, দিশেহারা**।
দিকের মণ্ডলের গোলাকার রেখা : **দিঙ্মণ্ডল**।
দিতির পুত্র : **দৈত্য**।
দিন ও রাত্রির মিলন কাল : **সন্ধিবেলা**।
দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ : **সন্ধ্যা**।
দিনমান থাকতে থাকতে : **বেলাবেলি**।
দিন-রাত্রের ত্রিশভাগের এক ভাগ : **মুহূর্ত**।
দিনের পর দিন : **অনুদিন**।
দিনের প্রথম বিক্রয় : **বউনী**।
দিনের বা রাত্রির বারো ভাগের এক ভাগ : **ঘটিকা**।
দিনের বেলায় নিদ্রা : **দিবানিদ্রা**।
দিনের বেলায় যে দেখতে পায় না : **দিবান্ধ**।
দিনের যে অংশে শুভ কাজ নিষিদ্ধ : **বারবেলা**।
দিনের শেষ পঞ্চমাংশ : **সায়াহ্ন**।
দিবসের অবসান ও রাত্রির সূচনার অন্তর্বর্তী সময় : **সন্ধ্যাবেলা**।
দিবসের অশুভ যামার্ধ : **বারবেলা**।
দিবসের অষ্টম মুহূর্ত : **অভিজিৎ**।
দিবসের পঞ্চমভাগ বা শেষভাগ

: **সায়াহ্ন**।
দিবসের পূর্বভাগ : **প্রাহ্ণ**।
দিবসের প্রথম ভাগ : **পূর্বাহ্ণ**।
দিবা-নিদ্রায় দেখা স্বপ্ন : **দিবাস্বপ্ন**।
দিবাভাগের নির্দিষ্ট অশুভ যামার্ধ : **কালবেলা**।
দিবারম্ভে স্মরণীয় : **প্রাতঃস্মরণীয়**।
দিবা-রাত্রের আটভাগের এক ভাগ : **প্রহর, যাম**।
দিয়াশলাইয়ের কাঠি : **দীপশলাকা**।
দিলীপের রাজ-মহিষী বা রঘুর জননী : **সুদক্ষিণা**।
দীক্ষাদাত্রী স্ত্রী : **স্ত্রীগুরু**।
দীক্ষায় জপের নিমিত্ত গুরুদত্ত বীজ : **বীজমন্ত্র**।
দীপান্বিতা অমাবস্যা : **দীপালি, দীপালী**।
দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রি : **সুখরাত্রি, সুখরাত্রিকা**।
দীপান্বিতা রাত্রিতে দীপমালায় সজ্জিত যে উৎসব : **দীপাবলী**।
দীপাবলীর উৎসব : **দেওয়ালী**।
দীপের পলিতা : **দেউটি**।
দীপের সলিতা [শিখা] : **সংবর্তি, সংবর্তিকা**।
দীপের সারি : **দীপমালা**।
দীর্ঘ আয়ু যার : **দীর্ঘায়ু**।
দীর্ঘ ও অতিশক্তিশালী বাহু যার : **মহাবাহু, মহাভুজ**।
দীর্ঘকায় শীর্ণাঙ্গ কুৎসিত পুরুষ বা নারী : **শড়ঙ্গা, সড়ঙ্গা, সড়িঙ্গা**।
দীর্ঘ গলা যার : **দীর্ঘগ্রীব**।
দীর্ঘকাল তপস্যা করেছেন যিনি : **দীর্ঘতপাঃ**।
দীর্ঘকাল বস্তাবন্দী থাকার ফলে বিনষ্ট : **বস্তাপচা**।
দীর্ঘকাল বাঁচে যে : **দীর্ঘজীবী**।
দীর্ঘ সরোবর : **দীঘি, দীর্ঘিকা**।
দুই অক্ষর বিশিষ্ট : **দ্ব্যক্ষর**।
দুই অক্ষি যার : **দ্ব্যক্ষ**।
দুই অধিক ষষ্টি : **বাষট্টি**।
দুই অণুর সমবায়ে উৎপন্ন : **দ্ব্যণুক**।
দুই অমাবস্যাযুক্ত ও রবি-সংক্রান্তিশূন্য চান্দ্রমাস : **অধিমাস, মলমাস**।
দুই অর্থ বিশিষ্ট : **দ্ব্যর্থক**।
দুই অহের সমাহার : **দ্ব্যহ**।
দুই একসঙ্গে : **জোড়া, যুড়ি [জুড়ি], যুটি [জুটি], যুগল, যুগ্ম**।
দুই করতলের আঘাতজনিত শব্দ : **হাততালি**।
দুই করতলের দ্বারা রচিত গণ্ডূষাকার গহ্বর : **অঞ্জলিপুট**।
দুই গ্রন্থির মধ্যবর্তী অংশ : **পর্ব**।
দুই চাল বিশিষ্ট : **দোচালা**।
দুইজন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত : **দ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বী**।
দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ : **দ্বন্দ্ব**।
দুইতল-বিশিষ্ট গৃহ : **দোতলা**।
দুইতার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র : **দোতারা**।
দুই দন্ত আছে যার : **দ্বিরদ**।
দুই দিকে জল যার : **দ্বীপ**।

দুই দিন : **দ্ব্যহ**।
দুই দিন ব্যাপী : **দ্ব্যহিক**।
দুই/তিন ধারার মিলন : **বেণি, বেণী**।
দুই নদীর মধ্যবর্তী অংশ [ভূভাগ] : **অন্তর্বেদি, অন্তর্বেদী, দোয়াব**।
দুই নল বিশিষ্ট : **দোনলা**।
দুই পত্রযুক্ত : **দ্বিদল**।
দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান : **দ্রোণি, দ্রোণী**।
দুই প্রান্ত যার : **দুকূল**।
দুই ফলক-যুক্ত অস্ত্র : **দোফলা**।
দুই ফলা যার : **দোফলা**।
দুই বছরের : **দ্বি-বার্ষিক**।
দুইবার উল্লেখিত : **দ্বিরুক্ত**।
দুইবার জন্মে যে : **দ্বিজ**।
দুইবার ফল দেয় যে : **দোফলা**।
দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী : **পুনর্ভূ, দিধিষু**।
দুই বিধা [প্রকার] যার : **দ্বিবিধ**।
দুই বোঁটাযুক্ত ফুল : **দোপাটি**।
দুইভাগে বিভজন : **দ্বিধা**।
দুইভাগে ভাগকরণ : **দ্বিধাকরণ**।
দুই ভাষায় অভিজ্ঞ : **দোভাষী**।
দুই ভাষায় কথা বলেন যিনি : **দোভাষী**।
দুই ভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট : **দোমনা**।
দুই ভ্রূ-র মধ্যবর্তী স্থান : **ভ্রূমধ্য**।
দুই ভ্রূ-র মধ্যভাগ : **বিন্দু**।
দুই মহলে বিভক্ত : **দোমহলা**।
দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টনকারী কল্পিত বৃত্তাকার রেখা : **নিরক্ষরেখা, ভূবিষুবরেখা**।

দুইয়ের মধ্যে অধিকতর গুরুতর : **গরীয়ান্, গরীয়সী** [স্ত্রী]।
দুইয়ের মধ্যে অধিকতর বৃদ্ধ : **বর্ষীয়ান্, বর্ষীয়সী** [স্ত্রী]।
দুই [সত্য ও ত্রেতা] যুগের পরবর্তী যুগ : **দ্বাপর**।
দুই যোদ্ধার যুদ্ধ : **দ্বন্দ্বযুদ্ধ**।
দুই রথীর যুদ্ধ : **দ্বৈরথ**।
দুই সময়ের মিলনের মুহূর্ত : **সন্ধিক্ষণ**।
দুই সীতারেখার মধ্যবর্তী শিরা : **সীমালা, সীমালী, সীমেলা**।
দুই স্তরে বিন্যস্ত : **দোপাট্টা**।
দুই হাত পিছন দিকে বাঁধা : **পিছমোড়া**।
দুই হাতে মিলিত কোষ : **অঞ্জলি**।
দুঃখজনক যে গতি : **দুর্গতি**।
দুঃখ দূর করে যে : **দুঃখহর**।
দুঃখপূর্বক অনুশোচনা : **পরিদেবন, বিলাপ**।
দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী : **সমদুঃখসুখ**।
দুঃখের অনুভব : **বেদন**।
দুঃখের সময় : **দুঃসময়**।
দুগ্ধ, চিনি ইত্যাদি যোগে পক্ব অন্ন : **পরমান্ন**।
দুগ্ধ পক্ব অন্ন : **পায়স, পায়সান্ন**।
দুগ্ধবতী গাভী : **গোধেনু, দক্ষিণা, বহুলা**।
দুগ্ধবতী গাভীর স্তন : **পালান**।
দুগ্ধ-মিশ্রিত দধি : **পয়স্য**।
দুগ্ধে ঘোঁটা সিদ্ধির সরবৎ : **দুধকুসুম্ভা**।
দু' দিকে আকর্ষণ : **দোটানা**।

দু' দিকের সিকার ভার বহনের বাঁক : **বাঙ্গী**।

দু'দিকে সমান হার [গড়ন] যার : **দোহারা**।

দুধের সর : **সন্তানিকা**।

দু' পাট করা গাত্রবস্ত্র : **দোরোকা, দোরোখা**।

দু' পাশে বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত পথ : **বীথি, বীথী, বীথিকা**।

দু'ফেরতা কাপড় : **দুপাট্টা, দোপাট্টা, দোপাটা**।

দু'বার মাটি-লেপা হয়েছে যাতে : **দোমেটে**।

দু'ভাগে বিন্যস্ত মাথার চুলের মাঝখানে রচিত সরু রেখা : **সিঁতা, সিঁথা, সিঁথি, সীমন্ত**।

দু'মুখো থলে : **সাঁকালি, সাঁকালী**।

দু'রকম কথা বলে যে : **দু'মুখো**।

দুয়ের মধ্যে নির্ধারিত এক : **অন্যতর, একতর**।

দু'রকম পদার্থের মিশ্রণজাত : **দোআঁশলা**।

দুরন্তের স্বভাব : **দুরন্তপনা**।

দুরবস্থায় আছে যে : **বিধুর**।

দুরাত্মার বা দুষ্ট ব্যক্তির কাজ : **দৌরাত্ম্য**।

দুরারোগ্য ব্যাধি [কুষ্ঠ] : **মহাব্যাধি**।

দুর্গ-প্রাচীরের মধ্যে সুদৃঢ় ও সমুচ্চ গোল গৃহ : **বুরুজ, বুরুজা**।

দুর্গ-প্রাসাদ ইত্যাদির সুরক্ষার জন্যে নির্মিত বেষ্টন-খাত : **পরিখা**।

দুর্গম পথ : **কান্তার**।

দুর্গাদির পরিখা থেকে উদ্ধৃত মাটির স্তূপ : **বপ্র**।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে উৎসব : **দুর্গোৎসব**।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে শরৎকালীন ছুটি : **পূজাবকাশ**।

দুর্গাপূজার আগে দেবীর জাগরণের জন্যে করণীয় অনুষ্ঠান : **বোধন**।

দুর্গার সখী : **সুনন্দা**।

দুর্গের প্রাকার : **বুরুজ, বুরুজা**।

দুর্গের মতো সুরক্ষিত পানের খেত : **বরজ**।

দুর্দান্ত দর্প বা প্রতাপ : **দাপট**।

দুর্দান্ত সাহসী : **জাঁহাবাজ**।

দুর্বলকে প্রবলের গ্রাসের যে নীতি : **মাৎস্যনীতি**।

দুর্বল স্মরণশক্তি যার : **দুর্মেধা**।

দুর্বোধ্য কূট প্রশ্ন : **প্রহেলিকা**।

দুর্বোধ্য রচনা : **ব্যাসকূট**।

দুর্যোধনের কন্যা ও কৃষ্ণ-পুত্র শাম্বের পত্নী : **লক্ষ্মণা**।

দুর্লভ বস্তু লাভ করার বাসনা : **দুরাকাঙ্ক্ষা**।

দুষ্ট আচরণের সন্ধান : **সন্ধানসুলুক, সুলুকসন্ধান**।

দুষ্ট আচার যার : **দুরাচার**।

দুষ্ট আত্মা যার : **দুরাত্মা**।

দুষ্ট আশয় [অভিপ্রায়] যার : **দুরাশয়, দুষ্টাশয়**।

দুষ্ট এমন ক্ষত : **দুষ্টক্ষত**।

দুষ্ট এমন ব্রণ : **দুষ্টব্রণ**।
দুষ্ট গ্রহ : **দুর্গ্রহ**।
দুষ্ট চরিত্র যার : **দুশ্চরিত্র**।
দুষ্ট ব্যক্তি : **দুর্জন**।
দুষ্ট ব্যবহার : **দুর্ব্যবহার**।
দুষ্ট যোগ : **দুর্যোগ**।
দুষ্ট স্বভাব যার : **দুঃশীল**।
দুষ্টা মতি যার : **দুর্মতি, দুষ্টমতি**।
দুষ্টা বুদ্ধি যার : **দুর্বুদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি**।
দুষ্মন্তের পুত্র : **দৌষ্মন্তি**।
দু'হাত এবং দু'পা ধরে শূন্যে শুইয়ে নিয়ে যাবার ভাব : **চ্যাংদোলা**।
দু'হাতে ঘাড় ধরে শত্রুর অধোমুখীকরণ : **নিগ্রহ**।
দুহিতার পুত্র : **দৌহিত্র, দৌহিত্রী** [স্ত্রী]।
দূতীর কার্য : **দূতীগিরি, দূতিয়ালি, দূতীয়ালি**।
দূতের কার্য : **দৌত্য, দূতালি, দূত্য**।
দূর অথচ শূন্য পথ : **প্রান্তর**।
দূরগামী গন্ধ : **নির্হার**।
দূরগামী সৌরভ : **গন্ধামোদ**।
দূর থেকে আগত : **দূরাগত**।
দূর থেকে যে নারী কথা বলে : **দূরভাষিণী**।
দূর দেশে গমন : **প্রবসন**।
দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসন : **দ্বীপান্তর**।
দূরীকরণের উপায় : **প্রতিবিধান**।
দূরে অবস্থান করে যে : **দূরস্থ, দূরস্থিত, দূরবর্তী, দূরবর্তিনী** [স্ত্রী]।
দূরে গমন করে যে : **দূরগামী, দূরগামিনী** [স্ত্রী]।
দূরের জিনিস দেখতে পান যিনি : **দূরদর্শী, দূরদর্শিনী** [স্ত্রী]।
দূরের জিনিস দেখার শক্তি : **দূরদর্শিতা**।
দূর্বাঘাসের পাতা : **দূর্বাদল**।
দূর্বাঘাসের পাতার মতো শ্যামবর্ণযুক্ত : **দূর্বাদলশ্যাম**।
দূষিত রক্ত : **বদরক্ত**।
দৃঢ় আলিঙ্গন : **পরিরম্ভ, পরিরম্ভণ**।
দৃঢ় পিনদ্ধের শিথিলকরণ : **বিস্রংস, বিস্রংসন**।
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার : **দৃঢ়প্রতিজ্ঞ**।
দৃঢ় বস্তুর স্বভাব : **দ্রঢ়িমা**।
দৃঢ় ব্রত যার : **দৃঢ়ব্রত**।
দৃঢ়ভাবে লগ্ন : **সুলগ্ন**।
দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত : **শ্লিষ্ট**।
দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা : **সাপট**।
দৃঢ় মূল যার : **দৃঢ়মূল**।
দৃঢ় সংকল্প যার : **দৃঢ়সংকল্প**।
দৃষ্টিবান হয়েও রাতে যে ভাল দেখতে পায় না : **রাতকানা, রাত্র্যন্ধ**।
দৃষ্টি-বিভ্রমকারী খেলার কসরৎ : **ভোজবিদ্যা**।
দৃষ্টি-বিভ্রমজনক খেলা : **ভোজবাজি, ভোজবাজী**।
দৃষ্টি-বিমোহন সূক্ষ্ম সূতী কাপড় : **নয়নসুখ**।
দৃষ্টিপথে পতিত : **নয়নগোচর**।
দৃষ্টির গোচরীভূত প্রমাণ : **দৃষ্টিগোচর**।
দৃষ্টির নিক্ষেপ : **দৃক্‌পাত, দৃষ্টিপাত**।

দৃষ্টির সম্মুখে : **সমক্ষ**।
দৃষ্টিশক্তির আবরণ বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী চক্ষুরোগ : **ছানি**।
দেওঘরের শিব : **বৈদ্যনাথ**।
দেওয়ার অযোগ্য : **অদেয়**।
দেওয়ালে চুনের প্রলেপ দ্বারা কারুকাজ : **পঙ্খ**।
দেখতে ইচ্ছুক : **দিদৃক্ষু, দিদৃক্ষমাণ**।
দেখবার ইচ্ছা : **দিদৃক্ষা**।
দেখা মাত্র মারা : **দেখমার**।
দেখামাত্রই হাসি : **দেখনহাসি**।
দেখার বা পরীক্ষা করার পারিশ্রমিক : **দর্শনী**।
দেখাশোনা বা খবরাখবরের লেনদেন : **যোগাযোগ**।
দেখে ঠিকমতো আন্দাজ বা অনুমান : **ঠাহর**।
দেনা পরিশোধে অনিচ্ছুক : **হেঁচড়া**।
দেবকীর [দৈবকীর] পিতা : **দেবক**।
দেবকের কন্যা : **দেবকী, দৈবকী**।
দেবগণের বা দেবতাগণের গুরু : **দেবগুরু, বৃহস্পতি, সুরগুরু**।
দেবগণের পিতা : **কশ্যপ**।
দেবগণের বাসভূমি : **দেবভূমি, দেবলোক, সুরলোক, সুরালয়**।
দেবতা ও অসুরদের দ্বারা অমৃতলাভের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের আলোড়ন : **সমুদ্রমন্থন**।
দেবতা কর্তৃক দত্ত : **দেবদত্ত**।
দেবতাকে নিবেদন করার জন্যে অঞ্জলিপূর্ণ ফুল : **পুষ্পাঞ্জলি**।
দেবতাকে নিবেদন না করে যে অন্নাদি ভোজন করে : **স্তেন**।
দেবতাকে নিবেদনের সামগ্রী : **নৈবেদ্য**।
দেবতাকে নিবেদিত : **প্রসাদী**।
দেবতাকে নিবেদিত পুষ্প বা পুষ্পমাল্য : **নির্মাল্য**।
দেবতাকে নিবেদিত ভোজ্য সামগ্রী : **প্রসাদ**।
দেবতাকে নিবেদিত সায়ংকালীন ভোগ : **বৈকালিক, বৈকালী**।
দেবতাগণের মাতা : **দেবমাতা, অদিতি**।
দেবতাদের অনুগৃহীত : **দেবানুগৃহীত**।
দেবতাদের অনুগ্রহরূপে গণ্য : **প্রসাদী**।
দেবতাদের আশ্রিত : **দেবাশ্রিত**।
দেবতাদের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য : **নির্মাল্য**।
দেবতাদের দেবতা : **ঋভু**।
দেবতাদের নাম লিখিত যে উত্তরীয় : **নামাবলী**।
দেবতাদের নিমিত্ত গৃহ : **দেবগৃহ, দেবালয়, দেবকুল, দেউল, মন্দির** [আধুনিক]।
দেবতাদের নির্দিষ্ট স্থান : **দেবস্থান, স্বর্গ**।
দেবতাদের প্রতিকূলতা : **দৈববিড়ম্বনা**।
দেবতাদের প্রতি যিনি ব্রতশীল : **দেবব্রত**।
দেবতাদের বৈদ্য : **দেববৈদ্য, ধন্বন্তরী**।
দেবতাদের যে দ্বেষ বা হিংসা করে : **দেবদ্বেষী**।
দেবতাদের শত্রু : **দেবারি, অসুর, দৈত্য**।
দেবতার অংশে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ : **অংশাবতরণ**।

দেবতার অধিষ্ঠানের আসন বা ক্ষেত্র : **পীঠ**।
দেবতার আরতি : **আরত্রিক, নীরাজন**।
দেবতার আশীর্বাদী ফুল ও প্রসাদ : **নির্মাল্য**।
দেবতার উদ্দেশে আহুতি দানের মন্ত্র : **বষট্**।
দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ : **নিবেদন**।
দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত পশু : **দেবপশু**।
দেবতার উদ্দেশে নির্মিত গৃহ : **দেউল, দেবকুল, দেবমন্দির, দেবালয়, দেবগৃহ, মণ্ডপ, মন্দির** [আধুনিক]।
দেবতার উদ্দেশে পশুবধ : **বলি**।
দেবতার উদ্দেশে হবিঃ প্রদান : **স্বধা**।
দেবতার উপাসনার্থ উচ্চার্য পবিত্র শব্দ বা বাক্য : **মন্ত্র**।
দেবতার নামে হাতে-বাঁধা সূতা : **তাগা**।
দেবতার নির্দেশ : **দৈবাদেশ, প্রত্যাদেশ**।
দেবতার পক্ষেও যা দুর্লভ : **দেবদুর্লভ**।
দেবতার প্রিয়পাত্র : **দেবপ্রিয়**।
দেবতার প্রত্যাদেশ কামনায় হত্যা দেওয়া : **প্রতিশয়, প্রতিশয়ন, ধরনা**।
দেবতার ভোগদ্রব্যের গৃহ : **ভোগালয়**।
দেবতার ভোগ-রন্ধনের গৃহ : **ভোগমণ্ডপ**।
দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক গান [মঙ্গল কামনায়] : **মঙ্গলগান**।
দেবতার সদৃশ : **দেবোপম**।
দেবতা হয়েও ঋষি : **দেবর্ষি, নারদ**।
দেবদেবীকে অনিবেদিত মাংস : **বৃথা-মাংস**।
দেবদেবী যেখানে অধিষ্ঠান করেন : **পীঠস্থান**।
দেবদেবীর মূর্তি : **বিগ্রহ, প্রতিমা, দেবপ্রতিমা**।
দেব-ধর্মে ভক্তি : **নিষ্ঠা**।
দেবনগর দেশে প্রথম প্রচলিত অক্ষর : **দেবনাগরী**।
দেব-বরে জাত পুত্র : **দেবপুত্র**।
দেব-মন্দিরের নর্তকী বা পরিচারিকা : **দেবদাসী**।
দেবমহিমা বর্ণনামূলক সংগীত : **সংকীর্তন**।
দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী : **শচি, শচী, ইন্দ্রাণী**।
দেবরাজ ইন্দ্রের সভা : **সুধর্মা**।
দেবরের পত্নী : **জা**।
দেবলোকের নদী : **সুরধনী**।
দেবলোকের নায়ক : **ইন্দ্র**।
দেবলোকের পুরী : **অমরাবতী, সুরপুরী**।
দেবলোকের শিল্পী : **বিশ্বকর্মা**।
দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় : **স্কন্দ**।
দেব-সেবার নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি : **দেবত্র, দেবোত্তর**।
দেবাংশ-জাত নায়কের কাহিনী-সম্বলিত অষ্টাধিক সর্গে রচিত কাব্য : **মহাকাব্য**।
দেবাদির পৃথিবীতে আবির্ভাব : **অবতরণ**।
দেবানুগৃহীত পুত্র : **বরপুত্র**।
দেবালয়ের নর্তকী ও গায়িকা : **দেবদাসী, দেয়াসিনী**।
দেবালয়ের সেবায়েতের পর্যায়ক্রমে

দেবসেবা ও প্রাপ্য গ্রহণের কাল : **পালা**।
দেবী-পক্ষের পূর্ব অমাবস্যা : **মহালয়া**।
দেবী মাতা যার : **দেবমাতৃক**।
দেবোদ্দেশে কৃত : **দেবত্য**।
দেয় ও প্রাপ্য অর্থ : **দেনাপাওনা**।
দেয় বা প্রদত্ত বস্তু : **প্রতিগ্রহ**।
দেয়ালের গায়ে দ্রব্যাদি রাখার গর্ত : **তাক, কুলুঙ্গি, কুলুঙ্গী**।
দেশ পর্যটন : **সফর**।
দেশবাসী কর্তৃক স্বাধীনভাবে দেশ শাসন : **স্বায়ত্তশাসন**।
দেশে প্রচলিত আচার : **দেশাচার**।
দেশের কল্যাণ-সাধনের ব্রত : **দেশহিতব্রত**।
দেশের কল্যাণ-সাধনে ব্রতধারী : **দেশহিতব্রতী**।
দেশের প্রতি শত্রুতা : **দেশদ্রোহ**।
দেশের প্রধান নগর : **পত্তন, পত্তনী**।
দেশের শত্রু : **দেশদ্রোহী**।
দেহই আত্মা — এই মতবাদ : **দেহাত্মবাদ**।
দেহের অবসান [মৃত্যু] : **দেহাবসান, দেহান্ত**।
দেহরক্ষীর কাজ : **পৃষ্ঠরক্ষা**।
দেহ-সৌষ্ঠবযুক্তা নারী : **অঙ্গনা**।
দেহাংশের যে মাংসপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণে অঙ্গ সঞ্চালন হয় : **পেশী**।
দেহে অস্ত্রোপচার বিদ্যা : **শল্যবিদ্যা**।
দেহে অস্ত্রোপচার সহযোগে চিকিৎসা : **শল্যচিকিৎসা**।
দেহে জল-সঞ্চার-হেতু স্ফীতি রোগ : **শোথ**।
দেহের অতীত : **দেহাতীত**।
দেহের অভ্যন্তরে জাত বা দুষ্টব্রণ স্ফোটক : **বিদ্রধি, বিদ্রধিকা**।
দেহের আক্ষেপ বা বেদনা : **অঙ্গগ্রহ**।
দেহের কটি পর্যন্ত অগ্রভাগ : **আগধড়**।
দেহের কটি-পর্যন্ত পশ্চাৎভাগ : **পাছধড়**।
দেহের বাহিরের আচ্ছাদন : **বহিরাবরণ**।
দেহের মধ্যভাগ : **মাজা**।
দৈত্যদের অরি : **দৈত্যারি**।
দৈত্যদের গুরু : **ভার্গব, শুক্রাচার্য**।
দৈত্যরাজ বৃষপর্বের কন্যা : **শর্মিষ্ঠা**।
দৈনিক হিসাবের খাতা : **জাবেদা**।
দৈবী ও মানুষিক আপদ : **ব্যসন**।
দৈহিক বল : **পশুবল, পশুশক্তি**।
দোকানের সারি : **পণ্যবীথি, পণ্যবীথী, পণ্যবীথিকা**।
দোয়ানে বাছুর : **বৎসতর**।
দোল-উৎসবের জন্যে নির্মিত উচ্চ বেদী : **দোলমঞ্চ**।
দোলের আগের দিনের বহ্ন্যুৎসব : **চাঁচর**।
দোষ থেকে মুক্তি : **দোষস্খালন**।
দোষ প্রদর্শনপূর্বক তিরস্কার : **গঞ্জনা, খোঁটা**।
দোহন করে যে [স্ত্রী] : **দুহিতা**।
দোহনকালে গাভীর পদবন্ধনের রজ্জু : **ছাদন**।
দোহনশীলা ধেনু : **দোগ্ধ্রী**।

দোহনের জন্যে আবদ্ধ গাভী বা মহিষী : **ধেনুষ্যা**।
দোহনের যোগ্য : **দুহ্য, দোহ্য**।
দোহারের কাজ : **দোহারকি**।
দোহারের গেয় পদাংশ : **পালি**।
দৌড়াদৌড়ি-জনিত পায়ের শব্দ : **হুটোপাটি**।
দ্যূত বা পাশাখেলার জন্যে আহ্বান : **সমাহ্বয়**।
দ্যূতক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা : **সম্পাত**।
দ্রব অবস্থা থেকে যা কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়েছে : **শীন**।
দ্রব্য তৈরির আদেশ : **ফরমাস**।
দ্রব্য-সম্ভার বহনের রেলগাড়ি : **মালগাড়ি**।
দ্রুত গমনাগমনের নিমিত্ত পদাধারযুক্ত কাষ্ঠাদির যুগল দণ্ড : **রণ-পা**।
দ্রুপদ রাজার পুত্র : **ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী**।
দ্রুপদের কন্যা : **দ্রৌপদী**।
দ্রোণের পুত্র : **দ্রৌণি**।
দ্রৌপদীর পুত্র : **দ্রৌপদেয়**
দ্বাদশ বর্ষকাল : **যুগ**।
দ্বারদেশে নিযুক্ত প্রহরী : **দৌবারিক**।
দ্বারদেশে সাহায্য-প্রার্থী : **দ্বারস্থ**।
দ্বার রক্ষা করে যে : **দ্বারপাল, দ্বাররক্ষী, দ্বারী, দারোয়ান**।
দ্বারের নিম্নকাষ্ঠ : **শিলা, গোবরাট, দৃষদ্**।
দ্বিজ থেকে শূদ্রা-জাত পুত্র : **শৌদ্র**।
দ্বিতল বা তদূর্ধ্ব তল-বিশিষ্ট অট্টালিকা : **বালাখানা**।
দ্বিতীয়বার উল্লেখ : **দ্বিরুক্তি**।
দ্বিতীয়বার পরিণীতা বিধবার পতি : **দিধিষু**।
দ্বিতীয়বার বিবাহ : **দোজপক্ষ**।
দ্বিতীয়বার বিবাহিত পুরুষের জীবিতা প্রথমা পত্নী : **অধিবিন্না, অধ্যূঢ়া, প্রাগূঢ়া**।
দ্বিতীয়বার বিবাহিতা ব্যক্তি : **দোজবরে**।
দ্বিতীয়বার মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে যাতে : **দোমেটে**।
দ্বিতীয় ব্যক্তি : **দোসর**।
দ্বিতীয় মনু : **স্বারোচিষ**।
দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা যার : **দ্বিজিহ্ব**।
দ্বিবিধ জন্ম যার : **দ্বিজ**।
দ্বীপে জন্ম যার : **দ্বৈপায়ন**।
দ্বৈত শাসিত রাজ্য : **দ্বৈরাজ্য**।
দ্ব্যর্থক বাক্য : **শ্লেষোক্তি**।

ধ

ধন দান করেন যিনি [স্ত্রী] : **ধনদা, ধনদায়িনী, ধনদাত্রী, ধনদায়িকা**।
ধন যার কুবেরের তুল্য : **ধনকুবের**।
ধন সংরক্ষণের স্থান : **ধনাগার, কোষাগার**।
ধন লাভ করতে ইচ্ছুক : **ধনার্থী, ধনলিপ্সু**।
ধনশালী ব্যক্তি : **ধনী, বড়োলোক**।
ধন-সম্পত্তিতে অধিকার : **স্বত্ব**।
ধন-সম্পত্তির প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত

: **বিষয়াসক্ত**।
ধন-সম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ : **বিষয়াসক্ত**।
ধন-সম্পদ ভোগে অনিচ্ছা : **বিষয়-বিতৃষ্ণা, বিষয়-বিরাগ, বিষয়-বৈরাগ্য**।
ধনাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী : **ধনাধ্যক্ষ**।
ধনাদি রক্ষার জন্য গুপ্ত কক্ষ : **চোর-কুঠুরী**।
ধনী ব্যক্তির মতো আচরণ : **বড়মানসি**।
ধনীর বাসগৃহ : **হর্ম্য**।
ধনুকই যার জীবিকার উপকরণ : **ধানুকী**।
ধনুকে বাণ যোজনা : **শরসন্ধান**।
ধনুকের অগ্রভাগ : **ধনুষ্কোটি**।
ধনুকের ছিলা : **গুণ, জ্যা, ধনুর্গুণ, মৌর্বী, শিঞ্জিনী**।
ধনুকের ছিলা বা জ্যা আকর্ষণের শব্দ : **ধনুষ্টংকার, টংকার, টঙ্কার, বিস্ফার, নির্ঘোষ**।
ধনুকের সাহায্যে যুদ্ধ করে যে : **ধানুকী**।
ধনুকের হুল : **অটনি, অটনী**।
ধনুকে শর যোজনা : **অধিরোপণ**।
ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ : **ধানুষ্ক**।
ধনের অহংকার [অভিমান] : **ধনগর্ব, ধনাভিমান, ধনগৌরব**।
ধনের দেবতা : **কুবের**।
ধনের প্রলোভন জয় করেছেন যিনি : **ধনঞ্জয়**।
ধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ : **সম্প্রয়োগ**।
ধব [পতি] নেই যার [স্ত্রী] : **বিধবা**।
ধবল রোগ : **শ্বিত্র, শ্বেতকুষ্ঠ, শ্বেতী**।
ধরবার জন্যে মাছকে যে খাদ্য দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয় : **চার**।
ধরিত্রীর [পৃথিবীর বা বসুন্ধরার] কন্যা : **সীতা**।
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ : **চতুর্বর্গ**।
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লোকাচার ও তত্ত্বজ্ঞানে যিনি অভিজ্ঞ : **ষট্প্রজ্ঞ**।
ধর্ম আচরণ করেন যিনি : **ধর্মাচারী**।
ধর্মই আত্মা যার : **ধর্মাত্মা**।
ধর্মই যার প্রাণস্বরূপ : **ধর্মপ্রাণ**।
ধর্ম ধ্বজা যার : **ধর্মধ্বজী**।
ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান : **মোমিন**।
ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট [চ্যুত] : **ধর্মচ্যুত, ধর্মভ্রষ্ট**।
ধর্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ : **ধর্মযুদ্ধ**।
ধর্মসঙ্গত বুদ্ধি বা ধর্মচালিত বুদ্ধি : **ধর্মবুদ্ধি**।
ধর্ম, সত্য ও ন্যায়ের জন্যে আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি : **শহিদ, শহীদ**।
ধর্ম সাক্ষী রেখে যাকে ভাইরূপে গ্রহণ করা হয়েছে : **ধর্মভাই, ধর্মভ্রাতা**।
ধর্মহানি ও পাপকে ভয় করে যে : **ধর্মভীরু**।
ধর্মহানি ও পাপ সম্পর্কে ভীতি : **ধর্মভয়**।
ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্যে নির্দিষ্ট দিন : **পর্ব**।
ধর্মার্থে তীর্থ-ভ্রমণ : **পরিব্রজ্যা**।
ধর্মের নিগূঢ় রহস্যজ্ঞ মরমী মুসলমান

সম্প্রদায় : **সুফী**।
ধর্মের পত্নী মেধার কন্যা : **স্মৃতি**।
ধর্মের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি : **ধর্মিষ্ঠ**।
ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে যার : **ধর্মশীল**।
ধর্মের বিরুদ্ধতা করে যে : **ধর্মদ্রোহী, ধর্মদ্বেষী**।
ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করে যে : **ধর্মদ্রোহী, পাষণ্ড, পাষণ্ডী** [স্ত্রী]।
ধর্মের ভক্তা বা সেবিকা : **সারিন্যা**।
ধাইয়ের বা ধাত্রীর মেয়ে : **ধাত্রেয়ী, ধাত্রেয়িকা**।
ধাতু গলাবার পাত্র : **মুচি, মুষা, মূষা**।
ধাতু-নির্মিত দীপাধার : **পিলসুজ**।
ধাতু বা পাথর দিয়ে যারা মূর্তি নির্মাণ করে : **ভাস্কর**।
ধানকাটা মাঠে পতিত ধান্য সংগ্রহ : **শিলোঞ্ছ, শীলোঞ্ছ**।
ধানকাটা মাঠে পতিত ধান্য সংগ্রহই যার জীবিকা : **শিলোঞ্ছজীবী, শীলোঞ্ছজীবী**।
ধান থেকে জাত : **ধেনো**।
ধান প্রভৃতি গাছের ডাঁটা : **স্তম্ব**।
ধান-ভানার পারিশ্রমিক : **ভাচা**।
ধান-ভানার সময় গড়ে ধান নাড়া : **সেঁকে, সেঁকেত, সাঁকাল**।
ধান মাড়াইয়ের উদ্দেশ্যে খামারের মধ্যস্থলে প্রোথিত খুঁটি : **মেইখুঁটি**।
ধান, মুগ, তিল, যব ও শ্বেত সরিষা : **পঞ্চশস্য**।
ধানের খড় : **বিচালি**।
ধানের মতো রং যার : **ধানী**।
ধানগাছের শস্যহীন নাল : **পোয়াল**।
ধান্যসমেত খড়ের গাদা : **পালুই**।
ধান্যাদি শস্যের খোসা : **তুষ, তুস**।
ধারার আকারে নিক্ষিপ্ত : **বর্ষিত**।
ধার্মিকের আদর্শ : **ধর্মবীর**।
ধীর গতি যার : **ধীরগতি, মন্থরগতি**।
ধীবে ধীরে তাপ প্রয়োগ : **সেঁক, সেক**।
ধীশক্তি আছে যার : **ধীমান্, ধীমান**।
ধূতরা থেকে জাত : **ধুস্তুরী**।
ধুনা পোড়াবার পাত্র : **ধুনুচি, ধুনাচি**।
ধুর [গঙ্গা] জটাতে যাঁর : **ধূর্জটি**।
ধুর বা ভার বহন করে যে : **ধুরন্ধর, ধুর্ধর**।
ধূপের গন্ধের দ্বারা সুগন্ধীকরণ : **ধূপন**।
ধূপের গন্ধের দ্বারা সুগন্ধীকৃত : **ধূপিত, ধূপায়িত, অবধূপিত**।
ধূম কেতু যার : **ধূমকেতু**।
ধূমবর্ণা মহাবিদ্যা : **ধূমাবতী**।
ধূমের মতো আভা যার : **ধূমাভ**।
ধূম্রবর্ণ অক্ষি যার : **ধূম্রাক্ষ, ধূম্রলোচন**।
ধূম্রবর্ণ জটা যাঁর : **ধূর্জটি** *।
ধূর্ত প্রগল্‌ভ ব্যক্তি : **ফক্কড়**।
ধূর্ত বা শঠ লোক : **বিট, টেটন, টেটনী** [স্ত্রী]।
ধূর্ত বা শঠ লোককে রক্ষা করে বা আশ্রয় দান করে যে : **বিটপ**।
ধূর্তের স্বভাব : **ধৌর্তক**।

---
* মহাভারত মতে

ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ার উৎসব : **ধূলট**।
ধূলায় পরিণত : **ধূলিসাৎ**।
ধূলিতে শয়ন : **ধূলিশয্যা, ভূমিশয্যা, ভূশয়ন**।
ধূলিতে শায়িত : **ধূলিশায়িত, ভূশায়িত**।
ধূলির দ্বারা ধূসরিত : **ধূলিধূসর, ধূলিধূসরিত, ধূলিমলিন**।
ধূলোর মতো রং যার : **পাংশুল, পাংশুবর্ণ**।
ধূলোর মতো লবণ : **পাংশব**।
ধৃত রাষ্ট্র যার দ্বারা : **ধৃতরাষ্ট্র**।
ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই : **বিদুর**।
ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা : **দুঃশলা**।
ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা : **জয়দ্রথ**।
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র : **ধার্তরাষ্ট্র**।
ধৃষ্টা বণিক-কন্যা : **বেনেঢেটী**।
ধৈর্য অবলম্বন : **সবুর**।
ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে যার : **ধৈর্যচ্যুত**।
ধৈর্য থেকে চ্যুতি : **ধৈর্যচ্যুতি, ধৈর্যহানি**।
ধোঁকা দিতে নিপুণ : **ধোঁকাবাজ**।
ধোঁয়ার মতো কদাকার ও কৃষ্ণবর্ণ মোটা ব্যক্তি : **ধূমসা, ধূমসী** [স্ত্রী]।
ধোঁয়ার মতো রং যার : **ধূমল, ধূম্রাভ**।
ধোপা যে তক্তার ওপর কাপড় আছড়িয়ে কাচে : **পাটা, পট্ট**।
ধোয়ানের ব্যয় : **ধোয়ানি, ধোয়ানী**।
ধোলাই-করা পরিপাটি : **ধোপদস্ত, ধোপদুরস্ত**।
ধ্যান করেন যিনি : **ধ্যানী**।
ধ্যানজনিত গম্ভীর : **ধ্যানগম্ভীর**।
ধ্যানে নিমগ্ন : **সমাহিত**।
ধ্রুবের জননী : **সুনীতি**।
ধ্রুবের বিমাতা ও উত্তমের জননী : **সুরুচি**।
ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা : **ভগ্নাবস্থা**।
ধ্বংসপ্রাপ্তির পর কিছু টিকে থাকা : **ধ্বংসাবশেষ, ধ্বংসাবশিষ্ট**।
ধ্বংস, সৃষ্টি ও পালনের কর্তা : **হর্তাকর্তা-বিধাতা**।
ধ্বংসে উদ্যত : **বিনাশোন্মুখ**।
ধ্বজের অধোমুখ বস্ত্র : **অবচূড়**।
ধ্বনি থেকে জাত ক্রমবিলীয়মান ধ্বনিসমূহ : **অনুরণন**।
ধ্বনিময় পাদভূষণ বা চরণালঙ্কার : **মঞ্জীর**।
ধ্বান্তের অরি [অরী] : **ধ্বান্তারি, ধ্বান্তারী** [সূর্য]।

ন

নকশা আছে যাতে : **নক্শী**।
নকুল ও দ্রৌপদীর পুত্র : **শতানীক**।
নকুল ও সহদেবের মাতুল : **শল্য**।
নকুলের অজ্ঞাতবাসকালীন ছদ্মনাম : **গ্রন্থিক**।
নকুলের গুপ্তনাম : **জয়সেন**।
নকুলের পুত্র : **নাকুলি**।
নকুলের রণশঙ্খ : **সুঘোষ**।
নখ কাটার অস্ত্র : **নরুন**।
নখর-যুক্ত পশুপাখি : **নখী**।

নখের আঁচড় : **নখরাঘাত**।
নগদ টাকা : **রোক, রোকড়**।
নগদ টাকার খাজনা : **নগদান**।
নগদ হিসাব লেখার খাতা : **নগদান**।
নগর, গ্রাম অথবা নদী ও পর্বতাদির নিকটস্থ স্থান : **পরিসর**।
নগর ও গ্রাম প্রভৃতি জনপদ : **লোকালয়**।
নগর বা গৃহ থেকে বহির্গমন : **প্রবহ**।
নগরে বাস করে যে : **নগরবাসী, পুরবাসী**।
নগরের অধিবাসিনী বা রসিকা রমণী : **নাগরিকা, নাগরী**।
নগরের কর্তা বা তত্ত্বাবধায়ক : **পুরাধ্যক্ষ**।
নগরের প্রধান রাস্তা : **রাজপথ**।
নগরের লোক বা চতুর প্রণয়ী : **নাগর**।
নগরের সমীপস্থ স্থান : **উপনগর**।
নড়ন-চড়নে শক্তিহীন : **জড়সড়, জবুথবু**।
নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি : **ছকড়**।
নতুন খেজুর গুড় : **নলেন**।
নতুন গুড়ের বরফি : **পাটালি, পাটালী**।
নতুন চাল ভক্ষণের উৎসব : **নবান্ন**।
নতুন তৃণে সবুজ স্থান : **শাদ্বল**।
নতুন বিবাহিতা স্ত্রী : **নবোঢ়া**।
নতুন বৃষ্টির জল : **নবোদক**।
নতুন পত্রযুক্ত কচি ডালের অগ্রভাগ : **পল্লব**।
নতুন পাতা গজান : **পত্রোদ্গম**।
নদী ইত্যাদির আবর্তিত জল : **আওড়**।
নদী ইত্যাদির জলস্ফীতি : **প্লাবন**।

নদী ইত্যাদির জলে প্রতিমার বিসর্জন : **ভাসান**।
নদী ইত্যাদির জলের আঘাতে বা বালিতে যে জমি নষ্ট হয়ে গেছে : **শিকস্তী, শিকস্তি, সিকস্ত, সিকস্তি**।
নদী ইত্যাদির বালুকাময় তীরের যে পর্যন্ত জোয়ারের জল ওঠে : **পুলিন**।
নদী ও বৃষ্টির জলে জমি সিক্ত হয়ে যে দেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় : **দ্বৈমাতৃক**।
নদী ও সমুদ্রের বা একাধিক নদীর মিলনস্থল : **সঙ্গম**।
নদীতে উপগতা নদী : **উপনদী**।
নদী-পারাপারের শুল্ক হিসেবে খেয়ার বিস্তর কড়ি : **মহাদান**।
নদী-পারাপারের জন্যে যে ঘাটে নৌকা থাকে : **খেয়া, খেয়াঘাট, ঘাট, তরঘাট, পারঘাট**।
নদী প্রভৃতির এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে গমন বা যাত্রা : **পাড়ি**।
নদী প্রভৃতির পলিমাটি : **পলল**।
নদী বা খালের কূলে প্রাপ্ত স্থান : **কোলা**।
নদী বা জলাশয়ের প্রান্ত ভাগ : **কচ্ছ**।
নদী বা সমুদ্রগামী জাহাজের প্রধান মাঝি : **সারেং**।
নদী বা সমুদ্রের গভীর ও ঘূর্ণিময় অংশ : **দহ**।
নদী মাতা যে দেশের : **নদীমাতৃক**।
নদী-মোহনায় পলিমাটির দ্বারা সৃষ্ট

ত্রিকোণাকার দ্বীপ : বদ্বীপ।
নদী যেখানে সমুদ্রে পতিত হয় : মোহনা, মোহানা।
নদীর আওড় : রায়ভাটি।
নদীর উচ্চ তীর : অতট।
নদীর উভয় তীরের মধ্যে নৌকা চালনা [বাহন] : পারাপার।
নদীর ঘোলা জল থেকে থিতিয়ে জমা নরম মাটির স্তর : পলি।
নদীর জলবৃদ্ধি : বান।
নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন : ভাসান।
নদীর জলোচ্ছ্বাস : বন্যা।
নদীর তটদেশ : বেলাভূমি।
নদীর তীরবর্তী বাণিজ্যস্থান : বন্দর।
নদীর তীরে জাহাজ ভিড়বার স্থান : বন্দর।
নদীর দুই তীরের মধ্যবর্তী স্থান : নদীগর্ভ, নদীখাত।
নদীর নিচের দিকের বাঁক : ভাটিবাঁক।
নদীর বালুকাময় তট : সৈকত।
নদীর বাঁকে অবরুদ্ধ যে জলস্রোত : বাঁওড়।
নদীর বাঁকের কোলে অল্প স্রোত : রায়ভাটা, রায়ভাটি।
নদীর বিপরীত তীর : পার।
নদীর যেখানে জলাবর্ত সৃষ্টি হয় : ঘোল।
নদীর সমীপবর্তী বেতসকুঞ্জ বা বেতবন : বঞ্জুল।
নদীর স্রোতের অনুকূল দিক : ভাঁটা, ভাঁটি, ভাটা, ভাটি।
নদীর স্রোতের প্রতিকূল বা বিপরীত দিক : উজান।
ননদের স্বামী : নন্দাই।
নন্দন-কাননের অভীষ্টপ্রদা লতা : কল্পলতা।
নন্দের পত্নী : যশোদা।
নবজাত সন্তানের জননী : পোয়াতী।
নবদম্পতির নিমিত্ত রচিত পুষ্পময় শয্যা : ফুলশয্যা।
নবনীতযুক্ত [সস্নেহ] মথিত দধি : ঘোল।
নব পত্রের সমাহার : নবপত্রী।
নব-প্রসূতা গাভী : ধেনু।
নববধূর সঙ্গে পরিচয় : বউপরচা।
নববর্ষের হিসাবের খাতা : হালখাতা।
নব-বিবাহিতা নারী : কন্যা [কনে]।
নবম-বর্ষীয়া কন্যা : রোহিণী।
নবযৌবনপ্রাপ্ত কিশোর : তরুণ, তরুণী [স্ত্রী]।
নবযৌবনপ্রাপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট : ডবকা।
নং রসের প্রথম রস : আদিরস, শৃঙ্গার।
নবাবের কন্যা : নবাবজাদী।
নবাবের পুত্র : নবাবজাদা।
নবীন-যৌবনা যুবতী : তরুণী।
নমস্কারের বদলে নমস্কার : প্রতি-নমস্কার।
নমস্কারের যোগ্য : নমস্য।
নমাজ পড়বার জন্যে পাতা মাদুর বা কার্পেট : মছলন্দ, মসলন্দ।
নম্রতা স্বভাব যার : নম্র, নম্র-স্বভাব।
নয়' আকারযুক্ত : নিরাকার।

নয়ন ও মনোরঞ্জনকারী সৌন্দর্য : **বাহার**।

নয়নরঞ্জন চিত্র যার : **সুচিত্র, সুচিত্রা** [স্ত্রী]।

নয় পত্রিকার সমাহার : **নবপত্রিকা**।

নয় রত্নের সমাহার : **নবরত্ন**।

নয় হাজির : **গরহাজির**।

নয়নের প্রীতিকর : **নয়নাভিরাম**।

ন যযৌ ন তস্থৌ : **যবস্থব, জবুস্থবু**।

নরকের যে স্থানে পাপীকে তপ্ত তৈলে ভাজা বা পাক করা হয় : **কুম্ভীপাক**।

নরনারীর মিলন-সম্পর্কিত : **যৌন**।

নবম শাঁসের কচি নারকেল : **নেয়াপাতি**।

নবমুণ্ডের মালাধারী : **মুণ্ডমালী, মুণ্ডমালিনী** [স্ত্রী]।

নরমুণ্ডের মাল্য : **মুণ্ডমালা**।

নর-শরীরে অবস্থিত ভগবান : **নারায়ণ**।

নরুনের মতো সরু পাড়যুক্ত কাপড় : **নরুনপেড়ে**।

নরের মতো : **বানর**।

নরের মধ্যে যিনি উত্তম : **নরোত্তম**।

নর্তকীর দল : **তয়ফা**।

নর্তকীর বেশ : **লাসবেশ**।

নর্দমার উপরিস্থ ঝাঁঝরি : **মুহরি**।

নলকাঠির বোনা চাঁচ : **দরমা**।

নলকুবরের পত্নী : **রম্ভা**।

নল রাজার পিতা : **বীরসেন**।

নলাকার ভুজাস্থি : **নলক**।

নষ্টচন্দ্রের তিথি [ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী] : **হরিতালী, হরিতালিকা**।

নষ্ট দ্রব্যের উচিত মূল্য দেওয়া : **ক্ষতিপূরণ**।

নষ্ট বস্তুর অন্বেষণ : **মৃগণা**।

নষ্ট বা হারানো দ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তি : **নষ্টোদ্ধার**।

নস্যের ডিবা [পাত্র] : **নাসদান, নাসদানি, নাসদানী**।

নহুষ রাজার পুত্র : **যযাতি**।

নাক-ফোঁড়া গোরু : **নস্তিত, নস্যোত**।

না-কম না-বেশি : **টায়টোয়, টায়টোয়ে**।

নাকী সুরে কথা বলে যে : **নাকু**।

নাকী সুরে ক্রন্দন : **নাকীকান্না**।

নাকের সোনার বা মুক্তোর দুল : **নোলক**।

নাগরের ভাব : **নাগরালি, নাগরালী**।

নাচগানের আসর বা মজলিস : **মজলিশ, মজলিস, মহফিল**।

নাচের ছন্দে বাঁধা গান : **লাচাড়ী**।

নাচের নিমিত্ত যে ঘর : **নাচঘর**।

নাছোড়বান্দা নারী বা পুরুষ : **ভবী**।

নাটক বা পাঁচালী গানের বিষয় : **পালা**।

নাটকাভিনয়ের শেষে মঞ্চপর্দার পতন : **যবনিকাপতন, যবনিকাপাত**।

নাটকে নাট্য-প্রস্তাবক প্রধান নট : **সূত্রধার**।

নাটকে নিজের মনে কৃত উক্তি : **স্বগতোক্তি**।

নাটকের অঙ্ক সূচনায় বিগত ও আগামী নীরস ঘটনাবলীর কথক : **বিষ্কম্ভক**।

নাটকের অভিনয় : **নাট্যাভিনয়**।

নাটকের অভিনয় গৃহ : **থিয়েটার**,

নাট্যশালা।
নাটকের চরিত্র : **পাত্র**।
নাটকের চরিত্রাবলীর পরস্পর কথোপকথন : **সংলাপ**।
নাটকের দৃশ্য-চিত্রিত পট : **দৃশ্যপট**।
নাটকের পাত্রপাত্রীগণ : **কুশীলব**।
নাটকের প্রধান নারী-চরিত্র : **নায়িকা**।
নাটকের প্রধান পুরুষ-চরিত্র : **নটবর, নায়ক**।
নাটকের অঙ্ক-সূচনায় যে চরিত্রের মুখে বর্ণিত বিগত ও আগামী নীরস ঘটনাবলী : **বিষ্কম্ভ**।
নাটকের সূচনায় সুসম্পন্নতা কামনা করে দেবতার স্তুতি গান করেন যিনি : **নান্দিকর, নান্দীকর, সূত্রধার**।
নাটকে সূত্রধর কর্তৃক নাটকের বিষয়-বস্তুর অবতারণা : **প্রস্তাবনা**।
নাট্যরঙ্গের [নাট্যাভিনয়ের] নিমিত্ত মঞ্চ : **রঙ্গমঞ্চ**।
নাড়ী টিপে যে রোগ নির্ণয় করে : **নাড়ী-টেপা**।
নাতনীর স্বামী : **নাতজামাই**।
নাতিস্থূলা, নাতিকৃশা, দীর্ঘকায়া, দীর্ঘকেশা, কোপনস্বভাবা, রতি-সমুৎসুকা নারী : **শঙ্খিনী**।
নাতীর স্ত্রী : **নাতবৌ**।
নানা অছিলায় কথার পরিবর্তন : **টালবাহানা**।
নানা অজুহাতে কাল অপহরণ : **টালবাহানা**।
নানা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি : **বারোভূত**।
নানা কর্মে নিপুণ : **চৌকস, চৌখশ**।
নানা দ্রব্যাদি রাখবার জন্যে দড়ির ঝুলন্ত আধার : **শিকা, সিকা**।
নানা প্রকার খণ্ড : **বহুধা**।
নানা বনফুলে রচিত আজানুলম্বিত মালা [কৃষ্ণের] : **বনমালা**।
নানা বিষয়ে আহৃত অল্প অল্প জ্ঞান : **পল্লবগ্রাহিতা**।
নানা বিসদৃশ বস্তুর সংমিশ্রণ : **জগাখিচুড়ি**।
নানা রকমের : **রকমারি**।
নানা রঙের লম্বা রেখা দ্বারা চিহ্নিত : **ডোরাকাটা**।
নানারূপ চিত্রযুক্ত : **বিচিত্রিত**।
নানারূপ রঙে চিত্রবিচিত্রিত : **রঙচঙে**।
না-পাকা না-কাঁচা : **ডাঁসা, আধপাকা**।
নাপিতের ক্ষুরাদির আধার : **ভাঁড়**।
নাপিতের নখ-কাটার অস্ত্র : **নরুন**।
না-বেশী না-কম : **টায়টায়**।
নাভিতে অবস্থিত মণিপুরচক্র : **নাভিচক্র**।
নাভি থেকে জানু পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র : **অন্তরীয়**।
নাভি থেকে পা পর্যন্ত দেহাংশ : **অধমাঙ্গ, নিম্নার্ধ, পশ্চার্ধ**।
নাভি পদ্মের মতো : **নাভিপদ্ম**।
নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার : **ললন্তিকা**।
নাভির ওপরের দেহাংশ : **পূর্বকায়, উত্তমাঙ্গ**।
নাভির নিম্নভাগ : **জঘন**।

নাভিস্থ পদ্ম : **নাভিপদ্ম**।
নাম ও ঠিকানা : **নামধাম**।
নাম, খ্যাতি আছে যার : **নামজাদা, নামী**।
নাম লিখিত বা খোদাই করা হয়েছে যাতে : **নামাঙ্কিত**।
নামাজ পড়ার জন্য সবাইকে আহ্বান করে যে মন্ত্রপাঠ : **আজান**।
নামে কুৎসা বা অপযশ : **বদনাম**।
নামের [আবলি] আবলী : **নামাবলি, নামাবলী**।
নামের উচ্চারণ : **নামোচ্চারণ**।
নামের উল্লেখ : **নামোল্লেখ**।
নায়ক থেকে বিচ্ছিন্না নায়িকা : **বিরহবতী, বিরহিণী**।
নায়ক-নায়িকার অভিমান-জনিত কলহ : **মানকলি**।
নায়ক-নায়িকার গোপন মিলনের স্থান : **সঙ্কেত**।
নায়ক-নায়িকার গোপনে রসালাপ : **রহস্যালাপ**।
নায়ক-নায়িকার প্রীতিকর বিষয় : **বিনোদ**।
নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদে যে নাটকের পরিসমাপ্তি হয় : **বিয়োগান্ত**।
নায়ক-নায়িকার বিরহ বা মিলন-সংগীত : **রেক্তা**।
নায়ক-নায়িকার মিলন-সজ্জা : **শিঙ্গার, শৃঙ্গার**।
নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্বের অনুরাগ : **পূর্বরাগ**।
নায়ক-নায়িকার সম্ভোগমূলক রস : **শৃঙ্গার**।
নায়ক-নায়িকার সম্ভোগাভাব : **বিপ্রলম্ভ**।
নায়কের অন্য নায়িকা-গমন-হেতু কোপবতী নায়িকা : **মানিনী**।
নায়কের আসার আশায় যে নায়িকা নিজেকে এবং বাসরগৃহ সাজিয়ে রাখে : **বাসকসজ্জা, বাসকসজ্জিকা, বাসসজ্জা**।
নায়কের জন্যে সংকেত-স্থানে যে নায়িকা গমন করে : **অভিসারিকা**।
নায়কের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরায়ণা নায়িকা : **মুগ্ধা**।
নায়কের প্রতি নায়িকার যে অনুরাগ : **প্রেম, প্রেমানুরাগ, ভালোবাসা**।
নায়কের মনোরঞ্জনকারী হাস্যরসপ্রিয় সহচর : **বিদূষক**।
নায়কের সঙ্গে কলহ করে ব্যবধানে থেকে যে নারী অনুতাপ করে : **কলহান্তরিতা**।
নায়কের স্বয়ংকৃত দৌত্যকর্ম : **স্বয়ংদৌত্য**।
নায়িকা থেকে বিচ্ছিন্ন নায়ক : **বিরহী**।
নায়িকার অভিমান দূরীকরণ : **মানভঞ্জন**।
নায়িকার প্রতি নায়কের যে অনুরাগ : **প্রেম, প্রেমানুরাগ, ভালোবাসা**।
নায়িকার হস্তধৃত বিলাস-পদ্ম : **লীলাকমল, লীলাপদ্ম**।
নারকেলের ভেতরে জাত অঙ্কুর : **কোপল**।
নারকেলের মালায় প্রস্তুত ভিক্ষাপাত্র

: **কড়ঙ্গ**।
নারদের বীণা : **মহতী**।
নারায়ণী সেনা : **সংশপ্তক**।
নারায়ণের তেজঃ-সম্ভূতা শক্তি : **নারায়ণী**।
নারিকেল ইত্যাদি ফলের খোসা : **ছোবড়া**।
নারিকেলের কঠিন খোলের পাত্র : **মল্লক, মালা**।
নারিকেলের বাটির আকারে শক্ত খোল : **মালা**।
নারীদের কবরী বেষ্টনের ফুলের মালা : **সরুচি**।
নারীদের রতিকালীন ধ্বনি : **শীৎকার**।
নারীর উত্তরীয় বস্ত্র : **নিচোল**।
নারীর কটিবস্ত্র : **নীবি, নীবী, নীবিবন্ধ**।
নারীর কটিভূষণ [চন্দ্রহার] : **রশনা**।
নারীর কেশের বিন্যাস : **কবরী**।
নারীর পাদনূপুর : **পাঁজর, পাঁজড়**।
নারীর প্রণয়-ব্যাপারে নির্লজ্জতা : **প্রাগল্ভ্য**।
নারীর সিঁথিতে পরার অলংকার : **সিঁতি, সিঁথি, সীঁথি, সিঁতাপাটী, সিঁথিপাক**।
নারীর সুকুমার নৃত্য : **লাস্য**।
নারী-সুলভ চাতুরী : **স্ত্রীকলা**।
নালের সঙ্গে যুক্ত : **সনাল**।
নাসিকাগত বায়ুর নির্গম : **নিঃশ্বাস, নিশ্বাস**।
নাসিকাপথে গৃহীত বায়ু : **প্রশ্বাস**।
নাসিকার ক্ষতরোগ : **পীনস**।
নাসিকার ছিদ্র : **নাসারন্ধ্র**।
নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত : **অনুনাসিক**।
নাসিকার হিতকর তামাক-চূর্ণ : **নস্য**।
নিঃশেষে উক্ত হয়েছে যে গ্রন্থে : **নিরুক্ত** [বেদ]।
নিঃশেষে ভর যাতে : **নির্ভর**।
নিঃশেষে যে জল পান করা হয়েছে : **নিপীত**।
নিঃশেষে লীন : **নিলীন**।
নিঃস্ব হয়েও যে বাইরে বাবুয়ানা দেখায় : **ফতোবাবু**।
নিকটে থাকে যে : **নিকটবর্তী, নিকটস্থ**।
নিকটে বা পাশাপাশি বাস করে যারা : **প্রতিবাসী, প্রতিবেশী, পড়শী**।
নিকষ প্রস্তরে পরীক্ষিত : **নিকষিত, নৈকষ্য**।
নিকষার পুত্র : **নৈকষেয়**।
নিকৃষ্ট গতি যেখানে [মৃত্যুর পর] : **নিরয়** [নরক]।
নিকৃষ্টভাবে যার জন্ম : **বেজন্মা**।
নিখুঁত ও অতীব সুন্দর : **সুষ্ঠু**।
নিখুঁত গড়নের সৌন্দর্য : **অঙ্গসৌষ্ঠব**।
নিগূঢ় অর্থপূর্ণ : **ভাবগর্ভ**।
নিচ থেকে উপরে ঘুরপাক খাবার দোলনা : **নাগরদোলা**।
নিচ বংশে যার জন্ম : **নীচযোনি, লঘুভব**।
নিচুল গাছ : **হিজ্জল**।
নিজেই নিজের পতি নির্বাচন : **স্বয়ংবর**।
নিজেই নিজের পতি নির্বাচন-কারিণী

: **স্বয়ংবরা**।
নিজেকে পণ্ডিত বলে যে অভিমান করে : **পণ্ডিতমানী, পণ্ডিতাভিমানী**।
নিজেকে যে পণ্ডিত বলে মনে করে : **পণ্ডিতম্মন্য**।
নিজের অর্জিত : **স্বোপার্জিত**।
নিজের ইচ্ছা : **স্বেচ্ছা**।
নিজের ইচ্ছামতো : **স্বচ্ছন্দ**।
নিজের ইচ্ছায় মৃত্যু : **ইচ্ছামৃত্যু, স্বেচ্ছামৃত্যু**।
নিজের ইচ্ছাযুক্ত : **স্বৈর**।
নিজের ওপর উৎকর্ষ আরোপ : **অভিমান**।
নিজের ইষ্টসাধন : **স্বার্থসাধন, স্বার্থসিদ্ধি**।
নিজের কৃত কর্মের ফল : **স্বখাতসলিল**।
নিজের চক্ষুর দ্বারা : **স্বচক্ষে**।
নিজের জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক : **স্বজাতি**।
নিজের জীবিকা : **স্ববৃত্তি**।
নিজের দেশ ভিন্ন অন্য দেশ : **বিদেশ**।
নিজের দ্বারা কৃত : **স্বকৃত**।
নিজের দ্বারা খনিত : **স্বখাত**।
নিজের নামেই প্রসিদ্ধ : **স্বনামখ্যাত, স্বনামধন্য**।
নিজের নির্দিষ্ট স্থান : **স্বস্থান**।
নিজের পদমর্যাদার জন্যে অহঙ্কার : **পায়াভারি**।
নিজের. পৈতৃক গ্রাম : **স্বগ্রাম**।
নিজের প্রয়োজন : **স্বার্থ**।
নিজের বশ : **স্ববশ**।
নিজের বাসভবন : **স্বগৃহ**।
নিজের ভাব : **স্বভাব**।
নিজের মত : **স্বমত**।
নিজের মনে আত্মকথন : **স্বগত**।
নিজের মনের কল্পিত কথা : **স্বকপোল-কল্পনা**।
নিজের স্ত্রীতে অন্য পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান : **ক্ষেত্রজ**।
নিজের হস্তগত : **আত্মসাৎ**।
নিজের হাতে নামসহি : **দস্তখত, স্বাক্ষর**।
নিজের হাতে যা দান করা হয়েছে : **স্বহস্তদত্ত**।
নিজের হিতচিন্তা পরিত্যাগ : **স্বার্থত্যাগ**।
নিজে সর্বেসর্বা — এই ভাব : **হামবড়া**।
নিতান্ত অসহায় অবস্থা : **বিঘোর, বেঘোর**।
নিতান্তই নিজের মনগড়া : **স্বকপোল-কল্পিত**।
নিতান্ত ক্ষুদ্র : **পুচকে, ফুচকে**।
নিতান্ত স্তব্ধ : **নিস্তব্ধ**।
নিত্যনিয়মিত অন্নাদি দানের ব্রত : **সদাব্রত, সদাদান**।
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখার ছোট হালকা বাক্স : **হাতবাক্স**।
নিত্যসঙ্গী অনুচর : **ল্যাংবোট**।
নিদাঘ সম্বন্ধীয় : **নৈদাঘ, নিদাঘীয়, নৈদাঘিক**।
নিদারুণ বিপদ : **প্রমাদ**।
নিদারুণভাবে দগ্ধ করে যে সময় : **নিদাঘ**।
নিদ্রাজড়িত অলস : **নিদ্রালস**।

নিদ্রা থেকে উত্থিত [জাগরিত] : **সুপ্তোত্থিত, সুপ্তোত্থিতা** [স্ত্রী]।
নিদ্রা নেই যার : **বিনিদ্র, বীতনিদ্র**।
নিদ্রাবস্থা থেকে উত্থিত : **নিদ্রোত্থিত**।
নিদ্রার অভাব : **অনিদ্রা, নিদ্রাহীনতা**।
নিদ্রার অভিলাষ : **সুপ্তীচ্ছা, সুষুপ্সা**।
নিদ্রার আদি ও অন্তে আলস্য ভাব : **তন্দ্রা**।
নিদ্রার আবেশ : **তন্দ্রা**।
নিদ্রার ভঙ্গ : **নিদ্রাভঙ্গ, বিনিদ্রা**।
নিদ্রালু যা ইচ্ছা করে : **খট্টা**।
নিদ্রিত অবস্থায় অনুভূত : **স্বপ্নদৃষ্ট**।
নিদ্রিতের অনুভূতি : **স্বপ্ন**।
নিপীড়ন করে যে : **নিপীড়ক**।
নিবিড় অরণ্য : **কান্তার, বিজুবন**।
নিবিড় ছায়াময় স্থান : **প্রচ্ছায়**।
নিবৃত্ত খিল [শেষ] যা থেকে : **নিখিল**।
নিবেদনের [দেবোদ্দেশে] যোগ্য : **নিবেদ্য, নৈবেদ্য**।
নিমগাছের পাতা, ফুল, ফল, মূল ও ছাল : **পঞ্চনিম্ব**।
নিমজ্জমান ব্যক্তির মতো অত্যন্ত বিপন্ন : **হাবুডুবু**।
নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো : **পাতপড়া**।
নিমিত্তানুবন্ধী কাজ : **নৈমিত্তিক**।
নিম্নদিকে গতি যার : **অধোগতি, নিম্নগামী**।
নিম্নদিকে ঢালু [জমি] : **নাবাল**।
নিম্নদিকে মুখ যার : **অধোমুখ, অধোবদন, নতমুখ**।
নিম্নদিকে যে জলধারা ঝরে : **নির্ঝর**।
নিম্নবর্ণীয়ের সঙ্গে উচ্চবর্ণীয়ের বিবাহ : **প্রতিলোম**।
নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে উচ্চবর্ণের পুরুষের বিবাহ : **অনুলোম**।
নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহ : **প্রতিলোম**।
নিম্নভূমিতে সঞ্চিত জল : **বাঁওড়**।
নিয়ত ভ্রমণশীল : **ভবঘুরে, যাযাবর**।
নিয়মতন্ত্রের অনুবর্তী : **নিয়মতান্ত্রিক**।
নিয়ম মেনে চলা : **নিয়মানুবর্তিতা**।
নিয়মিত ও নিমিত্ত-হেতুক কর্ম : **নিত্য-নৈমিত্তিক**।
নিয়মিত ধারা-অনুযায়ী : **যথানুপূর্ব**।
নিয়মিতভাবে পালনীয় শাস্ত্রীয় আচার : **নিয়তাচার**।
নিয়মিত ভাতা : **বৃত্তি**।
নিয়মিত সময়ে মাদক দ্রব্য সেবনের স্পৃহা : **মৌতাত**।
নিয়মিত সময়ের মধ্যে গ্রন্থ-পাঠের পরিসমাপ্তি : **পারায়ণ**।
নিয়মের ব্যতিক্রম : **অনিয়ম, নিপাতন**।
নিযুক্ত বা রত থাকার ভাব : **ব্যাপৃতি**।
নিরক্ষর মানুষের আঙুলের অগ্রভাগের ছাপ : **টিপসহি**।
নিরাপদে যাওয়ার আদেশপত্র : **ছাড়পত্র**।
নিরাময়ের জন্য দেহে অস্ত্র-প্রয়োগ : **অস্ত্রোপচার**।
নিরীহ ব্যক্তি : **বেচারা**।
নিরুপায় ব্যক্তি : **বেচারা, বেচারি**।

নির্ঋতির অপত্য : **নৈর্ঋত**।
নির্জন স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রণয়ালাপ : **বিশ্রম্ভালাপ**।
নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে যিনি জমির পত্তনি নেন : **পত্তনিদার, পত্তনীদার**।
নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ব্রতের আচরণ : **বারব্রত**।
নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী গঠিত : **বিধিবদ্ধ**।
নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসারী : **বিধিসম্মত**।
নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দরে : **অধিহার**।
নির্দিষ্ট লগ্নে যে কন্যার বিবাহ হয় নি : **ভ্রষ্টলগ্না, লগ্নভ্রষ্টা**।
নির্দিষ্ট শর্তে নিষ্কর জমির মালিকানা ভোগকারী : **হাওলাদার**।
নির্দিষ্ট শর্তে প্রদত্ত নিষ্কর জমি : **হাওলাজমি**।
নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্য বিষয়সমূহের আনুক্রমিক সূচী : **পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী**।
নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে জমি বন্ধক রাখার কোবালা : **কটকোবালা**।
নির্দেশ দেয় যে : **নির্দেশক**।
নির্ধারিত খাজনার বিনিময়ে বন্দোবস্ত করা ভূসম্পত্তি : **পত্তনি, পত্তনী**।
নির্মল জল : **হংসোদক**।
নির্মাণের কাজ : **সৃষ্টিকর্ম, সৃষ্টিকার্য, সৃষ্টিক্রিয়া**।
নির্মাণ করার ইচ্ছা : **নির্মিৎসা**।
নির্যাতন করে যে : **নির্যাতক**।
নিশাকালে কর [কিরণ] যার : **নিশাকর**।
নিশাকালে বিকশিত পুষ্প : **নিশাপুষ্প**।
নিশাকালে বিচরণ করে যে : **নিশাচর, নিশাট**।
নিশাকালে ভোজন করে যে : **নিশাদ**।
নিশাকালে যে ফুল গন্ধ ছড়ায় : **নিশিগন্ধা, রজনীগন্ধা**।
নিশাকালে যে রণ : **নিশারণ, সৌপ্তিক**।
নিশাকালে স্ত্রী-সহবাস : **নিশাদান**।
নিশার অত্যয় [অবসান] : **নিশাত্যয়**।
নিশার অবসান : **নিশান্ত, নিশিভোর**।
নিশার প্রথম ভাগ : **নিশিমুখ**।
নিশি নামক ভূতের যে ডাকে মানুষ গৃহত্যাগ করে তার অনুসরণে প্রাণ হারায় : **নিশিডাক**।
নিশ্চয়রূপে নিরূপণ বা নির্ধারণ : **অবধারণ**।
নিশ্চয়রূপে জয় করা হয়েছে যাকে : **নির্জিত**।
নিশ্চয়ের ভাব : **নিশ্চয়তা**।
নিশ্চিত ঋতি [পীড়া] যাতে : **নির্ঋতি**।
নিশ্চিত রূপদান : **নিরূপণ**।
নিষাদের পুত্র : **নৈষাদ**।
নিষ্কর্মার ভাব : **নৈষ্কর্ম্য**।
নিষ্কাশিত সারবস্তু : **নির্যাস**।
নিষ্ঠা আছে যার : **নিষ্ঠাবান, নৈষ্ঠিক**।
নিষ্ঠুর বাক্য : **বাক্যবাণ**।
নিষ্ঠুরভাবে দগ্ধ করে যে সময়ে : **নিদাঘ**।
নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা দান : **নির্যাতন**।
নিষ্ফল শ্রমে অবসন্ন : **হয়রাণ, হয়রান**।
নিষ্ফল হাঁটাহাঁটি : **ফ্যা-ফ্যা**।

নিহিত গভীরতর অর্থ : **ব্যঙ্গ্যার্থ**।
নীচ অভিপ্রায় যার : **নীচাশয়**।
নীচ তোষামোদ : **পদলেহন, পাদলেহন**।
নীচ মন বা হৃদয় যার : **হীনচেতাঃ, হীনচেতা, হীনমতি**।
নীচে নিক্ষেপ করা হয়েছে যাকে : **পতিত**।
নীচে যার উল্লেখ করা হয়েছে : **নিম্নধৃত, নিম্নোক্ত, নিম্নোক্ত**।
নীচের দিকে যায় যে : **অধোগামী, অধোগামিনী** [স্ত্রী], **নিম্নগ, নিম্নগা** [স্ত্রী], **নিম্নগামী, নিম্নগামিনী** [স্ত্রী]।
নীড়ে জন্মে যে : **নীড়জ**।
নীরক্ত পাণ্ডুবর্ণ : **ফেকাসে**।
নীরজস্কা নারী : **নিষ্ফলা, নিষ্ফলী**।
নীর দান করে যে : **নীরদ**।
নীরে জন্মে যে বা যা : **নীরজ**।
নীরোগ থাকার ভাব : **স্বাস্থ্য**।
নীল আকাশের রঙ : **নীলিমা**।
নীল আভা যার : **নীলাভ**।
নীল ও হলুদ মিশ্রিত বর্ণ : **পিঙ্গল**।
নীল [বর্ণ] কণ্ঠ যার : **নীলকণ্ঠ** [পাখি]।
নীল [বিষ] কণ্ঠে যাঁর : **নীলকণ্ঠ** [শিব]।
নীলকর সাহেবদের কাছারি : **নীলকুঠি**।
নীল কান্তি বা বর্ণ যার : **নীলকান্ত**।
নীলধ্বজ ও জনার পুত্র : **প্রবীর**।
নীলবর্ণ অঙ্গ যার : **নীলাঙ্গ**।
নীলবর্ণ আকাশ : **নীলাকাশ, নীলাম্বর, নীলাভ্র**।
নীলবর্ণ পদ্ম : **ইন্দিবর, ইন্দীবর, উৎপল, কুবলয়, নীলকমল, নীলোৎপল**।
নীলবর্ণের আঁচল : **নীলাঞ্চল**।
নীলবর্ণের শাড়ি : **নীলাম্বরী**।
নীল যে অঞ্জন : **নীলাঞ্জন**।
নীল রঙের পর্বত : **নীলগিরি, নীলাচল**।
নীলাভ হরিৎ বর্ণ মণি : **ফিরোজা**।
নীলের চাষকারী ইংরেজ বণিক : **নীলকর**।
নুন খেয়েও যে তা স্বীকার করে না : **নিমকহারাম**।
নূতনত্ব প্রাপ্তি : **নবীভবন**।
নূপুরের শব্দ : **নিক্কণ, শিঞ্জন, শিঞ্জিত, সিঞ্জন**।
নৃত্য ও অভিনয়াদি দর্শনের নিমিত্ত গৃহ : **প্রেক্ষাগার, প্রেক্ষাগৃহ**।
নৃত্য ও রঙ্গভঙ্গ : **নাচকাচ**।
নৃত্যকালে ত্রিসংখ্যক মণ্ডলাকার বেষ্টন : **ত্রিমণ্ডলী**।
নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে যা অভিনীত হয় : **নাট্য, তৌর্যত্রিক**।
নৃত্যগীতনিপুণ শিবানুচর : **প্রমথ**।
নৃত্য-গীত-বাদ্যের তালকাটা : **তালভঙ্গ**।
নৃত্যগীতের বৈঠক : **জলসা**।
নৃত্য প্রধান অবলম্বন যার : **নৃত্যপরায়ণ**।
নৃত্য প্রিয় যার : **নৃত্যপ্রিয়**।
নৃত্যরত শিব : **নটরাজ**।
নৃত্যারম্ভকালে মস্তকের স্থির ভাব : **সৌম্য**।
নৃত্যে আসক্তা নারী : **নৃত্যপরা**।

[ত্যোপযোগী ত্রিপদী ছন্দে রচিত গান : **লাচাড়ী**।

[দের পালন করেন যিনি : **নৃপ**।

[পতিগণের তালিকা : **রাজনামা, রাজাবলি, রাজাবলী**।

[পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ : **নৃপবর**।

নংটী ইঁদুর : **ভ্রমরক**।

নই অন্বয় যার : **নিরন্বয়**।

নই অর্থ যাতে : **অনর্থক, নিরর্থক**।

নই আতঙ্ক যার : **নিরাতঙ্ক**।

নই আনন্দ যার : **নিরানন্দ**।

নই আপদ যার : **নিরাপদ**।

নই আময় [রোগ] যার : **নিরাময়**।

নই আমিষ যাতে : **নিরামিষ**।

নই আলস্য যাতে : **নিরলস**।

নই উৎসাহ যার : **নিরুৎসাহ, নিরুৎসাহা** [স্ত্রী]।

নই উত্তর যার : **নিরুত্তর**।

নই উপদ্রব যাতে : **নিরুপদ্রব**।

নই কণ্টক যাতে : **নিষ্কণ্টক**।

নই করুণা যার : **নিষ্করুণ**।

নই কর্ম যার : **নিষ্কর্মা**।

নই কলা [অংশ] যার : **নিষ্কল**।

নই কুল যার : **নিষ্কুল**।

নই খাদ যাতে : **নিখাদ**।

নই ঘৃণা যার : **নির্ঘৃণ**।

নই চিন্তা যার : **নিশ্চিন্ত**।

নই চেষ্টা যার : **নিশ্চেষ্ট**।

নই জন [মানুষ] যেখানে : **নির্জন**।

নই জল [অম্বু] যাতে : **নির্জলা, নিরম্বু**।

নেই জীব [জীবন] যার : **নির্জীব**।

নেই দর্ভ [কুশ] যেখানে : **বিদর্ভ**।

নেই দেহ যার : **বিদেহ**।

নেই দোষ যার : **নির্দোষ**।

নেই ধন যার : **নিঃস্ব, নির্ধন**।

নেই ধূম যাতে : **নির্ধূম**।

নেই নিমেষ যার : **নির্নিমেষ**।

নেই বসন [বস্ত্র] যার : **বিবস** [**বিবস্ত্র**], **উলঙ্গ, নগ্ন**।

নেই বাক [বাক্য] যার : **নির্বাক্**।

নেই বিকার যার : **নির্বিকার**।

নেই বিকল্প [দ্বিধা] যাতে : **নির্বিকল্প**।

নেই বিবাদ যাতে : **নির্বিবাদ**।

নেই বিবেক যার : **নির্বিবেক**।

নেই বিরোধ যার বা যাতে : **নির্বিরোধ**।

নেই বীর্য [তেজঃ] যার : **নির্বীর্য** [**নিস্তেজ**]।

নেই বৃত্তি [জীবিকা] যার : **নিবৃত্ত**।

নেই ভুল যাতে : **নির্ভুল**।

নেই ভেদ-জ্ঞান যার : **নির্বিভেদ**।

নেই রক্ত যাতে বা যার : **নীরক্ত**।

নেই রদ [দাঁত] যার : **নীরদ**।

নেই রব যাতে : **নীরব**।

নেই রস যাতে বা যার : **নীরস**।

নেই রূপ যার : **অরূপ, নীরূপ**।

নেই রোগ যার : **নীরুজ, নীরোগ**।

নেই শত্রু যার : **নিঃসপত্ন**।

নেই শস্ত্র যার : **নিঃশস্ত্র**।

নেই শাখা যার : **বিশাখ**।

নেই শেষ যার : **নিঃশেষ**।

নেই সংকোচ যার : **নিঃসংকোচ**।
নেই সঙ্গী যার : **নিঃসঙ্গ**।
নেই সংখ্যা যার : **অসংখ্য**।
নেই সংশয় যার : **নিঃসংশয়**।
নেই সত্ত্ব যাতে : **নিঃসত্ত্ব**।
নেই সন্তান যার : **নিঃসন্তান**।
নেই সম্পর্ক যার সঙ্গে : **নিঃসম্বন্ধ, নিঃসম্পর্ক**।
নেই সম্বল যার : **নিঃসম্বল**।
নেই সহায় যার : **নিঃসহায়**।
নেই সীমা যার : **অসীম, নিঃসীম**।
নেই স্পৃহা যার : **নিস্পৃহ**।
নেকড়ে বাঘ : **বৎসাদন, বৃক**।
নেকড়ে বাঘের ডাক : **রেষণ**।
নেশাগ্রস্ত অবস্থা : **মৌজ**।
নেশায় আসক্ত যে : **নেশাখোর**।
নেশার দ্রব্য : **মাদক**।
নেশার দ্রব্য সেবন : **মাদকসেবন**।
নৈর্ঋত কোণের হস্তী : **কুমুদ**।
নৈতিক অবনতি : **অধঃপতন, অধঃপাত**।
নৈতিক বা চারিত্রিক অধঃপতন : **পদস্খলন**।
নৈপুণ্যহীন অতি মামুলি : **শাদামাটা**।
নৈপুণ্যের অভাবে কাজে বেসামাল অবস্থা : **লেজেগোবরে**।
নোনা ও আতা গাছ : **শ্লেষ্মাত, শ্লেষ্মাতক**।
নৌকা চালনার দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে : **নৌ-জীবিক**।
নৌকা চালায় যে : **মাঝি**।
নৌকা জাহাজ প্রভৃতির শ্রেণী : **নৌবহর, বহর**।
নৌকা ঠেলে চালাবার বাঁশ ইত্যাদির সরু লম্বা দণ্ড : **লগি**।
নৌকা বা জাহাজ অচল করার জন্যে শিকল বা কাছির সঙ্গে বাঁধা লোহার অঙ্কুশ : **নোঙর, নোঙ্গর**।
নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি চালাবার বিদ্যা : **নৌবিদ্যা**।
নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি জলযান : **পোত**।
নৌকা বা জাহাজ চলাচলের যোগ্য : **নাব্য**।
নৌকা বা জাহাজের খোল : **গুড়ি, ডহর**।
নৌকার অগ্রভাগ : **গলি, গলুই**।
নৌকার ক্ষুদ্র দাঁড় : **বৈঠা**।
নৌকার ক্ষেপণী : **দাঁড়**।
নৌকার জল-সেচনের জন্যে কাষ্ঠময় পাত্র : **সেঁউতি, সেচনী**।
নৌকার তক্তার জোড়ের মুখ বা সন্ধিমুখ : **বাইন, বান, বাণি**।
নৌকার তক্তার তৈরি মেঝে : **পাটাতন**।
নৌকার তলা ফেঁসে-যাওয়া : **বানচাল**।
নৌকার দাঁড় টানবার ও হাল ধরবার লোক : **দাঁড়িমাঝি**।
নৌকার দাঁড়ি বা মাঝি : **মাল্লা**।
নৌকার দ্বারা যা পার হওয়া যায় বা যাতে যাওয়া যায় : **নাব্য**।
নৌকার পশ্চাৎ ভাগ [কাণ্ডারীর স্থান] : **কাড়ার**।

নৌকার পাল : **বাদাম**।
নৌকার মধ্যস্থলে নির্মিত সুসজ্জিত প্রমোদগৃহ : **রইঘর**।
নৌকার মাঝির বসার উঁচু জায়গা : **ছতর**।
নৌকার মাস্তুলে টাঙানো বস্ত্র : **পাল**।
নৌকার যে তক্তায় আরোহীরা বসে : **পাটাতন**।
নৌকার যে দণ্ডে গুণ বেঁধে টানা হয় : **গুণবৃক্ষ, গুণবৃক্ষক, গুণস্তম্ভ, মাস্তুল**।
নৌকার হাল : **পাতয়াল, কর্ণ**।
নৌ-পথের বাহিরে গভীর সমুদ্র : **বারদরিয়া**।
ন্যস্ত দ্রব্যের সমর্পণ বা প্রত্যর্পণ : **নির্যাতন, ন্যাসার্পণ**।
ন্যায়, নিরপেক্ষতা ও ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন : **সুশাসন**।
ন্যায় বিচার : **ইনসাফ**।
ন্যায়-শাস্ত্রে বৃহস্পতির তুল্য : **ন্যায়বাগীশ**।
ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহ : **সত্যাগ্রহ**।
ন্যায্য অধিকার : **হকদার**।
ন্যায্য কথা : **হককথা**।
ন্যায্য দাবি পূরণের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মচারীদের সমবেতভাবে কাজ বন্ধকরণ : **ধর্মঘট**।
ন্যায্য প্রাপ্য : **হক**।
ন্যায্য বিচার : **ইনসাফ, সুবিচার**।
ন্যূন ও অধিক : **ন্যূনাধিক**।

প

পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব : **রজতজয়ন্তী, রৌপ্যজয়ন্তী**।
পকেট মারে যে : **পকেটমার**।
পক্ব ইক্ষুরস-জাত মদ্য পান করে যে : **শীধুপ, শীধুপায়ী**।
পক্ব ইক্ষুরস থেকে প্রস্তুত মদ্য : **শীধু**।
পক্ষ আছে যার : **পক্ষী**।
পক্ষকাল অন্তর প্রকাশিত সাময়িক পত্র : **পাক্ষিক**।
পক্ষী কর্তৃক লালিতা : **শকুন্তলা**।
পক্ষী-বধকারী ব্যাধ : **শাকুনিক**।
পক্ষীর চক্রাকারে উড্ডয়ন : **পরিডীন**।
পঙ্কে জন্মে যে : **পঙ্কজ**।
পঙেখর কাজ : **গজগিরি, গজগীর**।
পচা জিনিসের রস : **পচানি, পচানী**।
পঞ্চ অগ্নির মধ্যে তপস্যা করে যে : **পঞ্চতপাঃ**।
পঞ্চ অপ্সরা যেখানে ক্রীড়া করে : **পঞ্চাপ্সরঃ**।
পঞ্চ অস্ত্রের সমাহার : **পঞ্চায়ুধ**।
পঞ্চ আতপ যাতে [যে তপস্যায়] : **পঞ্চাতপা [স্ত্রী]**।
পঞ্চ আনন যার : **পঞ্চানন**।
পঞ্চ ইষু [বাণ] যার : **পঞ্চেষু**।
পঞ্চ উপচারে আরাধনা : **আরাত্রিক, নীরাজন, নীরাজনা**।
পঞ্চজন অসুরের অস্থিতে নির্মিত কৃষ্ণের

শঙ্খ : **পাঞ্চজন্য**।
পঞ্চজনের সমাহার : **পঞ্চজন**।
পঞ্চদশ দিবারাত্রি : **পক্ষ**।
পঞ্চদশ নক্ষত্র : **স্বাতি, স্বাতী**।
পঞ্চ নদী যাতে [যেখানে] : **পঞ্চনদ, পঞ্জাব**।
পঞ্চ নদীর সমাহার : **পঞ্চনদ**।
পঞ্চ পুরুষগামিনী নারী : **বন্ধকী**।
পঞ্চ প্রদীপের অন্যতম : **চিত্রদীপ**।
পঞ্চ বটের সমাহার : **পঞ্চবটী**।
পঞ্চ বর্গের সমাহার : **পঞ্চবর্গ**।
পঞ্চ বাণ [শর, সায়ক] যাঁর : **পঞ্চবাণ, পঞ্চশর, পঞ্চসায়ক**।
পঞ্চ বাদ্যের মিলিত শব্দ : **পঞ্চশব্দ, পঞ্চস্বর**।
পঞ্চ বৃক্ষের পল্লব : **পঞ্চপল্লব**।
পঞ্চ ভূত দিয়ে গঠিত : **পঞ্চভৌতিক**।
পঞ্চ ভূতের সমাহার : **পঞ্চভূত [ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম]**।
পঞ্চম পাণ্ডব : **সহদেব**।
পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি : **পূর্ণা**।
পঞ্চযোজন-ব্যাপী মরুবেষ্টিত দুর্গ : **ধন্বদুর্গ**।
পঞ্চস্বরযুক্ত রাগিণী : **পঞ্চস্বরা**।
পঞ্চাল দেশের রাজকন্যা : **পাঞ্চালী**।
পঞ্চাশ বছরের পূর্তি উপলক্ষে উৎসব : **সুবর্ণজয়ন্তী**।
পঞ্চাশ সংখ্যক কবিতা : **পঞ্চাশিকা**।
পট আঁকে যে : **পটুয়া, পটো**।
পটগৃহের বা তাঁবুর বেষ্টন-বস্ত্র : **পাটি, পটী**।
পটল-প্রান্ত চালের ছাঁচ : **নীব্র**।
পটলের পাতা ও লতা : **পলতা**।
পট্টগৃহের প্রাচীর : **কানাত, কানাৎ**।
পট্টের পাড়যুক্ত রেশমের শাড়ি : **পট্টপাড়ি**।
পঠন ও উপদেশ শ্রবণ : **পড়াশুনা**।
পড়ে যে : **পড়ো, পোড়ো, পড়ুয়া**।
পণ ক'রে ধনুকভাঙা : **ধনুর্ভঙ্গ**।
পণ রেখে খেলা : **বাজী**।
পণ্ডিত-অধ্যুষিত স্থান : **ভট্টপল্লী**।
পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ : **পণ্ডিতমূর্খ**।
পণ্ডিতের কাজ : **পণ্ডিতী**।
পণ্ডিতের গুণ বা ভাব : **পাণ্ডিত্য**।
পাণ্ডিত্য বা অলৌকিক শক্তির ভান : **বুজরুকি**।
পণ্য উৎপাদনের বা সংগ্রহের মোট খরচা : **পড়তা**।
পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের তেজী ও মন্দা ভাব : **তেজিমন্দি**।
পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের দোকানের সারি বা স্থান : **পটি, পটী, পট্টী**।
পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান : **পণ্যশালা, বিপণি**।
পণ্য-দ্রব্য যে বিক্রয় করে : **বেসাতী**।
পণ্য-দ্রব্যের বিক্রয় : **বেসাতি**।
পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির মাশুল : **শুল্ক**।
পণ্য পত্তনের অধ্যক্ষ : **পত্তনাধ্যক্ষ**।
পণ্যপূর্ণ পাত্র : **পসার**।

পণ্যপূর্ণ পাত্র নিয়ে যে বিক্রি করে : **পসারি, পসারী**।
পণ্যবাহী পশু এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ যে বণিকদল স্থান থেকে স্থানান্তরে তাঁবু ফেলে ঘুরে বেড়ায় : **বঞ্জারা**।
পণ্য-বিক্রয়ের জন্যে যে হাটে যাতায়াত করে : **হাটুরে, হাটুরিয়া**।
পণ্য-বোঝাই নৌ-ডুবি : **ভরাডুবি**।
পণ্যমূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের অবনতি : **বাজারমন্দা, মন্দা**।
পণ্যমূল্য ও পণ্যবিক্রয়ের শর্তাবলী : **দরদাম, দরদস্তুর**।
পণ্যরূপা নারী : **পণ্যাঙ্গনা**।
পণ্যের আধারের ওজন : **করতা, কড়তা**।
পণ্যের দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে : **পণ্যজীবী, পণ্যাজীব**।
পণ্যের মূল্যহ্রাস : **ক্ষয়**।
পণ্যের শ্রেণী : **পণ্যবীথি**।
পতঞ্জলির কৃত : **পাতঞ্জল**।
পতন [পাখীকে] থেকে যা রক্ষা করে : **পতত্র**।
পতনশীলকে যে গ্রহণ করে : **পতদ্গ্রহ**।
পতনশীল বস্তুর মৃত্তিকা স্পর্শ করার পূর্বে ধরা : **লোফা**।
পতত্র [ডানা] আছে যার : **পতত্রি, পতত্রী**।
পতাকা বহন করে যে : **পতাকাবাহী, বৈজয়ন্তিক**।
পতিতকে উদ্ধার করেন যিনি : **পতিত-পাবন, পতিতপাবনী** [স্ত্রী]।
পতিত জমির আবাদ : **পতিতাবাদ**।
পতিত বা অনুর্বর জমি : **খিল**।
পতিত ব্যক্তির যথাবিধি সমাজে ওঠা : **সমন্বয়**।
পতিতের অবস্থা বা ভাব : **পাতিত্য**।
পতি থেকে বিচ্ছিন্না পত্নী : **বিরহবতী, বিরহিণী**।
পতি-পুত্রবতী ও গৃহবতী নারী : **পুরন্ধ্রি, পুরন্ধ্রী, বীরা**।
পতি-পুত্রহীনা নারী : **অবীরা**।
পতি-পুত্রহীনা স্ত্রী : **নিষ্পতিপুত্রা**।
পতি প্রাণতুল্য যার : **পতিপ্রাণা**।
পতির বর্তমানে পরপুরুষগামিনী নারী : **পুংশ্চলী**।
পতি বা পত্নীর জননী : **শাশুড়ী, শ্বশ্রূ**।
পতি বা পত্নীর পিতা : **শ্বশুর**।
পতি বা পত্নীর পিতামহ বা মাতামহ : **দাদাশ্বশুর**।
পতিব্রতা জননীর সন্তান : **সম্মাতুর, সতীপুত্র**।।
পতিব্রতা নারী : **মঙ্গলা, সাধ্বী**।
পতিব্রতার ধর্ম : **পাতিব্রত্য**।
পতিব্রতা স্ত্রী : **সতী**।
পতির ভগিনী : **ননদ, ননদিনী**।
পতির সঙ্গে একই ধর্মানুষ্ঠানকারিণী পত্নী : **সহধর্মিণী**।
পতিরূপে স্বীকার করে কোন পুরুষের গলায় প্রদেয় মালা : **বরণমালা, বরমাল্য**।
পতি-স্নেহহীনা নারী : **দুর্ভাগা**।
পত্তনিদারের অধীন জমির পত্তনি

: **দন্নপত্তনি**।
পত্নীতে স্বামীর অধিকার : **প্রভুপণ**।
পত্নী থেকে বিচ্ছিন্ন পতি : **বিরহী**।
পত্নীর বর্তমানে দ্বিতীয়বার যে দার গ্রহণ করে : **অধিবেত্তা**।
পত্নী মৃত যার : **বিগতপত্নীক, বিপত্নীক, মৃতদার**।
পত্নীর অতিশয় বাধ্য পতি : **স্ত্রৈণ**।
পত্নীর উপার্জনে যে স্বামী জীবিকা নির্বাহ করে : **জায়াজীব, জায়াজীবী, জায়ানুজীবী**।
পত্নীর ভগিনী : **শ্যালিকা, শালী**।
পত্নীর ভ্রাতা : **শ্যালক, শালা**।
পত্নীর সঙ্গে বর্তমান : **সপত্নীক**।
পত্র আছে যার : **পত্রী**।
পত্র আদান-প্রদান বিভাগের ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি : **পত্রনবিশ, পত্রনবীশ**।
পত্র-নির্মিত গৃহ : **পর্ণশালা**।
পত্র পড়া মাত্র : **পত্রপাঠ**।
পত্রপাঠ ও বিবেচনার পর প্রেরিত উত্তর : **প্রতিলম্ভ**।
পত্রাদির ওপরে লিখিত নাম-ঠিকানা : **শিরনামা, শিরোনামা**।
পত্রের সমূহ : **পত্রগুচ্ছ, পত্রাবলি, পত্রাবলী, পত্রালী**।
পথ থেকে ভ্রষ্ট : **পথভ্রষ্ট**।
পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে যে চলে : **পথিক, মুসাফির**।
পথ দেখায় যে : **পথপ্রদর্শক**।
পথ ভ্রম করেছে যে : **পথভ্রান্ত**।
পথ-ভ্রমণের ফলে যে পরিশ্রান্ত : **পথশ্রান্ত**।
পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ : **পথিপ্রজ্ঞ**।
পথ হারিয়েছে যে : **পথহারা**।
পথিককে জলদানের গৃহ : **জলসত্র, প্রপা, প্রপান**।
পথিকদের বিশ্রামের স্থান : **ধর্মশালা, পথিকাবাস, পান্থনিবাস, পান্থশালা, সরাইখানা**।
পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষ : **মার্গদ্রুম, মার্গশাখী, পথতরু**।
পথে আক্রমণপূর্বক সর্বস্ব লুণ্ঠন : **বাটপাড়ি, রাহাজানি**।
পথে আক্রমণপূর্বক সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী : **বাটপাড়, রাহাজান**।
পথে আহারোপযোগী দ্রব্য : **পাথেয়**।
পথে চোরডাকাতের ভয় : **পথিভয়**।
পথে ভ্রমণকারী : **পথচারী**।
পথের অবলম্বন : **সম্বল**।
পথের অভাব : **অপথ**।
পথের [যাত্রা] খরচ : **পথখরচ, পাথেয়, যাত্রিক, রাহাখরচ**।
পথের জন্যে দেয় কর : **পথকর**।
পথের পাশে পথিকদের বিশ্রামস্থান : **সরাই**।
পথের বিঘ্ন [বাধা, শত্রু] : **পরিপন্থী, পরিপন্থিনী** [স্ত্রী]।
পথের ভুল করেছে যে : **পথভ্রান্ত**।
পথের মধ্যে : **পথিমধ্যে**।
পথের যাতায়াতের খরচ : **পাথেয়**।

পথের যে অংশ পথচারীদের পায়ে হাঁটার জন্যে নির্দিষ্ট : **ফুটপাত, ফুটপাথ**।
পথে শুল্ক গ্রহণের স্থান : **দানঘাটি**।
পদতলে পতিত বা সম্পূর্ণ বশীভূত : **পদানত, পদাবনত**।
পদ প্রক্ষালন বা রান্নার জন্যে উপবেশনের চৌকি : **জলচৌকি**।
পদ-মর্যাদার জন্যে অহঙ্কারী : **পায়াভারী**।
পদ-রূপ পঙ্কজ : **চরণকমল, পদপঙ্কজ, পদপদ্ম, পদাম্বুজ, পাদপদ্ম**।
পদস্থ অথচ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি : **সাক্ষিগোপাল**।
পদাতিক সৈন্য : **পাইক**।
পদাতিক সৈন্য-বিভাগ : **পল্টন**।
পদে পদে : **অনুপদ**।
পদের দ্বারা দলিত : **পদদলিত**।
পদ্ম আলয় যার [স্ত্রী] : **কমলালয়া, পদ্মালয়া**।
পদ্ম আসন যার [স্ত্রী] : **পদ্মাসনা, কমলাসনা**।
পদ্ম থেকে জন্ম যার : **পদ্মজা, পদ্মোদ্ভব, পদ্মোদ্ভূতা**।
পদ্ম নাভিতে যাঁর : **পদ্মনাভ**।
পদ্ম পাণিতে [হাত] যার : **পদ্মপাণি**।
পদ্মপূর্ণ জলাশয় : **কমলিনী**।
পদ্ম প্রিয় যার : **পদ্মপ্রিয়া**।
পদ্ম ফুলের মতো সুন্দর মুখ : **মুখকমল, মুখপদ্ম, মুখারবিন্দ**।
পদ্মবীজের মালা : **বীজমালা**।
পদ্মাদির মূল : **শালুক**।
পদ্মের ওপরে উপবিষ্টা : **পদ্মাসনা, কমলাসনা**।
পদ্মের গন্ধের মতো গন্ধ যার : **পদ্মগন্ধি**।
পদ্মের ডাঁটা বা নাল : **বিস, মৃণাল**।
পদ্মের পলাশের [পাতা বা পাপড়ি] মতো আয়ত লোচন যার : **পদ্মপলাশলোচন**।
পদ্মের বীজকোষ : **কর্ণিকার**।
পদ্মের মতো প্রভা যার : **পদ্মপ্রভ**।
পদ্মের মতো রাগ [রঙ] যার : **পদ্মরাগ**।
পদ্মের মতো সুন্দর চোখ যার : **কমলাক্ষ, পদ্মআঁখি, পদ্মনেত্র, পদ্মলোচন, পদ্মাক্ষ**।
পদ্মের মতো সুন্দর মুখ যার : **পদ্মমুখ, পদ্মমুখী, [স্ত্রী]**।
পদ্যের অসমাপ্ত চরণকে পূর্ণতা দান : **পাদপূরণ**।
পপ্রৌত্রের পুত্র : **পরপ্রপৌত্র**।
পবন অসন যার : **পবনাসন**।
পবনের পুত্র : **পাবনি**।
পবিত্র আচার-আচরণ : **শুদ্ধাচার**।
পবিত্র আচার-আচরণ যার : **শুদ্ধাচারী**।
পবিত্র কীর্তি বা চরিত্র যার : **পুণ্যশ্লোক**।
পবিত্র চরিত্র যার : **পূতাত্মা**।
পবিত্র হৃদয় যায় : **শুদ্ধমতি, শুদ্ধচিত্ত**।
পরকে হিংসা করে যে : **পরদ্বেষী**।
পরগনার জমির হিসাব-রক্ষক : **কানুনগো**।
পরগৃহে বাসপূর্বক শিল্পকর্মের সাহায্যে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহকারিণী স্ত্রী

: **সৈরিন্ধ্রী, সৈরন্ধ্রী**।
পরদারে আসক্ত ব্যক্তি : **পারদারিক, পারদারিক, ক্ষেত্রিয়**।
পরদেশে যায় যে : **পারদেশ্য**।
পরদ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ : **দস্যুতা, সাহস**।
পরবার বা দেহ আচ্ছাদনের কাপড় : **বসন**।
পরম আত্মা [হংস] যাঁর : **পরমহংস**।
পরম উপকার : **মহদুপকার, মহোপকার**।
পরম জ্ঞান : **বোধি**।
পরম জ্ঞানবান : **মহাজ্ঞানী**।
পরমত খণ্ডনের জন্যে নিস্ফল বাগাড়ম্বর : **বিতণ্ডা**।
পরম সৌভাগ্যবান : **মহাভাগ**।
পরমাণু থেকে জাত : **পারমাণবিক**।
পরমাণু দিয়ে গঠিত : **পারমাণবিক**।
পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার মিলন : **সাযুজ্য**।
পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্যানুভূতি : **সমাধি**।
পরমার্থ সংক্রান্ত : **পারমার্থিক**।
পরম্পরা অনুসরণ করে : **যথাযথ**।
পরম্পরাগত উপদেশ : **ঐতিহ্য**।
পরম্পরাগত ক্রম : **পারম্পর্য**।
পরম্পরাগত চিন্তা ও আচরণ : **ঐতিহ্য**।
পরম্পরাগত বাক্য : **প্রবাদ**।
পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোজ্যদ্রব্যাদি : **কব্য**।
পরলোক সম্পর্কিত : **পারত্রিক, পারলৌকিক**।
পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাস : **নাস্তিকতা**।
পরলোকের পক্ষে হিতকর : **পারলৌকিক**।
পরশু ধারণ করে যে : **পরশুধর, পরশুধারক, পরশুধারী, পরশুরাম**।
পরস্ত্রীগামী পুরুষ : **পুংশ্চল**।
পরস্ত্রী-লোলুপ নীতিহীন ব্যক্তি : **লম্পট**।
পরস্পর অস্ত্রাঘাত বা মারামারির কারণে রক্তপাত : **রক্তারক্তি**।
পরস্পর আকর্ষণের যে ক্রিয়া : **টানাটানি**।
পরস্পর আলিঙ্গন : **কোলাকুলি**।
পরস্পর ইঙ্গিত বা ইশারা : **সানাসানি**।
পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন : **চেঁচামেচি**।
পরস্পর কথোপকথন : **সংলাপ**।
পরস্পরকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন জ্ঞান : **ভেদবুদ্ধি, ভেদজ্ঞান**।
পরস্পর চোখের ইশারা : **ঠারাঠারি**।
পরস্পর জড়িত : **ওতপ্রোত**।
পরস্পর ঝগড়া বা মারামারি : **লুটাপুটি, লুটোপুটি**।
পরস্পর ঠেলাঠেলি : **হুড়াহুড়ি**।
পরস্পর দর্শন : **সাক্ষাৎকার**।
পরস্পর পুনঃ পুনঃ পত্র-ব্যবহার : **লেখালিখি**।
পরস্পর বিনিময় : **বদলাবদলি**।
পরস্পর বৈপরীত্য : **বিরোধ**।
পরস্পর মনের মিল : **বনিবনা**।
পরস্পর শক্তি-পরীক্ষা : **প্রতিযোগিতা**।

পরস্পর সংঘাত : **সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ**।
পরস্পর লড়াই : **লড়ালড়ি**।
পরস্পর লাঠির আঘাত : **লাঠালাঠি**।
পরস্পর সদ্ভাব-রক্ষার নিমিত্ত মণিবন্ধে মঙ্গল-সূত্র বন্ধন : **রাখিবন্ধন**।
পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত শ্লোকত্রয় : **সন্দানিতক**।
পরস্পর সম্বন্ধহীন অথচ অকস্মাৎ একসঙ্গে সংঘটনহেতু যা পরস্পর কার্যকারণ-সম্বন্ধযুক্ত মনে হয় : **কাকতালীয়**।
পরস্পরাভিমুখ গৃহ-চতুষ্টয় : **চতুঃশাল**।
পরস্পরের প্রতি হিংসা : **দ্বেষাদ্বেষি, রেষারেষি**।
পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয় গোপন করণ : **লুকাচুরি, লুকোচুরি, লুকোছাপা, ঢাকঢাক-গুড়গুড়**।
পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ : **প্রতিদ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা**।
পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বা শক্তিপরীক্ষা : **প্রতিদ্বন্দ্ব**।
পরস্পরের সামনাসামনি : **মুজু-মুজু**।
পরা [প্রাধান্য, বিক্রম] অস্ত [অবসিত, নিঃশেষিত] যার : **পরাস্ত**।
পরাগত [বিগত] অসু [আয়ু] যার : **পরাসু**।
পরাজিত করবার ইচ্ছা : **স্পর্ধা**।
পরাজিত হয়ে পলায়ন : **রণভঙ্গ**।
পরাজিত হয়ে বিভিন্ন দিকে পলায়ন : **ছত্রভঙ্গ**।
পরামর্শদানে পটু : **মন্ত্রকুশল**।
পরাশরের পুত্র : **পারাশর, বেদব্যাস**।
পরি [নিবৃত্ত] আকাঙ্ক্ষা [অভিলাষ] যার : **পরিকাঙ্ক্ষিত**।
পরিক্রমণ-পূর্বক পক্ষীর প্রপতন [বৃক্ষাদিতে অবতরণ] : **সণ্ডীন**।
পরিচয়সূচক পিতলের পদক : **চাপরাশ, তকমা**।
পরিচর্যাকারিণী দাসী : **সেবাদাসী**।
পরিচর্যাকারী ভৃত্য : **সেবাদাস**।
পরিণত বয়েস যার : **সাবালক**।
পরিণত বয়েসের পূর্বে মৃত্যু : **অকালমৃত্যু**।
পরিণয়ের উপযুক্ত : **পরিণেয়, পরিণেয়া** [স্ত্রী]।
পরিণাম দেখতে পান যিনি : **পরিণামদর্শী**।
পরিণাম দেখার শক্তি : **পরিণামদর্শিতা**।
পরিণামে কি হবে দেখার ক্ষমতা যার নেই : **অপরিণামদর্শী**।
পরিতুষ্ট হয়ে যা দেওয়া হয় : **পারিতোষিক**।
পরিত্যাগের যোগ্য : **পরিত্যাজ্য**।
পরিধান-বস্ত্রের প্রান্ত : **কচ্ছ**।
পরিণীতা কনিষ্ঠার অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী : **দিধিষু**।
পরিপাটিরূপে সজ্জিত : **সুসজ্জিত**।
পরিপাটি সহযোগে বিন্যাস : **পারিপাট্য**।
পরিব্রাজকের ভাব : **পারিব্রজ্য**।
পরিব্রাজকের ভিক্ষা : **মাধুকরী**।
পরিমিত আহার : **মিতাহার**।
পরিমিত আহার করেন যিনি : **মিতাহারী, সংযতাহার**।

পরিমিত কথা বলে যে : **মিতভাষী**।
পরিমিত ব্যয় বা আয় অনুসারে খরচ : **মিতব্যয়**।
পরিশীলিত বুদ্ধি যার : **মার্জিতবুদ্ধি**।
পরিশীলিত রুচি যার : **মার্জিতরুচি**।
পরিশেষে সংযুক্ত অংশ : **পরিশিষ্ট**।
পরিশ্রম বাবদ পাওনা : **বেতন**।
পরিশ্রমের দ্বারা যা লাভ করা গেছে : **শ্রমলব্ধ, শ্রমসিদ্ধ**।
পরিশ্রমের দ্বারা যা লাভ করা যায় : **শ্রমলভ্য, শ্রমসাধ্য**।
পরিশ্রমের মূল্য : **পারিশ্রমিক**।
পরিশ্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত অবস্থা : **হিমশিম, হিমসিম**।
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন : **ছিমছাম, সাফসুতরা**।
পরিহাস-কুশল সহচর : **নর্মসখা**।
পরিহাস-নিপুণ ব্যক্তি : **ভাঁড়**।
পরিহিত বস্ত্রের কুঞ্চিত পশ্চাৎভাগ : **কচ্ছ, কাছা**।
পরিহিত বস্ত্রের কুঞ্চিত সম্মুখভাগ : **কোঁচা**।
পরীক্ষায় যে সফল হয়েছে : **পরীক্ষোত্তীর্ণ**।
পরীক্ষার জন্যে খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ : **ব্যবচ্ছেদ**।
পরে অবস্থিত : **পরবর্তী, পরস্থিত**।
পরে আগত যে : **পরাগত, পশ্চাদাগত**।
পরের অধীন : **পরাধীন**।
পরের অনিষ্ট চিন্তা : **হিংসা**।
পরের অনিষ্টকারী ব্যক্তি : **ক্রূর, নৃশংস**।
পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যে : **হিংসুক**।
পরের অন্নে যে জীবন ধারণ করে : **পরান্নজীবী**।
পরের অশুভ কামনা : **বিদ্বেষবুদ্ধি, ব্যাপাদ**।
পরের আয়তি [অধিকার] আছে যাতে : **পরায়তি, পরাধিকার**।
পরের আয়ত্ত : **পরায়ত্ত**।
পরের আশ্রয় : **পরাশ্রয়**।
পরের আশ্রিত : **পরাশ্রিত**।
পরের উপকার : **পরোপকার**।
পরের ওপর অত্যাচার : **পরপীড়ন**।
পরের ওপর অত্যাচার করে যে : **পরপীড়ক**।
পরের জন্যে : **পরার্থ**।
পরের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা : **পরমুখাপেক্ষা, পরমুখাপেক্ষিতা**।
পরের গৃহে বাস : **পরবাস**।
পরের টাকাকড়ি বা সম্পত্তি : **পরধন**।
পরের দখল : **পরাধিকার**।
পরের দুঃখে যার হৃদয় কাঁদে না : **হৃদয়হীন**।
পরের দোষ বা ত্রুটি : **পরচ্ছিদ্র**।
পরের দোষ যে খোঁজে : **পরচ্ছিদ্রান্বেষী**।
পরের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে : **পরোপজীবী, পরোপজীব্য**।
পরের দ্বারা পালিত : **পরপুষ্ট, পরপুষ্টা** [স্ত্রী], **পরভৃত**।
পরের ধন : **পরস্ব, পরধন**।
পরের ধন আত্মসাৎ করে যে

: **পরস্বাপহারী**।
পরের ধর্ম : **পরধর্ম**।
পরের পত্নী : **পরনারী, পরদার, পরস্ত্রী**।
পরের মঙ্গল : **পরহিত**।
পরের মঙ্গল করার ইচ্ছা : **পরহিতাকাঙ্ক্ষা, পরহিতৈষণা**।
পরের মঙ্গল করতে ইচ্ছুক : **পরহিতৈষী**।
পরের মন মুগ্ধ করে যে : **মনোমোহন, মনোমোহিনী** [স্ত্রী]।
পরের মন চুরি করে যে : **মনচোর, মনচোরা, মনোহর, মনোহারী, মনোহারিণী** [স্ত্রী], **মনোহরণ, মনোহরা** [স্ত্রী]।
পরের মন রঞ্জিত করে যে : **মনোরঞ্জন**।
পরের মুখ চেয়ে থাকে যে : **পরমুখাপেক্ষী**।
পরের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষা : **পরশ্রীকাতরতা, মৎসর**।
পরের সৌভাগ্য দেখলে যে কাতর হয় : **পরশ্রীকাতর, মৎসরী**।
পরের সম্পর্কে [বিরুদ্ধে] আলোচনা : **পরচর্চা**।
পরের সুখ নষ্ট করে যে : **পিশুন**।
পরোপকার করতে ইচ্ছুক : **উপচিকীর্ষু, পরোপচিকীর্ষু**।
পরোপকার করবার ইচ্ছা : **উপচিকীর্ষা, পরোপচিকীর্ষা**।
পরোপকার করাই যার ব্রত : **পরহিতব্রত, পরহিতব্রতী, পরহিতব্রতা** [স্ত্রী]।
পর্ব উপলক্ষে উৎসব : **পার্বণ, পালপার্বণ**।
পর্ব উপলক্ষে প্রদেয় পারিতোষিক : **পার্বণী**
পর্বত ইত্যাদি থেকে যে জলধারা নিঃসৃত হয় : **ঝর্ণা, ঝরনা, নির্ঝর**।
পর্বত-গাত্র-লগ্ন নিম্নগতি তুষারস্তূপ : **হিমবাহ**।
পর্বতগাত্রের যে রেখার উপরিস্থিত অংশ সর্বদা তুষারাবৃত থাকে : **হিমরেখা**।
পর্বত-মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ : **গিরিসংকট**।
পর্বত-রাজ হিমালয়ের কন্যা : **পার্বতী**।
পর্বতাদির উচ্চস্থান : **অতট**।
পর্বতে জাত : **নাগ, পার্বত, পার্বত্য**।
পর্বতে জাত বেলফুল : **গিরিমল্লিকা**।
পর্বতের উচ্চস্থান : **ভৃগু**।
পর্বতের উপরিস্থ সমতল-ভূমি : **ভৃগু, অধিত্যকা**।
পর্বতের উপরিস্থ সমতল স্থান : **সানু, সানুদেশ**।
পর্বতের উপরিস্থিত জনস্থান : **নগর**।
পর্বতের ওপরে নির্মিত দুর্গ : **গিরিদুর্গ**।
পর্বতের গুহা : **গিরিদরী**।
পর্বতের গহ্বরে লতা-পল্লবে সমাচ্ছন্ন স্থান : **কুঞ্জ**।
পর্বতের পাদদেশ : **নীপ**।
পর্বতের পাদমূলে অবস্থিত সমভূমি : **পাহাড়তলি, পাহাড়তলী**।
পর্বতের মধ্যস্থ পথ : **গিরিপথ, গিরিবর্ত্ম**।
পর্বতের মতো বৃহৎ : **পর্বতপ্রমাণ**।
পর্বতের শিখর : **ভৃগু**।
পর্বতের সানুদেশ : **প্রস্থ, বপ্র**।
পর্বতের সানুদেশে [বা মৃত্তিকা-স্তূপে]

শিং ও দাঁত দিয়ে পশুদের খেলা : **বপ্রক্রীড়া**।

পর্যটনকারী ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী : **পরিব্রাজক, পরিব্রাজিকা** [স্ত্রী]।

পর্যটন স্বভাব যার : **পর্যটনশীল**।

পর্যায় অনুসারে সংঘটনশীলতা : **পর্যাবৃত্তি**।

পলতোলা কাঁচ দিয়ে তৈরি : **বেলোয়ারি, বেলোয়ারী**।

পল বা মাংস মিশ্রিত অন্ন : **পলান্ন, পোলাও**।

পলাতক আসামী : **ফেরার**।

পলায়ন করছে যে : **পলায়মান**।

পলি থেকে জাত : **পলিজ, পাললিক**।

পল্লবতুল্য স্নিগ্ধ পাটল পদ : **পদপল্লব**।

পশম দিয়ে তৈরী কাপড় : **পশমিনা, পশমী**।

পশম-নির্মিত আসন : **গালিচা**।

পশু ইত্যাদির ছানা : **শাবক**।

পশু ও পাখীর জলপানের নিমিত্ত জলাধার : **নিপান**।

পশুকে বেঁধে রাখার দড়ি : **পশুপাশ, পশুরজ্জু**।

পশুদের বন্ধন-রজ্জু : **সামনী**।

পশুদের বিষ্ঠা : **করীষ**।

পশু ধরার ফাঁদ : **কূট, কূটজাল, মায়াজাল, বিতংস, বীতংস**।

পশুপক্ষীর দল একসঙ্গে : **যূথবদ্ধ**।

পশুপক্ষীর দল বা পাল : **যূথ**।

পশুপতির অস্ত্র : **পাশুপত**।

পশুপতির [শিবের] উপাসক : **পাশুপত**।

পশুপাখী ও কীটপতঙ্গের বাসস্থান : **বাসা**।

পশুপাখী ধরার ফাঁদ বা জাল : **বিতংস, বীতংস**।

পশুপাখী প্রভৃতিকে বাঁধবার রজ্জু : **বিতংস, বীতংস**।

পশুপাখী বধকারী জাতি : **ব্যাধ**।

পশুপাখীর সংরক্ষণ স্থান : **পশুশালা**।

পশুপৃষ্ঠে বসার আসন : **জিন, পর্যাণ, পালান**।

পশুবধ বা পশুবলির নিমিত্ত কাষ্ঠযন্ত্র : **হাড়িকাট, হাড়িকাঠ**।

পশুবধের স্থান : **সূনা**।

পশু বা পাখীকে বন্দী করার রজ্জু : **বিতংস, বীতংস**।

পশু-বন্ধনের রজ্জু : **দামনী**।

পশুর চামড়া : **অজিন, নির্মোক, পশুচর্ম**।

পশুর তুল্য : **পাশব**।

পশুর পদবন্ধনের রজ্জু : **নির্যাণ**।

পশুর মতো আচরণ : **পশুচর্যা, পশ্বাচার**।

পশুর মতো ধর্ম : **পশুধর্ম**।

পশুর মতো যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলে প্রাণধারণ : **মৃগচর্যা, মৃগবৃত্তি**।

পশু রাখার জন্যে শলা দিয়ে তৈরি আধার : **খাঁচা, পিঞ্জর**।

পশুর লোম : **পশম**।

পশুর শাবক : **বৎস, বৎসক**।

পশুর স্বভাব-বিশিষ্ট নর : **নরপশু**।

পশুর লোমাদির দ্বারা প্রস্তুত মার্জনী

: বুরুশ।
পশু শিকার : মৃগয়া।
পশ্চাৎ আগত দিবস : পরাহ।
পশ্চাৎ দিকে যার মুখ ফেরানো : পরাঙ্মুখ।
পশ্চাতে গমন করে যে : অনুচর, পরিচর।
পশ্চাদ্‌বর্তী দিক্ [হস্তীর] : অপরা।
পশ্চাদ্‌ভাগস্থ সৈন্য : সমুদয়।
পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশ : সহ্যাদ্রি।
পশ্চিম দিক : প্রতীচি, অপরা।
পশ্চিমদিকে মুখ যার : পশ্চিমমুখী, প্রত্যঙ্মুখ।
পশ্চিমদিকের দিক্‌পাল : বরুণ।
পশ্চিমদিকের দিগগজ : অঞ্জন।
পাইকারের প্রাপ্য : পাইকারী।
পাঁচজনের কাছ থেকে অল্প অল্প সংগৃহীত অর্থ : চাঁদা।
পাঁচটি বাণের [শরের] ব্যবহারকারী : পঞ্চবাণ, পঞ্চশর।
পাঁচটি মুণ্ড দিয়ে রচিত তান্ত্রিক সাধনার আসন : পঞ্চমুণ্ডি।
পাঁচ থেকে পনেরো বছরের বালক বা শিশু : পোগণ্ড, পৌগণ্ড।
পাঁচ বছরের অধিক বয়স্ক বালক : অকুমার।
পাঁচ বছরের অধিক বয়স্ক বালিকা : অকুমারী।
পাঁচ রকম শস্য : পঞ্চশস্য।
পাঁচ সের ওজন : পশুরি, পসুরি, পসুরী।
পাঁচহাত পরিমিত [প্রশস্ত] পথ : বীথি।
পাঁচহাত লম্বা : পাঁচি, পাঁচহাতি, পাঁচহাতী।
পাক-করা চিনি বা গুড়ে ফেনিয়ে প্রস্তুত মিষ্টান্ন : বাতাসা।
পাক-দেওয়া পায়ের মল : বাঁকমল।
পাকা ঘাট : ঘাটলা।
পাকা চতুষ্কোণ সমতল স্থান : চাতাল।
পাকা চুল কালো করার রং : কলপ।
পাকা তেলাকুচা ফলের মতো টকটকে লাল ঠোঁট : বিম্বাধর, বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ।
পাকা তেলাকুচা ফলের মতো টকটকে লাল ঠোঁট যে নারীর : বিম্বাধরা, বিম্বোষ্ঠী, বিম্বৌষ্ঠী।
পাকের বা রন্ধনের যোগ্য : পচ্য, পাচ্য।
পাকা হাতের টানা লেখা : শিকস্ত।
পাখী ধরার ফাঁদ : বিটঙ্ক।
পাখী, পতঙ্গ ও মাছ ইত্যাদির ডানা : পাখ, পাখনা।
পাখীর ঠোঁটের আঘাত : ঠোকর।
পাখীর ডাক : কূজন।
পাখীর ডানা : পতত্র, পক্ষ, পাখা।
পাখীর ডানা গজানঃ পক্ষোদ্‌গম :
পাখীর কলরব : কাকলি।
পাখীর দীর্ঘ গমন : অতিডীন।
পাখীর দুই ঠোঁটের মধ্যভাগ : চঞ্চুপুট।
পাখীর পাখার আঘাত : ঝাপট।
পাখীর মতো আকার-বিশিষ্ট : পক্ষী।
পাখীর বাসা : কুলায়, নীড়, বাসা।

পাখী রাখার জন্যে শলা দিয়ে তৈরি আধার : **খাঁচা, পিঞ্জর**।

পাগড়ির চারদিকে জড়াবার রেশমী বা জরির ফিতা : **সরপেচ**।

পাগলের মতো : **পাগ্‌লাটে**।

পাগলের মতো অর্থহীন উক্তি : **প্রলাপ**।

পাটগাছের আঁশ-ছাড়ানো শুক্‌নো ডাঁটা : **পাকাটি**।

পাটনায় উৎপন্ন : **পাটনাই**।

পাট প্রভৃতির আঁশ : **ফেঁসো**।

পাটের কাপড় : **পট্টবস্ত্র**।

পাটের পাতা : **পাটপাতা**

পাটের মতো শ্বেত-রক্ত বর্ণ : **পাটল, পাটকিলে**।

পাটের সুতা দিয়ে সিকা ঘুনসি ইত্যাদি প্রস্তুত করে যে : **পটুয়া**।

পাটোয়ারের মতো অতি হিসেবী : **পাটোয়ারি**।

পাঠ করবার ইচ্ছা : **পাঠিচ্ছা**।

পাঠশালার পড়ুয়াদের লেখার জন্যে তালপাতার আঁটি : **পাততাড়ি**।

পাঠের ভিন্নতা : **পাঠান্তর**।

পাড়াগাঁয়ে জাত : **পাড়াগেঁয়ে**।

পাণি গ্রহণ করা হয় যে অনুষ্ঠানে : **পাণিগ্রহণ**।

পাণি গৃহীত যে স্ত্রীর : **পাণি-গৃহীতী**।

পাণি পীড়ন করা হয় যে অনুষ্ঠানে **পাণিপীড়ন**।

পাণ্ডবগণ কর্তৃক বর্জিত : **পাণ্ডববর্জিত**।

পাণ্ডবগণের পিতা : **পাণ্ডু**।

পাণ্ডুর পুত্র : **পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়**।

পাণ্ডবগণের পুরোহিত : **ধৌম্য**।

পাণ্ডবগণের সখা : **পাণ্ডবসখা, পাণ্ডবসখ্য, কৃষ্ণ**।

পাণ্ডার অনুচর : **ছড়িদার**।

পাতলা ও নরম পশমী কাপড় : **মলিদা**।

পাতলা, ফাঁপা ও ফোলানো : **ফুলকা, ফুলকো**।

পাতলা রুটির আকারে প্রস্তুত ডাল ও চালের পিঠা : **সরুচাকলি**।

পাতলা লেপের মতো তুলোভরা গাত্রবস্ত্র : **বালাপোশ, রেজাই**।

পাতা আছে যার : **পর্ণী**।

পাতা দিয়ে তৈরি কুটির : **পর্ণকুটির, পর্ণশালা**।

পাতা দিয়ে তৈরী মনুষ্যমূর্তি : **পত্রনর**।

পাতায় তৈরি ঠোঙা বা পানপাত্র : **ঠোঙা, দোনা, পুটক, পত্রপুট**।

পাতার তৈরি বিছানা : **পত্রশয্যা**।

পাতার সদৃশ [মতো] : **পাতলা**।

পাতাল-ভেদী কূপ : **পাতকুয়া**।

পাতালস্থ গঙ্গা : **পাতালগঙ্গা, ভোগবতী**।

পাতালে বহমানা গঙ্গা : **ভোগবতী**।

পাত্র ধরবার বাঁট : **হাতল**।

পাত্র-পাত্রীর সন্ধান-সহ বিবাহের প্রস্তাব : **সম্বন্ধ**।

পাথর থেকে তৈরী চুন : **পাথরচুন**।

পাথর দিয়ে বাঁধানো বসবার জন্যে খোলা জায়গা : **চাতাল**।

পাথরের ছোট টুকরো : **নুড়ি**।

পাথরের ছোট থালা : **পাথরী**।
পাথরের ছোট পেষণদণ্ড : **নোড়া**।
পাথরের তৈরি : **পাথুরে**।
পাথরের ব্যবসায়ী : **পাথরী, পাথুরী**।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত : **আপাদমস্তক**।
পাথরের মতো : **পাথুরে, পাথুরিয়া**।
পাদমূলের পেছনের অংশ : **গুল্‌ফ, গোড়ালি**।
পা দিয়ে পান করে যে : **পাদপ**।
পা-ধোয়ার জল : **পাদোদক, পাদ্য**।
পান করবার ইচ্ছাযুক্ত : **পিপাসিত, পিপাসী, পিপাসু**।
পান-গাছের আচ্ছাদনযুক্ত ক্ষেত : **বরজ**।
পান-চাষকারী সম্প্রদায় : **বারুই, বারোই**।
পান রাখার পাত্র বা কৌটা : **তাম্বুলকরঙ্ক, পানবাটা**।
পানিফলের গাছ : **সিঙ্গিরা**।
পানে ইচ্ছুক : **পিপাসু**।
পানের অযোগ্য : **অপেয়**।
পানের ইচ্ছা : **পিপাসা**।
পানের ব্যবসা করে যে : **তাম্বুলি, তাম্বুলী**।
পানের যোগ্য : **পেয়**।
পানের সঙ্গে খাবার মশলা : **পানমশলা**।
পাপকর্মের অংশীদার : **পাপভাগী**।
পাপচিহ্ন ধারণ করে যে : **পাষণ্ড**।
পাপপূর্ণ অনুষ্ঠান : **পাপানুষ্ঠান**।
পাপপূর্ণ বুদ্ধি যার : **পাপবুদ্ধি**।
পাপপূর্ণ মতি যার : **পাপমতি**।
পাপস্খালনের জন্যে স্বেচ্ছায় চিত্তের বিশুদ্ধতা সাধন : **প্রায়শ্চিত্ত**।
পাপস্খালনের নিমিত্ত তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা : **তীর্থযাত্রা**।
পা-ফাটা রোগ : **বিপাদিকা**।
পা-মোছার আস্তরণ : **পাপোশ**।
পায়জামার শেষপ্রান্তের ঘের : **মুহুরি**।
পায়রা প্রভৃতির থাকবার স্থান : **বিটঙ্ক**।
পায়রার খোপের মতো সমচতুষ্কোণ সেলাই : **পায়রাখুপী**।
পায়াহীন কাঠের আসন : **পিঁড়া, পিঁড়ি, পিঁড়ে**।
পায়ে খেলবার জন্যে বায়ুপূর্ণ চামড়ার গোলক : **ফুটবল**।
পায়ে পরবার জামা : **পাজামা, পায়জামা**।
পায়ে বাঁধার শিকল : **বেড়ি**।
পায়ের আঙুলে পরবার আঙটি : **আঙট**।
পায়ের আঙুলে পরানোর ঝুমকা পরানো আঙটি : **চুটকি**।
পায়ের গাঁট : **গুল্‌ফ, গোড়ালি, পাদগ্রন্থি, পাদগ্রন্থী**।
পায়ের গুলি : **পিণ্ডি, পিণ্ডিকা, পিণ্ডী**।
পায়ের চারণ বা চালন : **পদচারণ, পাদচালনা**।
পায়ের তলা : **পদপ্রান্ত**।
পায়ের তলার ধূলি : **পদধূলি, পদরজঃ, পদরেণু**।
পায়ের তেলো : **পদতল, পাদতল, চরণতল**।
পায়ের দাগ : **পদচিহ্ন, পদাঙ্ক**।

পায়ের দ্বারা আঘাত : **পদাঘাত**।
পায়ের দ্বারা প্রহৃত : **পদাহত**।
পায়ের ধূলা ইত্যাদি মুছবার জন্যে দ্বারদেশে পাতা আস্তরণ : **পাপোশ, পাপোষ, পাপোস**।
পায়ের নিচে পিষ্ট : **পদদলিত**।
পায়ের নিম্নভাগ : **পাদমূল**।
পায়ের পাতার ওপর পরবার মল : **পাতামল**।
পায়ের বা জুতোর অগ্রভাগ : **পঞ্জা**।
পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো : **ডিঙ্গা, ডিঙা, ডিঙ্গি, ডিঙি**।
পায়ের শব্দ : **পদধ্বনি, পদশব্দ**।
পায়ের শোথরোগ : **শ্লীপদ**।
পায়ের স্থাপনা : **পদপাত**।
পায়ে হেঁটে বিচরণ : **পাদচার, পাদচারণা, পদসঞ্চার**।
পায়ে হেঁটে ভ্রমণ : **পদব্রজ**।
পার দেখেছেন যিনি : **পারদর্শী, পারদর্শিনী** [স্ত্রী]।
পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় মুমূর্ষুর নিম্নাঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জনের অনুষ্ঠান : **অন্তর্জলি, অন্তর্জলী**।
পারসিকদের নববর্ষের প্রথম দিন : **নওরোজ, নৌরোজা**।
পারস্পরিক বশ্যতা : **বাধ্যবাধকতা**।
পারস্য দেশের অধিবাসী : **পারসিক**।
পারস্য দেশের ভাষা : **ফারসী**।
পার হতে ইচ্ছা : **তিতীর্ষা**।
পার হতে ইচ্ছুক : **তিতীর্ষু**।
পার হবার কড়ি : **পারানি, পারানী, তরপণ্য**।
পা রাখবার আসন বা পিঁড়ি : **পাদপীঠ**।
পারিতোষিক-রূপে প্রদত্ত উষ্ণীষ : **শিরোপা**।
পারিবারিক মায়ার বন্ধন : **সংসারবন্ধন**।
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নাচগান : **মুজরা**।
পারুল বা গোলাপ ফুলের গাছ : **পাটলি, পাটলী, পাটালি, পাটুলী**।
পারে যাচ্ছে যে : **পারগামী**।
পারে যেতে পারে যে : **পারঙ্গম**।
পার্থিব জীবন : **সংসারলীলা**।
পার্থিব সুখশান্তি ও ধনৈশ্বর্য ভোগ : **ভোগবিলাস**।
পার্শ্বে অবস্থিত : **পার্শ্বস্থ, পার্শ্ববর্তী**।
পার্শ্বে বিচরণ করে যে : **পার্শ্বচর**।
পালকি বা রিক্‌শার ছাদ : **ছতরি**।
পালকির বাহক : **বেহারা**।
পালঙ্কের ঢাকনা : **পালঙ্কপোষ**।
পাল তুলে দেবার জন্যে নৌকা ইত্যাদিতে সংলগ্ন কাষ্ঠস্তম্ভ : **গুণবৃক্ষ, মাস্তুল**।
পালনীয় পরিবারবর্গ : **পুষ্যি**।
পালিতা উপপত্নী : **রক্ষিতা**।
পালটে দ্বিতীয়বার : **দুপালটা**।
পাশমুক্ত করে যে নদী : **বিপাশা**।
পাশাখেলায় দক্ষ ব্যক্তি : **অক্ষ-ধূর্ত, অক্ষবেত্তা, অক্ষকুশল**।
পাশাখেলায় পাঁচের দান : **পঞ্চুড়ি, পঞ্চুড়ী**।

পাশাখেলার গুটিকা বা ঘুঁটি : **অক্ষ, শারি, শারী**।
পাশার ছক : **শারিফল, শারিফলক**।
পাশে থাকে যে : **পার্শ্ববর্তী, পার্শ্বস্থ**।
পাশের নাকের গয়না : **নাকছাবি**।
পাষাণে ক্ষোদিত [উৎকীর্ণ] লিপি : **শিলালিপি**।
পাহাড় থেকে উৎপন্ন : **পাহাড়ী**।
পাহাড়ে বসবাসকারী : **পাহাড়ী**।
পাহারাওয়ালার ঘাঁটি : **গস্ত**।
পিঁপড়ার বাসা : **পত্রপুট**।
পিচ্ছিল স্থানে পতন : **স্খলন**।
পিছনের অংশ : **পশ্চার্দ্ধ**।
পিছনে পিছনে গমন : **অনুগমন, পশ্চাদনুগমন**।
পিটুলি-নির্মিত মাঙ্গল্য দ্রব্য : **শ্রী, স্বস্তিক**।
পিঠের মধ্যস্থলে দণ্ডবৎ দীর্ঘ অস্থি : **মেরুদণ্ড, মেরুদাঁড়া, শিরদাঁড়া**।
পিণাক ধনু যার : **পিণাকী**।
পিণাক পাণিতে যার : **পিণাকপাণি, পিণাকী**।
পিণ্ডদানের অধিকারীর মৃত্যু : **পিণ্ডনাশ**।
পিশুনের ভাব : **পৈশুন, পৈশুন্য**।
পিণ্ডাকারে বিশৃঙ্খল : **তালগোল**।
পিতলের তৈরী গোলাকার বড় পাত্র : **গামলা**।
পিতা ও মাতার মৃত্যুর জন্যে দুর্দৈব : **গুরুদশা**।
পিতাকে হত্যা করে যে : **পিতৃহন্তা**।
পিতা ও পিতামহাদি পূর্বপুরুষগণ : **পিতৃপুরুষ**।
পিতামহের পিতা : **প্রপিতামহ**।
পিতামাতা ও পতিকুল থেকে লব্ধ স্ত্রী-ধন : **সৌদায়িক**।
পিতা, মাতা, দীক্ষাদাতা বা পতি : **মহাগুরু**।
পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা : **কাকা, খুড়া, খুল্লতাত, পিতৃব্য**।
পিতার কালের : **বাপকেলে**।
পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা : **জ্যেষ্ঠতাত**।
পিতার তৃতীয় কন্যা : **সেজমেয়ে**।
পিতার তৃতীয় পুত্র : **সেজছেলে**।
পিতার পিতা : **পিতামহ**।
পিতার বাল্যাবস্থায় জাত সন্তান : **বালেয়**।
পিতার বিবাহিত অন্য পত্নী : **বিমাতা, সৎমা, সতাই**।
পিতার ভগিনী : **পিতৃষ্বসা, পিতুঃস্বসা, পিসি, পিসী, পিসিমা**।
পিতার ভ্রাতা : **পিতৃব্য**।
পিতার মাতা : **পিতামহী**।
পিতৃতুল্য গুরুজন বা পূজ্য : **তাত**।
পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিবিধানের জন্যে দেয় অন্নাদি : **ভোজ্য**।
পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্যে জলদান : **পিতৃতর্পণ**।
পিতৃবংশ ও শ্বশুরবংশ : **দুকুল**।
পিতৃবংশ, মাতৃবংশ ও শ্বশুরবংশ : **তিনকুল, ত্রিকুল**।
পিতৃ-মাতৃহীনের বা পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্তের

স্বেচ্ছায় আত্মদান-পূর্বক অন্যের পিতৃত্ব স্বীকার : **স্বয়ংদত্ত**।

পিতৃলোকের উদ্দেশে জল ও পিণ্ডদানের মন্ত্র : **স্বধা**।

পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান : **নিবপন, নিবাপ**।

পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের ঢেলা : **পিণ্ড**।

পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত জল ও পিণ্ড : **স্বধা**।

পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জলদান : **তর্পণ**।

পিত্রালয়ে যাবার জন্যে উতলা বধূ : **হুড়কা, হুড়কো**।

পিপাসায় কাতর : **তৃষ্ণাতুর, তৃষাতুর, পিপাসার্ত, পিপাসার্তা** [স্ত্রী]।

পিষ্টকাদির মধ্যে যা পোরা হয় : **পুর**।

পিষ্ট দ্রব্যের গন্ধ : **পরিমল**।

পিসিমার সন্তান : **পিশাত, পিসতুতো**।

পিসির স্বামী [বাঙালী মুসলমান] : **ফুফা**।

পীড়িত হচ্ছে যে : **পীড্যমান**।

পীত আভাযুক্ত নীলবর্ণ : **পিঙ্গল**।

পীতবর্ণ সুগন্ধি চন্দন : **হরিচন্দন**।

পীত বসন যার : **পীতবাস, পীতবসন, পীতাম্বর**।

পীরের কবর ও সংলগ্ন স্মৃতিমন্দির : **দরগা**।

পীরের নৈবেদ্য : **শিরনী, সিন্নি**।

পুঁটি মাছ : **সফরী**।

পুকুরগুলির জল-সন্নিহিত বর্গাকৃতি চারদিকের পাড় : **বকচর, বগচর**।

পুঙ্খের অনু [পশ্চাৎ] পুঙ্খ যাতে : **পুঙ্খানুপুঙ্খ**।

পুচ্ছ ও মুণ্ড : **নেজামুড়া**।

পুণ্ডরীকের [শ্বেত পদ্মের] মতো চোখ যার : **পুণ্ডরীকাক্ষ**।

পুণ্য আত্মা যার : **পুণ্যাত্মা**।

পুণ্য ও ইষ্টলাভ এবং পাপক্ষয়ের নিমিত্ত নিয়মসম্মতভাবে ধর্মানুষ্ঠান : **ব্রত**।

পুণ্য কর্ম : **সুকৃতি**।

পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের স্থান : **তীর্থ**।

পুণ্যকর্মের ফললাভের বিবরণ শ্রবণ : **ফলশ্রুতি**।

পুণ্য যে অহন [দিন] : **পুণ্যাহ**।

পুণ্য শ্লোক [যশঃ] যার : **পুণ্যশ্লোক, পুণ্যশ্লোকা** [স্ত্রী]।

পুং নামক নরক : **পুন্নামনরক**।

পুং নামক নরক থেকে যে ত্রাণ করে : **পুত্র**।

পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি : **নাতিপুতি**।

পুত্র-কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ : **পুত্রেষ্টি**।

পুত্র না হলে যে নরকে যেতে হয় : **পুন্নামনরক**।

পুত্র নেই যার : **অপুত্রক**।

পুত্র-পরিবারকে পীড়ন করে যে ধন সঞ্চয় করে : **কদর্য**।

পুত্র-পৌত্রাদির বংশধর : **সন্তানসন্ততি**।

পুত্রবতী নারী : **পুতভী, পুতভী**।

পুত্রবধূকে নিরন্তর অসহ্য খোঁটা ও যন্ত্রণাদাত্রী শাশুড়ী : **বউ-কাটকী**।

পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী : **বৈবাহিকা**।

পুত্র বা কন্যার শ্বশুর : **বৈবাহিক, বেহাই, বেয়াই**।

পুত্রের কন্যা : **পৌত্রী**।

পুত্রের পুত্র : **পৌত্র**।

পুনঃ পুনঃ অভ্যাস : **অনুশীলন**।

পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ : **অভিপ্রদক্ষিণ**।

পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তি : **পরিবর্ত**।

পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ : **চঙ্ক্রমণ, পর্যটন**।

পুনঃ পুনঃ ভ্রমণকারী : **চঞ্চরীক, চঞ্চরী** [স্ত্রী], **চঞ্চরীকা** [স্ত্রী]।

পুনঃ পুনঃ যা জ্বলছে : **জাজ্বল্যমান**।

পুনঃ পুনঃ যা দীপ্তি পাচ্ছে : **দেদীপ্যমান**।

পুনঃ পুনঃ যে যজ্ঞ করে : **যাযজূক**।

পুনঃ পুনঃ যে রোদন করছে : **রোরুদ্যমান**।

পুনঃ পুনঃ সংঘটন : **বীপ্সা**।

পুনর্বার বিচারপূর্বক পরীক্ষা : **তকরার**।

পুনরায় আবৃত্তি : **পুনরাবৃত্তি**।

পুনরায় উক্তি বা কথন : **পুনরুক্তি**।

পুনরায় উন্নতি বা উত্থান : **পুনরুত্থান**।

পুনরায় চেতনা বা জীবন লাভ করা : **পুনরুজ্জীবন**।

পুনরায় জাগরণ : **পুনর্জাগরণ**।

পুনরায় জন্ম : **পুনর্জন্ম, পুনরুদ্ভব, পুনরুৎপত্তি, পুনর্ভব**।

পুনরায় নতুন অবস্থায় পরিণত করা : **নবীকরণ**।

পুনরায় না-আসা : **অপুনরাগমন**।

পুনরায় না-করা : **অনাবৃত্তি**।

পুনরায় পাশা খেলা : **অনুদ্যূত**।

পুনরায় ফিরে আসা : **পুনরাগমন, প্রতিনিবৃত্তি**।

পুনরায় বিবাহিতা বিধবা নারী : **পুনর্ভূ**।

পুনরায় যা বলা হয়েছে : **পুনরাবৃত্ত, পুনরুক্ত**।

পুনরায় যে উন্নতি লাভ করেছে : **পুনরুন্নত**।

পুনরায় যে জীবন লাভ করেছে : **পুনরুজ্জীবিত**।

পুনরায় যে জাগ্রত : **পুনর্জাগরিত**।

পুনরায় সংঘটন : **পুনরাবৃত্তি**।

পুনরায় সংঘটিত : **পুনরাবৃত্ত**।

পুর বা নগরকে পালন করেন যিনি : **নগরপাল, পুরপাল**।

পুরবাসিনী নারী : **অন্তঃপুরিকা, পুরনারী, পুরাঙ্গনা, পৌরাঙ্গনা**।

পুরযুক্ত আহার্য দ্রব্য : **পুরী**।

পুরাকালের তথ্য : **প্রত্নতত্ত্ব**।

পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত : **পৌরাণিক**।

পুরাতন স্থায়ী ও পুরুষানুক্রমে শ্রেষ্ঠ : **বনেদী, বুনিয়াদি, বুনিয়াদী**।

পুরাতন হিসাব ও কাগজপত্র রাখার স্থান : **দপ্তর**।

পুরাতত্ত্ব জানেন যিনি : **পুরাতত্ত্ববিদ্, প্রত্নতত্ত্ববিদ্**।

পুরুবংশে জাত : **পৌরব**।

পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন-এই মতবাদ : **দ্বৈতবাদ**।

পুরুষত্বহীন পুরুষ : **নপুংসক**।

পুরুষরূপী কাল : **কালপুরুষ**।
পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত : **বংশগত**।
পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করবার দলিল : **মৌরসী-পাট্টা**।
পুরুষের উদ্দাম নৃত্য : **তাণ্ডব**।
পুরুষের উপযুক্ত : **পুরুষোচিত**।
পুরুষের কটিবন্ধন : **সারশন, সারসন**।
পুরুষের কটির ভূষণ : **শৃঙ্খল**।
পুরুষের কর্ণাভরণ : **কুণ্ডল, বীরবৌলি**।
পুরুষের কোমরের বস্ত্র-বন্ধন : **শৃঙ্খলা**।
পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র : **ধুতি**।
পুরুষের বাহুর ভূষণ : **অঙ্গদ**।
পুরুষের তেজ বা ভাব : **পুরুষকার, পৌরুষ**।
পুরুষোচিত সাহসহীন : **কাপুরুষ**।
পুরের মধ্যস্থ পুর : **অন্তঃপুর**।
পুরোহিত, গুরু ও প্রতিমা প্রণামকালে দেয় দক্ষিণা : **প্রণামী**।
পুরোহিতের বৃত্তি : **পৌরোহিত্য**।
পুলকোদ্‌গমে শরীরের রোম-বিকার : **রোমহর্ষ, রোমহর্ষণ, রোমাঞ্চ**।
পুলমার অপত্য : **পৌলম, পৌলমী** [স্ত্রী]।
পুলস্তীর অপত্য : **পৌলস্ত্য**।
পুলিশের দপ্তর বা এলাকা : **থানা**।
পুলোমার কন্যা : **শচি, শচী, সচি, সচী**।
পুষ্করিণীর তলদেশে গভীরতম খাত : **রইখাত**।
পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রোথিত উৎসর্গ-স্তম্ভ : **রইকাঠ**।
পুষ্পই জীবিকা যার : **পুষ্পাজীব**।
পুষ্প কেতন বা কেতু যার : **পুষ্পকেতন, পুষ্পকেতু**।
পুষ্প চয়ন করে রাখবার জন্যে বাঁশের তৈরী ডালি : **সাজি, করণ্ডক, করণ্ড**।
পুষ্পজাত সুরা : **পৌষ্প**।
পুষ্প ধনু যার : **পুষ্পধন্বা, পুষ্পধনু, পুষ্পচাপ, পুষ্পপত্রী, পুষ্পেষু, কুসুমেষু, ফুলধনু**।
পুষ্পপ্রধান যে মাস : **পুষ্পমাস**।
পুষ্পরেণুর আধার : **পরাগকোষ**।
পুষ্পহীন ফলদ বৃক্ষ : **বনস্পতি, মহাদ্রুম**।
পুষ্পের যে অংশে বীজ থাকে : **বীজকোষ**।
পুষ্পের রেণু : **পরাগ**।
পুস্তকাদির পৃষ্ঠায় নিম্নস্থিত টীকা : **পাদটীকা**।
পুস্তকাদির বহিরাবরণ : **মলাট**।
পুস্তকাদির শোভনতম শ্রেষ্ঠ সংস্করণ : **রাজসংস্করণ**।
পুস্তকের অশুদ্ধ পাঠ : **অপপাঠ**।
পুস্তকের নিমিত্ত আগার : **পুস্তকাগার**।
পুস্তকের পাতার এক পিঠ : **পৃষ্ঠা**।
পুস্তকের পৃষ্ঠাঙ্কসহ বিষয়-তালিকার পত্র : **সূচিপত্র, সূচীপত্র**।
পূজা করবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি : **অধিকারী**।
পূজা করেন যিনি : **পূজারী**।
পূজা বা শ্রাদ্ধের ষোড়শ প্রকারের উপচার : **ষোড়শোপচার**।

পূজা ও যজ্ঞাদির অন্তে মন্ত্রপূত জল : **শান্তিজল**।
পূজার অর্ঘ্যপূর্ণ পাত্র : **ডালা**।
পূজার উপকরণ : **অর্ঘ্য**।
পূজার উপকরণ হিসাবে হন্তব্য প্রাণী : **বলি**।
পূজার যোগ্য : **পূজ্য, পূজনীয়, পূজার্হ**।
পূজার শেষে জলে প্রতিমা নিক্ষেপ : **বিসর্জন, নিরঞ্জন, ভাসান**।
পূজার সামগ্রীসহ : **সোপচার**।
পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোয়া জল : **পাদোদক**।
পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত : **পরিণত**।
পূর্ণ এক বছর : **সংবৎসর, সম্বৎসর**।
পূর্ণ কামনা যার : **পূর্ণকাম**।
পূর্ণ চাঁদের পরিমাণ যাতে : **পূর্ণমা, পূর্ণিমা, পূর্ণমাঃ**।
পূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহ : **পূর্ণাবয়ব**।
পূর্ণ যে কুম্ভ : **পূর্ণকুম্ভ**।
পূর্ণিমা ও প্রতিপদের মিলন : **পর্বসন্ধি**।
পূর্ণিমা তিথিতে যে পক্ষের অবসান : **শুক্লপক্ষ**।
পূর্ণিমায় করণীয় যজ্ঞ : **পৌর্ণমাস**।
পূর্ব ও দক্ষিণদিকের মধ্যবর্তী কোণ : **অগ্নিকোণ**।
পূর্বকাল সম্পর্কিত : **প্রাক্তন**।
পূর্বকালের ইতিহাস বা জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা : **পুরাণ**।
পূর্বজন্মসমূহের কৃতকর্মের ফল : **প্রাক্তন**।
পূর্বজন্মার্জিত কৃতকর্মের ফলভোগ যার শুরু হয়েছে : **প্রারব্ধ**।
পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ করতে পারে : **জাতিস্মর**।
পূর্ব থেকে ব্যয়ের নির্ধারিত পরিমাণ : **বরাদ্দ**।
পূর্ব দিক : **পূর্বাশা, প্রাচী**।
পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত : **পুবাল, পুবালি, পুবে**।
পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত বাতাস : **পুরবীয়া**।
পূর্ব দিনের বা পূর্ব রাত্রির : **পুরাতন, দিবসাধিক, বাসি, বাসী**।
পূর্ব দিবস : **পূর্বাহ**।
পূর্বদেশ সম্পর্কীয় : **পুরবীয়া, পূর্বী**।
পূর্বপরিচয় সম্বন্ধে চেতনা বা জ্ঞান : **প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান**।
পূর্ব পরিচিতকে চেনা : **প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান**।
পূর্ববঙ্গের লোক : **বাঙ্গাল**।
পূর্ববর্তী জন্ম বা জীবন : **পূর্বজন্ম**।
পূর্ববর্তী বা প্রারম্ভিক কাল : **প্রাক্কাল**।
পূর্বাপর-পরম্পরা যুক্ত : **ধারাবাহিক**।
পূর্বাহ্ণে করণীয় : **পূর্বাহ্ণিক**।
পূর্বাহ্ণে নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ ফলাফল : **ভাগ্যলিপি, ভাগ্যলিখন**।
পূর্বে অপরের বাগ্‌দত্তা বা স্ত্রী ছিল যে নারী : **অন্যপূর্বা**।
পূর্বে কথিত : **প্রাগুক্ত**।
পূর্বে ছিল কিন্তু এখন আর নেই : **ভূতপূর্ব**।
পূর্বে জন্মেছে যে : **অগ্রজ, পূর্বজ**।

পূর্বে বিবেচিত হবার যোগ্যতা : **পূর্বিতা**।
পূর্বে যা দেখা যায় নি : **অদৃষ্টপূর্ব**।
পূর্বে যা শোনা যায় নি : **অশ্রুতপূর্ব**।
পূর্বের মতো : **যথাপূর্ব**।
পৃথক পৃথক ব্যক্তি : **ব্যষ্টি**।
পৃথক পৃথক ভাগে বণ্টন : **বখরা**।
পৃথার পুত্র : **পার্থ**।
পৃথিবী ও ভারতবর্ষ : **ভূ-ভারত**।
পৃথিবীতে জীবন-লীলা : **মর্ত্যলীলা**।
পৃথিবীপৃষ্ঠের সমান্তরাল : **অনুভূমিক**।
পৃথিবীর অধীশ্বর : **ক্ষৌণীশ, পৃথ্বীশ**।
পৃথিবীর অধোলোক : **পাতাল**।
পৃথিবীর উত্তর মেরু : **সুমেরু**।
পৃথিবীর উভয় মেরুর সংলগ্ন তুষারাবৃত ভূখণ্ড : **হিমমণ্ডল**।
পৃথিবীর দলন করে যে বা যে গুরুভার সরানো যায় না : **জগদ্দল**।
পৃথিবীর পশ্চিমদিকে স্থিত : **প্রতীচ্য**।
পৃথিবীর পশ্চিমভাগের দেশসমূহ : **প্রতীচী**।
পৃথিবীর পাপের বোঝা : **ভূ-ভার**।
পৃথিবীর পূর্বদিকে স্থিত : **প্রাচ্য**।
পৃথিবীর পূর্বভাগের দেশসমূহ : **প্রাচী**।
পৃথিবীর সমস্ত মানুষ : **বিশ্বজন**।
পৃথিবীর সকল মানুষকে যে ভালোবাসে : **বিশ্বপ্রেমিক**।
পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কল্যাণকর : **বিশ্বজনীন**।
পৃথিবী সম্পর্কিত : **পার্থিব**।
পৃষ্ঠার ক্রমসূচক সংখ্যা : **পৃষ্ঠাঙ্ক**।

পৈঁজা তুলার বাতি বা নল : **পাঁইজ, পাঁজ**।
পেচকের ডাক : **ঘূৎকার**।
পেছন দিক থেকে জাপটিয়ে ধরে আছাড় : **পাছাড়**।
পেটভাতা চাকর : **অন্নদাস, ভক্তদাস**।
পেটে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় যাকে : **দামোদর**।
পেটের তলভাগ : **তলপেট**।
পেতে-রাখা যে ধনুতে শিকার আপনা-আপনি বাণ-বিদ্ধ হয় : **পাতনকাঁড়**।
পেয়াদাদের অধ্যক্ষ : **নাজির, নাজীর**।
পেশাদার নর্তকী : **বাইজী**।
পেশী আছে যার : **পেশল**।
পেষণ যন্ত্র : **যাঁতা**।
পেষণী শিলা : **শিলাপুত্র**।
পেষণের নিমিত্ত দীর্ঘ শিলাদণ্ড : **নোড়া, লোড়া**।
পোড়া ইট : **পক্বেষ্টক**।
পোড়া কপাল যার : **পোড়াকপালে, পোড়াকপালী** [স্ত্রী]।
পোতের প্রধান অধ্যক্ষ : **পোতাধ্যক্ষ**।
পোতের যাত্রী : **পোতারোহী**।
পোশাক ও আহার : **খোরপোশ, খোরপোষ**।
পোশাক ও পরিচ্ছদ : **ধড়াচূড়া**।
পোশাকের ভাণ্ডার : **তোশাখানা**।
পোষা পাখীর বসার দণ্ড : **দাঁড়**।
পৌত্র বা দৌহিত্র : **নাতি**।
পৌত্রী বা দৌহিত্রী : **নাতনি**।

পৌত্রী বা দৌহিত্রীর বর : **নাতজামাই**।
পৌত্রের কন্যা : **প্রপুত্রী**।
পৌত্রের পুত্র : **প্রপৌত্র**।
পৌত্রের বা দৌহিত্রের পত্নী : **নাতবৌ**।
পৌত্রের স্ত্রী বা নাতির বউ : **প্রস্নুষা**।
পৌষমাসে উৎপন্ন : **পৌষালী**।
পৌষ-সংক্রান্তিতে দেবতাকে নতুন চালের পিঠে নিবেদনের উৎসব : **পৌষ-পার্বণ**।
প্রকাশের অযোগ্য : **অপ্রকাশ্য**।
প্রকাশ্য দিবালোকে : **দিনদুপুরে**।
প্রকৃত অবস্থাকে বাড়িয়ে বর্ণনা করা : **অতিরঞ্জন**।
প্রকৃত ঘটনার বিবৃতি : **প্রতিবেদন**।
প্রকৃত তথ্য জানবার জন্যে অনুসন্ধান : **তথ্যানুসন্ধান, তদন্ত, সত্যানুসন্ধান**।
প্রকৃত তাৎপর্য আবিষ্করণ : **সারোদ্ধার**।
প্রকৃত পথ দেখান যিনি : **পথপ্রদর্শক**।
প্রকৃত পথ হারিয়েছে যে : **পথভোলা, পথভ্রষ্ট**।
প্রকৃত মালিকের নাম গোপন করে অন্য ব্যক্তির নামে যার মালিকানা বলে প্রচার করা হয়েছে : **বেনামী**।
প্রকৃত মালিকের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির নাম : **বেনাম**।
প্রকৃতি-প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন : **ব্যুৎপন্ন**।
প্রকৃতির তৃতীয় গুণ : **তমঃ**।
প্রকৃতির নিকৃষ্টতম গুণ : **তমঃ**।
প্রকৃতির বিপরীত : **স্বভাববিরুদ্ধ**।
প্রকৃষ্ট অংশু যার : **প্রাংশু**।
প্রকৃষ্ট গন্ধ : **প্রমোদ**।
প্রকৃষ্ট চেতাঃ যার : **প্রচেতাঃ**।
প্রকৃষ্ট দ্যুতি যার : **প্রদ্যোত**।
প্রকৃষ্ট বীর : **প্রবীর**।
প্রকৃষ্টভাবে গোচর : **প্রকট**।
প্রকৃষ্টভাবে জাত : **প্রভূত**।
প্রকৃষ্টভাবে মূর্ত : **প্রমূর্ত**।
প্রকৃষ্টভাবে যাকে জ্বালানো হয়েছে : **প্রজ্বলিত**।
প্রকৃষ্ট যত্ন : **প্রযত্ন**।
প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত : **ব্যক্ত**।
প্রগতি-বিরুদ্ধ ক্রিয়া : **প্রতিক্রিয়া**।
প্রগলভা ও চঞ্চলা স্ত্রীলোক : **ব্যাপিকা**।
প্রগাঢ় রসযুক্ত : **রসঘন**।
প্রচণ্ড ক্ষমতা : **প্রতাপ**।
প্রচণ্ড গণ্ডগোল : **ধুন্ধুমার**।
প্রচণ্ড শব্দবিশিষ্ট বেগবান বায়ু ও বৃষ্টি : **ঝঞ্ঝা**।
প্রচলিত আচার : **প্রথা, রেওয়াজ**।
প্রচলিত করণ : **প্রবর্তন**।
প্রচলিত রীতি : **প্রচল**।
প্রচলিত রীতি অনুযায়ী : **যথারীতি**।
প্রচুর তৃণকাষ্ঠযুক্ত রক্ষিত ভূভাগ : **বিবীত**।
প্রচুর পরিমাণে উপভোগ : **লোটা** [মজা]।
প্রচুর বৃষ্টি : **অতিবর্ষণ, অতিবৃষ্টি, ছরকট**।
প্রচুর ভোজন : **ভূরিভোজন**।
প্রচুর রক্তপাত : **রক্তগঙ্গা, রক্তনদী**।
প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ : **শ্লেষ**।
প্রজাবিলি ও খাজনার হিসাব : **জমাবন্দী**।

প্রজার জমিজমার হিসাব-রক্ষক কর্মচারী : **পাটোয়ার**।

প্রজার দেয় খাজনার বিবরণসহ হিসাবের বই : **কড়চা**।

প্রজার বিবাহ উপলক্ষে জমিদারের আদায়-করা কর : **মাড়চা**।

প্রজাদের দেয় রাজস্বের চারভাগের একভাগ : **চৌথ**।

প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি : **প্রাজ্ঞ**।

প্রজ্বলিত দীপ : **দেউটি**।

প্রণয়িনী রমণী : **নায়িকা**।

প্রণয়ী পুরুষ : **নায়ক**।

প্রণয়ীর ও প্রণয়িনীর মধ্যে যে নারী সংবাদ আদান-প্রদান করে : **কুট্‌নী, কুট্টিনী, দুতী**।

প্রণয়ীর বিচ্ছেদ : **বিপ্রয়োগ, বিরহ**।

প্রতারণা-পূর্বক পীড়ন : **বিড়ম্বনা**।

প্রতারণা বা প্রবঞ্চনার জন্যে গৃহীত বেশ : **ছদ্মবেশ**।

প্রতারণার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীর বেশ যে ধারণ করে : **ভেকধারী**।

প্রতিকার করবার ইচ্ছা : **প্রতিচিকীর্ষা**।

প্রতিকূল অনুমান : **প্রত্যনুমান**।

প্রতিকূল অস্ত্র : **প্রত্যস্ত্র**।

প্রতিকূল আচরণ : **বিরুদ্ধাচরণ**।

প্রতিকূল আঘাত : **ব্যাঘাত**।

প্রতিকূল বাক্য : **প্রতিবাক্য**।

প্রতিকূল ভাব : **প্রতিকূলতা**।

প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন : **প্রতিজ্ঞাভঙ্গ**।

প্রথিত যশঃ যার : **প্রথিতযশা**।

প্রতি তিন বছর অন্তর : **ত্রৈবার্ষিক**।

প্রতি তিন মাস অন্তর : **ত্রিমাসিক**।

প্রতিদান পাবার যোগ্য : **প্রতিদেয়**।

প্রতিদান রূপে প্রদত্ত : **প্রতিদত্ত**।

প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ : **প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ**।

প্রতিনিধির কাজ : **প্রতিনিধিত্ব**।

প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি : **মুখপাত্র**।

প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পঞ্চদশ তিথি : **কৃষ্ণপক্ষ**।

প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চদশ তিথি : **শুক্লপক্ষ**।

প্রতিপালন করে যে : **প্রতিপালক, প্রতিপোষক**।

প্রতিবিম্ব দেখার জন্যে মসৃণ ধাতু-ফলক : **দর্পণ**।

প্রতিবিধান করবার ইচ্ছা : **প্রতিবিধিৎসা**।

প্রতিভার সঙ্গে বিদ্যমান : **সপ্রতিভ**।

প্রতিমার ওপরের বৃত্তাকার পট, যাতে দেবলোকের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত থাকে : **চালচিত্র**।

প্রতিমা, গুরু ও পুরোহিতকে প্রণাম-কালে দেয় দক্ষিণা : **প্রণামী**।

প্রতিমার বিসর্জন : **নিরঞ্জন**।

প্রতি মাসের বরাদ্দ টাকা : **মাসরা, মাসহরা, মাসহারা**।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী : **প্রতিযোগী**।

প্রতিযোগিতায় আস্ফালন : **স্পর্ধা**।

প্রতিশোধ-গ্রহণের নিমিত্ত ভীতি-প্রদর্শন : **শাসানি**।

প্রতিশ্রুতি পালন [রক্ষা] না করা : **সত্যভঙ্গ**।
প্রতিশ্রুতির পালন [রক্ষা] : **সত্যপালন, সত্যরক্ষা**।
প্রতিহত যে ধ্বনি : **প্রতিধ্বনি**।
প্রতিহারের বৃত্তি : **প্রাতিহার**।
প্রতিহিংসার ভাব পোষণ [বা প্রতিহিংসার জন্যে প্রতীক্ষা] : **রিষবাদ্ধা, রীষবাদ্ধা**।
প্রতীক্ষার নিমিত্ত যে কাতর : **প্রতীক্ষাকাতর**।
প্রতীক্ষার যোগ্য : **প্রতীক্ষ্য**।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ : **প্রত্যক্ষসিদ্ধ, প্রমাণিত**।
প্রত্যক্ষ দর্শন : **সাক্ষাৎ**।
প্রত্যয়ের সঙ্গে বিদ্যমান : **সপ্রত্যয়**।
প্রত্নতত্ত্ব জানেন যিনি : **প্রত্নতত্ত্ববিদ্**।
প্রত্যহ যা করতে হয় : **প্রাত্যহিক**।
প্রত্যহ যা ঘটে : **প্রাত্যহিক**।
প্রত্যাখ্যাত নায়কের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর যে নারী মনস্তাপ করে : **কলহান্তরিতা**।
প্রত্যাশিত কিছুর জন্যে অপেক্ষা : **প্রতীক্ষা**।
প্রত্যেক গৃহস্থ বা দাতার কাছ থেকে মুষ্টি পরিমাণ চাল ইত্যাদি ভিক্ষা : **মুষ্টিভিক্ষা**।
প্রত্যেক দিন : **প্রত্যহ**।
প্রত্যেক নিশ্বাস : **হরদম**।
প্রথম গর্ভধারিণী গাভী : **বালগর্ভিণী**।
প্রথম থেকে : **প্রথমাবধি**।
প্রথম মনু : **স্বায়ংভুব, স্বায়ম্ভুব**।
প্রথমা স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ : **অধিবেদন**।
প্রথমা স্ত্রীর বর্তমানে যে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে : **অধিবেত্তা**।
প্রথমে মধুর : **আপাতমধুর**।
প্রদত্ত দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত : **প্রত্যুদাহরণ**।
প্রদাহযুক্ত দূষিত ফোঁড়া : **বিষফোঁড়া**।
প্রদীপের শিখ : **দীপশিখা**।
প্রদীপের সলিতা : **পলিতা, পলতে, পিল্লুল, বর্তিকা**।
প্রদেশে উৎপন্ন : **প্রাদেশিক**।
প্রদোষকালে জাত : **প্রাদোষিক**।
প্রদাহাদিহেতু লালবর্ণ চক্ষু : **রক্তআঁখি, রক্তচক্ষু, রক্তনয়ন, রক্তনেত্র**।
প্রধান অমাত্য : **মহাপাত্র**।
প্রধান আধি : **ব্যাধি**।
প্রধান কারণ : **মূলসূত্র**।
প্রধান কেরানি : **মীরমুন্শী**।
প্রধান ঢুলি : **বায়েন**।
প্রধানতঃ ভাতই যার খাদ্য : **ভেতো**।
প্রধান প্রবেশ-দ্বার : **ফটক**।
প্রধান বিচারক : **ধর্মাধ্যক্ষ**।
প্রধান মন্ত্রী [অমাত্য] : **মহামাত্য**।
প্রধানা মহিষী : **পাটরাণী, পট্টমহিষী**।
প্রধানা রানী : **মহিষী**।
প্রপিতামহের পিতা : **বৃদ্ধপ্রপিতামহ**।
প্রপিতামহের মাতা : **বৃদ্ধপ্রপিতামহী**।
প্রবন্ধ রচনা করেন যিনি : **প্রবন্ধকার**।
প্রবন্ধাদি রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী : **রচনাশৈলী**।
প্রবল আবেগ : **ভাবাবেগ, ভাবোচ্ছ্বাস**।
প্রবল আলোড়ন : **তোলপাড়**।

প্রবল ইচ্ছা : **তৃষ্ণা, তৃষা**।
প্রবল গর্জন : **অভিগর্জন**।
প্রবল ঝড় : **তুফান**।
প্রবল ঝড়বৃষ্টি : **ঝঞ্ঝা**।
প্রবল বায়ু বা বস্তুর পরস্পর সংঘাতজনিত আওয়াজ : **নির্ঘাত**।
প্রবল বায়ুর আকস্মিক আঘাত : **ঝটিকা**।
প্রবল বৃষ্টি : **আসার**।
প্রবলভাবে পেতে ইচ্ছুক : **প্রেপ্সু**।
প্রবল ভোগস্পৃহা : **ভোগলালসা**।
প্রবাল কীটের অস্থি : **পলা**।
প্রবাল কীটের অস্থির দ্বারা গঠিত দ্বীপ : **প্রবালদ্বীপ**।
প্রবাসী জনকে স্বদেশে আনয়ন : **অপবাহন**।
প্রবাসিনী পত্নীর বিরহে কাতর স্বামী : **প্রোষিতপত্নীক, প্রোষিতভার্য**।
প্রবাসী পতির বিরহে কাতরা স্ত্রী : **প্রোষিতভর্তৃকা**।
প্রবাহযুক্ত জল : **স্রোত, স্রোতঃ**।
প্রবেশের ইচ্ছা : **বিবিক্ষা**।
প্রবেশে ইচ্ছুক : **বিবিক্ষু**।
প্রভঞ্জনের অপত্য : **প্রাভঞ্জনি**।
প্রভা আছে যার [স্ত্রী] : **প্রভাবতী, প্রভাময়ী**।
প্রভা [দীপ্তি] করে যে : **প্রভাকর**।
প্রভা নেই যার : **নিষ্প্রভ**।
প্রভাতকালে গেয় সঙ্গীত : **প্রভাতী**।
প্রভাতকালে যারা মঙ্গলগান বা স্তুতি পাঠ করে রাজারানীদের ঘুম ভাঙায় : **বৈতাল, বৈতালিক**।
প্রভাতকালে সংঘটিত : **প্রভাতী**।
প্রভাত হয়-হয় এমন অবস্থা : **প্রভাতকল্প**।
প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণযোগ্য : **প্রাতঃস্মরণীয়**।
প্রভাতে যে রাজাকে জাগায় : **বৈতালিক, বৈবোধিক**।
প্রভাতের নবোদিত সূর্য : **বালসূর্য, বালার্ক, বালাদিত্য, বালারুণ, বালরবি**।
প্রভাতের পূর্বভাগ : **প্রাতঃসন্ধ্যা**।
প্রভাতের প্রথম আহার : **প্রাতরাশ, প্রাতর্ভোজন**।
প্রভাতের সন্ধ্যা-বন্দনা : **প্রাতঃসন্ধ্যা**।
প্রভাব বিস্তার করা যার স্বভাব : **প্রভাবশীল, প্রভবিষ্ণু**।
প্রভার সঙ্গে বিদ্যমান : **সপ্রভ**।
প্রভুর প্রতি অনুরক্ত : **প্রভুভক্ত**।
প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ : **প্রভুদ্রোহ**।
প্রভুর ভাব : **প্রভুত্ব**।
প্রভুর সঙ্গে বর্তমান : **সনাথ**।
প্রমদাগণের বিহারের নিমিত্ত বন : **প্রমদা-কানন**।
প্রমাণদ্বারা নির্ণীত : **নির্ব্যূঢ়**।
প্রমাণ বা যুক্তির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত : **প্রতিপন্ন**।
প্রমাণ-সম্বলিত পত্র : **প্রমাণপত্র**।
প্রমাণের দ্বারা যার যথার্থ নির্ধারণের প্রয়োজন আছে : **প্রমাণসাপেক্ষ**।
প্রমাণের দ্বারা যার যাথার্থ্য প্রমাণিত : **প্রমাণ-সিদ্ধ**।

প্রমাতামহের পিতা : **বৃদ্ধপ্রমাতামহ**।
প্রমাতামহের মাতা : **বৃদ্ধপ্রমাতামহী**।
প্রমোদের নিমিত্ত আগার : **প্রমোদাগার**।
প্রমোদের নিমিত্ত দেয় কর : **প্রমোদকর**।
প্রমোদের নিমিত্ত কানন : **প্রমোদ কানন**।
প্রয়াণ করেছে যে : **প্রয়াত**।
প্রয়োজনের অতীত : **অতিরিক্ত**।
প্রয়োজনের অপেক্ষা বেশী : **অত্যধিক**।
প্রয়োজনমতো বৃষ্টিপাত : **সুবৃষ্টি**।
প্রয়োজনমতো ব্যয় করবার সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থা : **সচ্ছলতা**।
প্রলয়কালীন মেঘ : **সম্বর্ত**।
প্রলয়কালের অগ্নি : **কালাগ্নি**।
প্রলয়ের রাত্রি : **কালরাত্রি**।
প্রশংসার দ্বারা সংবর্ধনা : **অভিনন্দন**।
প্রশংসার পাত্র : **প্রশংসাভাজন**।
প্রশংসা-সম্বলিত লিখন : **প্রশংসাপত্র**।
প্রশস্ত তলবিশিষ্ট নৌকা : **পানিত্রাস**।
প্রশাসন-সম্পর্কিত ঘোষণাযুক্ত বাদ্য : **ঢেঁড়া**।
প্রশ্ন ও তার উত্তর : **প্রশ্নোত্তর, বাদপ্রতিবাদ, সওয়ালজবাব**।
প্রশ্ন শুনে যিনি মীমাংসা করেন : **প্রাশ্নিক**।
প্রশ্ন-সমুদয়-সম্বলিত পত্র : **প্রশ্নপত্র**।
প্রশ্নের উত্তর : **সওয়াল**।
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর : **সদুত্তর**।
প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত : **প্রাসঙ্গিক**।
প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ : **প্রাসঙ্গিক**।
প্রসারিত পাঁচ আঙুলসহ করতলের ছাপ : **পাঞ্জা, পঞ্জা**।
প্রসারিত বাহুদ্বয়ের একটির আঙুলের অগ্রভাগ থেকে অন্য বাহুর আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত মাপ : **ব্যাম**।
প্রসারিণী লতা : **বীরুৎ, বীরুদ্**।
প্রসূতির গর্ভজাত দক্ষকন্যা : **স্বাহা**।
প্রস্তরীভূত প্রাণী বা উদ্ভিদ্ : **জীবাশ্ম**।
প্রস্তুতি ছাড়া যে বক্তৃতা : **উপস্থিতবক্তৃতা**।
প্রস্থান করার অনুমতি : **বিদায়**।
প্রহর-ঘোষক ভেরী : **যামভেরী**।
প্রহসনে যে অভিনয় করে : **প্রাহসনিক**।
প্রহারোদ্যত রণমূর্তি যার : **মারমূর্তি**।
প্রহ্লাদের পিতা : **হিরণ্যকশিপু**।
প্রাকৃত ভাষায় রচিত দৃশ্যকাব্য : **সট্টক**।
প্রাচীন ইহুদী জাতির ভাষা : **হিব্রু**।
প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী যুগ : **মধ্যযুগ**।
প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত : **বনিয়াদি, বনেদী**।
প্রাচীন কালের ইতিহাস ও জনশ্রুতি নিয়ে রচিত শাস্ত্র : **পুরাণ**।
প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত : **পুরাবৃত্ত, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব**।
প্রাচীন মগধের রাজধানী : **পাটলিপুত্র**।
প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা : **লবেজান**।
প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্য : **বর্গী**।
প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান—এই পঞ্চ প্রাণবায়ু : **পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চবায়ু, প্রাণবায়ু**।
প্রাণ পর্যন্ত পণ করে যে কার্যসাধনের

সংকল্প : **প্রাণপণ**।
প্রাণবায়ুর দেহ পরিত্যাগ : **নির্বাণ**।
প্রাণবায়ুর সংযম : **প্রাণায়াম**।
প্রাণহীনকে জীবিতকরণ : **সঞ্জীবন**।
প্রাণহীন দেহ : **মড়া, মৃতদেহ, শব, হিমাঙ্গ**।
প্রাণের চেয়ে [অপেক্ষা] বেশী প্রিয় : **প্রাণাধিক**।
প্রাণের মতো প্রিয় : **প্রাণপ্রিয়**।
প্রাণিগণ বার বার যাতে বাস করে : **পুনর্বসু**।
প্রাণিবিষয়ক তত্ত্ব : **প্রাণিতত্ত্ব**।
প্রাণের অবসান : **প্রাণান্ত**।
প্রাণেব বিনাশ হয় যে কালে : **প্রাণাত্যয়**।
প্রাতঃকালীন উপাসনা : **প্রাতঃসন্ধ্যা, প্রাতরাহ্নিক**।
প্রাতঃকালীন প্রণাম : **প্রাতঃপ্রণাম**।
প্রাতঃকালে প্রথম আহার : **প্রাতরাশ, প্রাতর্ভোজন**।
প্রাতঃকালের করণীয় কর্ম : **প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃক্রিয়া**।
প্রাত্যহিক হোম : **অগ্নিহোত্র**।
প্রান্তস্থিত উচ্চভূমি : **তট**।
প্রাপ্তির আশায় তীর্থের কাকের মতো বসে থাকা : **তীর্থবায়স**।
প্রাপ্য অংশ : **হিস্সা, হিস্যা**।
প্রাপ্য অর্থাদির স্থিরতা : **চুক্তি**।
প্রাপ্যের প্রাপ্তি ও দেয় পরিশোধ : **দেনা-পাওনা**।
প্রামাণিক কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ : **নথিভুক্ত**।
প্রায় খুন : **নিমখুন**।
প্রায় নেই বললেই চলে : **বিরল**।
প্রায় বৃত্তাকার : **বৃত্তাভাস**।
প্রায় রাজী : **নিমরাজী**।
প্রায় বর্তুলাকার বেঁটেখাটো গড়ন : **গোলগাল**।
প্রায়শ্চিত্তের পর গোরুকে মন্ত্রপূত ঘাস খাওয়ানো : **গোগ্রাস**।
প্রাসাদের সবচেয়ে ওপরের ঘর : **অট্টালক, কূটাগার, চিলাকোঠা**।
প্রাসাদ-তোরণে নির্গত হাতীর দাঁতের মতো কাষ্ঠ খণ্ড : **নির্ব্যূহ**।
প্রাসাদাদিতে বাতি জ্বালাবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি : **রোশনচীর**।
প্রিয়-আগমনে চাঞ্চল্যহেতু ভূষণাদির অযথাস্থানে বিন্যাস : **বিভ্রম**।
প্রিয় কার্য করতে ইচ্ছুক : **প্রিয়চিকীর্ষু**।
প্রিয় কার্য করার ইচ্ছা : **প্রিয়চিকীর্ষা**।
প্রিয়দর্শন মূর্তি যার : **সৌম্যমূর্তি**।
প্রিয়বাক্য বলে যে : **প্রিয়ংবদ, প্রিয়ংবদা** [স্ত্রী], **প্রিয়বাদী, প্রিয়বাদিনী** [স্ত্রী], **প্রিয়ভাষী, প্রিয়ভাষিণী** [স্ত্রী]।
প্রিয়-সান্নিধ্যেও প্রেমের উৎকর্ষ-হেতু নায়িকার আর্তি : **প্রেমবৈচিত্ত্য**।
প্রীতি উৎপাদন : **অনুরঞ্জন**।
প্রীতি কামনা করে যে : **প্রীত্যর্থী**।
প্রীতি-জ্ঞাপক আলাপন : **প্রীতি-সম্ভাষণ**।
প্রীতি-জ্ঞাপক উপহার : **প্রীতি-উপহার**।
প্রীতির নিমিত্ত ভোজ : **প্রীতিভোজ**।
প্রীতির পাত্র : **প্রীতিভাজন**।
প্রেত-তর্পণের জন্যে তিনবার জলের

অঞ্জলি দান : **তিলাঞ্জলি**।
প্রেতের উদ্দেশে দান-গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ : **অগ্রদানী**।
প্রেম [কোন কিছুর প্রতি প্রণয়, আকর্ষণ বা অনুরাগ] আছে যার : **প্রেমী**।
প্রেম করে যে : **প্রেমিক, প্রেমিকা** [স্ত্রী]।
প্রেম-ঘটিত আলিঙ্গন : **প্রেমালিঙ্গন**।
প্রেম-জনিত অশ্রু : **প্রেমাশ্রু**।
প্রেম পূর্ণ কথোপকথন : **প্রেমালাপ**।
প্রেমে, ভক্তিতে ও ভাবে মাতাল যে মন : **মনমাতাল**।
প্রেমের অবতার : **প্রেমাবতার**।
প্রেমের নিমিত্ত অনুরক্ত [মুগ্ধ] : **প্রেমানুরক্ত, প্রেমমুগ্ধ**।
প্রেমের পাত্র : **দয়িত**।
প্রেরণা দান : **প্রণোদন**।
প্রৌঢ় বয়েসে সংসার ত্যাগ করে বনগমন ও ঈশ্বর-চিন্তায় অবশিষ্ট জীবন-যাপন : **বানপ্রস্থ**।

ফ

ফকিরের বৃত্তি : **ফকিরি, ফকিরী**।
ফণা বিস্তার করে সাপের গর্জন : **ফণাফণ**।
ফলকালে ফলশূন্য : **অফল**।
ফলকালে ফলশূন্যা : **অফলা**।
ফল ধরে না যাতে : **নিষ্ফলা**।
ফল নেই যার : **নিষ্ফল**।
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় : **ওষধি**।
ফল প্রসব করে যা : **ফলপ্রসূ**।
ফল, ফুল ও পাতার বোঁটা : **বৃন্ত**।
ফল ভোজন : **ফলাহার**।
ফল ভোজন করে যে : **ফলাহারী**।
ফলশূন্য ধানগাছের গোড়া [ধান্যনাল] : **নিষ্ফল**।
ফলের উৎপত্তি : **ফলাগম, ফলোদয়**।
ফলের সঙ্গে বর্তমান : **সফল**।
ফাঁকি দেওয়া যার অভ্যাস : **ফাঁকিবাজ**।
ফাঁকি দেবার অভ্যাস : **ফাঁকিবাজি**।
ফাঁপা ও হাল্কা : **ফুকা, ফুকো**।
ফাজিল চালাক লোক : **নেপো**।
ফাজিল বা ধড়িবাজ ব্যক্তি : **ফক্কড়**।
ফাজিলের মতো আচরণ : **ফাজলামি, ফাজলামো**।
ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা : **ফাল্গুনী**।
ফিকা কমলা রং : **বাসন্তী**।
ফিকা কমলারঙে রঞ্জিত : **বাসন্তী**।
ফিতার মতো পাড়যুক্ত : **ফিতাপেড়ে**।
ফিরঙ্গ [য়ুরোপ] দেশের মানুষ : **ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গী**।
ফিরিয়ে আনা : **প্রত্যানয়ন**।
ফিরিয়ে নেওয়া : **প্রত্যাহার**।
ফিরে আসা : **প্রত্যাবর্তন**।
ফুটির মতো যা ফেটে ছত্রাখান হয়ে গেছে : **ফুটিফাটা**।
ফুটেছে যা : **ফুটন্ত**।
ফুল-তোলা মসলিন শাড়ি : **জামদানী**।
ফুল-পাতা-তোলা রেশমী কাপড় : **গুলনকশ, গুলবাহার**।

ফুল সাজিয়ে রাখার পাত্র : **ফুলদানি**।
ফুলের কুঁড়ি : **মুকুল**।
ফুলের ডালি : **সাজি**।
ফুলের গন্ধে সুবাসিত : **ফুলেল**।
ফুলের দ্বারা তৈরী গয়না : **পুষ্পাভরণ, ফুলসাজ**।
ফুলের নকশাযুক্ত কাপড় বা জুতো : **ফুলপুকুরে**।
ফুলের পাপড়ি : **দল**।
ফুলের বহিরাবরণ : **বৃতি**।
ফুলের বাগান : **পুষ্পবাটিকা, পুষ্পারাম, পুষ্পোদ্যান, ফুলবাগ, ফুলবাগিচা**।
ফুলের বীজের আধার : **বীজকোষ, বীজাধার**।
ফুলের ব্যবসা করে যে : **পুষ্পজীবী, পুষ্পজীবিনী [স্ত্রী], পুষ্পাজীব**।
ফুলের মধু : **পুষ্পরস, পুষ্পাসব, মকরন্দ**।
ফুলের মতো নক্‌শা-যুক্ত : **ফুলকাটা, ফুলদার**।
ফুলের মতো হাল্‌কা বাতাসা : **ফুলবাতাসা**।
ফুলের রস : **পুষ্পসার**।
ফুলের রেণু : **পরাগ, পুষ্পপরাগ, পুষ্পরেণু**।
ফুসফুস থেকে যে বায়ু নির্গত হয় : **নিঃশ্বাস**।
ফুসফুসে যে বায়ু প্রবিষ্ট হয় : **প্রশ্বাস**।
ফুসলানো বা ফাঁকির মন্ত্র : **ফুসমন্তর**।
ফেন নেই যার : **নিষ্ফেন**।
ফেনের সঙ্গে বিদ্যমান : **সফেন**।
ফেলে দেবার মতো সামান্য অকিঞ্চিৎকর জিনিস : **ছাইপাঁশ**।
ফেলে দেবার যোগ্য : **ফেলনা**।
ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ : **টিপ্‌টাপ, টিপটিপ্, টুপ্‌টাপ**।
ফোঁড়ার ঘন বিকৃত রক্ত : **পুঁজ**।
ফৌজের অধ্যক্ষ : **ফৌজদার**।
ফ্রান্সে প্রস্তুত : **ফরাসী**।
ফ্রেমে-বাঁধা কাচের দরজা বা জানালার পাল্লা : **সার্সী**।

ব

বইয়ের মলাট আটকানোর জন্যে শেষ দু'খানি অমুদ্রিত মোটা পাতা : **পুস্তানি, পুস্তনি**।
বংশগত আচার-আচরণ : **কুলাচার**।
বংশ-শলাকা দিয়ে তৈরী মাছ ধরবার যন্ত্র : **ঘুণি, ঘুনি, পলুই, পলো, পোলো**।
বংশসূচক নাম : **পদবি, পদবী**।
বংশস্থিতির শেষ : **নিষ্ঠান্ত**।
বংশাদি নির্মিত উচ্চস্থান : **মঞ্চ, মাচা, মাচান**।
বংশানুক্রমিক জীবন-চরিত : **বংশানুচরিত**।
বংশানুক্রমিক বাস্তুভূমি : **ভিটা**।
বংশানুক্রমে কুলের উপাস্য দেবতা : **কুলদেবতা**।
বংশ জাত : **বংশজ**।
বংশে পুরুষানুক্রমিক বিবরণ : **কুলজি, কুলজী**।

বংশের ইতিহাস : **কুলজী, কুলপঞ্জী, বংশচরিত, বংশপঞ্জী, বংশাবলী।**

বংশের কোন উত্তরাধিকারী না থাকা : **বংশলোপ, নির্বংশ।**

বংশের তালিকা : **বংশাবলি, বংশাবলী।**

বংশের পরম্পরাক্রমে আগত : **পুরুষানুক্রমিক।**

বংশের পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস : **বংশানুচরিত।**

বংশের প্রথম পুরুষ : **আদিপুরুষ, বীজপুরুষ।**

বংশের সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে : **সবংশ।**

বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান : **বংশাবতংস।**

বক কর্তৃক বৃষের অণ্ড পাবার আশার মতো নিষ্ফল আশা : **বকাণ্ডপ্রত্যাশা।**

বকের মতো ঠোঁটবিশিষ্ট মাছ : **গাঙদাড়া, গাঙ্গদাড়া।**

বক্না বাছুর : **বৎসা।**

বকের বৃত্তির মতো বৃত্তি যার : **বকবৃত্তি।**

বকের মতো কপট ধার্মিক : **বকধার্মিক, বকধর্মী।**

বকের মতো যে ধার্মিকতার ভান করে : **বকধার্মিক।**

বক্তব্য বিষয়ের সূচনা : **ভূমিকা।**

বক্র ও অদৃশ্য : **বাঁকাচোরা।**

বক্র গ্রীবা যার : **বক্রগ্রীব।**

বক্র চঞ্চু যার : **বক্রচঞ্চু।**

বক্রভাবে গমন করে যে : **জিহ্মগ, তির্যক্‌গতি, ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম্‌।**

বক্রভাবে চাহনি : **কটাক্ষ।**

বক্ষঃ ও উভয় পার্শ্বের অস্থি : **পঞ্জর, পাঁজর।**

বক্ষঃ-মধ্যস্থিত রক্ত-সঞ্চালনের নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র : **হৃৎপিণ্ড।**

বক্ষের আবরণ : **উরশ্ছদ, উরস্ত্রাণ, কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া।**

বখামিতে পূর্ণ : **বখাটে।**

বঙ্গদেশের অধিবাসীদের ভাষা : **বাংলা, বাঙ্‌লা, বাঙলা, বাঙালা।**

বঙ্গীয় রীতিতে চার-চালাবিশিষ্ট বাসগৃহ : **বাংলো।**

বচন ও আচরণ : **বোলচাল।**

বছরে দু'বার ফলদান করে যে গাছ বা জমি : **দোফলা।**

বছরে দু'বার ফসল জন্মে যে জমিতে : **দোফসলী।**

বছরের অগ্র মাস : **অগ্রহায়ণ।**

বছরের অবসান : **বর্ষশেষ, সালতামামি।**

বছরের দশম মাস : **মাঘ।**

বছরের দ্বিতীয় ঋতু : **বর্ষা।**

বছরের প্রথম বা নতুন দিন : **নববর্ষ, নবাহ।**

বছরের যে সময় শ্রেষ্ঠ ধান ফলে : **অগ্রহায়ণ।**

বছরের শেষে আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন : **সালতামামি।**

বছরের শেষে করণীয় : **সাংবৎসরিক।**

বজ্র আছে যার : **বজ্রী।**

বজ্রকে জয় করেছে যে : **বজ্রজিৎ, বজ্রজয়ী।**

বজ্র কেতু যার : **বজ্রকেতু**।
বজ্র ধারণ করে যে : **বজ্রধর**।
বজ্র ধ্বজা যার : **বজ্রধ্বজ**।
বজ্রধ্বনির মতো গম্ভীর : **বজ্রগম্ভীর**।
বজ্র বহন করে যে : **বজ্রবাহন** [মেঘ], **বজ্রবাহিনী** [স্ত্রী]।
বজ্র বাহন যার : **বজ্রবাহন** [ইন্দ্র]।
বজ্র-নিবারক শলাকা : **বজ্রশলাকা**।
বজ্র পাণিতে [হস্তে] যার : **বজ্রপাণি**, **বজ্রহস্ত**।
বজ্রপাতের শব্দ : **বজ্রনির্ঘোষ**, **বজ্রঘোষ**।
বজ্রের আগুন : **বজ্রাগ্নি**।
বজ্রের জ্বালার মতো জ্বালা [শিখা] যার : **বজ্রজ্বালা**।
বজ্রের দ্বারা আঘাত : **বজ্রাঘাত**।
বজ্রের দ্বারা আহত : **বজ্রাহত**।
বজ্রের ধ্বনি [নাদ, নির্ঘোষ] : **বজ্রধ্বনি** [বজ্রনাদ, বজ্রনিনাদ, বজ্রনির্ঘোষ]।
বজ্রের ন্যায় কঠিন : **বজ্রকঠিন**।
বজ্রের পতন : **বজ্রপাত**।
বজ্রের মতো কঠিন কণ্টক যার : **বজ্রকণ্টক**।
বজ্রের মতো কঠিন দন্ত যার : **বজ্রদন্ত**।
বজ্রের মতো গম্ভীর : **বজ্রগম্ভীর**।
বজ্রের মতো দৃঢ় মুষ্টি : **বজ্রমুষ্টি**, **বজ্রমুঠি**, **বজ্রমুটকি**।
বজ্রের মতো নখ যার : **বজ্রনখ**।
বজ্রের সারভাগ : **বজ্রসার**।
বঞ্চনা করে যে : **বঞ্চক**, **বঞ্চয়িতা**, **বঞ্চুক**।
বঞ্চনার জন্যে ছদ্মবেশ : **লম্বশাট**।
বঞ্চনের [বঞ্চনার] ইচ্ছা : **বিপ্রলিপ্সা**।
বটের পাখি : **লাব**, **লাবক**।
বটের শাখা থেকে লম্বমান শিকড় বা ঝুরি : **নমনা**।
বড় এলাচ : **ভদ্রেলা**।
বড় ও গভীর পুকুর : **তড়াক**, **তড়াগ**।
বড় গাঙ : **গাঙুড়**, **গাঙুর**।
বড় গ্রাম : **কসবা**, **গণ্ডগ্রাম**।
বড় নৌকা : **কিস্তি**।
বড় পুঁটুলি : **গাঁটরি**, **পোঁটলা**, **বোঁচকা**।
বড় বাক্স : **সিন্দুক**।
বড়বার মুখনিঃসৃত অগ্নি : **বড়বাগ্নি**, **বড়বানল**।
বড় ব্যবসায়ী : **সওদাগর**।
বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধেয় মনিব : **দাদাবাবু**।
বড় মানুষের ভাব : **বড়আই**, **বড়মাই**, **বড়মানষী**।
বড় হাট : **গোলাহাট**।
বণিকের কার্য : **বাণিজ্য**, **বণিগ্বৃত্তি**।
বণিকের পত্নী : **বণিকিনী**।
বৎসরান্তে একই দিনে কোন অতীত ঘটনার স্মরণ-উৎসব : **স্মৃতিবার্ষিকী**।
বৎসরের প্রথম মাস : **বৈশাখ**।
বৎসলের ভাব : **বাৎসল্য**।
বৎসের সঙ্গে বর্তমান : **সবৎস**।
বৎস্য মুনির পুত্র : **বাৎস্য**, **বাৎস্যায়ন**।
বদ্ধ অঞ্জলি যার : **বদ্ধাঞ্জলি**।
বদ্ধ ঠোঁটে সামান্যভাবে প্রকাশিত হাসি

: **মুচকি**।
বদ্ধ মুষ্টি যার : **বদ্ধমুষ্টি**।
বধ করবার জন্যে উদ্যত : **বধোদ্যত**।
বধূর পিত্রালয় : **নায়র**।
বধের অযোগ্য : **অবধ্য**।
বধের যোগ্য : **বধ্য**।
বন ও ক্ষুদ্র জঙ্গল : **বনবাদাড়**।
বনজাত অগ্নি : **দাবদহন, দাবানল, দাবাগ্নি**।
বনফুলে গ্রথিত মালা : **বনমালা**।
বনফুলের মালা পরেন যিনি : **বনমালী**।
বনবাস-কালে পাণ্ডবেরা যে দেশে যায় নি : **পাণ্ডববর্জিত**।
বনাদির রমণীয় স্থানে একসঙ্গে রন্ধন ও ভোজন : **বনভোজন, চড়ুইভাতি**।
বনিবনার অভাব : **অবনিবনা**।
বনিয়াদের যে অংশ মাটির নীচে থাকে : **ভিত্তিমূল**।
বনে জন্মে যে : **বন্য**।
বনে জাত : **বনজ**।
বনে জাত ফল : **বনফল**।
বনে জাত ফুল [কুসুম] : **বনফুল [বনকুসুম]**।
বনে জাত বরাহ : **বনবরা, বন্যবরাহ**।
বনে জাত যে : **বুনো**।
বনে থাকে যে : **বনস্থ**।
বনে পরিণতকরণ : **বনীকরণ**।
বনে প্রতিপালিত : **বুনো**।
বনে প্রস্থান করা হয় যে আশ্রমে : **বানপ্রস্থ**।
বনে ফল গ্রহণ করে যে : **বানর**।
বনে বাস : **বনবাস**।
বনে বাস করে যে : **বনবাসী, বনবাসিনী** [স্ত্রী]।
বনে বিচরণ করে যে : **বনচর, বনচারী, বনেচর**।
বনে বিহার [বিচরণ] করেন যিনি : **বনবিহারী**।
বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী : **বনদেবতা, বনদেবী**।
বনের বৃক্ষশ্রেণী : **বনবীথি, বনবীথিকা**।
বনে রমণ করে যে : **বানর**।
বনে সংঘবদ্ধভাবে রন্ধন বা আহার-বিহার : **বনভোজ, বনভোজন**।
বন্দনাদির দ্বারা প্রীত করা : **অভিনন্দন**।
বন্দরের আমদানি-রপ্তানির সহায়ক স্থান : **পশ্চাদ্‌ভূমি**।
বন্দীর মতো চোখে চোখে রাখা হয় যাকে : **নজরবন্দী**।
বন্দুক ও তীর ছোঁড়ার অনুশীলনের জন্যে স্থাপিত লক্ষ্য : **চাঁদমারি**।
বন্দুকধারী সেপাই বা দেহরক্ষী : **বরকন্দাজ**।
বন্দুকের কার্তুজ : **টোটা**।
বন্দুকের ছোট গুলি : **ছটকা, ছড়্রা, ছররা**।
বন্দোবস্ত করে নেওয়া জমিদারি : **তালুক**।
বন্দোবস্তের অভাব : **বে-বন্দোবস্ত**।
বন্ধকরূপে প্রদত্ত সম্পত্তি : **বন্ধকী**।

বন্দ্য [বন্দ্যঘাট বা বন্দ্যঘটি] গ্রামবাসী উপাধ্যায় : **বন্দ্যোপাধ্যায়**।
বন্ধন-দশা থেকে মুক্তি : **সমুদ্ধার**।
বন্ধনের রজ্জু : **বন্ধনী**।
বন্ধুর প্রতি প্রীতিযুক্ত : **বন্ধুবৎসল**।
বন্ধুর ভাব : **বন্ধুত্ব, বন্ধুতা**।
বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা নারী : **বৃষলী**।
বন্য অতসী : **বনসোনাকড়ী**।
বন্য পশুদের পথে ব্যাধের আত্মগোপন-স্থান : **উপশয়**।
বন্য হস্তী ধরার জন্য শিক্ষিত হস্তিনী : **কুনকি, কুনকী**।
বন্য হস্তী প্রভৃতি পশুদলের দলপতি : **যূথপতি**।
বন্যায় [বন্যার দ্বারা] আনীত : **বেনো**।
বন্যার ঘোলা জল থেকে থিতিয়ে জমা নরম মাটির স্তর : **পলি**।
বন্যার জলে যা ভাসে : **বানভাসি**।
বন্যার পলির চড়ায় তৈরী আবাদযোগ্য জমি : **পয়স্তা, পয়স্তি**।
বন্যায় প্লাবিত : **ছয়লাপ**।
বন্যার বর্ধিত জল : **ঢল**।
বমন [বমি] করবার ইচ্ছা : **বিবমিষা**।
বমি করে যা উদ্‌গিরণ করা যাচ্ছে : **বমিত, উদ্‌গীর্ণ**।
বয়ঃকনিষ্ঠ বিপ্র : **লঘুবিপ্র**।
বয়ঃক্রম অনুসারে যোগ্য : **যোগ্যমান**।
বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ : **প্রাপ্তবয়স্ক, মিন্‌সা**।
বয়ঃসন্ধিকালে কণ্ঠস্বরের বিকার : **বয়সা**।
বয়ন [বাসা]-পটু পাখি : **বাবুই**।
বয়নের পূর্বে সূতায় মাড় মাখানো : **তাসন**।
বয়নের মজুরী বা পারিশ্রমিক বা মূল্য : **বুনট, বুনানী, বুনানি**।
বয়নের সময়ে কাপড়ের লম্বা সূতা : **টানা, তানা**।
বয়সে থাকে যে : **বয়স্থ, বয়স্থা** [স্ত্রী]।
বয়সে সকলের বড় : **বয়োজ্যেষ্ঠ**।
বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম [গুণ] : **বয়োধর্ম [বয়োগুণ]**।
বয়সে সবচেয়ে যে তরুণ বা ছোট : **কনিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ**।
বয়ে চলেছে যা : **বহতা, বহমান**।
বর ও কন্যাপক্ষের হাস্য-পরিহাস বাক্য : **জম্বুল**।
বর ও কন্যার বিবাহরাত্রি যাপনের কক্ষ : **বাসরঘর**।
বর-কন্যার বিবাহের যোজক : **ঘটক**।
বর-কন্যার বিবাহের সংঘটন : **ঘটকালি, ঘটকালী**।
বরণের উপকরণ সাজিয়ে রাখার পাত্র : **বরণডালা**।
বরণের যোগ্য : **বরেণ্য**।
বর দান করেন যিনি : **বরদ, বরদা** [স্ত্রী]।
বরফের মতো শীতলতাযুক্ত : **হিমশীতল**।
বরফের মতো সাদা : **তুষারধবল**।
বরাহ-রূপিণী শক্তি : **বারাহী**।
বরুণদেবের অস্ত্র : **পাশ, নাগপাশ**।
বরুণা [বারণা] ও অসি নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী তীর্থক্ষেত্র : **বারাণসী**।

বরুণের পত্নী : **বরুণানী**।
বরুণের পেয় সুরা : **বারুণী**।
বরেন্দ্রভূমি-নিবাসী ব্রাহ্মণ : **বারেন্দ্র, বারেন্দ্রী**।
বরের আত্মীয়স্বজন কর্তৃক নববধূর স্পৃষ্ট অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান : **বউভাত, পাকস্পর্শ**।
বরের সমবয়স্ক প্রিয় ব্যক্তি : **জন্য**।
বর্ণমালায় পারম্পর্য রক্ষা করে : **বর্ণানুক্রমিকভাবে**।
বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান : **বিদ্রোহ**।
বর্তমান ও অতীতের হিসাব : **হস্তবুদ**।
বর্তমান কল্পের সপ্তদশ জিনের পিতা : **সূর**।
বর্তমান থাকা যার স্বভাব : **বর্তিষ্ণু**।
বর্তমান ব্যবস্থার প্রতিকূলতা : **বিদ্রোহ**।
বর্ধিষ্ণু গ্রাম : **কসবা, গণ্ডগ্রাম**।
বর্বরের ভাব : **বর্বরতা**।
বর্শা-জাতীয় বধাস্ত্র : **ভল্ল**।
বর্ষণে উদ্যত : **বর্ষণোন্মুখ**।
বর্ষাঋতুতে জাত : **প্রাবৃষিজ**।
বর্ষা-আনয়নকারী দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ : **মৌসুম**।
বর্ষাকাল সম্বন্ধীয় : **বর্ষাকালিক**।
বর্ষাকালে [বাদলে]জাত : **বাদলা** [পোকা,] **বাদুলে**।
বর্ষাকালে বা বৃষ্টির মতো নিক্ষিপ্ত : **বর্ষিত**।
বর্ষা থেকে দেহ বাঁচাবার ঢিলা জামা : **বর্ষাতি**।
বর্ষা-প্রধান ঋতু : **বর্ষাকাল, বর্ষাঋতু, প্রাবৃট্**।
বর্ষার অভাব : **অবর্ষ, খরা**।
বর্ষার আবির্ভাব : **বর্ষাগম, বর্ষাবির্ভাব, বর্ষারম্ভ**।
বর্ষার শেষ : **বর্ষাবসান, বর্ষাত্যয়**।
বর্ষে বর্ষে যা ঘটে বা প্রকাশিত হয় : **বার্ষিকী**।
বর্ষের সমাপ্তি : **সালতামামি**।
বলতে ইচ্ছুক : **বিবক্ষু**।
বলতে বলতে হেরে গিয়ে [হতবাক্ হয়ে] : **বলিহারি, বলিহারী**।
বল দান করে যে : **বলদ**।
বলপূর্বক অপহরণ : **লুট, লুঠ, লুণ্ঠন**।
বলপূর্বক যে নারীর সতীত্ব নষ্ট করা হয়েছে : **ধর্ষিতা**।
বলপূর্বক সতীত্ব নাশ : **ধর্ষণ, বলাৎকার**।
বলবার ইচ্ছা : **বিবক্ষা**।
বল বৃদ্ধি পায় যার : **বলিবর্দ, বলীবর্দ**।
বলয়ের মতো বাহুর অলংকার : **বলয়, বাউটি**।
বলরামের মাতা : **রোহিণী**।
বলরামের মুষলাস্ত্র : **সুনন্দ, সৌনন্দ**।
বলরামের সহোদর : **সারণ**।
বলরামের স্ত্রী : **রেবতী**।
বলরামের হলাস্ত্র : **সংবর্তক**।
বল হতে জাত : **বলজ**।
বলার যোগ্য : **বাচ্য**।
বলা হবে যা : **বক্ষ্যমাণ**।

বলা হয়েছে যা : **উক্ত**।
বলি বা পূজার যোগ্য : **বালেয়**।
বলির জন্যে যজ্ঞপশু-বন্ধনের কাষ্ঠদণ্ড : **যূপ, হাড়িকাঠ**।
বলির নিমিত্ত হিত : **বালেয়**।
বলিরাজমহিষী ও বাণজননী : **বিন্ধ্যাবলি, বিন্ধ্যাবলী**।
বলের প্রয়োগ : **জবরদস্তি**।
বল্কল-তন্তু-নির্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র : **অংশুপট্ট**।
বল্কল পরিহিত : **বল্কলী**।
বল্কল পরিহিতা : **বল্কলিনী**।
বল্মীক বা উইঢিপি থেকে উত্থিত রামনামের মহাতপা ঋষি : **বাল্মীকি**।
বশ হয়েছে যে : **বশীভূত, বশংগত**।
বশিষ্ঠঋষির হোমধেনু : **নন্দিনী**।
বশিষ্ঠের কামধেনু : **নন্দিনী, শবলা, শবলী**।
বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র : **শক্তি**।
বশিষ্ঠের পাশমুক্তকারিণী নদী : **বিপাশা**।
বশিষ্ঠের পুত্র : **বাশিষ্ঠ**।
বশীকরণের ক্ষমতা : **বশিতা, বশিত্ব**।
বসন ও ভূষণ : **বেশভূষা**।
বসন্ত ঋতুর আরম্ভ : **নববসন্ত**।
বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা : **বাসন্তীপূজা**।
বসন্তকালে অনুষ্ঠিত মদনোৎসব : **বসন্তউৎসব**।
বসন্তকালের রাত্রি : **মধুনিশি, মধুযামিনী, মধুরাত্রি, মধুরজনী**।
বসন্ত সখা যার : **বসন্তসখ**।
বসবাসের উপযোগী : **বাসযোগ্য, বাস্তব্য**।
বসবাসের জন্যে ভিন্ন দেশে গমন : **পরিযাণ**।
বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ান : **গাত্রোত্থান**।
বসার ঘর : **বৈঠকখানা**।
বসু [ধনরত্নাদি] আছে যার [স্ত্রী] : **বসুমতী**।
বসু ধারণ করেন যিনি [স্ত্রী] : **বসুধা, বসুন্ধরা**।
বসুবংশজাত ব্যক্তি : **বসুজ, বসুজা** [স্ত্রী]।
বসুদেবের পুত্র : **বাসুদেব**।
বসুর [ধনরত্নাদির] ধারা : **বসুধারা**।
বস্তার মধ্যে আবদ্ধ : **বস্তাবন্দী**।
বস্তুদ্বয়ের পরস্পর আঘাত : **টক্কর**।
বস্তুর আধার : **পাত্র**।
বস্তুর গভীরতা : **বেধ**।
বস্ত্র অপহরণ : **বস্ত্রহরণ**।
বস্ত্র কিংবা পত্রের শব্দ : **মর্মর**।
বস্ত্রখণ্ডে অঙ্কিত ছবি : **চিত্রপট**।
বস্ত্র-নির্মিত অস্থায়ী ছাদ : **শামিয়ানা**।
বস্ত্র-নির্মিত গৃহ : **তাঁবু, পটবাস, পটগৃহ, পটমণ্ডপ, বস্ত্রগৃহ**।
বস্ত্র পরিহিত : **সবস্ত্র, সবাস, সবাসা**।
বস্ত্র বয়নের তুরী : **মাকু**।
বস্ত্র সুবভিত করবার উপযোগী গন্ধচূর্ণ : **পটবাসক**।
বস্ত্রাঞ্চল কোমরে জড়ানো : **গাছকোমর**।
বস্ত্রাদির ছোট গাঁটরি : **পুঁটলি, পুঁটলী**।
বস্ত্রাদির বয়নকার্য : **বুনট, বুনানি,**

বুনুনি।
বস্ত্রাদির বাহির পিঠ : **সদর**।
বস্ত্রের বেষ্টন : **ঘেরাটোপ**।
বস্ত্রের ব্যবসায়ী : **বজাজ**।
বহনের নিমিত্ত চামড়ার জলপাত্র : **ভস্ত্রা, ভিস্তি, মশক**।
বহনের মজুরি : **বউনি**।
বহিঃস্থিত দ্বার : **তোরণ**।
বহিরঙ্গ বিন্যাস : **ভোল**।
বহিস্কারের জন্যে হস্ত-যোগে গলায় বলপ্রয়োগ : **অর্ধচন্দ্রপ্রদান, গলাধাক্কা**।
বহু কথা বলে যে : **বাচাল**।
বহু কষ্টে যা আচরণ করা যায় : **দুরাচরণীয়**।
বহুছিদ্রযুক্ত হাতা : **ঝাঁঝড়ি, ঝাঁঝরি**।
বহু জলাশয়যুক্ত বনস্থলী : **সরস্বতী**।
বহুতর কূট তর্ক ও বিতর্ক : **তর্কজাল**।
বহুদূর পর্যন্ত শূন্য এবং ধোঁয়া-ধোঁয়া ঝাপ্‌সা ভাবযুক্ত : **ধু-ধু**।
বহু দূরবর্তী ব্যবধান : **দূরান্তর**।
বহু দূরবর্তী স্থান : **দূরান্ত**।
বহু দেখেছেন যিনি : **বহুদর্শী, ভূয়োদর্শী**।
বহু দেখে শুনে লব্ধ অভিজ্ঞতা : **ভূয়োদর্শন, ভূয়োদর্শিতা**।
বহু দ্বারযুক্ত পুরী : **দ্বারকা, দ্বারিকা, দ্বারাবতী**।
বহু নদী যে দেশে : **নদীবহুল**।
বহু পত্নী যার : **বহুপত্নীক**।
বহু-প্রচলিত উক্তি : **প্রবচন**।
বহু বস্তু, প্রাণী বা কৌশলাদি প্রদর্শনের স্থান : **প্রদর্শনী**।
বহু বিধা যার : **বিবিধ**।
বহু বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসার ফলে রোগ-বৃদ্ধি : **চিকিৎসা-সংকট, বৈদ্যসংকট**।
বহু ব্যক্তির মারামারি : **দাঙ্গা**।
বহু ব্যক্তির মিলিত অব্যক্ত ধ্বনি : **কোলাহল**।
বহু ব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধ : **দানসাগর**।
বহু মানুষের যাতে রক্তপাত ঘটে : **রক্তক্ষয়ী**।
বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখবার ঘর : **মালখানা**।
বহুর মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া : **নির্বাচন**।
বহুর মধ্যে একের অবধারণ : **নির্ধারণ**।
বহুর মধ্যে নির্ধারিত এক : **অন্যতম, একতম**।
বহুর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ : **বরিষ্ঠ, বরীয়ান্**।
বহু রাজ্যের অধীশ্বর : **সম্রাট**।
বহু রূপ যার : **বহুরূপী**।
বহু লোককে দান : **বিতরণ**।
বহু লোকের একত্র চিৎকার : **গোলমাল**।
বহু লোকের একত্র মিশ্রিত উচ্চরব : **কোলাহল**।
বহু লোকের দ্বারা পূর্ণ : **জনপূর্ণ**।
বহু লোকের ভিড়ে পূর্ণ : **জনারণ্য, জনাকীর্ণ, লোকারণ্য, লোকাকীর্ণ**।
বহু লোকের মৃত্যু : **লোকক্ষয়**।
বহু শস্য [ধান্যাদি] যার : **বহুব্রীহি**।
বহু সন্তান পালনের দায়িত্বযুক্ত : **ছাপোষা**।
বহুসন্তানবতী দরিদ্রা নারী : **বালতি,**

বালতী।
বহুসন্তানবতী দুঃখিনী নারী : **বালতি, বালতী।**
বহুসন্তানবতী স্ত্রী-জন্তু : **ধাড়ী।**
বহু সন্তানের জননী : **বহুপ্রসবিনী।**
বহ্নির জ্বালার মতো জ্বালা যার : **বহ্নিজ্বালা।**
বহ্নির দাহ : **বহ্নিদাহ।**
বাইজীর প্রতিপালিত বাদ্যকর : **ভেড়ুয়া, ভেড়ো।**
বাইরে অবস্থিত : **বহির্ভূত, বহিঃস্থ।**
বাইরে নিক্ষেপণ : **নিরসন** [অসন= নিক্ষেপণ]।
বাইরের অংশ : **বহির্দেশ, বহির্ভাগ।**
বাইরের চালচলন : **ঠাট।**
বাইরের দিকে যার মুখ : **বহির্মুখ।**
বাইরের যে দুষ্ট ব্যক্তি পরিবারের সর্বনাশ কামনায় দীর্ঘকাল পরিবারে বাস করে : **বাস্তুঘুঘু।**
বাইরে শক্ত, কিন্তু ভিতরে তলিয়ে যাবার মতো নরম : **চোরাবালি।**
বাইরে সুদৃশ্য, ভিতরে দুর্গন্ধ ও অখাদ্য শাঁসযুক্ত ফল : **মাকাল।**
বাইরের সৌন্দর্য বা জাঁকজমক : **দেখনাই।**
বাউল-ধর্মে ধর্মোপদেশ-দাতা সঙ্গী বা গুরু : **সাঁই।**
বাংলার প্রাচীন পণ্যাঙ্গিক সংগীত-রীতি : **পাঁচালি, পাঁচালী।**
বাঁকা সিঁথি : **টেড়ি, টেরি।**
বাঁচতে ইচ্ছুক : **জিজীবিষু।**
বাঁটুল ছোঁড়ার ধনুক : **গুলতাই, গুলতি।**
বাঁদরের প্রিয় বাসস্থান : **কপিত্থ।**
বাঁদরের মতো : **বাঁদুরে।**
বাঁদরের মতো আচরণ : **বাঁদরামো, বাঁদরামি।**
বাঁধাইয়ের জন্যে বইয়ের পিঠে আড়ভাঁজে স্থাপিত মোটা সূতা : **পস্তা, পস্তান।**
বাঁশ ইত্যাদির লম্বা দণ্ড : **লগা।**
বাঁশপাতী পাখী : **পতিঙ্গা।**
বাঁশ পুঁতে তার ওপর নানা রকমের কসরত প্রদর্শন : **বাঁশবাজি।**
বাঁশ বা কাঠের তৈরি সিঁড়ি : **মই।**
বাঁশ বা কাঠের লম্বা পাতলা ফালি : **বাতা।**
বাঁশ বা বেত দিয়ে তৈরি ছোট ঝুড়ি বা পেটিকা : **খুঙ্গি, খুঙ্গী, চাঙ্গারি।**
বাঁশের কোঁড়া : **বংশাঙ্কুর।**
বাঁশের ডাল : **কঞ্চি, কঞ্চী।**
বাঁশের তৈরী মঞ্চ : **পাটাতন।**
বাঁশের তৈরী বাঁশী : **বেণু।**
বাঁশের তৈরী হস্তী তাড়ন-দণ্ড : **বেণুক।**
বাঁশের নব অঙ্কুর : **কোঁড়া।**
বাঁশের ফালি : **বাকারি, বাঁখারি, বাখারি।**
বাঁশের বড়ো লাঠি : **রায়বাঁশ।**
বাঁশের বাগান : **বেণুকুঞ্জ।**
বাঁশের ব্যবসায়ী : **বৈণ।**
বাঁশের মধ্যে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ দ্রব্য : **বংশরোচন, বংশলোচন।**
বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি চাল ধোবার

ছিদ্রযুক্ত পাত্র : **ধুচুনি**।
বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি পর্দা : **চিক**।
বাঁশের শলার পেটিকা : **ঝাঁপুড়া, হড়পি, হড়পী**।
বাঁ হাত দিয়ে কাজ করে যে : **নেটা, ন্যাটা**।
বাক্যই যার বাণ : **গীর্বাণ**।
বাক্যই সর্বস্ব যার : **বাক্‌সর্বস্ব**।
বাক্য ও মনের অতীত : **অবাঙ্‌মনসগোচর**।
বাক্য দ্বারা গঠিত : **বাঙ্ময়**।
বাক্যে ও আচরণে নিজেকে বড় রূপে প্রকাশ : **বড়াই**।
বাক্যে কর্তা বা ক্রিয়ার প্রাধান্য বোঝাবার শক্তি : **বাচ্য**।
বাক্যে [বাচনে] পটু : **বাক্‌পতি, বাক্‌পটু, বাচস্পতি, বাগ্মী, বৃহস্পতি, বাগীশ**।
বাক্যে পদের অযথা বিন্যাস : **দুরন্বয়**।
বাক্যে পণ্ডিত : **বাগ্‌বিদগ্ধ**।
বাক্যে যা প্রকাশ করা যায় না **অনির্বচনীয়**।
বাক্যের অধিপতি [শ্রেষ্ঠ] : **বাচস্পতি, বৃহস্পতি**।
বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী : **বাগ্‌দেবী, বাঙ্ময়ী**।
বাক্যের উপক্রম : **উপন্যাস**।
বাক্যের ঘটা : **বাগাড়ম্বর**।
বাক্যের দ্বারা কৃত কলহ : **বচসা, বচাবচ**।
বাক্যের ব্যঞ্জনার দ্বারা দ্যোতিত অর্থ : **ব্যঙ্গ্যার্থ**।
বাক্যের ব্যঞ্জনার দ্বারা বোধ্য : **ব্যঙ্গ্য**।
বাক্যের সংযম : **বাক্‌সংযম**।
বাগদত্তা হবার পর ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহিতা নারী : **পুনর্ভূ**।
বাগদি-জাতীয়া নারী : **বাগ্‌দিনী**।
বাগান-শোভিত প্রমোদভবন : **বাগানবাড়ি**।
বাঘছালের বস্ত্র : **বাঘাম্বর**।
বাঘের ছাল : **কৃত্তি**।
বাঘের থাবার আকৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র : **বাঘনখ, ব্যাঘ্রনখ**।
বাঘের শাবক : **ডম্বুর**।
বাজখাঁর মতো : **বাজখাঁই**।
বাজ পড়ায় মৃত : **বজ্রাহত**।
বাজার-দরের হ্রাসবৃদ্ধি বা ওঠানামা : **তেজিমন্দি**।
বাজির খেলায় ক্রমাগত জয়ের দান : **পড়তা**।
বাজি রেখে ভেড়া বা মোরগের লড়াই : **সমাহ্বয়**।
বাজে তর্ক-বিতর্কে বাগাড়ম্বর : **বাক্‌-বিতণ্ডা**।
বাজে তর্ক : **বিতণ্ডা**।
বাজের দ্বারা আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত : **বজ্রাহত**।
বাঞ্ছিতা যে নারী : **এষা**।
বাটার মতো : **বাটাপানা**।
বাড়ির অভ্যন্তর ভাগ : **অন্তঃপুর, অন্দরমহল, ভিতরবাড়ি**।

বাড়ির চারদিকের ঘেরা জায়গা : **হাতা**।
বাড়ির পশ্চাদ্‌ভাগের দরজা : **খিড়কি**।
বাড়ির পিছনের দিকে নোংরা ফেলার জায়গা : **পাঁদাড়**।
বাণরাজার পুরী : **শোণিতপুর**।
বাড়ির সম্মুখভাগ : **সদর**।
বাণ রাখার আধার : **তূণ, তূণীর, নিষঙ্গ**।
বাণের [পিছন দিকের] পক্ষযুক্ত স্থান : **পুঙ্খ**।
বাণিজ্য জীবিকা যার : **বণিক্**।
বাণিজ্য ও জনবসতির স্থান : **পাটন**।
বাণিজ্যের জন্যে রাজাকে দেয় শুল্ক : **অবক্রয়**।
বাণিজ্যের নিমিত্ত যাত্রা : **সফর**।
বাত [বায়ু] নেই যেখানে : **নির্বাত**।
বাতরোগাক্রান্ত দেহের অর্ধাংশের অসাড়তা : **পক্ষাঘাত**।
বাতরোগে আক্রান্ত : **বেতো**।
বাতাস না-থাকার অবস্থা : **নিবাত**।
বাতাসে বহমান জলকণা : **শীকর**।
বাতাসের দ্বারা আন্দোলিত : **বাতাহত**।
বাতাসের সাহায্যে চালানোর নিমিত্ত নৌকার মাস্তুলে টাঙানো বস্ত্র : **পাল, বাদাম**।
বাৎস্যের গোত্রাপত্য : **বাৎস্যায়ন**।
বাদ দেবার পর অবশিষ্ট : **বাদবাকি**।
বাদর [তীর্থস্থান] আশ্রয় যার : **বাদরায়ণ**।
বাদরায়ণের পুত্র : **শুকদেব**।
বাদল দিনে জাত : **বাদুলে**।
বাদশাহী তখ্‌ত : **মছনদ, মসনদ**।
বাদশাহী পাঞ্জাযুক্ত হুকুমনামা : **সনদ, সনন্দ**।
বাদশাহের আদেশপত্র : **ফরমান**।
বাদশাহের উপযুক্ত : **বাদশাহী**।
বাদশাহের কন্যা : **বাদশাজাদী**।
বাদশাহের পুত্র : **বাদশাজাদা**।
বাদশাহের মাথার মুকুট : **তাজ**।
বাদশাহের রানী : **বেগম**।
বাদামের খোসার মতো বর্ণ-বিশিষ্ট : **বাদামী**।
বাদীর অনুগামী সুর : **সম্বাদী**।
বাদী স্বরের বিরোধী স্বর : **বিবাদী**।
বাধা নেই যাতে : **অবাধ**।
বাধা নেই যার : **নির্বাধ**।
বাধা বিদীর্ণ করে প্রকাশিত : **উদ্ভিন্ন, প্রোদ্ভিন্ন**।
বাধ্যতা যার মূল কারণ : **বাধ্যতামূলক**।
বান্ধবের সঙ্গে বর্তমান : **সবান্ধব**।
বানপ্রস্থে যিনি গমন করেন : **বৈখানস, বৈখানসী** [স্ত্রী]।
বানপ্রস্থের পঞ্চ গৃহস্থ থেকে গৃহীত ভিক্ষান্ন : **মাধুকরী**।
বানরী পালের অধিনায়ক : **বীর**।
বানরের গায়ের মতো রং : **কপিশ**।
বানরের মতো মুখ যার : **বাঁদরমুখো**।
বাপের বংশ : **পিতৃকুল**।
বাপের বাড়ি : **পিত্রালয়**।
বাবরি-কাটা চুল : **বর্বরীক**।
বাবলা গাছ : **বর্বুর**।

বাম উরুতে দক্ষিণ জঙ্ঘা স্থাপনপূর্বক অবস্থান : **বীরাসন**।
বামপদ প্রসারিত ও দক্ষিণ পদ সঙ্কুচিত করে উপবেশন [তীর নিক্ষেপকালে] : **প্রত্যালীঢ়**।
বামমার্গী তান্ত্রিকের অনুষ্ঠিত আচার : **বীরাচার**।
বামহস্তে বা উভয়হস্তে শরসন্ধানশীল : **সব্যসাচী**।
বামাচার অনুষ্ঠান বা পালন করে যে : **বামাচারী**।
বায়ব বা তরল পদার্থের প্রবাহের সঙ্গে শক্তির সঞ্চালন : **পরিচলন**।
বায়ুকোণের হস্তী : **পুষ্পদন্ত**।
বায়ুগতি অশ্ব : **বাতাশ্ব**।
বায়ু পরিবর্তন : **হাওয়া-বদল**।
বায়ু-প্রবাহহীন গ্রীষ্মের উত্তাপ : **গুমট**।
বায়ু-প্রবাহের অভিমুখে : **প্রতিবাত**।
বায়ু-প্রবাহের বিপরীত মুখে : **অনুবাত**।
বায়ু-প্রবাহের শব্দ : **স্বনন**।
বায়ু যার পোত [যান] : **কপোত**।
বায়ুর অনুকূল : **অনুবাত**।
বায়ুর গমনাগমনের পথ : **বাতায়ন**।
বায়ুর দ্বারা আহত : **বাতাহত**।
বায়ুর দ্বারা পূর্ণ : **বায়ুপূর্ণ**।
বায়ুর প্রকোপজনিত রোগ : **বাতিক**।
বায়ুর প্রতিকূল : **প্রতিবাত**।
বায়ুর মতো : **বায়ব, বায়বীয়**।
বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি : **বাতুল**।
বায়ুরোগে আক্রান্ত : **বায়ুগ্রস্ত**।
বারংবার চিন্তা : **তোলপাড়**।
বারংবার প্রার্থনা বা চাওয়া : **তাগাদা**।
বারণ করার যোগ্য বা বারণের যোগ্য : **বারণীয়**।
বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ—এই পঞ্চ বিষয়-জ্ঞাপক গ্রন্থ : **পঞ্জিকা, পাঁজি, পাঁজী**।
বারবার চেষ্টা : **অধ্যবসায়, প্রযত্ন**।
বারাণ ও অসী নদীর মধ্যবর্তী নগরী : **বারাণসী**।
বারাণসীতে প্রস্তুত : **বেনারসী**।
বারিতে চরে যে : **বারিচর**।
বারিতে শয়ন করেন যিনি : **বারিশ**।
বারি থাকে যাতে : **বারী** [কলসী]।
বারি দান করে যে : **বারিদ**।
বারি ধারণ করে যে : **বারিধর, বারিধি**।
বারি বহন করে যে : **বারিবাহ, বারিবাহক, বারিবাহন**।
বারির অধিপতি [ইন্দ্র, ঈশ] : **বারীন্দ্র, বারীশ**।
বারির আধার : **বারিনিধি**।
বারোখানি দরজাযুক্ত : **বারদুয়ারী**।
বারো মাস : **বৎসর**।
বারো মাসের [সুখের বা দুঃখের] কাহিনী : **বারমাস্যা, বারমাসিয়া**।
বার্ধক্য ও মৃত্যুহীন : **অজরামর**।
বার্ধক্য-জনিত ঈষৎ বুদ্ধি-ভ্রংশতা : **ভীমরতি, ভীমরথী**।
বার্ধক্য-জনিত কারণে কেশাদির শুক্লতা : **পলিত, পালিত্য**।

বার্ষিক আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাবের কাগজ : **রেওয়া**।
বালকত্ব দূর হয়নি যার : **নাবালক**।
বালকের অহিত : **বালাই**।
বালকের দ্বারা কথিত বা উক্ত : **বালভাষিত**।
বালকের পক্ষে যা স্বাভাবিক : **বালসুলভ**।
বালকের রোগের ওষুধ : **বালশা, বালসা**।
বালসুলভ আচরণ : **ছেলেমানুষী**।
বালামে [চালবাহী নৌকায়] আনীত বাখরগঞ্জের সরু চাল : **বালাম**।
বালিকা বধূ : **বধূটী, বহুড়ী, বউড়ি**।
বালিকা বয়সের সন্তান : **বালেয়**।
বালির পলি দিয়ে তৈরী চর : **বালুচর**।
বালির [বালীর] পুত্র : **অঙ্গদ, বালেয়**।
বালির ভ্রাতা : **সুগ্রীব**।
বালুকাময় ভূমি : **সিকতা**।
বালুচরের [মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গ্রাম] উৎপন্ন রেশমী চেলি : **বালুচরী, বালুচরে**।
বাল্যকালে বা অপরিণত বয়েসে বিবাহ : **বাল্যবিবাহ**।
বাল্যকালের বন্ধু বা সাথী : **বাল্যবন্ধু, বাল্যসহচর, বাল্যসঙ্গী**।
বাল্য বয়েসে [পুরুষের বা নারীর] জাত সন্তান : **বালেয়**।
বাল্য বয়েসের শিক্ষা : **বাল্যশিক্ষা**।
বাল্যের শেষ ও যৌবন বা কৈশোরের আরম্ভ : **বয়ঃসন্ধি**।
বাষ্প-চালিত গাড়ি : **বাষ্পশকট, বাষ্পযান, বাষ্পরথ**।
বাষ্প-চালিত জাহাজ : **বাষ্পপোত**।
বাষ্পের দ্বারা আকুল : **বাষ্পাকুল**।
বাস করবার উপযোগী : **বাস্তেয়, বাসোপযোগী, বাসযোগ্য**।
বাস করার ইচ্ছা : **বিবৎসা**।
বাস করার বাড়ি : **বসতবাটি, বসতবাড়ি, ভদ্রাসন, বাসগৃহ, বাসভবন, বাসাবাড়ি, বাসাঘর**।
বাস করে যে : **বাসিন্দা, বাসী**।
বাসগৃহ ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য গৃহ : **ঘরবাড়ি**।
বাসনার দ্বারা আকুল : **বাসনাকুল**।
বাসনার নিবৃত্তি : **শম**।
বাসভবন নির্মাণ করে যে : **বাস্তুকার**।
বাসভবন নির্মাণে দক্ষ : **বাস্তুকার**।
বাসভবনের অংশ : **মহল**।
বাসরে রাত্রি জাগার জন্যে বরপক্ষের কাছ থেকে কন্যাপক্ষের প্রাপ্য অর্থাদি : **বাসরজাগানি**।
বাসন্তী পূর্ণিমা : **ফাল্গুনী**।
বাসস্থানের পরিপার্শ্বিক অবস্থা : **প্রতিবেশ**।
বাসাবাড়ির বাসিন্দা : **বাসাড়িয়া, বাসাড়ে**।
বাসি [বাসী] ভিজে ভাত : **পান্তা**।
বাসির [কুঠার] দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে : **বাসিক**।
বাসুকীর পুত্র : **বাসুকেয়**।
বাসুদেবের পৌত্র : **অনিরুদ্ধ**।

বাসোপযোগী [বাসযোগ্য] গৃহযুক্ত নৌকা : **ভাউলিয়া, ভাউলে, ভাওয়ালিয়া**।
বাস্তব না হয়েও বাস্তবরূপে প্রতীয়মান : **প্রতিভাসিক**।
বাস্তবের অনুরূপ মূর্তি বা ছবি : **প্রতিমূর্তি**।
বাস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা : **বাস্তুদেবতা**।
বাস্তুর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান : **ভিটা, ভিটি**।
বাস্তুর ভিটা বা বসতবাটি : **ভদ্রাসন**।
বাহনের ওপর চাপানো বহনীয় দ্রব্য : **আহিত**।
বাহাত্তর বছর বয়স্ক : **বাহাত্তুরে**।
বাহাদুরের কাজ : **বাহাদুরি**।
বাহারী পাতা যে গাছের : **পাতাবাহার**।
বাহির থেকে আগত : **বহিরাগত**।
বাহির থেকে যার ভিতরের পরিচয় জানা যায় না : **বর্ণচোরা**।
বাহিরে অপ্রকাশিত : **অন্তর্গূঢ়, গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন**।
বাহিরে অবস্থিত : **বহির্ভূত, বহিঃস্থ, বহিঃস্থিত**।
বাহিরে যাত্রা : **নির্গমন, বহির্গমন**।
বাহিরের অংশ : **বহির্দেশ, বহির্ভাগ**।
বাহিরের দালান : **দরদালান**।
বাহিরের দিকে মুখ যার : **বহির্মুখ**।
বাহিরের দৃশ্যমান জগৎ : **বহির্জগৎ**।
বাহু, জানু, মাথা, বক্ষঃ ও চক্ষু—এই পঞ্চ অঙ্গের সমাহার : **পঞ্চাঙ্গ**।
বাহুতে চাপড় মেরে মল্লের আস্ফালন : **বহ্বাস্ফোট**।
বাহুদা [বিতস্তা] নদী : **সৈতবাহিনী**।
বাহুবলে যে ইন্দ্রের সমকক্ষ : **বাহুবলীন্দ্র**।
বাহুবলের আশ্রয় : **ভুজচ্ছায়া**।
বাহুমূল থেকে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত : **হস্ত**।
বাহুর অলংকার : **বাহুভূষণ, অঙ্গদ**।
বাহুর মাঝখানের গ্রন্থি : **কনুই**।
বাহুর বন্ধন : **বাহুবন্ধন, ভুজপাশ**।
বাহু দণ্ডের তুল্য : **দোর্দণ্ড**।
বাহ্য অঙ্গ : **বহিরঙ্গ**।
বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ঈশ্বরে একাগ্র মনোনিবেশ : **সমাধি**।
বিকলহস্ত ব্যক্তি : **নুলা, নুলো**।
বিকল্পে সিদ্ধ : **বৈকল্পিক**।
বিকাশোন্মুখ ফুলের কলি : **কুট্মল, মুকুল**।
বিকৃত অর্থ : **কদর্থ**।
বিকৃত [ক্রুদ্ধ] নয়ন যার : **বিলোচন**।
বিকৃত উচ্চারিত শব্দ : **অপভ্রংশ**।
বিকৃত স্বর যার : **ভিন্নস্বর**।
বিক্রমাদিত্য বা শালিবাহন প্রবর্তিত অব্দ : **সংবৎ, সম্বৎ**।
বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা [অগ্রজ] : **ভর্তৃহরি**।
বিক্রমাদিত্যের পত্নী ও ভোজরাজের কন্যা : **ভানুমতী**।
বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ : **রপ্তানি**।
বিক্রয়ের দলিল : **বয়নামা**।
বিক্রয়ের বিনিময়ে লব্ধ : **বিক্রয়লব্ধ**।

বিক্রীত জিনিসের পুনরায় ক্রয় : **পরিক্রয়**।
বিক্রেতা পণ্যমূল্যের যে অংশ ছেড়ে দেয় : **ছাড়, ছুট, দস্তুরী**।
বিক্রেয় পণ্য-সম্ভারের বোঝা : **পসরা**।
বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতের মধ্য থেকে সংক্ষিপ্তাকারে সংগ্রহ : **সংকলন**।
বিক্ষিপ্ত মন যার : **বিমনা, বিমনস্ক**।
বিগত অনুরাগ [রাগ] যার : **বিরাগ, বীতরাগ**।
বিগত কচ [বন্ধন] যার : **বিকচ**।
বিগত কামনা যার : **বীতকাম**।
বিগত তৃষ্ণা যার : **বিতৃষ্ণ, বিগততৃষ্ণ**।
বিগত নিদ্রা যার : **বীতনিদ্র**।
বিগত মান [ওজন] যার : **বিমান**।
বিগতমোহ ব্যক্তি : **মোহান্ত**।
বিগত [নেই] বন্ধু যার : **বিবন্ধু**।
বিগত বশ যার : **বিবশ**।
বিগত বা বিকৃত বর্ণ যার : **বিবর্ণ**।
বিগত শৃঙখলা যার : **বিশৃঙ্খল**।
বিগত শোক যার : **বিশোক**।
বিগত শ্রদ্ধা যার : **বীতশ্রদ্ধ**।
বিগত স্পৃহা যার : **নিস্পৃহ, বীতস্পৃহ, বিগতস্পৃহ**।
বিগত স্ময় [গর্ব] যাতে : **বিস্ময়**।
বিগতা কলা যা থেকে : **বিকল**।
বিগতা চেতনা যার : **বিচেতন, বিচেতা**।
বিগতা শিখা যার : **বিশিখ**।
বিগ্রহের নিত্য পূজক : **পূজারী**।
বিগ্রহের প্রীত্যর্থে দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ যে গৃহে নৃত্যগীত করা হয় : **নাটমন্দির**।

বিঘ্নাশ [দূর] করে যে : **বিঘ্নবি নাশন**।
বিঘ্ন-নিবারণার্থ মণিবন্ধে বন্ধনীয় ওষধি : **রক্ষাকরণ্ড, রক্ষাকরণ্ডক**।
বিঘ্ন-সংকুল যাত্রা : **অযাত্রা**।
বিচার-কার্যে ব্যবহার্য প্রদত্ত সাক্ষ্য : **জবানবন্দী**।
বিচার না করে কাজ : **অবিমৃশ্যকারিতা, অবিমৃষ্যকারিতা**।
বিচার-পূর্বক বাছাই : **বাছবিচার**।
বিচার-বিবেচনা না করে অন্যের দেখাদেখি অন্ধের-মতো চলা : **গড্ডলিকাপ্রবাহ**।
বিচারের জন্যে মনোনীত পাঁচজন বা ততোধিক ব্যক্তির সভা : **পঞ্চায়ত, পঞ্চাইৎ, পঞ্চায়েৎ**।
বিচারাধীন অপরাধীর জন্যে কারাগার : **হাজত, হাজৎ**।
বিচিত্র কিরণ যার : **চিত্রভানু**।
বিচিত্র চক্রচিহ্নযুক্ত হরিণ : **সারঙ্গ, সারঙ্গা** [স্ত্রী], **সারঙ্গী** [স্ত্রী]।
বিচিত্র বর্ণা গবী : **শবলা, শবলী**।
বিচিত্রের ভাব : **বৈচিত্র্য**।
বিচ্ছিন্ন মহল : **ছিটমহল**।
বিছানাপত্র কাপড়চোপড় ইত্যাদির গাঁঠরি : **তল্পি, তল্পী**।
বিছানার কারুকার্যযুক্ত মোটা চাদর : **সুজনি, সুজনী**।
বিছানার চিত্রিত বা মোটা চাদর : **শুজনি, শুজনী**।
বিছানার পায়ের দিক : **পৈথান, পৈঠান, পেতেন**।

বিছানার মাথার দিক : **শিতান, সিতান, সিথান, সিতেন।**
বিছানায় শয়নের মতো কোলে শায়িত : **পাথালিকোলা।**
বিছার আকৃতিবিশিষ্ট হার : **বিছাহার।**
বিজয়লাভে ইচ্ছুক : **বিজিগীষু।**
বিজয়লাভের ইচ্ছা : **বিজিগীষা।**
বিজয়সূচক নিদর্শনপত্র : **বিজয়পত্র।**
বিজয়সূচক পতাকা : **বিজয়পতাকা, বৈজয়ন্তী।**
বিজয়ী যে শংখধ্বনির সাহায্যে নিজের বিজয় ঘোষণা করে : **বিজয়শঙ্খ।**
বিজাতীয় বা ভিন্ন দেশীয় ভাষা : **বিভাষা।**
বিজাতীয়ের ভাব : **বৈজাত্য।**
বিজ্ঞান জানেন যিনি : **বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক।**
বিড়ালের চোখের মতো কৃষ্ণপীতবর্ণমণি : **বৈদূর্য।**
বিত্ত ও সম্মান : **ধনমান।**
বিদগ্ধের ভাব : **বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য।**
বিদর্ভ দেশে উৎপন্ন : **বৈদর্ভ।**
বিদর্ভরাজ ভীস্মকের দুহিতা ও দ্বারকাপতি কৃষ্ণের মহিষী : **রুক্মিণী।**
বিদর্ভরাজের কন্যা : **বৈদর্ভী।**
বিদায়-কালে দেয় উপহার-সামগ্রী : **মেলানি, মেলানী, মেলানীভার।**
বিদায় গ্রহণ : **মেলানি, মেলানী।**
বিদূর থেকে জাত : **বৈদূর্য।**
বিদূষকের আচরণ : **ভাঁড়ামি।**
বিদেশ থেকে আগত : **বিদেশাগত, বিদেশী, বৈদেশিক।**
বিদেশী ভ্রমণকারী ব্যক্তি : **মুসাফির।**
বিদেশে বাস : **প্রবাস, পরবাস।**
বিদেশে বা প্রবাসে থাকে যে : **প্রবাসী, প্রোষিত, প্রবাসস্থ, পরবাসী।**
বিদেশে যার পত্নী থাকে : **প্রোষিতপত্নীক।**
বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য : **বহির্বাণিজ্য।**
বিদেহ অর্থাৎ মিথিলার অধিবাসী : **বৈদেহ।**
বিদেহ বা মিথিলার রাজকন্যা : **বৈদেহী।**
বিদ্যা আছে যার : **সবিদ্য।**
বিদ্যা ধারণ করে যে : **বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী** ।স্ত্রী।।
বিদ্যাধ্যয়নের পর গুরুগৃহ থেকে গার্হস্থ্য জীবনে যাত্রার প্রাক্কালীন অনুষ্ঠান : **সমাবর্তন।**
বিদ্যাবতী রমণী : **বিদুষী।**
বিদ্যাবিষয়ে যিনি উৎসাহী : **বিদ্যোৎসাহী।**
বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে যিনি উৎসাহ দান করেন : **বিদ্যোৎসাহী।**
বিদ্যার সাগর : **বিদ্যাসাগর।**
বিদ্যালাভের জন্যে আগ্রহ : **বিদ্যানুরাগ।**
বিদ্যালাভের স্থান : **বিদ্যাপীঠ, বিদ্যামন্দির।**
বিদ্যাশিক্ষাকালে অবস্থা : **পাঠদ্দশা।**
বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ : **বিদ্যারম্ভ।**
বিদ্যাশিক্ষার অভিলাষী : **বিদ্যার্থী।**
বিদ্যুৎ আছে যাতে বা যার : **বিদ্যুত্বান্।**
বিদ্যুৎ গর্ভে যার : **বিদ্যুদ্গর্ভ।**

বিদ্যুৎ-রূপ অগ্নি : **বৈদ্যুতানল, বৈদ্যুতাগ্নি।**
বিদ্যুতের আলো : **বিদ্যুদ্দীপ্তি।**
বিদ্যুতের কণা : **স্ফুলিঙ্গ।**
বিদ্যুতের চমক : **বিদ্যুৎস্ফুরণ।**
বিদ্যুতের জ্যোতি বা আলো : **বিদ্যুতালোক।**
বিদ্যুতের তীব্র দীপ্তি প্রকাশ : **ঝলক, ঝলকানি, ঝলা।**
বিদ্যুতের দাম [মালা] : **বিদ্যুদ্দাম, বিদ্যুন্মালা।**
বিদ্যুতের দ্বারা দীপ্ত : **বিদ্যুদ্দীপ্ত।**
বিদ্যুতের দ্বারা স্পৃষ্ট : **বিদ্যুৎস্পৃষ্ট।**
বিদ্যুতের বিকাশ : **বিদ্যুদ্বিকাশ।**
বিদ্যুতের মতো ক্ষণিক দীপ্তি প্রকাশ : **ঝিলিক।**
বিদ্যুতের মতো প্রভা যার : **বিদ্যুৎপ্রভ।**
বিদ্যুতের লতা : **বিদ্যুল্লতা।**
বিদ্যুতের লেখা : **বিদ্যুল্লেখা।**
বিদ্রূপপূর্ণ কথা : **ব্যঙ্গোক্তি।**
বিদ্রূপসূচক অর্থ : **ব্যঙ্গার্থ।**
বিদ্বানগণের সমাজ : **বিদ্বৎকুল, বিদ্বৎসমাজ, বিদ্বদ্গোষ্ঠী।**
বিদ্বান বা পণ্ডিত ব্যক্তি : **বিদ্বজ্জন, মনস্বী, মনস্বিনী [স্ত্রী], মনীষী, মনীষিণী [স্ত্রী]।**
বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি : **বিষদৃষ্টি, বিষনয়ন।**
বিদ্বেষ-রূপ অনল : **বিদ্বেষানল।**
বিধবা অবস্থা : **বৈধব্য।**
বিধবাকে যে বিবাহ করে : **দিধিষু।**
বিধবার গতভর্তৃকা ভাব : **বৈধব্য।**

বিধবার ধর্ম : **সতীপনা।**
বিধবা বা পতি-পরিত্যক্তা নারীর পুনর্বিবাহে জাত পুত্র : **পুনর্ভূপুত্র, পৌনর্ভব।**
বিধবা ব্রাহ্মণী : **যতী।**
বিধবা ভ্রাতৃভার্যার প্রতি কামবশে অনুরক্ত ভ্রাতা : **দিধিষূপতি।**
বিধবা হবার পর পুনরায় বিবাহিতা নারী : **পুনর্ভূ।**
বিধাতার পত্নী : **নিয়তি।**
বিধান করবার ইচ্ছা : **বিধিৎসা।**
বিধান করতে ইচ্ছুক : **বিধিৎসু।**
বিধান করে যে : **বিধায়ক।**
বিধানেব অনুরূপ : **যথাবিহিত।**
বিধিকে অতিক্রম না করে : **যথাবিধি।**
বিধি-নির্দিষ্ট-ভাবে কোন পাত্রকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি : **বাগ্দান।**
বিধি-নির্দিষ্টভাবে যে কন্যাকে কোন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে : **বাগ্দত্তা।**
বিধিসম্মতভাবে পরিণীতা স্ত্রী : **ভার্যা।**
বিধিসম্মতভাবে ব্রাহ্মণকর্তৃক পরিণীতা ব্রাহ্মণ-কন্যা : **বিপ্রবিন্না।**
বিধুকে পীড়িত করে যে : **বিধুন্তুদ্।**
বিধুর ভাব : **বৈধুর্য।**
বিনতার পুত্র : **বৈনতেয়।**
বিনয় দ্বারা অবনত : **বিনয়াবনত।**
বিনয়পূর্বক মিনতি : **বিনতি।**
বিনষ্ট বল যার : **হতবল।**
বিনষ্ট বস্তুর বা বিষয়ের ধ্বংসাবশেষ

উদ্ধার : **লুপ্তোদ্ধার**।
বিনয়ের অভাব : **অবিনয়**।
বিনয়ের সঙ্গে : **সবিনয়**।
বিনষ্ট হওয়াই যার স্বভাব : **বিনশ্বর**।
বিনা আহ্বানে এসে যে দায়িত্ব প্রার্থনা করে : **উপযাচক**।
বিনা উদ্দেশ্যে ক্রমাগত ভ্রমণ : **টোটো**।
বিনা উপদেশে স্বতঃলব্ধ জ্ঞান : **উপজ্ঞা**।
বিনা তারে দূরবর্তী যে যন্ত্রের সাহায্যে বার্তা-বিনিময় করা যায় : **বেতার**।
বিনা নিমন্ত্রণে আগমনকারী : **রেয়ো**।
বিনা পারিশ্রমিকে কাজ : **বেগার**।
বিনা পারিশ্রমিকের কাজ বা চাকরি : **বেগারি**।
বিনামূল্যে অন্ন বিতরণের স্থান : **লঙ্গরখানা**।
বিনামূল্যে প্রাপ্ত : **মাগ্‌না**।
বিনামূল্যে যা দেওয়া হয় : **দাতব্য**।
বিনামেঘে বৃষ্টিপাত : **অনভ্রবৃষ্টি**।
বিনাশহীন যে অসুরের মৃত্তিকা-পতিত রক্তবিন্দু থেকে নতুন নতুন অসুরের সৃষ্টি হতো : **রক্তবীজ**।
বিনিময়ে প্রাপ্য খুচরা মুদ্রা : **ভাঙানি, ভাঙানী**।
বিনিময়ে প্রাপ্য দ্রব্য : **বদলি, বদলী**।
বিনীত আবেদন : **নিবেদন**।
বিনীত ও সৎ স্বভাব : **শান্তশিষ্ট**।
বিনীত প্রার্থনা বা আবেদন : **মিনতি**।
বিনুনি-করা বিচালি : **বানপুটি-কুচলি**।
বিনুনিবিহীন খোঁপা : **লোটন**।
বিনোদন করে যে রমণী : **বিনোদিনী**।
বিন্দুবৎ তরল পদার্থ : **ফোঁটা**।
বিন্দুর মতো চিত্রক-বিশিষ্ট হরিণ : **চিত্রমৃগ**।
বিন্ধ্য পর্বত থেকে নির্গতা [উৎপন্ন] নদী : **নির্বিন্ধ্যা**।
বিন্ধ্য পর্বতে বাসকারিণী : **বিন্ধ্যবাসিনী**।
বিন্ধ্য-পাদমূল থেকে দক্ষিণ-সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ : **দক্ষিণাপথ, দক্ষিণাত্য**।
বিন্ধ্যস্থিত বন : **বিন্ধ্যাটবী**।
বিন্যস্ত কেশপাশ : **বেণি, বেণী**।
বিপক্ষে সংগ্রাম : **প্রতিদ্বন্দ্ব**।
বিপজ্জনক কাজে উদ্যম : **সাহস**।
বিপণিযুক্ত পথ : **বিপণিপথ**।
বিপথে গমন : **বিপথগামিতা**।
বিপথে গমন করে যে : **বিপথগামী**।
বিপথে ভ্রমণ করেছে যে : **উদ্‌ভ্রান্ত**।
বিপদ বা অসুবিধা মোচন : **মুশকিল-আসান**।
বিপদে ফেলা : **ফাঁসানো**।
বিপদের শান্তি : **মুশকিল-আসান**।
বিপদ থেকে রক্ষা-কামনায় প্রিয়জনের মণিবন্ধে বন্ধনীয় রঞ্জিত মঙ্গল-সূত্র : **রাখী**।
বিপন্ন অবস্থা : **ফাঁপর**।
বিপরীত অবস্থা : **বৈপরীত্য, ব্যত্যয়**।
বিপরীত কল্পনা : **বিকল্প**।
বিপরীত ক্রম যার : **বিলোম, ব্যতিক্রম, ব্যুৎক্রম**।
বিপরীত দিক থেকে হলকর্ষণ : **সব্য**।

বিপরীত দিকে অবস্থিত : **প্রতীত**।
বিপরীত দিকে আকর্ষণ : **বিকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ**।
বিপরীত দিকে যা আকর্ষণ করে : **বিপ্রকর্ষ**।
বিপরীত পথে গমন করে যে : **প্রাতিপথিক**।
বিপরীত বা নিষিদ্ধ যে কাল : **বিকাল**।
বিপরীত ভাব : **বৈপরীত্য**।
বিপরীতভাবে কথন [উক্তি] : **প্রত্যুক্তি**।
বিপরীত স্রোত : **প্রতিস্রোত**।
বিপুল আকৃতি যার : **বিকট**।
বিপুল বা বিশাল কায়া যার : **বিপুলকায়, বিশালকায়**।
বিপুল বিত্তশালী ব্যক্তি : **মহাধন**।
বিপ্রলব্ধা স্ত্রী : **বিরহিণী**।
বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মিটমাটের চুক্তিপত্র : **সন্ধিপত্র, সুলেনামা, সোলেনামা**।
বিবস্বৎ [বিবস্বান] এর পুত্র : **বৈবস্বত**।
বিবস্বৎ বা সূর্যের কন্যা : **বৈবস্বতী**।
বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার-প্রদান : **লৌকিকতা**।
বিবাহ করতে স্বীকৃত : **বাগ্‌দত্ত, প্রজ্ঞাবিবাহিত**।
বিবাহ করতে স্বীকৃতা : **বাগ্‌দত্তা, প্রজ্ঞাবিবাহিতা**।
বিবাহ করেছে যে : **বিবাহিত, ব্যূঢ়**।
বিবাহকালে কন্যার কুমারী সঙ্গিনী : **নিতকনে**।
বিবাহকালে পাত্রপক্ষ বা কন্যাপক্ষকে পণ দেবার রীতি : **পণপ্রথা**।
বিবাহকালে পাত্রের যাত্রাসঙ্গী : **বরযাত্র, বরযাত্রী**।
বিবাহকালে বরকন্যাকে প্রদত্ত ধন : **যৌতক, যৌতুক**।
বিবাহকালে বর ও বধূর পরস্পর আনুষ্ঠানিক দর্শন : **শুভদৃষ্টি**।
বিবাহকালে বরের কুমার সঙ্গী : **নিতবর**।
বিবাহকালে যে সঙ্গিনী কনের পাশে থাকে : **নিতকনে**।
বিবাহকালে স্ত্রী-আচারের অঙ্গরূপে সাজানো ডালা : **নিছনি**।
বিবাহমঙ্গল গীত : **রেত্তা**।
বিবাহযোগ্যা কন্যা : **পাত্রী**।
বিবাহযোগ্য পাত্রী : **কন্যা**।
বিবাহরূপ বন্ধন : **পরিণয়সূত্র**।
বিবাহ-সভায় পাত্রের বসার সুন্দর আসন : **বরাসন**।
বিবাহাদি উপলক্ষে যে বস্ত্রাদি দিয়ে বরবধূ গুরুজনদের নমস্কার করে : **নমস্কারী**।
বিবাহাদিতে ব্যবহৃত রেশমী বস্ত্র : **চেলী**।
বিবাহাদিতে লৌকিকতা স্বরূপ যে উপহারাদি প্রদত্ত হয় : **লৌকতা**।
বিবাহিত ব্যক্তি : **প্রৌঢ়**।
বিবাহিতা নারীর পাতিব্রত্য ধর্ম : **সতীধর্ম**।
বিবাহিতা [অপরের] স্ত্রীকে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে : **দিধিষু**।
বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যে কন্যা চিরজীবন পিত্রালয়ে থাকে : **চিরণ্টী, চিরিণ্টী**।

বিবাহে অমঙ্গল নিবারণার্থ হস্তে বদ্ধ সূত্র : **রক্ষাসূত্র**।

বিবাহে কন্যাকে দেওয়া যৌতুক রূপে দ্রব্য-সম্ভার : **বউয়ালা**।

বিবাহে কন্যাদান ও তৎপরিবর্তে কন্যা-গ্রহণ : **পরিবর্ত, পরীবর্ত, পরিবর্তবিয়ে**।

বিবাহে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে বরপক্ষের প্রাপ্ত অর্থ : **বরপণ**।

বিবাহে কন্যা-বিক্রয়ের মূল্য : কন্যাপণ।

বিবাহে কন্যার প্রাপ্য ধন : **কন্যাধন, কন্যাশুল্ক, যৌতুক, স্ত্রীধন**।

বিবাহে কন্যার মাথার মুকুট : **পাতিমৌড়**।

বিবাহে কন্যার মুখে চন্দনের চিত্র-রচনা : **কনেচন্দন**।

বিবাহে কন্যার শ্বশুরগৃহে গমনকালে যে সখী কন্যার সঙ্গিনী হয় : **মিতিন-কন্যা**।

বিবাহে পাত্রপক্ষের প্রধান ব্যক্তি : **বরকর্তা**।

বিবাহে পাত্রপক্ষের ব্যক্তিগণ : **বরপক্ষ**।

বিবাহে পাত্রীর দ্বারা পাত্রকে প্রদত্ত পুষ্পমাল্য : **বরমাল্য**।

বিবাহে বর ও কন্যার হাতে সদূর্বা হরিদ্রাবর্ণের সূত্র : **মঙ্গলসূত্র**।

বিবাহে বর ও বধূর হাত একমাল্যে যে বন্ধন করা হয় : **হাতবাঁধা**।

বিবাহে বর ও কন্যার সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ মেলন : **রাজযোটক**।

বিবাহে বরকন্যার পরস্পর মাল্য-বিনিময় : **মালাবদল**।

বিবাহে বরণের জন্যে আলপনা-দেওয়া পিঁড়ি : **শ্রীখণ্ডী**।

বিবাহে বরবধূর সৌভাগ্য কামনায় ব্রাহ্মণ-পঠিত আশীর্বাদ-শ্লোকাষ্টক : **মঙ্গলাষ্টক**।

বিবাহে বরসহ বধূর সপ্তমন্ত্রে সপ্ত মণ্ডলিকায় সপ্তপদগমন : **সপ্তপদী**।

বিবাহে বরের উত্তরীয় ও বধূর অঞ্চলে বন্ধনের গ্রন্থিবস্ত্র : **গাঁটছড়া**।

বিবাহে যাদের সঙ্গে আদান-প্রদান চলতে পারে : **পালটি**।

বিবাহে যার [যে নারীর] পাণিগ্রহণ করা হয়েছে : **পাণিগৃহীতী**।

বিবাহে যিনি কন্যা সম্প্রদান করেন : **কন্যাকর্তা**।

বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা : **ভগদেবতা**।

বিবাহের অব্যবহিত পরে নব-দম্পতির প্রমোদ-বিহার : **মধুচন্দ্র, মধুচন্দ্রিকা**।

বিবাহের উপযুক্ত : **বয়ঃপ্রাপ্ত**।

বিবাহের উপযুক্তা নারী : **বয়ঃপ্রাপ্তা, বয়স্থা**।

বিবাহের কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণ : **কন্যাপক্ষ**।

বিবাহের কন্যার সিঁথি-মৌড় : **মুড়লা, মুড়েল**।

বিবাহের জন্য নির্মিত ছায়ামণ্ডপ : **ছাদনাতলা**।

বিবাহের পণ : **কন্যাশুল্ক**।

বিবাহের পরদিন নববধূ শ্বশুরালয়ে এলে শাশুড়ীর কৃত স্ত্রী-আচার : **বউগড়া**।

বিবাহের পর পুনরায় মিলন : **পুনর্মিলন**।
বিবাহের পর বধূর দ্বিতীয় বার পতিগৃহে আগমন উপলক্ষে সংস্কার : **দ্বিরাগমন**।
বিবাহের পাকা দেখায় দেয় অর্থ : **দর্শনী**।
বিবাহের পাত্র ও পাত্রী : **বরকনে, বরবধূ**।
বিবাহের পাত্রকে প্রদত্ত পোশাক ও অলংকার : **বরাভরণ**।
বিবাহের পাত্রপক্ষীয় ব্যক্তিগণ : **বরপক্ষ**।
বিবাহের পাত্রের সঙ্গে পাত্রীর গৃহে গমন : **বরানুগমন**।
বিবাহের পূর্বকাল : **কৌমার**।
বিবাহের পূর্বে যে নারী অপরের বিবাহিতা বা বাগ্‌দত্তা ছিল : **অন্যপূর্বা, পরপূর্বা**।
বিবাহের বরের মুকুট : **মুড়লা, মুড়েলা**।
বিবাহের সময় পাত্রের সঙ্গীদের বিবাহ-সভায় গমন : **বরানুগমন**।
বিবাহের সম্পূর্ণ যোগ্যা কন্যা : **সমকন্যা**।
বিবাহের স্থান : **ছাদনাতলা, ছায়ামণ্ডপ**।
বিবাহে হরিদ্রাদির দ্বারা বর ও কন্যার অঙ্গ-সংস্কার : **হরিদ্রামঙ্গল**।
বিবিধ আধি যাতে : **ব্যাধি**।
বিবিধ তরকারির [লাউসহ] মিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জন : **লাবড়া**।
বিবিধ দ্রব্যের মিশ্রণ জাত : **পাঁচমিশালী, পাঁচমিশেলি**।
বিবিধ বা বিচিত্র বর্ণ : **রংচং, রঙচঙ**।
বিবিধ শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান : **বারব্রত**।
বিবেচনার যোগ্য : **বিবেচ্য**।
বিভাই বসু [রত্ন] যার : **বিভাবসু**।
বিভাকে আবৃত করে যে : **বিভাবরী**।
বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সুসমঞ্জস্ : **সংগত**।
বিভিন্ন গাছ-গাছড়া সিদ্ধ করে তৈরি ওষুধ : **পাঁচন, পাচন**।
বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ : **সঙ্কর**।
বিভিন্ন দলের মধ্যে যে বিরোধ : **দলাদলি**।
বিভিন্ন দিকে বিক্ষেপ বা বিস্তার : **বিকিরণ**।
বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট : **বিচ্ছুরিত**।
বিভিন্ন বিধা [প্রকার] যার : **বিবিধ**।
বিভীষণের পত্নী : **সরমা**।
বিভুর ভাব : **বৈভব, বিভূতি**।
বিভূতি ভূষণ যার : **বিভূতিভূষণ**।
বিভ্রমের সঙ্গে : **সবিভ্রম**।
বিমনা ভাব : **বৈমনস্য**।
বিমাতার কন্যা : **বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়ী**।
বিমাতার পুত্র : **বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়**।
বিমানপোতের চালক : **বৈমানিক**।
বিমিশ্র জাতি : **জাতিসংকর**।
বিমোহিত বা বিভোর হয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বরযুক্ত : **গদগদ**।
বিম্ব [তেলাকুচা] ফলের মতো ওষ্ঠ যার : **বিম্বাধর, বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ**।
বিরতিহীন একভাবে : **একটানা**।
বিরহ্-কাতরা [বিরহিণী] নায়িকার বারোমাসের দুঃখের কাহিনী-কবিতা

: **বারমাসি, বারমাসিয়া, বারমাস্যা**।
বিরহ-রূপ অগ্নি : **বিরহানল**।
বিরহে পল্লবাদি রচিত যে শয্যা : **বিরহশয়ন**।
বিরহের পর পুনরায় মিলন : **পুনর্মিলন**।
বিরাট গৃহে ছদ্মবেশিনী দ্রৌপদী : **সৈরিন্ধ্রী**।
বিরাট দেশ জাত : **বৈরাট**।
বিরাট দেশের অধিবাসী : **বৈরাট**।
বিরাট-রাজার মহিষী : **সুদেষ্ণা**।
বিরাট হাঁড়ি : **হাঁড়া, হাণ্ডা**।
বিরাটের কন্যা : **উত্তরা**।
বিরাটের পুত্র : **উত্তর**।
বিরাম আছে যার : **সবিরাম**।
বিরুদ্ধ উক্তি : **বিসংবাদ**।
বিরুদ্ধ ধর্ম আচবণ করে যে : **পাষণ্ড**।
বিরুদ্ধ পক্ষ-অবলম্বনকারী : **প্রতিপক্ষ**।
বিরুদ্ধ পক্ষসমূহের মধ্যে যে-কোন একটি পক্ষের প্রতি অন্যায় ও অতিরিক্ত আকর্ষণ : **পক্ষপাত**।
বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল মুখ যার : **বিমুখ**।
বিরুদ্ধ যে পক্ষ : **প্রতিপক্ষ**।
বিরুদ্ধ রসের বর্ণনা : **রসাভাস**।
বিরুদ্ধে কু-মন্ত্রণা : **ভাংচি**।
বিরূপ [বাম, দক্ষিণ ও উর্ধ্ব বা সূর্য চন্দ্র ও অগ্নি এই তিন] অক্ষি বা চক্ষু যার : **বিরূপাক্ষ** [শিব], **বিরূপাক্ষী** [দুর্গা]।
বিরোচন দৈত্যের পুত্র : **বলি**।
বিরোধী . পক্ষ বা বিরুদ্ধ পক্ষ : **প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ, বিপক্ষ**।
বিরোধের নিষ্পত্তি : **সমাধান**।
বিলক্ষণরূপে ধৃত : **বিধৃত**।
বিলক্ষণ শীতল : **সুস্নিগ্ধ**।
বিল ডোবা ইত্যাদি ক্ষুদ্র জলাশয় : **পল্বল**।
বিলাপরত পুরুষ : **পরিদেবক, পরিদেবী**।
বিলাত থেকে প্রত্যাগত : **বিলাতফেরত**।
বিলাতী চালচলন : **বিলাতীয়ানা**।
বিলাতে উৎপন্ন : **বিলাতী**।
বিলাতে প্রচলিত : **বিলাতী**।
বিলাসবতী নারী : **লীলাবতী**।
বিলাসের সঙ্গে : **সবিলাস**।
বিলীয়মান অনুভূতি : **রেশ**।
বিশাখা নক্ষত্র-যুক্ত পূর্ণিমা : **বৈশাখী**।
বিশাল অক্ষি যার : **বিশালাক্ষ, বিশালাক্ষী** [স্ত্রী]।
বিশাল উরস যার : **বিশালোরস্ক**।
বিশাল বক্ষঃস্থল যাব : **বিশালবক্ষ, ব্যূঢ়োরস্ক**।
বিশিষ্টভাবে জ্ঞান-গোচর করান : **বিজ্ঞপ্তি**।
বিশিষ্টরূপে বিপরীত : **বিপ্রতীপ**।
বিশিষ্টের ভাব : **বৈশিষ্ট্য**।
বিশুদ্ধ মদ্য : **সুরাসার**।
বিশুদ্ধ মধুজাত শর্করা : **সিতাখণ্ড**।
বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত অবস্থা : **ছত্রাখান, তছনছ, লণ্ডভণ্ড**।
বিশেষ অসন্তোষ ও সেজন্যে আন্দোলন : **বিক্ষোভ**।
বিশেষ আরোহ [উন্নতি] : **সমারোহ**।
বিশেষ আসক্তি : **সমাসক্তি**।
বিশেষ উদ্দেশ্যে গচ্ছিত ধন : **নিধি**।

বিশেষ চিন্তা : **বিচিন্তন, বিচিন্তা।**

বিশেষ চিন্তা ও বিশ্লেষণের দ্বারা বিচার : **বিবেচনা।**

বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান : **বিজ্ঞান।**

বিশেষ প্রকার শুদ্ধী-করণ : **বিশোধন।**

বিশেষ বিবেচনা : **বিমর্শ।**

বিশেষভাবে আঘাত যাতে : **ব্যাঘাত, বিঘ্ন।**

বিশেষভাবে আরূঢ় : **সমারূঢ়, সমারূঢ়া** [স্ত্রী]।

বিশেষভাবে ঈক্ষণ : **বীক্ষণ।**

বিশেষভাবে উক্ত : **প্রোক্ত।**

বিশেষভাবে উৎকর্ষ-সাধন : **বিপ্রকর্ষ।**

বিশেষভাবে উৎকীর্ণ : **সমুৎকীর্ণ।**

বিশেষভাবে ও নিশ্চিতরূপে বলন : **নির্বচন।**

বিশেষভাবে খ্যাত : **বিখ্যাত।**

বিশেষভাবে গ্রহণ বা স্বীকার : **পরিগ্রহ।**

বিশেষভাবে ঘোষণা : **বিজ্ঞপ্তি।**

বিশেষভাবে ঘ্রাণ নেয় যে : **ব্যাঘ্র।**

বিশেষভাবে চিন্তা : **পরিচিন্তন।**

বিশেষভাবে চিন্তার দ্বারা বিচার : **বিবেচনা।**

বিশেষভাবে জানা আছে যার : **বিবুধ।**

বিশেষভাবে জ্ঞাপন : **বিজ্ঞাপন।**

বিশেষভাবে দর্শন : **বীক্ষণ।**

বিশেষভাবে দৃষ্ট : **বীক্ষিত।**

বিশেষভাবে ধূমায়িত : **প্রধূমিত।**

বিশেষভাবে নম্র : **বিনম্র, বিনমিত, বিনত।**

বিশেষভাবে নম্রতা : **বিনমন, বিনয়, বিনতি।**

বিশেষভাবে নিঃসৃত : **বিগলিত।**

বিশেষভাবে নির্ধারিত সূচী বা তালিকা : **নির্ঘণ্ট।**

বিশেষভাবে পালন করে যে : **প্রতিপ, প্রতীপ।**

বিশেষভাবে বহন : **বিবাহ।**

বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত : **ব্যাহত।**

বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা : **বিমর্শ, বিমর্শন।**

বিশেষভাবে বিবেচনা করে যে কাজ করে : **বিমৃশ্যকারী, বিমৃষ্যকারী।**

বিশেষভাবে বিবেচনা করে যে কাজ করে না : **অবিমৃশ্যকারী, অবিমৃষ্যকারী।**

বিশেষভাবে মুগ্ধ : **বিমুগ্ধ।**

বিশেষভাবে যা আঘাত করে : **বিঘ্ন।**

বিশেষভাবে রক্ষিত গোচর-ভূমি : **বিবীত।**

বিশেষভাবে লজ্জিত : **বিলজ্জমান।**

বিশেষভাবে শোধন : **বিশোধন।**

বিশেষভাবে শোধিত : **পরিশুদ্ধ।**

বিশেষভাবে শ্রুত : **বিশ্রুত।**

বিশেষভাবে স্থিত : **বিষ্টিত।**

বিশেষ মানসিক যন্ত্রণা : **পরিতাপ।**

বিশেষ রূপে বা ভাবে : **সবিশেষ।**

বিশেষরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্তি : **বিবর্ধন।**

বিশেষ শব্দকরণ : **নিনাদ।**

বিশ্রবা মুনির পুত্র : **বৈশ্রবণ।**

বিশ্বই যার কর্ম : **বিশ্বকর্মা।**

বিশ্বকে রক্ষা [পালন] করেন যিনি

: **বিশ্বপা, বিশ্বম্ভর**।
বিশ্বকে জয় করেছে যে : **বিশ্বজিৎ**।
বিশ্বকর্মার দুহিতা : **সংজ্ঞা**।
বিশ্ব [কাম] বসু [ধন] যার : **বিশ্বাবসু**।
বিশ্বভার জটায় যাঁর : **ধূর্জটি**।
বিশ্ব যাতে প্রবেশ করে : **বিষ্ণু**।
বিশ্বস্ত আলাপ : **বিশ্রম্ভালাপ**।
বিশ্বানরের পুত্র : **বৈশ্বানর**।
বিশ্বাসভাজন হয়েও যে অবিশ্বাসীর কাজ করে : **বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতিনী** [স্ত্রী], **বিশ্বাসঘাতী, বিশ্বাসঘাতিকা** [স্ত্রী], **বিশ্বাসহন্তা, বিশ্বাসহন্ত্রী** [স্ত্রী]।
বিশ্বাসের পাত্র : **বিশ্বাসভাজন**।
বিশ্বাসপূর্বক অন্যের নিকট স্বদ্রব্য স্থাপন : **উপন্যাস**।
বিশ্বাবসুর বীণা : **বৃহতী**।
বিশ্বাসের পাত্র : **বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন**।
বিশ্বামিত্রের পুত্র : **মধুচ্ছন্দাঃ**।
বিশ্বামিত্রের পুত্র, যিনি আদি শল্য-চিকিৎসা-গ্রন্থের প্রণেতা : **সুশ্রুত**।
বিশ্বাসের যোগ্য : **বিশ্বাস্য**।
বিশ্বের নাথ [ঈশ্বর]: **বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর**।
বিশ্বের মিত্র : **বিশ্বামিত্র**।
বিশ্বের রমণস্থান-ভূতা : **বিশ্বরমা**।
বিশ্বের সকল বিদ্যার উচ্চতম প্রতিষ্ঠান : **বিশ্ববিদ্যালয়**।
বিশ্বের সমস্ত মানুষে-মানুষে বন্ধুত্ব : **বিশ্বমৈত্রী**।
বিশ্বের সমস্ত মানুষের সম্বন্ধীয় : **বিশ্বজনীন**।
বিশ্বের হিতকারী অগ্নি : **বিশ্বানর**।
বিষধর সাপ : **জাতসাপ**।
বিষ নাশ করে যে ঔষধ : **প্রতিষেধক**।
বিষ নেই যার : **নির্বিষ**।
বিষপূর্ণ কলস : **বিষকুম্ভ, বিষঘট**।
বিষপূর্ণ ফল : **বিষফল**।
বিষফলের বৃক্ষ : **বিষবৃক্ষ**।
বিষ বা বিষাক্ত বাণ : **লিপ্ত, লিপ্তক**।
বিষম কাণ্ড : **কাণ্ডকারখানা, ধুন্ধুমার**।
বিষম ক্রোধ : **প্রকোপ**।
বিষম বিপদগ্রস্ত : **সংকটাপন্ন**।
বিষয়কর্ম সম্বন্ধীয় : **বৈষয়িক**।
বিষয়বুদ্ধিতে নিপুণ দীর্ঘজীবী ব্যক্তি : **ভূশুণ্ডি, ভুষণ্ডি**।
বিষয়-ভোগাসক্ত ব্যক্তি : **ভোগী**।
বিষয়-ভোগে অনাসক্তি বা নিরাসক্তি : **বিরাগ, বৈরাগ্য**।
বিষয়-সংক্রান্ত কাগজপত্র : **নথিপত্র**।
বিষয় সম্বন্ধীয় : **বৈষয়িক**।
বিষয় সুখ উপভোগ : **সম্ভোগ**।
বিষয়-সুখসম্ভোগে বৈরাগ্য : **নিবৃত্তি**।
বিষুব রেখার সমান্তরাল ভূপৃষ্ঠস্থ কাল্পনিক রেখা : **সমাক্ষরেখা**।
বিষের সঙ্গে : **সবিষ**।
বিষ্ণুর উপাসক : **বৈষ্ণব**।
বিষ্ণুর গদা : **কৌমোদকী**।
বিষ্ণুর চক্র : **সুদর্শন**।
বিষ্ণুর দশম অবতার : **কল্কি**।
বিষ্ণুর ধনুক : **শার্ঙ্গ**।
বিষ্ণুর নবম অবতার : **বুদ্ধ**।

বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার : **বামন**।
বিষ্ণুর পত্নী এবং ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী : **লক্ষ্মী**।
বিষ্ণুর পুরী : **বৈকুণ্ঠ**।
বিষ্ণুর প্রতীক রূপে পূজিত গণ্ডকী নদী-জাত-শিলা : **শালগ্রাম**।
বিষ্ণুর প্রথম অবতার : **মৎস্যাবতার**।
বিষ্ণুর বক্ষঃস্থ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী : **শ্রীবৎস**।
বিষ্ণুর বক্ষের মণি : **কৌস্তুভ**।
বিষ্ণুর শঙ্খ : **পাঞ্চজন্য**।
বিষ্ণুলোকে বাসকারী : **বৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠবাসিনী** [স্ত্রী]।
বিসদৃশ পরিণাম : **বিপাক**।
বিসদৃশ বস্তুসমূহের মিশ্রণ : **জগাখিচুড়ি**।
বিস্তারিত বিবরণ [টালবাহানার কারণে] : **বায়নাক্কা**।
বিস্তীর্ণ জলরাশি : **পাথার**।
বিস্তীর্ণ জলাভূমি : **বাদা**।
বিস্তৃত বন : **বনানী, মহাবন, মহারণ্য, মহাটবী**।
বিস্তৃত মাঠ : **ময়দান**।
বিস্তৃত হওয়া স্বভাব যার : **বিসারী**।
বিস্ময়ে বিহ্বল : **বিস্ময়াভিভূত, বিস্ময়াবিষ্ট**।
বিস্ময়ের দ্বারা অভিভূত : **বিস্ময়াভিভূত**।
বিস্ময়ের দ্বারা আবিষ্ট : **বিস্ময়াবিষ্ট**।
বিস্ময়ের সঙ্গে : **সবিস্ময়**।
বিহঙ্গ সদৃশ ভার-বহন দণ্ড : **বাঁক, বিহঙ্গিকা, বিহঙ্গমিকা**।
বিহায়সে গমন করে যে : **বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, বিহগ**।
বিহার করতে ইচ্ছা : **বিজিহীর্ষা**।
বিহার করতে ইচ্ছুক : **বিজিহীর্ষু**।
বিহারের অধিবাসী : **বিহারী**।
বিহিত করতে ইচ্ছুক : **বিধিৎসু**।
বিহিত করার ইচ্ছা : **বিধিৎসা**।
বীজ ও বীজজাত অঙ্কুর : **বীজাঙ্কুর**।
বীজধানের পুড়া : **বিছনপুড়া**।
বীণাতন্ত্রীতে অঙ্গুলি চালনা : **সারণা**।
বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি : **ঝংকার, নিক্বণ**।
বীণা পাণিতে যার [স্ত্রী] : **বীণাপাণি** [সরস্বতী]।
বীণা পাণিতে যার [পুং] : **নারদ**।
বীণা বাজায় যে : **বীণকার, বীণাবাদক, বীণী, বীণিনী** [স্ত্রী], **বৈণিক**।
বীণাযন্ত্রের তন্ত্রী-বন্ধনের কীলক [কান] : **নিবন্ধ**।
বীণার অগ্রস্থিত বক্র কাষ্ঠখণ্ড : **ককুভ**।
বীণার তার : **তন্ত্রী**।
বীণার শব্দ : **ক্বণ**।
বীতি [ভোজন] হোত্র [হবিঃ] যার : **বীতিহোত্র**।
বীরত্বের সাহায্যে যে-নারীকে লাভ করা যায় : **বীর্যশুল্কা**।
বীরদের যুদ্ধনাদ : **ক্ষ্বেড়িত, শৃঙ্গনাদ, হুঙ্কার**।
বীর নেই যে দেশে : **অবীরা, নির্বীরা**।
বীরের উপযুক্ত পরিচ্ছদ : **বীরধড়া,**

বীরধটী।
বীরের উপযুক্ত শয়নস্থল : **বীরশয়, বীরশয্যা**।
বীরের গমনস্থান : **বীরগতি**।
বীরের জননী : **বীরজননী, বীরপ্রসু, বীরপ্রসবিনী, বীরবৎসা**।
বীরের পতাকা : **বীরবাণা, বীরবানা**।
বীরের ভাব : **বীর্য, বীরত্ব**।
বীরের ললাট-বেষ্টনী বস্ত্র : **বীরপট্ট**।
বীরের সোনার কর্ণভূষণ : **বীরবৌলি, বীরবৌলী**।
বীরেব হুঙ্কার : **সিংহধ্বনি, সিংহনাদ**।
বীরোচিত দর্প : **বীরমদ**।
বীরোচিত বাহু যার : **বীরবাহু**।
বুঝবার ভুল : **বুদ্ধিভ্রম**।
বুটি আছে যাতে : **বুটিদার**।
বুড়ো আঙুল [হাতের]: **অঙ্গুষ্ঠ, বৃদ্ধাঙ্গুলি**।
বুড়োর ন্যায় আচরণ : **বুড়ামি, বুড়োমি**।
বুড়ো ষাঁড় : **বৃদ্ধোক্ষ**।
বুদ্‌বুদের মতো জলপূর্ণ স্ফোটক : **ফোস্‌কা**।
বুদ্ধদেব যে অশ্বথবৃক্ষমূলে বোধি লাভ করেছিলেন : **বোধিদ্রুম, বোধিবৃক্ষ**।
বুদ্ধের বুদ্ধত্ব-লাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা : **বোধিসত্ত্ব**।
বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী : **বৌদ্ধ**।
বুদ্ধদেবের পিতা : **শুদ্ধোদন**।
বুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যে কার্যোদ্ধার : **হাসিল**।
বুদ্ধিদ্বারা জীবিকা অর্জন করে যে : **বুদ্ধিজীবী**।
বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বহির্ভূত : **অগোচর**।
বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে যার : **বুদ্ধিভ্রষ্ট, ভ্রষ্টবুদ্ধি**।
বুদ্ধির নাশ : **বুদ্ধিনাশ**।
বুদ্ধির ভ্রংশ : **বুদ্ধিভ্রংশ**।
বুদ্ধির লোপ : **বুদ্ধিলোপ**।
বুদ্ধির হানি : **বুদ্ধিহানি**।
বুদ্ধের দেহত্যাগ : **মহানির্বাণ, মহাপরিনির্বাণ**।
বুদ্ধের প্রবর্তিত মতবাদে বিশ্বাসী : **বৌদ্ধ**।
বুদ্ধের ভাব : **বুদ্ধত্ব**।
বুননের পারিশ্রমিক : **বুনট, বুনানি, বুনুনি**।
বুনে ফুল-তোলা মিহি কাপড় : **জামদানি, জামদানী**।
বুনো ওল : **বনশূরণ, শ্বেতশূরণ**।
বৃক্ষ, গাছপালা ও জলহীন উষরভূমি : **ব্রহ্মডাঙা, ব্রহ্মডাঙ্গা**।
বৃক্ষ, জল ও প্রাণীহীন ভূমি : **প্রান্তর**।
বৃক্ষস্থিত গহ্বর : **কোটর**।
বৃক্ষাদির কচি নতুন পাতা বা শাখা : **কিশলয়**।
বৃক্ষাদির দুগ্ধবৎ রস বা আঠা : **ক্ষীর**।
বৃক্ষাদির ফলের জন্যে দেয় কর : **ফলকর**।
বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা : **বৃক্ষদেবতা**।
বৃক্ষের ওপরে জাত বৃক্ষ : **পরগাছা,**

বন্দা, বাঁদরা, বৃক্ষরুহা।
বৃক্ষের গায়ে যে গর্ত : **তরুকোটর।**
বৃক্ষের বৃন্তের যে অংশ থেকে পত্রোদ্গম হয় : **পর্ব।**
বৃক্ষের মূল থেকে শাখা পর্যন্ত ভাগ : **কাণ্ড।**
বৃক্ষের রাজা : **পারিজাত, বৃক্ষরাজ।**
বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করে উভয় পাশে পরিধি-স্পর্শকারী সরলরেখা : **ব্যাস।**
বৃত্তের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ কেন্দ্রভেদী সরলরেখা : **ব্যাস।**
বৃত্তের পরিধি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সরলরেখা : **ব্যাসার্ধ।**
বৃত্তের প্রান্ত-রেখা : **পরিধি।**
বৃত্রকে যিনি হত্যা করেন : **বৃত্রঘ্ন, বৃত্রহা, বৃত্রারি।**
বৃথা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ : **বড়ফাট্টাই, বরফাট্টাই।**
বৃথা পরিশ্রম : **পণ্ডশ্রম।** .
বৃদ্ধ ছাগলের গায়ের গন্ধ : **বোঁটকা।**
বৃদ্ধাঙ্গুলির পর্ব বা প্রস্থ-পরিমাণ : **বুরুল।**
বৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের নিমিত্ত শ্রাদ্ধ : **আভ্যুদয়িক, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধ।**
বৃদ্ধি বা সুদে জীবনযাপন করে যে : **কুসীদজীবী, বার্ধুষিক, বৃদ্ধ্যাজীব, সুদখোর।**
বৃদ্ধের মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে বাস : **গঙ্গাবাস।**
বৃন্ত থেকে চ্যুত : **বৃন্তচ্যুত।**
বৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষের তলায় শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন : **বংশীবট।**
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের কেলিকানন : **নিধুবন।**
বৃষ ধ্বজায় যার : **বৃষধ্বজ।**
বৃষভানু রাজার কন্যা : **বার্ষভানবী, বৃষভানুনন্দিনী, রাধা।**
বৃষাক্রান্তা ঋতুমতী গাভী : **সন্ধিনী।**
বৃষের স্কন্ধের মতো স্কন্ধ যার : **বৃষস্কন্ধ।**
বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে যে খুঁটিতে বৃষ বেঁধে রাখা হয় : **বৃষকাষ্ঠ।**
বৃষ্টি থেকে দেহ বাঁচাবার জামা : **বর্ষাতি।**
বৃষ্টির অবসান : **বর্ষাত্যয়।**
বৃষ্টির অভাবে শস্যহানি : **খরা, শুকা, শুখা।**
বৃষ্টির কণা : **শীকর।**
বৃষ্টির জলের ফোঁটা : **বৃষ্টিবিন্দু।**
বৃষ্টির জলে সম্পূর্ণ সিক্ত : **বৃষ্টিস্নাত, বর্ষাস্নাত।**
বৃষ্টির পতন : **বৃষ্টিপাত।**
বৃহৎ অট্টালিকা : **প্রাসাদ।**
বৃহৎ অরণ্য : **অরণ্যানী।**
বৃহৎমুখ মেছো কুমীর : **ঘড়িয়াল, ঘড়েল।**
বৃহৎ ক্ষেপণী : **পাত্রপাল।**
বৃহৎ চৌবাচ্চা : **হৌজ।**
বৃহৎ ঢাক : **দুন্দুভি।**
বৃহৎ তরঙ্গ : **উল্লোল।**
বৃহৎ দাঁত আছে যার : **দন্তুর।**
বৃহৎ পর্বতের নিম্নস্থিত পর্বত : **পাদশৈল।**
বৃহৎ পালানযুক্তা গাভী : **পীনস্তনী, পীবরস্তনী।**

বৃহৎ পুষ্করিণী : **দীঘি, দীর্ঘিকা, বাপী।**
বৃহৎ বন : **বনানী।**
বৃহৎ বৃক্ষ : **বনস্পতি।**
বৃহৎ ভূখণ্ডদ্বয়ের সংযোজক সংকীর্ণ ভূমি : **যোজক।**
বৃহৎ শাখা থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র শাখা : **প্রশাখা।**
বৃহতের পতি : **বৃহস্পতি।**
বৃহদাকার কাটারি : **রামদা।**
বৃহদাকার ছাগল : **রামছাগল।**
বৃহদ্রথের পুত্র : **জরাসন্ধ, বার্হদ্রথ, বার্হদ্রথি।**
বৃহস্পতির পুত্র : **কচ।**
বৃহস্পতি-প্রণীত শাস্ত্র : **বার্হস্পত্য।**
বেঁচে থাকবার ইচ্ছা : **জিজীবিষা।**
বেগুন গাছ : **বৃন্তাক।**
বেগুনের মতো রক্তিমাভ নীল রঙ : **বেগনি, বেগনী, বেগুনী।**
বেগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি : **ত্বরণ।**
বেচাকেনার বাটা : **ধরাট।**
বেড়াবার স্থান : **বিচরণভূমি।**
বেণাঘাসের আগুন : **বেণাগ্নি।**
বেণিরূপে রচিত কেশ : **বিননি, বিননী, বিনুনি।**
বেণু-নির্মিত পাত্র : **বৈদল।**
বেণুর ব্যবসায়ী : **বেণুজীবী, বৈণ।**
বেতগাছ-বহুল স্থান : **বেতস্, বেতস্বান।**
বেতগাছের লতামণ্ডপ : **বেতসকুঞ্জ।**
বেতন গ্রহণ করা হয় না এমন : **অবৈতনিক।**
বেতন পায় যে : **বৈতনিক।**
বেতনভুক্ বা বেতনভোগী কর্মচারী : **বৈতনিক, ভরণ্যভুক্, মাইনদার, মাইনাদার।**
বেতনের ওপর প্রদত্ত পুরস্কার : **অধিবৃত্তি।**
বেতনের বিনিময়ে নির্দিষ্টকালের জন্যে কার্যগ্রহণ : **পরিক্রয়, পরিক্রয়ণ।**
বেতনের বিনিময়ে নির্দিষ্টকালের জন্য যে কর্মগ্রহণ করেছে : **পরিক্রীত।**
বেত, বাঁশ বা খড় দিয়ে তৈরি ধান রাখবার গোলাকার ঘর : **গোলাঘর, মরাই।**
বেত বা চামড়া দিয়ে তৈরী প্রহার-দ্রব্য : **চাবুক।**
বেতের কচি কচি ডগার ঘণ্ট : **বেতঘণ্ট।**
বেত্রাঘাতরূপ শাস্তি : **বেত্রদণ্ড।**
বেত্রাদি-নির্মিত পেটিকা : **মঞ্জুষা, মঞ্জূষা।**
বেত্রাসুরের জননী : **বেত্রবতী।**
বেত্রের দ্বারা প্রহার : **বেত্রাঘাত।**
বেত্রের নির্মিত বসবার আসন : **বেত্রাসন।**
বেদ-অধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ : **অশ্রোত্রিয়।**
বেদ-অধ্যয়নের পরে আশ্রমান্তরে যাত্রার পূর্বে স্নানশীল : **স্নাতক।**
বেদ-অধ্যয়নের স্থান : **ব্রহ্মারণ্য।**
বেদ জানেন যিনি : **বেদজ্ঞ।**
বেদজ্ঞ এবং কুলশীলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ : **শ্রোত্রিয়।**
বেদজ্ঞ পণ্ডিত : **কোবিদ্।**
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ : **বিপ্র, বৈদিক।**

বেদনার নিমিত্ত [প্রভাব / প্রকোপ] : **তাড়স**।
বেদনের অভাব : **অবেদন**।
বেদ-বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি : **পাষণ্ড**।
বেদব্যাসের জননী : **সত্যবতী, মৎস্যগন্ধা**।
বেদব্যাসের পিতা : **পরাশর**।
বেদব্যাসের রচনার দুর্বোধ্য অংশ : **ব্যাসকূট**।
বেদব্রতচ্যুত ব্রাহ্মণ : **ব্রাত্য**।
বেদমন্ত্র-গীতকারীকে যিনি ত্রাণ করেন [স্ত্রী] : **গায়ত্রী**।
বেদমন্ত্র-পাঠের ধ্বনি : **বেদধ্বনি, বেদনাদ**।
বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন ও সংযত জীবনযাপন : **ব্রহ্মচর্য**।
বেদান্ত-দর্শনে যিনি পণ্ডিত : **বৈদান্তিক**।
বেদাপহারক দৈত্য : **হয়গ্রীব**।
বেদে উক্ত সুবচন : **সূক্তি**।
বেদের অন্য নাম : **শ্রুতি**।
বেদের অন্ত বা জ্ঞানকাণ্ড : **বেদান্ত**।
বেদের যে অংশে যজ্ঞাদিকার্যের বিধান আছে : **কর্মকাণ্ড**।
বেদের যে মন্ত্র গান করা হতো : **বেদমন্ত্র, সামমন্ত্র**।
বেদের শেষভাগ : **বেদান্ত**।
বেনারসে প্রস্তুত : **বেনারসী**।
বেপরোয়া সাংঘাতিক ব্যক্তি : **বোম্বেটে**।
বেয়াড়া চালচলন যার : **বেচাল**।
বেলকাঠের লাঠি : **সারস্বত**।
বেলবুটার কাজ করা কাপড় : **কামদানী, কামদার**।
বেলাকে উৎক্রান্ত : **উদ্বেল**।
বেলাভূমিকে অতিক্রম করেছে যা : **উদ্বেল**।
বেলোয়ারী কাচ : **সুরঙ্গা**।
বেলাপ্লাবী তরঙ্গ : **বেলাবীচি**।
বেল্লিকের ব্যবহার : **বেল্লিকপনা**।
বেসম-মাখানো বেগুনের ভাজা ফালি : **বেগুনী, বেগনী**।
বেহালা ও এসরাজ ইত্যাদি বাজাবার ছড়ি : **ছড়**।
বৈঠকের উপযুক্ত : **বৈঠকী**।
বৈতালিকদের গীত প্রভাতকালীন মঙ্গল গীত বা স্তুতি-পাঠ : **বৈতালিকী**।
বৈদ্যকে প্রদত্ত নিস্কর ভূমি : **বৈদ্যোত্তর**।
বৈদ্যুতিক তার-সংযোগহীন যন্ত্র : **বেতার**।
বৈধ কার্যে নিষিদ্ধ কাল : **কালাশুদ্ধি**।
বৈবস্বত মনু : **সৌর**।
বৈবস্বত মনুর পুত্র : **শর্যাতি, সুদ্যুম্ন**।
বৈবাহিক সম্বন্ধ : **কুটুম্বিতা**।
বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপযুক্ত : **পালটি**।
বৈরাগ্যের সঞ্চার : **বৈরাগ্যোদয়**।
বৈশাখী দিনের শেষ ভাগের ঝড়বৃষ্টি : **কালবৈশাখী**।
বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠেয় শ্রীকৃষ্ণের দোল-উৎসব : **ফুলদোল**।
বৈশ্য থেকে ক্ষত্রিয়া-জাত সন্তান : **মাগধ**।
বৈশ্য থেকে ক্ষত্রিয়া-জাতা কন্যা : **মাগধী**।

বৈশ্যসুলভ প্রকৃতি বা স্বভাব : **বৈশ্যভাব**।

বৈষ্ণব নরনারীর মাল্য-বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ : **কণ্ঠীবদল**।

বৈষ্ণব ভিক্ষু : **বৈরাগী**।

বৈষ্ণব-মহোৎসবে মালসায়-করা চিড়ার ভোগ : **মালসাভোগ**।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মিলন-উৎসব : **মচ্ছব, মোচ্ছব, মহোৎসব**।

বৈষ্ণবীর ললাটে অঙ্কিত পুষ্পকলির মতো তিলক : **রসকলি**।

বৈষ্ণবের জপমালা : **লম্বিমালা, লম্বীমালা**।

বৈষ্ণবের পত্নী : **বৈষ্ণবী**।

বোকা বুড়ো : **বুড়বাক**।

বোকার ভাব : **বোকামি, বোকামো**।

বোকার মতো : **বোকাটে**।

বোঝাই করার মজুরি : **বোঝাই**।

বোঝাই নৌকো : **ভরা**।

বোঝা বইবার জন্যে ব্যবহৃত লাঠি : **ভার**।

বোতলের মুখের ঢাক্না : **ছিপি**।

বোধিসত্ত্বে মিলনের আনন্দ : **সমাপত্তি**।

বোম্বাইতে উৎপন্ন : **বোম্বাই**।

বোয়াল মাছ : **পাটীন, পাঠীন**।

বৌদ্ধ আশ্রম বা মঠ : **সঙ্ঘারাম**।

বৌদ্ধগণের ধর্ম-মহাসভা : **সঙ্গীতি**।

বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক শাক্যমুনি : **বুদ্ধ**।

বৌদ্ধধর্মের অসৎ প্রবৃত্তিসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা : **মার**।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সমাজ : **সঙ্ঘ, ভিক্ষুসঙ্ঘ**।

বৌদ্ধ মঠ : **বিহার**।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী : **শ্রমণ**।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাচীন শাখা : **হীনযান**।

ব্যঞ্জনার দ্বারা অভিব্যক্ত : **ব্যঞ্জিত**।

ব্যঞ্জনাময় বাক্য : **ব্যঙ্গোক্তি**।

ব্যঞ্জন সুগন্ধি ও স্বাদযুক্ত করবার উপকরণ : **মশলা, মশল্লা**।

ব্যক্তিবিশেষ সংক্রান্ত : **ব্যক্তিগত**।

ব্যথার ব্যথী নারী : **বেদনী, মরমী**।

ব্যবধানে অবস্থিত : **ব্যবস্থিত**।

ব্যবসায়ে যে অর্থ বা সম্পদ খাটানো হয় : **পুঁজি, মূলধন**।

ব্যবসার দ্রব্য : **বেসাতি**।

ব্যভিচারিণীর অন্নপুষ্ট ব্যক্তি : **মাহিষিক**।

ব্যভিচারে লিপ্ত : **ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী, [স্ত্রী]**।

ব্যয়ে অনিচ্ছা : **ব্যয়কুণ্ঠতা**।

ব্যয়ের আধিক্য : **ব্যয়বাহুল্য, ব্যয়বহুলতা, ব্যয়াধিক্য**।

ব্যবস্থার অভাব : **অব্যবস্থা**।

ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ শব্দ : **অপশব্দ**।

ব্যাঘ্র-চর্ম পরিবৃত রথ : **বৈয়াঘ্র**।

ব্যাঘ্রাদি বনচর পশু : **শ্বাপদ**।

ব্যাঘ্রের চর্ম : **কৃত্তি, বৈয়াঘ্র**।

ব্যাঘ্রের নখ : **ব্যাঘ্রনখ**।

ব্যাঙের ছাতা : **ছত্রাক**।

ব্যাঙের ছানা : **বেঙাচি, বেঙাছি**।

ব্যাঙের ডাক : **মকমক**।

ব্যাঙের মতো তুড়িলাফ : **বেঙ্গতড়কা**।

ব্যাজ [ছল] আছে যার : **সব্যাজ**।

ব্যাজ [ছল] নেই যার : **নির্ব্যাজ।**

ব্যাধি থেকে মুক্তি : **আরোগ্য, নিরাময়, নীরোগ, ব্যাধিমুক্তি।**

ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত : **ব্যাধিগ্রস্ত।**

ব্যাধের কর্ম : **ব্যাধবৃত্তি, মৃগয়া।**

ব্যাপক ও তীব্র গণ্ডগোল : **ডামাডোল।**

ব্যাপকভাবে আবির্ভাব : **প্রাদুর্ভাব।**

ব্যাপকভাবে ঘোষণা : **বিঘোষণ।**

ব্যাপকভাবে পরিচিত : **প্রসিদ্ধ।**

ব্যাপক লুণ্ঠন ও অপহরণ : **লুটতরাজ।**

ব্যাপক লুণ্ঠন ও মারধোর : **লুটপাট।**

ব্যাপ্তির ইচ্ছা : **বীপ্সা।**

ব্যাসদেবের পুত্র : **শুকদেব।**

ব্যাস-প্রণীত সংহিতা : **বৈয়াসকী, বৈয়াসিকী।**

ব্যাস-মাতা ও শান্তনুর রাজপত্নী : **মৎস্যগন্ধা** [সত্যবতী]।

ব্যাসের পুত্র : **বৈয়াসকি, শুকদেব।**

ব্যূহ-রচনাপূর্বক স্থাপিত : **ব্যূঢ়।**

ব্রজধামে বাস করে যে : **ব্রজবাসী।**

ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা : **ব্রজলীলা।**

ব্রজের নারী বা বধূ : **ব্রজবধূ, ব্রজনারী, ব্রজাঙ্গনা।**

ব্রণ রয়েছে যার বা যাতে : **সব্রণ।**

ব্রত চারণ [পালন] করে যে : **ব্রতচারী, ব্রতী** [স্ত্রী], **ব্রতচারিণী** [স্ত্রী]।

ব্রত ধারণ করে যে : **ব্রতী, ব্রতধারী, ব্রতধারিণী** [স্ত্রী], **ব্রতিনী** [স্ত্রী]।

ব্রতাদির পূর্বদিবসের কৃত্য আচার : **সংযম।**

ব্রতের জন্যে যিনি পত্র মাত্র ভোজন করেন : **পর্ণাদ।**

ব্রহ্মকে জানেন যিনি : **ব্রহ্মজ্ঞ।**

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস : **চতুরাশ্রম।**

ব্রহ্মচর্য পালন করেন যিনি : **ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী** [স্ত্রী]।

ব্রহ্মচর্য পালনের পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট : **সমাবৃত্ত।**

ব্রহ্মচর্যান্তে [বেদাধ্যয়নের পর] গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রত্যাবর্তন : **সমাবর্তন।**

ব্রহ্মচারীর আচরণীয় ব্রত : **ব্রহ্মচর্য।**

ব্রতের নিয়ম অনুসারে উপবাস : **ব্রতোপবাস।**

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি : **ব্রহ্মর্ষি।**

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি : **ব্রাহ্মণ।**

ব্রহ্মজ্ঞান-জনিত তেজ : **ব্রহ্মতেজঃ।**

ব্রহ্মজ্ঞান-লব্ধা নারী : **ব্রহ্মবাদিনী।**

ব্রহ্মতালুর কেন্দ্রবর্তী ছিদ্র : **ব্রহ্মরন্ধ্র।**

ব্রহ্মতেজোময় অস্ত্র : **ব্রহ্মাস্ত্র।**

ব্রহ্ম থেকে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত : **আব্রহ্মস্তম্ব।**

ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী : **ফুঙ্গি, ফুঙ্গী।**

ব্রহ্মদেশের অধিবাসী : **বর্মী।**

ব্রহ্মদেশে প্রস্তুত : **বর্মী**

ব্রহ্ম-বিষয়ে বিদ্যা : **ব্রহ্মবিদ্যা।**

ব্রহ্ম-সম্পর্কে জ্ঞান : **ব্রহ্মজ্ঞান।**

ব্রহ্মার একদিন : **কল্প।**

ব্রহ্মার কন্যা ও পত্নী : **শতরূপা।**

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে জাত

প্রজাপতি : **দক্ষ**।
ব্রহ্মার দিনরূপ কল্প : **সারস্বত**।
ব্রহ্মার দিনের অবসান : **কল্পান্ত**।
ব্রহ্মার দিনের প্রারম্ভ : **কল্পাদি**।
ব্রহ্মার নাভিতে অবস্থান করেন যিনি : **ব্রহ্মনাভ, বিষ্ণু**।
ব্রহ্মার নাভি থেকে জন্ম যার : **ব্রহ্মনাভ, বিষ্ণু**।
ব্রহ্মার পত্নী : **ব্রহ্মাণী, সাবিত্রী**।
ব্রহ্মার পুত্র : **ব্রহ্মপুত্র, সনৎকুমার, সনন্দ, সনন্দন**।
ব্রহ্মার পুরী : **বিশোধনী**।
ব্রহ্মার ভুবন : **ব্রহ্মলোক**।
ব্রহ্মার মাসের প্রথম দিন : **শ্বেতবরাহ**।
ব্রাত্য বৈশ্য থেকে সবর্ণা স্ত্রীর জাত পুত্র : **সুধন্বাচার্য**।
ব্রাত্যের স্ত্রী : **ব্রাত্যা**।
ব্রাহ্মণ ঋষি : **ব্রহ্মর্ষি**।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র : **চতুর্বর্ণ**।
ব্রাহ্মণপণ্ডিত-অধ্যুষিত স্থান : **ভট্টপল্লী**।
ব্রাহ্মণ-সুলভ আচরণ : **বামনাই**।
ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত : **বিপ্রসাৎ**।
ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি : **ব্রহ্মোত্তর**।
ব্রাহ্মণকে যে হত্যা করে : **ব্রহ্মহা**।
ব্রাহ্মণকে হত্যা : **ব্রহ্মহত্যা**।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ : **ব্রহ্মশাপ**।
ব্রাহ্মণের অহিতকর : **অব্রহ্মণ্য**।
ব্রাহ্মণের কর্ম বা ভাব : **ব্রাহ্মণ্য**।
ব্রাহ্মণের পুত্র : **বটু, বটুক**।
ব্রাহ্মণের প্রেতযোনি : **ব্রহ্মদৈত্য**।
ব্রাহ্মণের ভোগের নিমিত্ত প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি : **ব্রহ্মত্র, ব্রহ্মোত্তর**।
ব্রাহ্মণের সম্পত্তি : **ব্রহ্মস্ব**।

ভ

ভক্তি আছে যার : **ভক্তিমান, ভক্তিমতী [স্ত্রী]**।
ভক্তিতে আত্মহারা : **ভক্তিবিহ্বল**।
ভক্তিবলে ঈশ্বরের সাধনা : **ভক্তিযোগ**।
ভক্তির দ্বারা অভিভূত : **ভক্তিবিহ্বল**।
ভক্তির সঙ্গে : **ভক্তিভাবে**।
ভক্তির সঙ্গে বর্তমান : **সভক্তি, সভক্তিক**।
ভক্তি-সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভের উপায় : **ভক্তিপথ, ভক্তিমার্গ**।
ভক্তের প্রতি অনুরাগী : **ভক্তবৎসল**।
ভক্তের প্রতি দেবতার আদেশ : **প্রত্যাদেশ**।
ভক্তের বশীভূত : **ভক্তাধীন**।
ভক্ষিত বস্তু উগরিয়ে পুনরায় চর্বণ : **চর্বিতচর্বণ, রোমন্থ, রোমন্থন**।
ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত : **ভগবদ্দত্ত**।
ভগবানের প্রতি ভক্তিমান : **ভগবদ্ভক্ত**।
ভগিনীগণের মধ্যে সৌহৃদ্য বা সদ্ভাব : **সৌভাগিনেয়**।
ভগিনীর কন্যা : **ভাগিনী, ভাগিনেয়া, ভাগিনেয়ী**।
ভগিনীর পুত্র : **ভাগিনা, ভাগিনেয়**।
ভগিনীর স্বামী : **বোনাই, ভগ্নীপতি**।
ভগীরথ কর্তৃক আনীত নদী : **ভাগীরথী**।
ভগ্ন অবস্থা যার : **ভগ্নাবস্থ**।

ভগ্ন উৎসাহ যার : **ভগ্নোৎসাহ**।

ভগ্ন হবার পর যা অবশিষ্ট থাকে : **ভগ্নাবশিষ্ট, ভগ্নাবশেষ**।

ভগ্নাস্থি জোড়া দেয় যে ওষুধি : **সন্ধানী**।

ভজনের নিমিত্ত গৃহ : **ভজনালয়**।

ভণ্ড যে তপস্বী : **ভণ্ডতপস্বী**।

ভদ্র নারী : **মহিলা**।

ভদ্র-সমাজে ব্যবহার্য [বস্ত্র] : **পোশাকী**।

ভববন্ধন থেকে মুক্তি : **নির্বাণ**।

ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয় : **ভাগ্য-গণনা**।

ভবিষ্যতে যা ঘটবে : **ভবিতব্য**।

ভবিষ্যতে যা ঘটবে, সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নে উক্তি : **ভবিষ্যদ্বাণী**।

ভবিষ্যতে হবে এমন : **ভাবী, ভাবিনী** [স্ত্রী], হবু।

ভরণপোষণের ব্যয় : **খোরাকী**।

ভরতের মাতা : **কৈকেয়ী**।

ভরতের মাতুল : **যুধাজিৎ**।

ভরসার অভাব : **অভরসা**।

ভয় আছে যার : **সভয়**।

ভয় ইত্যাদি আবেগ-জনিত ব্যস্ততা : **সম্ভ্রম**।

ভয় ও ত্রাসযুক্ত : **ভয়তরাসে**।

ভয়ঙ্কর ও বিরাট : **বিকট**।

ভয়ঙ্কর বিপদ : **প্রমাদ**।

ভয়ঙ্কর লোক : **যমদূত**।

ভয়-জনিত ত্বরা : **সংবেগ**।

ভয় থেকে ত্রাণ করে যে : **ভয়ত্রাতা**।

ভয় নেই যার : **নির্ভয়, নির্ভীক**।

ভয়-বিস্ময়াদির আতিশয্যের নিমিত্তে শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্ষম : **রুদ্ধশ্বাস**।

ভয়াদি কারণে হৃৎপিণ্ডের অতিশয় স্পন্দন-বৃদ্ধি : **হৃৎকম্প**।

ভয়ে অভিভূত : **ভীতিবিহ্বল**।

ভয়ে কাতর : **ভয়ার্ত, ভয়াতুর**।

ভয়ে চমকিত : **সচকিত**।

ভয়ে যার আকার বিকৃত : **অকটবিকট**।

ভয়ে যে ধন দান করা হয় : **ভীদত্ত**।

ভয়ের দ্বারা আকুল : **ভয়াকুল**।

ভয়ের দ্বারা চকিত : **ভয়চকিত**।

ভয়ের নিমিত্ত বিহ্বলতা : **ভয়বিহ্বলতা, ভীতিবিহ্বলতা**।

ভস্মের মতো আলগা : **ভস্মা**।

ভাঁজ নেই যাতে : **নির্ভাঁজ**।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ বঙ্গদেশের অংশ : **রাঢ়**।

ভাগে চাষযোগ্য জমি : **বর্গা**।

ভাগে জমি চাষ করে যে : **বর্গাদার**।

ভাগে যে জমি চাষ করা হয় বা তার বন্দোবস্ত : **বর্গা**।

ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত : **দৈবায়ত্ত, দৈবাধীন**।

ভাগ্যের প্রতিকূল অবস্থা : **ভাগ্যবিপর্যয়**।

ভাগ্যের লিখন : **বিধিলিপি, ললাটলিখন, ললাটলিপি**।

ভাঙচি দিয়ে যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে : **ভাঙানে, ভাঙানী** [স্ত্রী]।

ভাঙার পরামর্শ : **ভাঙচি, ভাংচে**।

ভাজবার জন্যে ব্যবহৃত চাটালো লৌহপাত্র : **চাটু**।

ভাজা ছোলা যব ইত্যাদির গুঁড়া : **ছাতু**।
ভাজা মটর : **ফুটকড়াই, ফুটকলাই**।
ভাটার স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে যে রাগিণীতে বাংলার মাঝিরা গান গায় : **ভাটিয়ালি**।
ভাটি স্রোতের অনুকূলগামী : **ভেটেল**।
ভাত ও রান্না-করা তরি-তরকারি : **অন্নব্যঞ্জন**।
ভাত ছাড়া বিবিধ নিরামিষ দ্রব্যের আহার : **ফলাহার, ফলার**।
ভাতের অভাব আছে যার : **হা-ভাতে**।
ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী : **হরিতালী, হরিতালিকা**।
ভাদ্রের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ : **নষ্টচন্দ্র**।
ভানু বা দীপ্তি আছে যার : **ভানুমান, ভানুমতী** [স্ত্রী]।
ভাব ও চালচলন : **ভাবগতিক**।
ভাবজনিত উন্মত্ততা : **ভাবোন্মাদ**।
ভাব-প্রকাশক এক বা একাধিক চিত্র : **চিত্রলিপি**।
ভাবাবেগবশতঃ গায়ে কাঁটা দেওয়া : **পুলক, রোমাঞ্চ**।
ভাবা যায় না যা : **অভাবনীয়**।
ভাবী ঘটনার চিহ্ন : **পূর্বাভাস**।
ভাবুকতা আছে যার : **ভাবুক, ভাবালু**।
ভাবে উন্মত্ত : **ভাবোন্মাদ**।
ভাবের অনুসারী : **ভাবানুগ, ভাবানুগা** [স্ত্রী]।
ভাবের উদ্রেক : **ভাবাবেগ, ভাবাবেশ, ভাবোদয়, ভাবোন্মেষ, ভাবোদ্দীপন**।
ভাবের শব্দময় প্রকাশ : **ভাষা**।
ভাবময়ী নারী : **ভাবিনী**।
ভার-উত্তোলক যন্ত্র : **কপিকল**।
ভারত ও লঙ্কার মধ্যে সমুদ্রের ওপর বানর-সৈন্যের সাহায্যে রামচন্দ্রের নির্মিত সেতু : **সেতুবন্ধ**।
ভারতীয় আর্যদের ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি চতুরাশ্রম : **বর্ণাশ্রম**।
ভারতে জাত, উৎপন্ন বা বাসকারী : **ভারতীয়**।
ভারতে য়ুরোপীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের দালাল বা মুৎসুদ্দি : **বেনিয়ান**।
ভারতের প্রাচীন আর্যভাষা : **সংস্কৃত**।
ভার নিয়ে গমন : **বহন**।
ভার বহন করে যে : **ভারবাহ, ভারবাহক, ভারবাহী**।
ভারবাহী পশুর পিঠের গদি : **পালান**।
ভারী বোঝা ঝুলিয়ে বইবার জন্যে সঙ্গের মোটা দড়ি : **সাঙ্গি**।
ভারের নিমিত্ত অবনমিত : **ভারভুগ্ন**।
ভারের ব্যাপ্তির মধ্যবিন্দু : **ভারকেন্দ্র**।
ভালুকের জ্বরের মতো ক্ষণস্থায়ী জ্বর : **ভালুকজ্বর**।
ভালোমন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচার-জ্ঞান : **বিবেক**।
ভালোমন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচার-বোধ আছে যার : **বিবেকবান**।
ভালোমন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ নেই যার : **বিবেকহীন, বিবেকবিহীন**।

ভালোমন্দ বিচার না করেই অপরের অনুগমন : **গড্ডলিকাপ্রবাহ**।
ভালোমন্দ যা-ই হোক শেষ নিষ্পত্তি : **হেস্তনেস্ত**।
ভালোমন্দের যে বিচার : **বাছবিচার**।
ভাশুরের কন্যা : **ভাশুরঝি**।
ভাশুরের পুত্র : **ভাশুরপো**।
ভাষার উদ্ভব, বিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান : **ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান**।
ভাষার সম্বন্ধে জ্ঞান : **ভাষাজ্ঞান**।
ভাস্ [দীপ্তি] আছে যার : **ভাস্বান্, ভাস্বতী** [স্ত্রী], **ভাস্বর**।
ভাস্ [দ্যুতি] করে যে : **ভাস্কর**।
ভাসা-ভাসা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি : **পল্লবগ্রাহী**।
ভাস্করাচার্যের কন্যা : **লীলাবতী**।
ভিক্ষাই যার জীবিকা : **ভিক্ষুক, ভিক্ষুকী** [স্ত্রী], **ভিক্ষাজীবী, ভিখারি, ভিখারী, ভিখারিণী** [স্ত্রী], **ভিখিরি**।
ভিক্ষা গ্রহণের আধার : **ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষাভাণ্ড**।
ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ চাল ইত্যাদি দ্রব্য : **ভিক্ষান্ন**।
ভিক্ষার নিমিত্ত পর্যটন : **ভিক্ষাচর্যা, ভিক্ষাটন**।
ভিক্ষার্থে গ্রামের ক্রোশমাত্র দূরে যার বাস : **নৈকটিক**।
ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের সাহায্যে যে জীবন যাপন করে : **ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষোপজীবী, ভিক্ষাজীবিনী** [স্ত্রী], **ভিক্ষোপজীবিনী** [স্ত্রী]।
ভিক্ষালব্ধ বস্তু রাখার পাত্র : **ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষাভাণ্ড**।
ভিক্ষালাভ যে সময়ে দুঃসাধ্য : **দুর্ভিক্ষ**।
ভিতর থেকে ক্ষতিসাধন : **অন্তর্ঘাত**।
ভিতরে থেকেও গোপনে ক্ষতিকারক : **অন্তর্ঘাতক**।
ভিতরের দিকে গতি যার : **অন্তর্মুখ**।
ভিতরের সমস্ত খবর : **নাড়ীনক্ষত্র, হাড়হদ্দ**।
ভিন্ন জাতি : **বেজাত**।
ভিন্ন জাতি বিষয়ক : **বিজাতীয়**।
ভিন্ন জাতি যার : **ভিন্নজাতীয়, ভিন্নজাতীয়া** [স্ত্রী]।
ভিন্ন জাতীয় মাতাপিতা থেকে যার জন্ম : **বর্ণ-সংকর**।
ভিন্নতর পাঠ : **পাঠান্তর**।
ভিন্নদেশীয় মজুর : **বেরুনিয়া**।
ভিন্ন দেশের অধিবাসী : **বিদেশী, বৈদেশিক, বৈদেশী**।
ভিন্ন পিতা থেকে জাত : **বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়**।
ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা বাগ্‌দত্তা নারী : **পুনর্ভূ**।
ভিন্নবর্ণীয় পিতামাতা থেকে উৎপন্ন জাতি : **অন্তরপ্রভব**।
ভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়ায় মনের একাগ্রতা-হানি : **চিত্ত-বিক্ষেপ**।
ভিন্নমত অবলম্বন করেছে যে : **ভিন্নমতাবলম্বী**।

ভিন্ন মৌজার জমি : **ছিটজমি**।
ভিন্নাভিন্ন বা আপন-পর জ্ঞান : **ভেদাভেদ**।
ভিয়ানে ব্যবহার্য কাঠের চেপ্‌টা মুখ হাতা : **তাড়ু**।
ভীত ও বিচলিত : **তটস্থ**।
ভীমা [ভীষণা] সেনা যার : **ভীমসেন**।
ভীমের সারথি : **বিশোক**।
ভীরু মেষের প্রকৃতিযুক্ত কাপুরুষ : **ভেড়ুয়া, ভেড়ো**।
ভীষণ অত্যাচারী ও ক্রূর প্রকৃতির ব্যক্তি : **কালাপাহাড়**।
ভীষণ ও ব্যাপক যুদ্ধ : **মহাযুদ্ধ, মহাসমর**।
ভীষণ দন্তবিশিষ্ট : **করাল**।
ভীষণ ধনু যার : **ভীমধন্বা**।
ভীষণ শব্দকারী বৃহদাকার পেঁচা : **হুতোম**।
ভীষ্মের অন্য নাম : **দেবব্রত**।
ভীষ্মের পিতা : **শান্তনু**।
ভীষ্মের মাতা : **গঙ্গা**।
ভীষ্মের রণশঙ্খ : **পৌণ্ড্র**।
ভুক্ত বস্তুর উদগার করে পুনরায় চর্বণ : **চর্বিতচর্বণ, রোমন্থ, রোমন্থন**।
ভুজ-মধ্যস্থ গ্রন্থি : **কনুই, কফোণি, কূর্পর, কূর্পর**।
ভুটানে নির্মিত কম্বল : **ভৌটকম্বল**।
ভুসা থেকে তৈরি কালি : **ভুসাকালি**।
ভূগর্ভস্থ কক্ষ : **তয়খানা**।
ভূগর্ভস্থ গৃহ [কক্ষ] : **তয়খানা**।
ভূগর্ভস্থ পথ : **গূঢ়মার্গ, সুরঙ্গ**।
ভূতগ্রস্ত অবস্থা : **ভূতাবেশ**।
ভূত ছাড়াতে দক্ষ : **ওঝা, গুনিন**।
ভূত-প্রেত বিষয়ক : **ভূতুড়ে, ভুতুড়ে**।
ভূতলে অন্যরূপে আবির্ভূত : **অবতীর্ণ**।
ভূতলে গঙ্গা-আনয়নকারী সূর্য-বংশীয় নৃপতি : **ভগীরথ**।
ভূতলে শায়িত : **ধরাশায়ী, ভূতলশায়ী**।
ভূতাবিষ্ট শব : **বেতাল**।
ভূ-তে বিচরণ করে যে : **ভূচর**।
ভূতের দ্বারা আক্রান্ত : **ভূতগ্রস্ত, ভূতাবিষ্ট**।
ভূ বা পৃথিবীকে ধরে আছে যে : **ভূধর**।
ভূ বা পৃথিবীকে যিনি পালন করেন : **ভূপ, ভূপাল**।
ভূ বা পৃথিবীর পৃষ্ঠ : **ভূতল, ভূপৃষ্ঠ**।
ভূ-মধ্যস্থ অঙ্গার [কয়লা] : **মৃদঙ্গার**।
ভূ-মধ্যে প্রোথিত গৃহতল : **বনিয়াদ, ভিত, ভিত্তি**।
ভূমি-কর্ষণের যন্ত্র : **লাঙ্গল**।
ভূমি-গর্ভে নিহিত : **প্রোথিত**।
ভূমিতলে গড়াগড়ি যাওয়া : **লোটন, লোটা**।
ভূমিতে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ : **লুট, লুঠ [হরির লুট]**।
ভূমিতে নত হয়ে অভিবাদন : **প্রণতি, প্রণাম, প্রণিপাত**।
ভূমিতে পতিত : **ভূমিসাৎ**।
ভূমিতে পিঠ রেখে ঊর্ধ্বমুখে অবস্থান : **উত্তান**।
ভূমিতে লুণ্ঠিত : **ভূমিষ্ঠ, ভূলুণ্ঠিত**।

ভূমি থেকে জাত : **ভূমিজ**।
ভূমি থেকে জাতা : **ভৌমী** [সীতা]।
ভূমি ভোগদখলের জন্যে রাজা বা জমিদারকে দেয় অর্থ বা ফসলের অংশ : **খাজনা**।
ভূমির অধিকারী : **ভূম্যধিকারী**।
ভূমির সঙ্গে যার সম্পর্ক পুত্রবৎ : **ভূমিপুত্র**।
ভূয়ঃ [বহু] দেখেছে যে : **ভূয়োদর্শী** [**বহুদর্শী**]।
ভূ-র স্বামী : **ভূস্বামী**।
ভূর্জবৃক্ষের বাকল : **ভূর্জপত্র**।
ভূষণের ধ্বনি : **শিঞ্জন, শিঞ্জিত**।
ভূস্বামীর প্রদত্ত জমির অধিকার-পত্র : **পাট্টা**।
ভৃগুর অপত্য : **পরশুরাম, ভার্গব**।
ভৃগুর পৌত্র : **মৃকণ্ড, মৃকণ্ডু**।
ভৃগুর বংশজাত : **ভার্গব**।
ভৃত্যগণের ধারণীয় মনিবের পরিচয়জ্ঞাপক ধাতু-ফলক : **চাপরাশ**।
ভৃষ্ট যে অন্ন : **ভৃষ্টান্ন**।
ভেকেরা যেখানে থেকে শব্দ করে : **কূপ**।
ভেড়ার ছানা : **বর্কর**।
ভেড়ার তুল্য কাপুরুষ : **ভেড়ুয়া, ভেড়ো**।
ভেড়ার পালের সর্বাগ্রবর্তিনী ভেড়ী : **গড্ডলিকা, গড্ডরিকা**।
ভেড়ার পালের সর্বাগ্রবর্তিনী ভেড়ীর অনুগামী ভেড়ার পাল : **গড্ডলিকা, গড্ডলিকা-প্রবাহ**।

ভেতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন : **অন্তর্ঘাত**।
ভেদনের যোগ্য : **ভেদনীয়, ভেদ্য**।
ভেসে ভেসে [জলে] স্থানান্তর গমন : **তরণ**।
ভোগ করবার অভিলাষ : **ভোগবাসনা**।
ভোগবাসনা পূর্ণ করার যোগলব্ধ ক্ষমতা : **প্রাকাম্য**।
ভোগবিলাসে অনুরক্ত : **ভোগাসক্ত**।
ভোগলিপ্সু নারী : **ভোগরাই**।
ভোগ-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ : **নির্বাণ**।
ভোগে অনাসক্তি : **বিরাগ, বৈরাগ্য**।
ভোগেচ্ছা পূর্ণ করবার ক্ষমতা : **প্রাকাম্য**।
ভোগের উপযুক্ত বা ভোগের যোগ্য : **ভোগ্য, ভোগ্যা** [স্ত্রী]।
ভোগের পথ : **প্রবৃত্তিমার্গ**।
ভোজনকালে খাদ্যবস্তু ভাগ করে বিতরণ : **পরিবেশন**।
ভোজন-পটু ব্যক্তি : **ভোক্তা, পেটুক, ঔদরিক**।
ভোজন-শেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যে-খাদ্যবস্তু বেঁধে নিয়ে যায় : **ছাঁদা**।
ভোজনে ইচ্ছুক : **বুভুক্ষু**।
ভোজনে বা কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহ্বান : **নিমন্ত্রণ**।
ভোজনের ইচ্ছা : **বুভুক্ষা**।
ভোজনের দ্বারা উপবাস-ভঙ্গ : **পারণ**।
ভোজনের পর খাদ্যের যে অংশ পড়ে থাকে : **উচ্ছিষ্ট, ভক্ষ্যাবশেষ, ভুক্তাবশেষ,**

ভুক্তাবশিষ্ট।

ভোজনের পর তাম্বুলাদি চর্বণের দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ নাশ : **মুখশুদ্ধি**।

ভোজনের যোগ্য : **ভোক্তব্য, ভোজ্য**।

ভোজনের যোগ্য খাদ্য : **ভোজ্য**।

ভোজপুরের অধিবাসী : **ভোজপুরী**।

ভোজরাজার পুর : **ভোজকট**।

ভোরবেলার উপযুক্ত গান : **প্রভাতী, ভোরাই**।

ভ্রম করেছে যে : **ভ্রান্ত**।

ভ্রমণ করান হচ্ছে যাকে : **ভ্রাম্যমাণ**।

ভ্রমণকালে পথের প্রয়োজনীয় খরচ-পত্র : **রাহাখরচ, পাথেয়**।

ভ্রমণের নিমিত্ত রথ : **স্যন্দন**।

ভ্রম দূরীকরণ : **সংশোধন**।

ভ্রমর-কৃত মধু : **ভ্রামর**।

ভ্রমরের ধ্বনি : **গুঞ্জন, গুঞ্জরন**।

ভ্রমরের মতো অত্যন্ত গাঢ় ও উজ্জ্বল কালো : **ভ্রমরকৃষ্ণ**।

ভ্রমে পূর্ণ : **ভ্রমাত্মক**।

ভ্রমের দ্বারা অন্ধ : **ভ্রমান্ধ**।

ভ্রষ্ট আচার যার : **ভ্রষ্টাচারী, ভ্রষ্টাচারিণী** [স্ত্রী]।

ভ্রষ্ট যে আচার [আচরণ] : **ভ্রষ্টাচার, ভ্রষ্টাচরণ**।

ভ্রষ্টা নারীর চাতুরি : **ছিনালি**।

ভ্রাতাকে বধ করে যে : **ভ্রাতৃহন্তা**।

ভ্রাতাকে হত্যা : **ভ্রাতৃহত্যা, ভ্রাতৃবধ**।

ভ্রাতাকে হত্যা করেছে যে : **ভ্রাতৃহন্তা**।

ভ্রাতাগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি : **সৌভ্রাত্র**।

ভ্রাতা বা ভগিনীর শাশুড়ী বা তৎস্থানীয়া নারী : **আঁবুই, মাউই**।

ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুর : **তালুই**।

ভ্রাতার কন্যা : **ভাইঝি, ভ্রাতুষ্পুত্রী**।

ভ্রাতার কল্যাণ কামনায় তার কপালে ভগিনীর ফোঁটা দেবার অনুষ্ঠান : **ভাইফোঁটা**।

ভ্রাতার পত্নী : **ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতৃবধূ**।

ভ্রাতার পুত্র : **ভাইপো, ভ্রাতুষ্পুত্র**।

ভ্রাতার প্রতি ভালোবাসা : **ভ্রাতৃপ্রেম, ভ্রাতৃবৎসলতা, ভ্রাতৃস্নেহ**।

ভ্রাতৃতুল্য একধর্মাবলম্বী ব্যক্তি : **বিরাদর**।

ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি : **ভায়া**।

ভ্রান্তি দূর হয়ে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় : **প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান**।

ভ্রান্তিবশতঃ যার দৃষ্টি আচ্ছন্ন : **ভ্রমান্ধ**।

ভ্রূকুঞ্চন দ্বারা ইশারা : **ভ্রূসংকেত**।

ভ্রূ-যুগলের মধ্যবর্তী শিরামর্ম : **স্থপনী**।

ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থল : **কূর্চ, ভ্রূমধ্য**।

ভ্রূ-র ভঙ্গি : **ভ্রূভঙ্গ**।

ভ্রূ-র সংকোচন ও প্রসারণ : **ভ্রূবিলাস, ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গি**।

ভ্রূ-রেখাদ্বয়ের মিলন-স্থান : **লেখাসন্ধি**।

ভ্রূ-সংকোচ দ্বারা ভীতি-প্রদর্শন : **ভিরকুটি, ভিরকুটী, ভ্রূকুটী**।

মইয়ের ধাপ : **পাখি, পাখী**।

মকর-চিহ্নযুক্ত পতাকা যার : **মকরকেতন, মকরকেতু**।
মকর ধ্বজায় যার : **মকরধ্বজ**।
মকর বাহন যার [স্ত্রী] : **মকরবাহিনী**।
মকর-সংক্রান্তিতে পুণ্য-স্নান : **মকরস্নান**।
মকরাকার পত্র-রচনা : **মকরিকা**।
মকরাকারে স্থাপিত সৈন্য সমাবেশ : **মকরব্যূহ**।
মকরাকৃতি কর্ণভূষণ : **মকরকুণ্ডল**।
মকরাকৃতি চূড়া যার [বা যাতে] : **মকরচূড়**।
মকরের অক্ষির মতো অক্ষি যার : **মকরাক্ষ**।
মক্কাতীর্থ দর্শন ও বিহিত কৃত্য সম্পাদন : **হজ**।
মক্কায় হজ করে আসা ব্যক্তি : **হাজি, হাজী**।
মক্ষিকাকৃত মধু : **মাক্ষিক, মাক্ষীক**।
মখমলের যে সূক্ষ্ম কাপড় দৃষ্টিকে আনন্দ দেয় : **নয়নসুখ**।
মগধদেশীয় প্রাকৃত ভাষা : **মাগধী**।
মগ পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র : **লুঙ্গি**।
মক্ষিকার অভাব : **নির্মক্ষিক**।
মঙ্গল-কর্মে পরিধেয় বস্ত্র : **শ্রীখণ্ডী**।
মঙ্গলদায়ক বস্তু : **মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য**।
মঙ্গলবারে অর্চনীয়া চণ্ডিকা : **মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডিকা**।
মঙ্গলা ছায়া যার : **মঙ্গলাছায়**।
মছলিপত্তমে তৈরী মোটা থান-কাপড় : **মাটাপালাম**।
মজলিশ জমাতে দক্ষ : **মজলিশী, মজলিসী**।
মজলিশের উপযুক্ত : **মজলিশী, মজলিসী**।
মজুরের পারিশ্রমিক : **মজুরা, মজুরি, মজুরী**।
মজ্জায় নিহিত : **মজ্জাগত**।
মঞ্চস্থিত ব্যক্তির অশ্রুত যে সংলাপ : **জনান্তিক**।
মটরের মতো সোনার দানার হার : **মটরমালা**।
মড়া পোড়াবার কাজ : **সৎকার**।
মড়ার মাথার খুলি : **খর্পর, মহাশঙ্খ**।
মণিবন্ধ থেকে অঙ্গুলি-প্রান্ত পর্যন্ত : **পাণি, হস্ত**।
মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠার মূল পর্যন্ত হাতের বাইরের দিক : **করভ**।
মণিময় অট্টালিকা : **মণিকোঠা**।
মণিময় কর্ণাভরণ : **মণিকুণ্ডল**।
মণিময় গৃহ : **মণিকুট্টিম**।
মণিমুক্তার কারবারী : **জহরী, জহুরি, জহুরী, মণিকার, রত্নবণিক**।
মণিরত্নাদি খচিত অলঙ্কার : **জড়োয়া**।
মণ্ড পান করা হয় যেখানে : **মণ্ডপ**।
মণ্ড পান করে যে : **মণ্ডপ**।
মণ্ডলাকার সৈন্য রচনা : **মণ্ডলক**।
মতিহারীতে [বিহার] উৎপন্ন : **মতিহারী**।
মতের অমিল : **মতান্তর**।
মত্ত খঞ্জন পাখি : **মদির**।
মত্ত খঞ্জনার মতো অক্ষি বা ঈক্ষণ যার : **মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা**।

মত্ততা-জনিত গর্ব : **মদগর্ব**।
মত্ততার নিমিত্ত কলধ্বনিকারী : **মদকল**।
মৎস্যগন্ধার অন্য নাম : **সত্যবতী**।
মৎস্যগন্ধার কানীন পুত্র : **ব্যাসদেব, বেদব্যাস**।
মৎস্য ভোজন করে যে : **মৎস্যভোজী, মৎস্যাশী, মৎস্যাহারী**।
মৎস্য, মাংস ও তরকারির কাথ : **সুরুয়া**।
মৎস্য-শিকার জীবিকা যাদের : **জেলে, ধীবর, মৎস্যজীবী, মৎস্যোপজীবী**।
মৎস্যের মতো পারস্পরিক হানাহানিময় যে অবস্থা : **মাৎস্যন্যায়**।
মথুরা-বৃন্দাবনের পাণ্ডা : **ব্রজবাসী**।
মদক্ষরণহেতু মত্ত যে হস্তী : **মদকট, মদমত্ত**।
মদ চোলাই-এর কারখানা : **ভাটিখানা**।
মদনকে যিনি দগ্ধ করেন : **মদনদহন**।
মদন-দেবতার ফুল দিয়ে নির্মিত ধনু : **পুষ্পচাপ, পুষ্পধনু, ফুলধনু, ফুলবাণ, ফুলশর**।
মদনের বাণ : **সম্মোহন**।
মদনের রিপু [অরি] : **মদনরিপু, মদনারি**।
মদবর্ষণকারী হস্তিগণ্ড [গাল] : **কট**।
মদমত্ত হস্তী : **মদকল**।
মদের কলস : **সুরাধানী, সুরাকুম্ভ, সুরাঘট, সুরাভাণ্ড**।
মদের দোকান : **মদিরাগৃহ, মদিরা, শুঁড়িখানা, শৌণ্ডিকালয়, সুরালয়**।
মদের ভাটি : **মদিরাগৃহ**।
মদ্যপান-জনিত মত্ততা : **মদ**।
মদ্য পান করে যে : **মদখোর, মদো, মদ্যপায়ী, মাতাল, সুরাপায়ী**।
মদ্যপান হেতু -আবেশ-বিহ্বল : **মদালস**।
মদ্যপান-হেতু মত্ত ব্যক্তি : **মাতাল**।
মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি : **পানাসক্ত**।
মদ্যপানে আসক্তি : **পানাসক্তি**।
মদ্যপানের কু-অভ্যাস : **পানদোষ**।
মদ্যপানের পাত্র : **পানপাত্র**।
মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন : **পঞ্চমকার**।
মদ্রদেশের রাজা [মহাভারত] : **শল্য**।
মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা : **সাবিত্রী**।
মধূক পুষ্প থেকে প্রস্তুত মদ্য : **মধ্বাসব**।
মধু করে যে : **মধুকর, মধুকরী** [স্ত্রী] **মধুকৃৎ**।
মধুকরের মতো বহু গৃহস্থ থেকে ভিক্ষা-সংগ্রহ : **মাধুকরী**।
মধু থেকে জাত মদ্য : **মাধ্বিক**।
মধুকৈটভের মেদে আপ্লুতা : **মেদিনী**।
মধুদৈত্য-নির্মিত নগরী : **মথুরা, মধুপুরী, মধুরা**।
মধু নামক দৈত্যকে সূদন বা হত্যা করেন যিনি : **মধুসূদন**।
মধু পান করে যে : **মধুপ, মধুপায়ী**।
মধু বা বসন্তকালে অনুষ্ঠিত উৎসব : **মধূৎসব, বসন্তোৎসব**।
মধুর ও অস্ফুট সূক্ষ্মধ্বনি : **কাকলি**।
মধুর কথা বলে যে : **মধুরভাষী,**

মধুরভাষিণী [স্ত্রী]।
মধুর কণ্ঠ যার : **মধুকণ্ঠ, মধুকণ্ঠী** [স্ত্রী]।
মধুর গন্ধ : **সুগন্ধ**।
মধুর গন্ধযুক্ত : **সুগন্ধি**।
মধুর ধ্বনি-বিশিষ্ট : **সুস্বন**।
মধুর সুর-বিশিষ্ট : **সুরেলা**।
মধুর হাস্যযুক্তা নারী : **মঞ্জুহাসিনী**।
মধু লেহন [আস্বাদন] করে যে : **মধুলিহ**।
মধ্যভাগে গৃহযুক্ত নৌযান : **মধ্যমন্দিরা**।
মধ্যম অঙ্গুলি : **মধ্যমা**।
মধ্যম আকারের : **মাঝারি**।
মধ্যম পাণ্ডব : **বৃকোদর, ভীম**।
মধ্যম পাণ্ডব ভীমের শঙ্খ : **মহাশঙ্খ**।
মধ্যম হাস্য : **বিহসন**।
মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত : **সরাসরি**।
মধ্যে অবস্থিত : **অন্তঃস্থ, অন্তঃস্থিত, অন্তর্ভূত**।
মধ্যে গৃহীত : **অন্তর্ভুক্ত**।
মধ্যে নিহিত : **অন্তর্নিহিত**।
মধ্যে স্থাপিত বা গুপ্ত : **নিহিত**।
মনকে আনন্দিত বা সন্তুষ্ট করে যে : **মনোরম, মনোরমা,** [স্ত্রী]।
মনকে মথন [মন্থন] করে যে : **মন্মথ**।
মনকে মোহিত করে যে : **মনোমোহন, মনোমোহিনী** [স্ত্রী]।
মন ভাঙাবার জন্যে কু-মন্ত্রণা : **ভাংচি, ভাঙচি**।
মন ভোলায় যা : **মনভোলানো, মনভুলানো**।
মন্মথের [কামদেবের] দ্বারা আবিষ্ট : **মন্মথাবিষ্ট**।
মন যা গ্রহণ করে : **মনোনীত**।
মনুর অন্তর : **মন্বন্তর**।
মনুর পুত্র : **মনুজ, মনুষ্য, মানব, মানুষ**।
মনুষ্যবাহিত ক্ষুদ্র দোলা-যান : **ডুলি**।
মনুষ্য-ভাগ্যের ফলাফল : **ভাগ্যফল**।
মনষ্যাকৃতি অরণ্যচর বানর : **বন-মানুষ**।
মনুষ্যেতর জীবের তীক্ষ্ণধার নখ : **নখর**।
মনে জন্ম যার : **মনসিজ, মনোজ**।
মনে মনে অতীতের বিষয়ের পুনরাবৃত্তি : **স্মৃতি**।
মনে মনে স্থিরীকৃত কার্যবাসনা : **সংকল্প**।
মনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য : **মনোভাব**।
মনের অপ্রসন্নতা : **মনোমালিন্য**।
মনের অভিপ্রায় ও চালচলন : **মতিগতি**।
মনের অভিপ্রেত বা পছন্দসই : **মনঃপূত**।
মনের অভিলাষ : **মনোবাঞ্ছা, মনোরথ**।
মনের আনন্দ-বিধান : **চিত্ত-বিনোদন**।
মনের ইচ্ছা বা খেয়াল : **মনস্কাম, মনস্কামনা, মনোভীষ্ট, মর্জি**।
মনের উদ্যমহানি : **মনোভঙ্গ**।
মনের গভীর তৃপ্তি বা আনন্দ : **পরিতুষ্টি, পরিতোষ**।
মনের চঞ্চলতা : **মনশ্চাঞ্চল্য**।
মনের দৃষ্টি : **মনশ্চক্ষু**।
মনের দ্বারা যার সৌন্দর্য-মহিমা জানতে হয় : **মনোজ্ঞ**।
মনের পাপ দূরীকরণ : **চিত্তশুদ্ধি**।

মনের বিকল ভাব : **চিত্ত-বৈকল্য, চিত্ত-বৈক্লব্য**।
মনের ব্যাধি : **আধি**।
মনের লোভনীয় : **মনোলোভা**।
মনের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা : **মতিস্থৈর্য**।
মনের সন্তোষ : **মনস্তুষ্টি**।
মনের সন্তোষ বিধান : **মনরক্ষা**।
মনে স্থিত : **মনস্থ**।
মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্যকরণ : **পর্যবেক্ষণ**।
মনোহর কেশ বিশিষ্ট : **মঞ্জুকেশী, মঞ্জুকেশিনী** [স্ত্রী]।
মনোহর ভ্রূভঙ্গি : **ভ্রূবিলাস**।
মনোহর শাহ প্রবর্তিত কীর্তন গানের রীতি : **মনোহরশাহী**।
মনোহারিণী নারী : **মোহিনী**।
মন্ত্র আউড়ে ফুৎকার : **ফুঁক**।
মন্ত্রণা গোপন রক্ষণ : **মন্ত্রগুপ্তি**।
মন্ত্র-পড়া চাল : **চালপড়া**।
মন্ত্র-পড়া জল : **জলপড়া**।
মন্ত্রপূত জল : **শান্তিজল, শান্ত্যুদক**।
মন্ত্রপূত যে ধূলার সাহায্যে নিদ্রা আকর্ষিত হয় : **নিদালি, নিদুটি, নিদুলি**।
মন্ত্রযোগে বেষ্টন-রেখা বা বৃত্ত : **গণ্ডি**।
মন্ত্রসিদ্ধা রমণী : **দেয়াসিনী**।
মন্ত্রের দ্বারা পূত : **মন্ত্রপূত**।
মন্ত্রের দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ করেছে : **মন্ত্রসিদ্ধ**।
মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধিলাভের প্রয়াস : **মন্ত্রসাধন**।
মন্ত্রের প্রভাবে বশীভূত : **মন্ত্রমুগ্ধ**।
মন্ত্রের শক্তি : **মন্ত্রশক্তি**।

মন্ত্রের সঙ্গে বর্তমান : **সমন্ত্র, সমন্ত্রক**।
মন্থন-দণ্ডের বেষ্টন : **রজ্জু, ছাঁদন**।
মন্থর গতিতে গমন করে যে : **মন্থরগামী, মন্থরগামিনী**।
মন্থর গমনশীলা নারী : **মন্থরগমনা, মৃদুগমনা, মৃদুগামিনী**।
মন্দ অদৃষ্ট : **দুরদৃষ্ট**।
মন্দ অবস্থা : **দুরবস্থা, দুর্দশা**।
মন্দ অভিপ্রায় যার : **দুরভিসন্ধি, দুরাশয়**।
মন্দ [ক্ষীণ] উদর যার [স্ত্রী] : **মন্দোদরী**।
মন্দ কর্ম : **দুষ্কর্ম, দুষ্কার্য, দুষ্কৃতি**।
মন্দ চরিত্র যার : **দুশ্চরিত্র, মন্দস্বভাব, দুশ্চরিত্রা** [স্ত্রী]।
মন্দ চালচলন যার : **বেচাল**।
মন্দ জীবনযাত্রার প্রণালী : **বিপথ**।
মন্দ দশা : **দুর্দশা**।
মন্দ দিন : **দুর্দিন**।
মন্দধ্বনিযুক্ত কাঁসার তৈরি ছোট বাটির করতাল : **মন্দিরা**।
মন্দ বল যার : **দুর্বল**।
মন্দ বাক্য বলে যে : **দুর্ভাষা, দুর্মুখ**।
মন্দ বুদ্ধি যার : **মন্দবুদ্ধি**।
মন্দ বৃত্তি [কর্ম] যার : **দুর্বৃত্ত**।
মন্দ ভাগ্য যার : **দুরদৃষ্ট, দুর্দৈব, দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগা, মন্দভাগ্য, হতভাগ্য**।
মন্দ ভাবনা : **দুর্ভাবনা**।
মন্দাকিনী, অলকানন্দা ও ভোগবতীর ধারা : **ত্রিধারা**।
মন্দিরে দেবতার অধিষ্ঠান-বেদী : **মঞ্চ**।
মন্দিরের গর্ভগৃহ : **বিমান**।

মন্দিরের চূড়াকৃতি কাংস্য-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র : **মন্দিরা**।
মন্দিরের ব্রাহ্মণ পূজারী : **বড়ু**।
মন্দিরের মধ্যস্থ গৃহ : **গর্ভগৃহ**।
মন্দোদরীর পিতা : **ময়**।
মমতা নেই যার : **নির্মম**।
ময়দানব-নির্মিত অসুরদের নগর : **পুর**।
ময়দানবের পত্নী : **লীলাবতী**।
ময়দা মাখবার সময় মিশ্রিত ঘৃত : **ময়ান**।
ময়লা ফেলার স্থান : **গুপ্তি**।
ময়ূখ [কিরণ] মালা যার : **ময়ূখমালী**।
ময়ূর ধ্বজায় যার : **কার্তিকেয়, ময়ূরধ্বজ**।
ময়ূরপাখার অর্ধচন্দ্রাকার চিত্র : **চন্দ্রক**।
ময়ূর-বাহিত রথ যার : **কার্তিকেয়, ময়ূররথ**।
ময়ূরাকৃতি নৌকা : **ময়ূরপঙ্খী**।
ময়ূরের কণ্ঠের মতো বিচিত্রবর্ণযুক্তা : **ময়ূরকণ্ঠী**।
ময়ূরের চূড়া : **ময়ূরশিখা**।
ময়ূরের ডাক : **কেকা**।
ময়ূরের পাখা : **শিখণ্ড, শিখণ্ডক**।
ময়ূরের পুচ্ছ : **বর্হ**।
ময়ূরের বিস্তৃত পাখা : **কলাপ, পেখম**।
ময়ূরের লেজ : **পিচ্ছ, ময়ূরপুচ্ছ, বর্হ**।
মরণের অবস্থা : **মরণদশা**।
মরতে ইচ্ছুক : **মুমূর্ষু**।
মরবার ইচ্ছা : **মুমূর্ষা**।
মরমর অবস্থা যার : **মরণাপন্ন, মরণোন্মুখ, মৃতদশাপ্রাপ্ত, মুমূর্ষু**।
মরীচি আছে যার : **মরীচী**।
মরীচির পুত্র : **কশ্যপ, মারীচ**।
মরীচি মালা যার : **মরীচিমালী**।
মরুৎ বা পবনের পুত্র : **পবনপুত্র, মারুতি, হনুমান**।
মরুভূমিতে উত্থিত প্রবল ঝড় : **মরুঝড়, মরুঝটিকা, সিরক্কো**।
মরুভূমিতে যে বৃক্ষ পথিককে জল দান করে : **পান্থপাদপ**।
মরুভূমিতে সূর্যকিরণে জলভ্রম : **মরীচিকা, মৃগতৃষা, মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা**।
মরুভূমির মধ্যবর্তী জল ও বৃক্ষপূর্ণ স্থান : **মরূদ্যান**।
মরুভূমির বালুকারাশির ওপরে পতিত সূর্যকিরণে জলভ্রম : **মরীচিকা**।
মরুময় স্থান : **মরুভূমি**।
মর্তমান কলা : **সবরি**।
মর্ত্যে দুর্গাপূজার প্রবর্তক চন্দ্রবংশীয় নৃপতি : **সুরথ**।
[চন্দন প্রভৃতির] মর্দন-জনিত সুগন্ধ : **পরিমল**।
মর্ম উপলব্ধি করে যে বা মর্ম জানে যে : **মরমী**।
মর্মকে পীড়া দেয় যা : **মর্মন্তুদ, মর্মপীড়**।
মর্ম [তাৎপর্য] গ্রহণ করে যে : **মর্মগ্রাহী**।
মর্ম [তাৎপর্য] জানেন যিনি : **মর্মজ্ঞ**।
মর্মে [হৃদয়ে] আঘাত : **মর্মাঘাত**।
মর্মে আঘাত দেয় যে : **মর্মঘাতী**।
মর্মের [গোপন রহস্যের] উদঘাটন [প্রকাশ] : **মর্মোদ্‌ঘাটন**।

মর্মের ভেদ : **মর্মভেদ**।
মর্যাদার হানি : **মানহানি**।
মল [ময়লা] নির্গত যা থেকে : **বিমল**।
মল [ময়লা] নেই যাতে : **অমল, নির্মল**।
মলয় [স্নিগ্ধ] পবন-জনিত : **মলয়জ** [শীতলাংশু]।
মলয় পর্বত থেকে আগত বায়ু : **মলয়, মলয়ানিল**।
মলয় পর্বতে জাত : **মলয়জ**।
মলিন জীর্ণ কাপড় : **নক্তক, চীবর, চীর** [মুনিবাস]।
মল [ময়লা] আছে যাতে : **মলিন**।
মলিনের ভাব : **মলিনতা, মালিন্য**।
মল্লগণের রঙ্গভূমি : **মল্লভূম, মল্লভূমি**।
মল্লভূমিতে মল্লগণের রণহুঙ্কার : **মালশাট, মালসাট**।
মল্লযুদ্ধে মল্লগণের পদাঘাতের শব্দ : **ছুটপাট**।
মল্লযুদ্ধের রঙ্গভূমির মাটি : **বীরমাটি, রাঙামাটি**।
মল্ল-রঙ্গভূমির ধূলি : **রাঙাধুল**।
মল্লিকার মতো অক্ষি যার : **মল্লিকাক্ষ**।
মল্লিকা হয়েছে আখ্যা যার : **মল্লিকাখ্য**।
মল্লিনাথকৃত মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের কাব্য-টীকা : **সঞ্জীবনী**।
মল্লের স্পর্ধাপূর্বক গর্জন বা হুঙ্কার : **মালশাট, মালসাট**।
মশক-দংশন নিবারণার্থ শয্যার ওপরে খাটাবার বস্ত্রাবরণ : **মশারি**।
মশলা শস্য প্রভৃতির ব্যাপারী : **বঙ্গারা**।
মশা-বিতাড়নের জন্যে গোয়ালে সন্ধ্যায় জ্বালানো ঘুঁটে তুঁষ ইত্যাদি সহযোগে ধূমাগ্নি : **সাঁজাল, সাঁজালি**।
মশারি ঝোলানোর চতুষ্কোণ কাঠামো : **ছতর, ছতরি, ছতরী**।
মশারির সঙ্গে লাগানো চওড়া ফিতা : **নেয়ার, নেয়াড়**।
মশাল বহন করে যে : **মশালচি**।
মসৃণ তলে প্রতিফলিত মূর্তি : **প্রতিবিম্ব**।
মস্তক ছেদন : **শিরশ্ছেদ**।
মস্তকহীন দেহ : **ধড়**।
মস্তকে ধারণীয় : **শিরোধার্য**।
মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সংরক্ষিত কেশগুচ্ছ [অগ্রভাগ] : **শিখা**।
মহতী নগরী : **মহানগরী**।
মহতী মায়া যার : **মহামায়া**।
মহতী যে অষ্টমী : **মহাষ্টমী**।
মহতী যে ওষধি : **মহৌষধি**।
মহতী যে শক্তি : **মহাশক্তি**।
মহতী শক্তি যার : **মহাশক্তি**।
মহতী সেনা যার : **মহাসেন**।
মহতের ভাব : **মহত্ত্ব, মহিমা**।
মহৎ অনুভব [হৃদয়] যার : **মহানুভব**।
মহৎ আত্মা যার : **মহাত্মা, মহামনাঃ**।
মহৎ আশয় [অভিপ্রায়] যার : **মহাশয়**।
মহৎ প্রাণ যার : **মহাপ্রাণ**।
মহৎ [শ্রেষ্ঠ] যে দেব : **মহাদেব, মহাদেবী** [স্ত্রী]।
মহৎ যে পুরুষ : **মহাপুরুষ**।
মহৎ যে ব্যক্তি : **মহাজন**।

মহৎ লোকের আশ্রয় : **মহদাশ্রয়**।
মহৎ সত্ত্ব যার : **মহাসত্ত্ব**।
মহম্মদের প্রবর্তিত ধর্ম : **ইস্‌লাম**।
মহরম পরবে বাহিত হাসান ও হোসেনের কবরের প্রতীক : **তাজিয়া**।
মহাকবি কালিদাসের ভাষ্যকার : **মল্লিনাথ**।
মহাকাব্য-রচয়িতা কবি : **মহাকবি**।
মহাকালের পত্নী : **মহাকালী**।
মহাজন ও অধমর্ণের মধ্যে যিনি [মধ্যবর্তী] থাকেন : **প্রতিভূ**।
মহাজনের কাছে যে খত দিয়ে ঋণগ্রহণ করে : **খাতক**।
মহাকৃষ্ণসার মৃগ : **রুরু**।
মহান [বিশাল] ইষ্বাস [ধনুক] যার : **মহেষ্বাস**।
মহান্ উদয় যার : **মহোদয়, মহোদয়া** [স্ত্রী]।
মহান্ বোধি যার : **মহাবোধি**।
মহান্ যে অর্ণব [সিন্ধু] : **মহার্ণব** [মহাসিন্ধু]।
মহান যে ঋষি : **মহর্ষি, মহাঋষি**।
মহান যে প্রভু : **মহাপ্রভু**।
মহান্ যে রাজা : **মহারাজ**।
মহাজ্যোতিষ্মতী লতা : **তীক্ষ্ণা**।
মহাদেবের ভয়ানক অষ্টমূর্তি : **ভৈরব**।
মহাপুরুষের বাণী : **মহাবাক্য, মহাবাণী**।
মহাপুরুষের মৃত্যু : **তিরোধান, তিরোভাব**।
মহাপ্রস্থানের পথ : **মহাপথ**।
মহামহিম ঠাকুর : **জীউ**।
মহামারী ইত্যাদি থেকে যে কালী রক্ষা করে : **রক্ষাকালী**।
মহামূল্য হীরক : **কোহিনুর**।
মহা যে বীর : **মহাবীর**।
মহারাজ প্রতীপের পুত্র : **শান্তনু**।
মহারাষ্ট্র দেশ : **মারহাট্টা**।
মহারাষ্ট্রের অধিবাসী : **মরাঠী**।
মহারাষ্ট্রের ভাষা : **মরাঠী**।
মহার্ঘতার জন্যে ধানের অতি চাহিদা : **নীবাক**।
মহাল বা পরগনার প্রধান নগর : **কসবা**।
মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধি-সময়ের পূজা : **সন্ধিপূজা**।
মহিষকে [মহিষাসুরকে] মর্দন [হত্যা] করেন যিনি [স্ত্রী] : **মহিষমর্দিনী** [মহিষাসুরমর্দিনী]।
মহিষ-পালনই জীবিকা যার : **মাহিষিক**।
মহিষী ভিন্না রাজার অন্য পত্নী [নাটকে] : **ভট্টিনী**।
মহিষীর দুগ্ধ থেকে জাত : **ভঁয়ষা, ভয়ষা, ভঁয়সা, ভয়সা, মহিষা**।
মহিষের চর্ম দিয়ে তৈরি : **মহিষাল**।
মহিষের শাবক : **কটাহ**।
মহীকে পালন করেন যিনি : **মহীপ, মহীপাল, মহীভৃৎ**।
মহীতে অরোহণ করে যে : **মহীরুহ**।
মহীতে প্রভুত্ব করে যে : **মহীক্ষিৎ, মহীনাথ, মহীপতি, মহীশ**।
মহুয়া বা মধুজাত মদ্য : **মাধ্বী**।
মহুয়ার ফল : **কোয়া**।

মাইনের পরিবর্তে কেবল ভাত : **পেটভাতা**।
মাংস-ভক্ষণ থেকে যে বিরত : **নিবৃত্ত-মাংসাহার**।
মাংস ভোজন করে যে : **পলাশ, মাংসখাদক, মাংসভোজী, মাংসাদ, মাংসাশী**।
মাংস যার খাদ্য : **পলাশ, মাংসাশী**।
মাংসাশী ভূত বা প্রেত : **পিশাচ**।
মাকড়সার জাল : **সন্তানিকা, লূতাতন্তু**।
মাগনের দ্বারা প্রাপ্ত : **মাগনা**।
মাঘমাসের শুক্লা একাদশী : **ভীমৈকাদশী, ভৈমী**।
মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী : **বসন্তপঞ্চমী, শ্রীপঞ্চমী**।
মাঘমাসের [পৌষমাসের ? সূর্যের মকর রাশিতে সংক্রমণ] সংক্রান্তি : **মকর-সংক্রান্তি**।
মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশী : **রটন্তী**।
মাঙ্গলিক কর্মানুষ্ঠানের শুভ মুহূর্ত : **লগ্ন**।
মাঙ্গলিক বস্ত্র-চিহ্ন : **স্বস্তিক**।
মাঙ্গল্য দ্রব্যাদির দ্বারা সংস্কার-করণ : **অধিবাস**।
মাছধরার গোলাকার ঘূরণ জাল : **ক্ষেপলা**।
মাছধরার ছিপের সুতোয় বাঁধা ভাসন্ত পদার্থ : **ফাতনা**।
মাছধরার জন্যে বঁড়শিতে গাঁথা খাদ্য : **টোপ**।
মাছধরার নিমিত্ত দীর্ঘ সূত্র : **হাতসিটা**।
মাছধরার পোলো : **পলহ**।
মাছধরার শাদা জাল : **ধলিজাল**।
মাছ, মাংস অথবা ডিম সহযোগে ঘৃতপক্ব অন্ন : **পলাও, পোলাও**।
মাছরাঙা পাখি : **সুচিত্রক**।
মাছি প্রবেশ করতে পারে না যেখানে : **নির্মক্ষিক**।
মাছের কানের নিচে লাল রঙের চিরুনির মতো শ্বাসযন্ত্র : **ফুলকা, ফুলকো**।
মাছের চোখের [অক্ষির] মতো চোখ যার [স্ত্রী] : **মীনাক্ষী**।
মাছের ছানা বা বাচ্চা : **পোনা**।
মাছের পেটের অংশ : **পেটি**।
মাছের ফুস্‌ফুস : **পটকা**।
মাছের মুড়ো দিয়ে তৈরি ব্যঞ্জন : **মুড়িঘণ্ট**।
মাঝখানে লম্বালম্বি সেলাই-করা দু' পাটার চাদর : **দোপাটা**।
মাঝি, মাল্লা, কৃষক বা মজুরের দল সমস্বরে যে গান গায় : **সারি**।
মাঝির কাজ : **মাঝিগিরি**।
মাটি-কাটার ফলে রাস্তার পাশের খাত : **নয়নজুলি**।
মাটিই শয্যা : **ভূমিশয্যা, ভূশয্যা**।
মাটি খোঁড়ার যন্ত্র : **খনিত্র**।
মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া : **অবলুণ্ঠন, লুটোপুটি**।
মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত শিকড় যার : **বদ্ধমূল**।
মাটিতে নাকঘষা শাস্তি : **নাকখত**।

মাটিতে লুণ্ঠিত : **ভূলুণ্ঠিত**।
মাটি বা পাথরের খোরা : **কুঁড়ে, কুঁড়িয়া**।
মাটি বা পাথরের বড় ঢেলা : **চাঙড়**।
মাটি বা পাথরের স্খলিত অংশ : **ধস**।
মাটির ওপর গাড়ির চাকার দাগ : **লিক**।
মাটির খুরি : **কটরা**।
মাটির ছোট খুরি : **টাটি**।
মাটির ছোট জালা : **মটকী**।
মাটির তৈরী পাত্র : **মৃৎপাত্র**।
মাটির দেয়ালের ওপর খড়ের বা পাতার চাল : **পালাঙ্গা**।
মাটির পাতে বাঁধানো কুয়া : **পাতকুয়া**।
মাটির বড় হাঁড়ি : **তোলো**।
মাটির বড়ো জালা : **মটকা**।
মাটির বাঁধ : **জাঙ্গাল**।
মাটির বেড় দিয়ে ঘেরা ধানক্ষেত : **ভেড়ি**।
মাঠের উপযুক্ত : **মেঠো**।
মাঠের মধ্য দিয়ে : **মেঠো**।
মাড়াই-করা পাকা ধান : **অবসিত**।
মাড়োয়ার দেশের অধিবাসী বা ভাষা : **মাড়োয়ারী**।
মাতব্বরের মতো আচরণ : **মাতব্বরি**।
মাতাকে হত্যা করে যে : **মাতৃঘাতক, মাতৃঘাতী, মাতৃহন্তা, মাতৃঘ্ন**।
মাতামহের পিতা : **প্রমাতামহ, প্রমাতামহী** [স্ত্রী]।
মাতার ভগিনী : **মাতুঃস্বসা, মাতুঃষসা, মাতৃষ্বসা, মাসী**।
মাতুলের পত্নী : **মাতুলানী, মাতুলী, মামী**।
মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি-জনিত ছন্দের অশুদ্ধি : **ছন্দদোষ, ছন্দপতন**।
মাথা নিচু করে পা শূন্যে তুলে দেওয়া : **ডিগবাজি**।
মাথা-পিছু ধার্য কর বা চাঁদা : **মাথট**।
মাথা পেতে নেবার যোগ্য : **শিরোধার্য**।
মাথায় জটা আছে যার : **জটাধর, জটাধারী, জটি**।
মাথায় বা মুকুটে পরার রত্ন : **চূড়ামণি**।
মাথার খুলি : **করোটি, করোটী, কর্পর, খর্পর**।
মাথার চাঁদি : **ব্রহ্মতালু**।
মাথার বালিশ : **শিতান, শিথান**।
মাথার ভূষণ : **মুকুট, কিরীট**।
মাদক-দ্রব্য সেবন-জনিত অল্প মত্ততা : **মৌতাত**।
মাদক-দ্রব্য সেবনের অভ্যাস : **নেশাখুরি**।
মাদলের আকৃতি-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র অলংকার : **মাদুলি, মাদুলী**।
মাদী কুকুর : **কুকুরী, শুনী**।
মাদ্রীর দ্বিতীয় পুত্র : **সহদেব**।
মাধবীলতার দ্বারা আচ্ছাদিত-স্থান : **মাধবীকুঞ্জ**।
মাধবের পত্নী : **মাধবী**।
মাধুর্য-সৃষ্টির জন্যে গলায় সুরের কম্পন : **গিটকিরি**।
মান আছে যার : **মানী**।
মান আছে যে মেয়ের : **মানিনী**।
মান দান করে যে : **মানদ, মানদা** [স্ত্রী]।

মাননীয় ও গণনীয় : **মান্যগণ্য**।
মানব-মনের বিশ্লেষণ ও বিচার : **মনঃ-সমীক্ষণ**।
মানস সরোবর বাসস্থান যার : **মানসৌকাঃ**।
মানসিক অবস্থার পরিবর্তন : **ভাবান্তর**।
মানসিক উন্নতি : **চিত্তোন্নতি**।
মানসিক ক্লেশ : **মনঃকষ্ট, মনোদুঃখ, মনোবেদনা, মনঃপীড়া, মনস্তাপ**।
মানানসই ভাব : **সামঞ্জস্য**।
মানানসই লম্বা-চওড়া ব্যক্তি : **ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল, ন্যগ্রোধ-পরিণাহ**।
মানানোর মতো : **মানানসই**।
মানিনীর মান-ভঞ্জনের নিমিত্ত নায়কের নানা প্রিয়োক্তি : **সাম**।
মানুষ, জনসাধারণ, সমাজ ও পৃথিবী সংক্রান্ত : **লৌকিক**।
মানুষকে হিংসা করে যে : **নৃশংস**।
মানুষদের যিনি ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন : **নারদ**।
মানুষের দেহের অস্থিময় কঙ্কাল : **নরকঙ্কাল**।
মানুষের দেহের চর্বি : **মহাতৈল**।
মানুষের বাসস্থান [বসতি] : **লোকালয়**।
মানুষের মাথা : **নৃমুণ্ড**।
মানুষের মাংস : **মহামাংস**।
মান্ধাতার পিতা : **যুবনাশ্ব**।
মান্ধাতা রাজার পুত্র : **মুচুকুন্দ**।
মান্য ব্যক্তির বিদায়কালে কিয়দ্দূর তাঁর সহ গমন : **অনুব্রজন**।
মান্য ব্যক্তির সম্মানার্থে গাত্রোত্থান : **প্রত্যুত্থান**।
মান্য ব্যক্তির সম্মানার্থে মালা ও চন্দনের অর্ঘ্য : **মালাচন্দন**।
মামলা-সংক্রান্ত নথিপত্র : **মিছিল**।
মা মারা গিয়েছে যার : **মাওরা, মা-মরা, মা-হারা**।
মায়া [ছলনা] জানেন না যিনি : **অমায়িক**।
মায়া-নিপুণা নারী : **যোগিনী, মায়াবিনী**।
মায়া-মমতার বশে সংসারে আসক্ত : **মায়াবদ্ধ**।
মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন : **মোহমুগ্ধ, মায়াচ্ছন্ন, মায়াবিষ্ট**।
মায়ার বন্ধন : **মোহবন্ধ, মোহবন্ধন**।
মায়ের দ্বিতীয়বার বিবাহের স্বামী : **বিপিতা, সৎবাপ, সতাভবাপ**।
মায়ের পিতা : **মাতামহ**।
মায়ের মাতা : **মাতামহী**।
মার খেয়ে খেয়ে যার মারের ভয় ঘুচে গেছে : **মারখেঁচড়া**।
মারা, ধরা এবং অতিশয় প্রহার : **মারপিট**।
মাল দেবার অঙ্গীকারে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ : **দাদন**।
মালপত্র রাখবার ঘর : **মালগুদাম**।
মাল-বহনের বড়ো নৌকা : **পলয়ার**।
মাল বা যাত্রীর যাতায়াত : **পরিযাণ**।
মাল-বোঝাই নৌকার নিমজ্জন : **ভরাডুবি**।
মালাকারের পত্নী : **মালিনী**।
মাল্যাকারে কণ্ঠলগ্ন যজ্ঞসূত্র : **নিবীত**।

মালা-পরিহিত পুরুষ : **মালী**।

মালা-পরিহিতা নারী : **মালিনী**।

মালার [নারিকেলের] মতো মৃৎপাত্র : **মালসা**।

মালিক বা ওপরওয়ালাকে সম্মানস্বরূপ দেয় অর্থাদি : **নজরানা, সেলামি, সেলামী**।

মালিকানা বা অধিকার পরিবর্তন : **হস্তান্তর, হাতবদল**।

মালিকানার ন্যায়সঙ্গত অধিকার : **স্বত্বাধিকার**।

মাল্য দ্বারা ভূষিত : **স্রগ্ধর**।

মাসতুতো বোন বা মাসীর কন্যা : **মাতৃস্বসেয়ী, মাতৃস্বস্রেয়ী, মাতৃস্বস্রীয়া**।

মাসতুতো ভাই বা মাসীর পুত্র : **মাতৃস্বসেয়, মাতৃস্বস্রেয়, মাতৃস্বস্রীয়**।

মাসিক বৃত্তি : **মাসহরা, মাসহারা**।

মাসের দিবসের সংখ্যা : **তারিখ**।

মাসের শেষ দিন : **সংক্রান্তি**।

মাহাত্ম্য বর্ণনা-সূচক পদ বা শ্লোক : **স্তোত্র**।

মিছিলের সহযাত্রী : **শোভাযাত্রী**।

মিঠাই বা মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক : **ময়রা**।

মিতার [মিত্রের] পত্নী : **মিতিন**।

মিতার ভাব : **মিতালি, মিতালী**।

মিত্রতাপন্ন নারী : **মিতিন**।

মিত্রবংশজাত ব্যক্তি : **মিত্রজ, মিত্রজা** [স্ত্রী]।

মিত্রের পুত্র : **মৈত্রেয়**।

মিথিলা ও গৌড় : **পঞ্চগৌড়**।

মিথিলার অধিবাসী : **মৈথিল**।

মিথিলার ভাষা : **মৈথিলী**।

মিথিলার রাজকন্যা : **মৈথিলী**।

মিথিলার রাজ-পুরোহিত : **গৌতম**।

মিথিলার রাজা জনক : **বৈদেহ**।

মিথ্যা আশ্বাস : **ধাপ্পা, স্তোক**।

মিথ্যা ওজর : **অজুহাত, টালবাহানা**।

মিথ্যাকথা বলা : **মিথ্যাভাষণ**।

মিথ্যাকথা বলা যার অভ্যাস : **মিথ্যুক**।

মিথ্যাকথা বলে যে : **মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদিনী** [স্ত্রী], **মিথ্যাভাষী, মিথ্যাভাষিণী** [স্ত্রী]।

মিথ্যা কারণ : **ছুতা, অছিলা**।

মিথ্যা জাঁকজমক : **বরফট্টাই**।

মিথ্যা প্রবোধ-বাক্য : **স্তোক**।

মিনার কাজ : **মিনাকারি**।

মিলনোৎসুকা যে নায়িকা লজ্জা ত্যাগ করে স্বয়ং নায়কের সঙ্গে মিলিত হয় : **স্বয়ংদূতী**।

মিলের অভাব : **গরমিল**।

মিশির মতো কালো : **মিশকালি, মিশকালো**।

মিষ্ট রসযুক্ত : **সুরসা**।

মিষ্টরসে পাক-করা ডালবড়া : **রসবড়া**।

মিষ্টান্ন ভোজন : **মিষ্টমুখ, মিষ্টিমুখ**।

মিস্ত্রীদের রাজা [প্রধান] : **রাজমিস্ত্রী**।

মীন কেতনে যার : **মীনকেতন**।

মীন কেতু যার : **মীনকেতু**।

মীন ধ্বজায় যার : **মীনধ্বজ**।

মীনাঙ্কিত ধ্বজা [কেতন] যার : **মীনধ্বজ**

[মীনকেতন]।
মুকুল বা পুষ্পের সবৃন্ত স্তবক : **মঞ্জরি, মঞ্জরী**।
মুকুলাকৃতি স্বর্ণালঙ্কার : **বউলি, বউলী, বৌলি**।
মুক্তকেশী বেগুন : **লাফা**।
মুক্তার হার : **মুক্তাহার**।
মুক্তাকারে তৈরী ছিদ্রযুক্ত কাচের খণ্ড বা গুটি : **পুঁতি**।
মুক্তার লহরের দ্বারা ভূষিত নৌকা : **সর্বতোভদ্রা**।
মুক্তিলাভের ইচ্ছা : **মুমুক্ষা**।
মুখচোরা ও বোকা : **হাবাগোবা**।
মুখ থেকে : **প্রমুখাৎ**।
মুখ থেকে পতিত দ্রব্যকে যে গ্রহণ করে : **পতদ্‌গ্রহ**।
মুখ থেকে বেগে বের করা বায়ু : **ফুঁ**।
মুখ দিয়ে বম বম শব্দ করা : **গালবাদ্য**।
মুখ-ব্যাদনপূর্বক হাই-তোলা : **বিজৃম্ভণ**।
মুখভঙ্গিসহকারে তিরস্কার : **মুখঝামটা**।
মুখমণ্ডলে উৎপন্ন কালো-কালো দাগ : **মেচেতা, মেছেতা**।
মুখরোচক অম্লমধুর চেটে খাওয়ার বস্তু : **চাটনি**।
মুখস্থ ভাষা : **বুলি**।
মুখাদিতে চিত্রাঙ্কন : **পত্রভঙ্গ, পত্ররেখা, পত্রলেখা**।
মুখে মুখে প্রচারিত কথা : **গুজব**।
মুখের ছদ্ম আবরণ : **মুখোশ, মুখোস**।
মুখের শুষ্ক থুতু : **ফেকো**।
মুখের সমীপ : **সম্মুখ**।
মুখের সামনাসামনি : **সমুখ, সম্মুখ**।
মুখের সৌন্দর্য : **মুখচ্ছটা, মুখচ্ছবি, মুখরুচি**।
মুড়ির মতো ফুলিয়ে ভাজা চিড়া : **চুড়ুম**।
মুগবর্ণের মোটা রেশম-বস্ত্র : **মুগা**।
মুগের রঙের মতো রং যার : **মুগা**।
মুণ্ডহীন দেহ : **কবন্ধ**।
মুদ্‌গরাদির মুখের লৌহ আবরণ : **শামা, শামি, শামী**।
মুদ্‌গলের পুত্র : **মৌদ্‌গল্য**।
মুদির দোকান : **মুদিখানা**।
মুদ্রা প্রস্তুত করার স্থান : **টাঁকশাল**।
মুদ্রিত নয়ন যার : **মুদ্রিতনয়ন, মুদ্রিতনয়না** [স্ত্রী]।
মুনিগণের পর্ণশালা [পত্র-নির্মিত কুটির] : **পর্ণোটজ**।
মুনির আসন [উপদেশের নিমিত্ত] : **বৃষী**।
মুনির ভাব : **মৌন**।
মুনশির কাজ : **মুনশিগিরি**।
মুর দৈত্যের অরি : **মুরারি**।
মুরব্বীর মতো আচরণ : **মুরব্বীয়ানা**।
মুমূর্ষু ব্যক্তির শ্বাসকষ্ট : **নাভিশ্বাস**।
মুমূর্ষুর গঙ্গালাভের জন্যে যাত্রা : **গঙ্গাযাত্রা, অন্তর্জলিযাত্রা**।
মুষলধারে বৃষ্টিপাত : **ধারাসম্পাত, ধারাসার**।
মুষ্টি দৃঢ় যার : **বজ্রমুষ্টি**।

মুষ্টিবদ্ধ হাত : রম্বি।

মুষ্টির দ্বারা আঘাত : মুষ্ট্যাঘাত।

মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যা : মৃত্যুশয্যা।

মুসলমান আইনের ব্যাখ্যাতা : মুফতি।

মুসলমানগণের উপাসনার মন্দির : মসজিদ।

মুসলমানদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ : কোরান।

মুসলমানদের জপের মালা : তসবি, তসবী।

মুসলমানদের বিবাহকালে স্বামীকর্তৃক স্ত্রীকে দেওযা যৌতুক : দেনমোহর।

মুসলমানদেব সন্ন্যাসী : দরবেশ।

মুসলমান ধর্মাচার্য : মৌলবী।

মুসলমান নাপিত : হাজাম।

মুসলমান নৃপতিদের প্রমোদ-ভবন : রংমহল, রঙমহল, রঙ্গমহল।

মুসলমান পণ্ডিত বা অধ্যাপক : মৌলবী।

মুসলমান পণ্ডিত বা পুরোহিত : মোল্লা।

মুসলমান পাচক : বাবুর্চি।

মুসলমান পাচকের রন্ধনশালা : বাবুর্চিখানা।

মুসলমান পীর-রূপী নারায়ণ : সত্যপীর।

মুসলমান বিচারকের লিখিত ব্যবস্থা [রায়] : ফতোয়া।

মুসলমান ভক্ত বা তপস্বী : মুরশিদ।

মুসলমান রীতি-অনুযায়ী কণ্ঠচ্ছেদন পূর্বক পশুবধ : হালাল, জবাই।

মুসলমান শাস্ত্রসম্মত সম্পত্তি ইত্যাদি দান : হিবা, হেবা।

মুসলমান শাস্ত্রসম্মত সম্পত্তি ইত্যাদির দানপত্র : হিবানামা, হেবানামা।

মুসলমান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক : ফকির।

মুসলমান সমাজের বিবাহ-বিচ্ছেদ : তালাক।

মুসলমান সাধু : পীর।

মুসলমান স্ত্রীলোকদের আপাদমস্তক ঢাকবার অঙ্গাবরণ : বোরকা, বোরখা।

মুসলমানী অব্দ : হিজরা, হিজরী, হিজিরা।

মুসলমানের গোরুর দেবতা : মানিকপীর।

মুসলমানের প্রেত : মামদো।

মুসাফিরদের থাকবাব স্থান : মুসাফির-খানা।

মূর্খের মতো পরেব বুদ্ধিতে চালিত ব্যক্তি : গাড়ল।

মূর্তি আছে যার : মূর্তিমান।

মূর্তিমান ধর্ম : ধর্মাবতার।

মূর্তির সদৃশ : প্রতিমূর্তি।

মূর্ধা যার উচারণ-স্থান : মূর্ধন্য।

মূল গায়কের মুখ থেকে দোহারের ধরে নেবার পদ : ধরতাই।

মূল ছবির চারপাশে অঙ্কিত দৃশ্য : পটভূমি।

মূল থেকে আগত : মৌল।

মূল থেকে তেরছাভাবে নির্গত চারা : তেউড়।

মূল দামের বিনিময়ে ক্রয় : নগদ।

মূল রোগের আনুষঙ্গিক অন্য রোগ : উপসর্গ।

মূল লেখকের রচনার মধ্যে কোন অংশ অনুপ্রবেশ ঘটানো : প্রক্ষেপণ।

মূল লেখকের রচনার মধ্যে অন্যের রচনার অনুপ্রবেশ : **প্রক্ষিপ্ত**।
মূল শাখা থেকে উদ্ভূত শাখা : **প্রশাখা, কেঁকড়া**।
মূলসহ উৎপাটিত : **নির্মূল**।
মূল সূত্রগ্রন্থের রচয়িতা : **সূত্রকার**।
মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার স্থান : **তোশাখানা**।
মূল্যাদির অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ : **বায়না**।
মূল্যাদির বিনিময়ে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত নিযুক্ত ভৃত্য : **কৃতদাস**।
মূল্যের বিনিময়ে অধিকার ত্যাগ : **বিক্রয়**।
মৃকণ্ডু মুনির পুত্র : **মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়**।
মৃগ অঙ্কে যার : **মৃগাঙ্ক**।
মৃগ [পশু] গণের গমনাগমনের ফলে নির্মিত পথ : **মার্গ**।
মৃগনাভি-জাত গন্ধদ্রব্য : **কস্তুরী**, মৃগমদ, **মৃগনাভি**।
মৃগবহুল বন : **প্রমৃগ**।
মৃগ [পশু] বধ বা শিকার : **মৃগয়া**।
মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে : **মৃগাজীব, মৃগয়াজীবী**।
মৃগ যে পথে যাতায়াত করে : **মার্গ**।
মৃগয়ায় নিপুণ : **আখেটক, আখেটিক**।
মৃগয়ার নিমিত্ত যে বন : **মৃগয়ারণ্য**।
মৃগের অন্বেষণ ও বধের নিমিত্ত যাত্রা : **মৃগয়া**।
মৃগের জলভ্রমে তৃষ্ণা যাতে : **মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা**।
মৃগের শিরের মতো শির যার : **মৃগশির, মৃগশিরা**।
মৃগ শিকার করে যে : **শৌনিক, ব্যাধ**।
মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমান্বিত মাস : **মার্গশীর্ষ**।
মৃণালের মতো বাহু বা ভুজ যার : **মৃণালবাহু, মৃণালভুজ**।
মৃৎ অঙ্গ যার : **মৃদঙ্গ**।
মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ : **কর্পর, খর্পর**।
মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত : **মরাহাজা**।
মৃতকে পুনর্জীবন দান করার বিদ্যা [জ্ঞান] : **মহাজ্ঞান, মৃতসঞ্জীবনী, সঞ্জীবনী, মহাবিদ্যা**।
মৃতকে পুনর্জীবন দান করার ওষধি : **সঞ্জীবনী, মৃতসঞ্জীবনী**।
মৃত গবাদি পশু যেখানে ফেলা হয় : **ভাগাড়**।
মৃতদেহ মৃত্তিকা-গর্ভে স্থাপন : **কবর, সমাধি**।
মৃতদেহের অগ্নি-সংস্কার : **শবদাহ, শবসৎকার**।
মৃত পতির চিতায় আরোহণ : **সহমরণ**।
মৃত পতির চিতায় আরোহণ করে যে স্ত্রী প্রাণত্যাগ করেছে : **সহমৃতা**।
মৃত পতির চিতায় সহমৃতা স্ত্রীর চিতাভস্মের ওপর নির্মিত মন্দির : **সতী-মন্দির**।
মৃতপতির চিতায় স্ত্রীর সহমরণ : **সতীদাহ**।
মৃত পিতার শ্রাদ্ধাদির গুরু-দায়িত্ব

: **পিতৃদায়।**

মৃত পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ : **পিতৃকৃত্য, পিতৃক্রিয়া।**

মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি : **পিতৃকল্প, পিতৃতর্পণ।**

মৃত পূর্বপুরুষের আত্মার তৃপ্তির জন্যে জীবিত উত্তরপুরুষের জলদান : **তর্পণ।**

মৃতবৎসা নারী : **বৃষলী, মৃতবৎসা।**

মৃতব্যক্তি বা কোন ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা : **স্মৃতিরক্ষা।**

মৃতবৎ স্পন্দনহীন : **ম্রিয়মাণ।**

মৃত ভর্তা যার : **মৃতভর্তৃকা।**

মৃতভর্তিকা নারীর পুনর্বিবাহ : **বিধবাবিবাহ।**

মৃতের আত্মার শান্তি-কামনায় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান : **শ্রাদ্ধশান্তি।**

মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে যে : **পিণ্ডদ।**

মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের অধিকারী : **পিণ্ডদ।**

মৃতের জীবনদায়িনী বিদ্যা : **মহাজ্ঞান, মহাবিদ্যা, সঞ্জীবনী, মৃতসঞ্জীবনী।**

মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত অনুষ্ঠান : **শ্রাদ্ধ।**

মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে ও শোক প্রকাশের জন্যে শ্মশান বা কবরভূমি পর্যন্ত শবের অনুগমন : **শবানুগমন।**

মৃতের সৎকার : **অন্ত্যেষ্টি।**

মৃত্যু ও বিপদ থেকে যে কবচ রক্ষা করে : **রক্ষাকবচ।**

মৃত্যু-কামনায় অনশন : **প্রায়।**

মৃত্যু-কামনায় উপবেশন : **প্রায়োপবেশন।**

মৃত্যু-কামনায় যে উপবেশন করেছে : **প্রায়োপবিষ্ট।**

মৃত্যু-কামনা যার : **মর্তুকাম।**

মৃত্যুকালীন গঙ্গাতীরে গমন : **গঙ্গাযাত্রা।**

মৃত্যুকালীন ঘর্ম : **কালঘাম।**

মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি : **মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুজয়ী, মৃত্যুজিৎ।**

মৃত্যুজনক অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র : **মৃত্যুবাণ।**

মৃত্যু থেকে শঙ্কিত : **মৃত্যুভীত।**

মৃত্যুদিনে ও তারপর মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্যে দান : **ঔর্ধ্বদেহিক।**

মৃত্যু [মরণ] পর্যন্ত : **আমৃত্যু** [আমরণ]।

মৃত্যু যার নিকটবর্তী : **মুমূর্ষু, মৃতপ্রায়, মৃতকল্প, ম্রিয়মাণ।**

মৃত্যু নিশ্চয় জেনে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যে শেষ চরম আঘাত : **মরণ-কামড়।**

মৃত্যুর অধিদেবতা : **যম।**

মৃত্যুর জন্যে অশৌচ : **মরণশৌচ, মৃতাশৌচ।**

মৃত্যুর দেবতা : **শমন, যম।**

মৃত্যুর পর কবর থেকে উত্থান : **পুনরুত্থান।**

মৃত্যুর পূর্বে শেষ আর্তনাদ : **মরণ-ডাক।**

মৃত্যুর পরে পুনরায় প্রাপ্ত জীবন : **পুনর্জীবন।**

মৃত্যুর পরে পুনরায় যে জন্মেছে

: **পুনর্জাত, পুনরুদ্ভূত, পুনরুৎপন্ন, পুনর্ভব**।

মৃত্যুর যন্ত্রণা : **যমযন্ত্রণা, যমযাতনা, মৃত্যু-যন্ত্রণা, মরণ-যন্ত্রণা**।

মৃত্যু হয়-হয় এমন অবস্থা : **মৃতকল্প**।

মৃত্তিকা-নির্মিত ঘট [ভাণ্ড] : **মৃদ্‌ঘট, মৃদ্‌ভাণ্ড**।

মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত : **মেটে, মৃন্ময়**।

মৃত্তিকা প্রভৃতি দিয়ে তৈরী প্রতিমা : **মূর্তি, প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতি**।

মৃদঙ্গ বাজায় যে : **মৃদঙ্গবাদক, মৃদঙ্গী**।

মৃদু ঝনঝন শব্দ [বীণার] : **ঝঙ্কার**।

মৃদু বা মন্দ গতিতে গমন করে যে : **মন্থর, মন্থরা [স্ত্রী], মন্দগামী, মন্দগামিনী [স্ত্রী]**।

মৃদুর ভাব : **মৃদুতা, ম্রদিমা**।

মৃন্ময় পাত্রে ওষুধের পাক : **পুটপাক**।

মেঘ ও বৃষ্টি : **বর্ষাবাদল, বৃষ্টিবাদল**।

মেঘ থেকে জল বা বারি-পতন : **বৃষ্টিপাত**।

মেঘ থেকে পতিত জল : **বৃষ্টি**।

মেঘ বাহন যার : **মেঘবাহন, জীমূতবাহন**।

মেঘাচ্ছন্ন দিন : **দুর্দিন**।

মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ : **মেঘমেদুর**।

মেঘের গম্ভীর গর্জন : **মেঘমন্দ্র**।

মেঘের ডাক : **মন্দ্র**।

মেঘের দ্বারা আবৃত : **মেঘাবৃত, মেঘাচ্ছন্ন, মেঘলা**।

মেঘের মতো নাদ বা গর্জন যার : **মেঘনাদ**।

মেঘের মতো নীল রঙের শাড়ি বা ছাতা : **মেঘডম্বর, মেঘডুম্বুর**।

মেঘের মতো শ্যাম : **মেঘশ্যাম** [ঘনশ্যাম]।

মেঘের রাশি : **জলধরপটল**।

মেঝে বা তক্তপোশে পাতবার আস্তরণ : **ফরাশ, ফরাস**।

মেঝেয় পাতবার শীতল ও মসৃণ মাদুর : **শীতলপাটি**।

মেটে ঘরের দেয়াল ও চালের মাঝখানের ফাঁক : **পড়োল, পরোল**।

মেধা আছে যার : **মেধাবী, মেধাবিনী [স্ত্রী]**।

মেধাবী ছাত্রের লব্ধ বৃত্তি : **জলপানি**।

মেনকার পুত্র : **মৈনাক**।

মেমের মতো বিলাস বা সাজসজ্জা : **বিবিয়ানা**।

মেয়েদের চুল বাঁধার জন্যে পানের মতো কাঁটা : **পানকাঁটা**।

মেয়েদের ঝুঁটি-বাঁধা চুল : **খোঁপা**।

মেরু-প্রদেশের চক্রহীন গাড়ি টানার হরিণ : **বল্গাহরিণ**।

মেষ প্রভৃতি পশুর লোম : **পশম**।

মেষের শাবক : **বর্কর**।

মেহনতের পারিশ্রমিক : **মেহনতি, মেহনতানা**।

মোক্ষ দান করেন যিনি : **মুকুন্দ, মোক্ষদাতা**।

মোক্ষলাভে ইচ্ছুক : **মুমুক্ষু**।

মোক্ষলাভের ইচ্ছা : **মুমুক্ষা**।

মোচার আকারে সাজা পান : **খিলি,**

ঝিল্লী।
মোটা কাপড় : **খোকড়।**
মোটা দড়িতে ভারী বোঝা ঝুলিয়ে বইবার বংশাদির দণ্ড : **সাঙগ।**
মোটা লাঠি : **লগুড়।**
মোটা সূতার বড়ো থলে : **খোকড়, খোকড়া, খোকড়ী।**
মোটা সূতার লাল রঙের কাপড় : **খেরুয়া, খেরে।**
মোড়লের কাজ : **মোড়লী।**
মোরগের ঝুঁটির আকারে রক্তবর্ণ ফুল : **মোরগফুল।**
মোরগের ডাক : **কক্, কক্কক্।**
মোসাহেবের বৃত্তি : **মোসাহেবি।**
মোহজনিত ভ্রান্তি : **মোহঘোর।**
মোহরূপ নিদ্রা : **মোহনিদ্রা।**
মোহরূপ বন্ধন : **মোহবন্ধ।**
মোহানার নিকটে নদীর পলি-নির্মিত ত্রিকোণাকার দ্বীপ : **বদ্বীপ।**
মোহের অন্ত হয়েছে যার : **মোহান্ত।**
মোহের অবসান বা নিরসন : **মোহভঙ্গ।**
মৌচাক থেকে মধু নিষ্কাশনের পর যা অবশিষ্ট থাকে : **মধুখ, সিক্থ, মোম।**
মৌড় মুকুট : **মৌড়লা, মৌড়ালা।**
মৌন অবলম্বন : **তূষ্ণীম্ভাব, মৌনাবলম্বন।**
মৌন অবলম্বন করেন যিনি : **তূষ্ণীক।**
মৌন-প্রকাশিত সম্মতি : **মৌনসম্মতি।**
মৌন-রূপ ব্রত : **মৌনব্রত।**
মৌন-সূচক ভঙ্গি : **মৌনভঙ্গি।**
মৌমাছির সংগৃহীত পুষ্পমধুর ভাণ্ডার : **মধুচক্র, মৌচাক।**
মৌল পদার্থের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ : **পরমাণু।**
ম্লানের ভাব : **ম্লানিমা, ম্লানতা।**
ম্লেচ্ছ জাতি : **যবন, যবনী** [স্ত্রী]।
ম্লেচ্ছের ন্যায় আচরণ : **ম্লেচ্ছাচার।**

য

যক্ষ দুন্দুভির কন্যা : **মদনমঞ্জরী।**
যক্ষ্মাক্রান্ত চন্দ্র যে তীর্থসলিলে স্নান করে প্রভাবশালী হয় : **প্রভাস।**
যখন ভিক্ষা সুলভ : **সুভিক্ষ্য।**
যজমানই যার জীবিকা : **যজমানী, যজমানে, যজমেনে।**
যজুর্বেদ অনুসারে যারা ক্রিয়াকর্ম করে : **যজুর্বেদী।**
যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ : **অধ্বর্যু।**
যজ্ঞকারী পুরোহিত বা যজমান : **হোতা, হোত্রী।**
যজ্ঞকালে যে ঋক্ গীত হয় : **সাম।**
যজ্ঞপুরুষের উপবীত : **যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞসূত্র।**
যজ্ঞ, পূজা, উপবেশন ও বক্তৃতার জন্যে নির্মিত উচ্চভূমি : **বেদী, বেদি, বেদিকা।**
যজ্ঞবল্কের অপত্য : **যাজ্ঞবল্ক্য।**
যজ্ঞভূমিতে শয়নকারী ব্রতী : **স্থণ্ডিলশায়ী, স্থাণ্ডিল, স্থণ্ডিলেশয়।**
যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন যিনি : **যজ্ঞোপবীতী।**

যজ্ঞসেনের [দ্রুপদ রাজা] অপত্য : **যাজ্ঞসেন, যাজ্ঞসেনী** [স্ত্রী]।

যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালনের নিমিত্ত খনিত গর্ত : **হোমকুণ্ড**।

যজ্ঞাগ্নির চারদিকে কাষ্ঠবেষ্টনী : **পরিধি**।

যজ্ঞাদি উপলক্ষে প্রাণিহত্যা [পশুবধ] : **বলি, শমন**।

যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মের অন্তে গুরু-পুরোহিতকে বিহিত দান : **দক্ষিণা**।

যজ্ঞাদিতে নিবেদ্য বস্তু : **বলি**।

যজ্ঞান্তে করণীয় স্নান : **অবভৃথ**।

যজ্ঞে অর্পিত পায়সান্ন : **চরু**।

যজ্ঞে বলি দেবার পশু : **যজ্ঞপশু**।

যজ্ঞের নিমিত্ত অগ্নির সমীপে নিয়মমতো বাস : **উপবাস**।

যজ্ঞের নিমিত্ত নির্মিত অগ্নিকুণ্ড : **যজ্ঞকুণ্ড**।

যজ্ঞের নিমিত্ত নির্মিত বেদী : **যজ্ঞবেদী**।

যজ্ঞের নিমিত্ত পরিষ্কৃত [সংস্কৃত] স্থান বা ভূমি : **স্থণ্ডিল**।

যজ্ঞের নিমিত্ত পুরোহিত নিয়োগকারী : **সাবন**।

যজ্ঞের নিমিত্ত স্থান : **চৈত্য**।

যজ্ঞের পশুর বন্ধন-রজ্জু : **পশুপাশ**।

যজ্ঞের বা হোমের আগুন : **হোমাগ্নি, হোমানল**।

যতদিন চন্দ্রসূর্যের উদয় হবে : **যাবচ্চন্দ্রদিবাকর**।

যতদিন জীবন ততদিন : **যাবজ্জীবন**।

যতদূর দৃষ্টি যায় : **দৃষ্টিপথ**।

যতদূর সম্ভব হতে পারে, ততদূর : **যথাসম্ভব**।

যথাবিধি অনুষ্ঠিত বা কৃত : **যথাকৃত, যথাবিহিত**।

যথেচ্ছ অপচয় : **ছিনিমিনি**।

যদুবংশে জন্ম যার : **যাদব**।

যদৃচ্ছ আচরণ : **স্বেচ্ছাচার**।

যন্ত্র-চালনা জানে যে : **যন্ত্রবিদ্**।

যন্ত্র-চালিতের মতো স্বেচ্ছাহীন : **যান্ত্রিক**।

যন্ত্রণায় হাত-পা ছোঁড়া : **ছটফটি, ছটফটানি**।

যবন জাতির লিপি : **যবনানী**।

যবাদির চূর্ণ : **ছাতু, শক্তু, সক্তু**।

যবের মণ্ড : **যবাগূ**।

যম [সংযম], নিয়ম ও প্রাণায়ামাদি অভ্যাস : **যোগাভ্যাস, যোগসাধন, যোগসাধনা**।

যমলোকের দ্বারস্থ নদী : **বৈতরণী**।

যমুনার অন্য নাম : **কালিন্দী**।

যমের অনুচর : **যমদূত**।

যমের প্রদত্ত শাস্তি : **যমদণ্ড**।

যমের বাড়ি [গৃহ] : **কৃতান্তভবন, কৃতান্তপুরী, যমালয়, যমপুরী, শমনভবন, শমনসদন**।

যমের বার্তাবহ : **যমদূত**।

যমের ভগিনী : **যমুনা**।

যযাতির কনিষ্ঠা মহিষী : **শর্মিষ্ঠা**।

যযাতির পিতা : **নহুষ**।

যশ আছে যার : **যশস্বী, যশস্বিনী** [স্ত্রী]।

যশ ও প্রতিপত্তি : **নামডাক**।

যশ কামনা করে যে : **যশস্কাম, যশোলিপ্সু, যশাকাঙ্ক্ষী**।
যশ বর্ণনাপূর্ণ সংগীত : **যশোগাথা, যশোগীতি**।
যশের লিপ্সা : **যশোলিপ্সা**।
যষ্টি [লাঠি] অস্ত্র যার : **লাঠিয়াল, যাষ্টিক**।
যষ্টির মধ্যে লুকানো সরু তরবারি : **গুপ্তি, গুপ্তী**।
যা অকস্মাৎ ঘটেছে : **আকস্মিক, অদ্ভুত**।
যা অগ্নিজ্বালার ন্যায় দুর্বিষহ : **ঝালাপালা**।
যা অগ্রাহ্য বা ঘৃণা করার যোগ্য : **হেয়**।
যা অগ্রে করা হয় : **পুরস্কার**।
যা অগ্রে দেয় : **অগ্রিম**।
যা অগ্নিস্পর্শে গলে যায় : **ত্রপু**।
যা অঙ্গুলিকে রক্ষা করে : **অঙ্গুলিত্র, অঙ্গুলিত্রাণ, আঙুস্তানা**।
যা অঙ্গে লেপন করা হয় : **বিলেপন, বিলেপনী**।
যা অতি উজ্জ্বল বা তীব্র বা তীক্ষ্ণ নয় : **মাটো**।
যা অতি কষ্টে তর্কের দ্বারা মীমাংসিত হয় : **দুরূহ**।
যা অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য : **অনতিক্রম্য**।
যা অতি ক্ষুদ্র নয় : **অনতিক্ষুদ্র, নাতিক্ষুদ্র**।
যা অতি দীর্ঘ নয় : **অনতিদীর্ঘ, নাতিদীর্ঘ**।
যা অতিশয় জ্বলজ্বল করছে : **জাজ্বল্যমান**।
যা অতি শীতও নয়, অতি উষ্ণও নয় : **নাতিশীতোষ্ণ**।
যা অত্যন্ত কষ্ট ও বিপদ-সঙ্কুল : **দুরত্যয়**।
যা অত্যন্ত দীপ্তি পায় : **প্রভা**।
যা অদূর ভবিষ্যতে হবার কোন আশা নেই : **সুদূরপরাহত**।
যা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে : **বিলীয়মান**।
যা অনায়াসে বোধগম্য হয় : **সুবোধ্য**।
যা অনুকরণ করা যায় না : **অননুকরণীয়**।
যা অনুকরণ করা উচিত নয় : **অননুকরণীয়**।
যা অনুভব করা যায় না : **অননুভবনীয়**।
যা অনুভব করা যায় নি : **অননুভূত**।
যা অনুমান করা যায় : **অনুমেয়**।
যা অনুমান করা যায় না : **অননুমেয়**।
যা অনুমানের যোগ্য : **অনুমেয়**।
যা অনুশীলন করা হয়েছে : **অনুশীলিত, শীলিত**।
যা অনুষ্ঠিত হয় নি : **অননুষ্ঠিত**।
যা অন্ত বা শেষ করে : **অন্তক**।
যা অন্তরে সংগুপ্ত : **অন্তর্লীন**।
যা অন্ধ করে : **অন্ধকার**।
যা অন্ধকার নাশ [দূর] করে : **তমোঘ্ন, তমোনাশ, তমোহর**।
যা অন্যগৃহ অতিক্রম করে [উচ্চতায়] : **অট্টালিকা**।
যা অন্য ব্যক্তিতে দুর্লভ : **অনন্যদুর্লভ**।
যা অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছে : **বেদখলী**।
যা অন্যের অধিকারে চলে গেছে : **বেহাত, বেদখল**।

যা অন্যের কাছে সাধারণ নয় : **অনন্যসাধারণ**।
যা অবচ্ছিন্ন নয় : **নিরবচ্ছিন্ন**।
যা অর্থব্যয়ের দ্বারা সম্ভব [শর্ত] : ব্যয়সাপেক্ষ, ব্যয়সাধ্য।
যা অলক্ষিতে বৃদ্ধি পায় : **বয়স**।
যা অল্প আঘাতে ভেঙে যায় : **ঠুনকো**।
যা অল্প নয় : **অনল্প**।
যা অশুভ ক্ষয় করে : **ক্ষেম**।
যা অশ্রুকে [জলকে] কালো করে : **কজ্জল, কাজল**।
যা অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে : **বিকৃত**।
যা অস্বীকার করা যায় না : **অনস্বীকার্য**।
যা আইনের চোখে নিষিদ্ধ : **বে-আইনী, অবৈধ**।
যা আংশিক দেখা গিয়েছে এবং আংশিক দেখা যায়নি : **দৃষ্টাদৃষ্ট**।
যা আকাশে গমন করে : **খগ, খেচর, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম**।
যা আকাশে দীপ্তি পায় : **খদ্যোত**।
যা আকাশে বিচরণ করে : **নভশ্চর, নভোচর**।
যা আগুনে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করা হয়েছে : **অগ্নিশুদ্ধ**।
যা আগুনে পুড়ে যায় : **অগ্নিদাহ্য, দাহ্য**।
যা আগুনে পোড়ে না : **অগ্নিসহ**।
যা আগুনের তাপে রান্না করা হয়েছে : **অগ্নিপক্ব**।
যা আগে বলা হয়েছে : **পূর্বোক্ত**।
যা আঘাত সহ্য করতে সক্ষম : **ঘাতসহ**।
যা আতপ থেকেঁ ত্রাণ করে : **আতপত্র**।
যা আবরণ ভেদ করে বাহির হয় : **কোরক**।
যা আয়ুবর্ধক নয় : **অনায়ুষ্য**।
যা আরম্ভ হয়েছে : **আরব্ধ, প্রারব্ধ**।
যা আরোহণ করতে কষ্ট হয় : **দুরারোহ**।
যা ইচ্ছা তাই : **যাচ্ছেতাই**।
যা ইন্দ্রিয়গোচর নয় : **অপ্রত্যক্ষ**।
যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় : **অগোচর, অতীন্দ্রিয়, নির্বিষয়**।
যা ইন্দ্রিয়ে বা মনে ক্রমাগত এক রকম আঘাত করে : **একঘেয়ে**।
যা ইন্দ্রের হাতে থাকে : **কুলিশ**।
যা উড়ে যাচ্ছে : **উড়ন্ত, উড্ডীয়মান**।
যা উত্তপ্ত করা দরকার : **তপনীয়**।
যা উত্তমরূপে গৃহীত : **সুগৃহীত**।
যা উত্তমরূপে জানা গিয়েছে : **সুপরিজ্ঞাত, সুবিজ্ঞাত, সুবিদিত**।
যা উত্তমরূপে সিদ্ধ বা পাকা : **সুপক্ব**।
যা উপচিত হচ্ছে : **উপচীয়মান**।
যা উর্ধ্ব বা বক্রভাবে ব্যাপ্ত হয় : **তরঙ্গ**।
যা উর্ধ্বে ভেদ করে ওঠে : **উদ্ভিদ্**।
যা ঋজু নয় : **অনৃজু**।
যা এক চটির [চট্ট] অধিকার-ভুক্ত : **একচেটিয়া, একচেটে**।
যা এক ছত্রের [রাজার] অধিকার-ভুক্ত : **একচ্ছত্র**।
যা একজনকে হত্যা করে : **একঘ্নী**।
যা একটুও ভাঙে নি : **অটুট**।

যা একত্র [একত্রিত] করা হয় : **চয়**।
যা একদিনে সম্পন্ন করা যায় : **একাহিক**।
যা এক বছর বাঁচে : **বর্ষজীবী**।
যা একমাত্র এবং যার দ্বিতীয় নেই : **একমেবাদ্বিতীয়ম্**।
যা এক্তিয়ারের বহির্ভূত : **বে-এক্তিয়ার**।
যা এখনও অঙ্কুরিত হয়নি : **অনঙ্কুরিত**।
যা একরূপে বারবার উৎপন্ন [সংঘটিত] হয় : **পৌনঃপুনিক**।
যা এড়ানো বা পরিহার করা যায় না : **অপরিহার্য**।
যা ওপরে লেখা হয়েছে : **উপরিলিখিত**।
যাওয়া ও আসা : **গতাগতি, গতাগত, গতায়াত, গমনাগমন, যাতায়াত**।
যা কখনো জরাগ্রস্ত হয় না : **অজর**।
যা কখনো পুরাতন হয় না : **চিরনূতন, চিরনতুন, নিত্যনূতন**।
যা কথার দ্বারা প্রকাশিত : **বাচনিক**।
যা কদাচিৎ দেখা যায় : **বিরল**।
যা কম্পিত হচ্ছে : **কম্পমান**।
যা করতে বারণ করা হয়েছে : **নিষিদ্ধ**।
যা করা কষ্টকর : **দুষ্কর**।
যা করা দুঃসাধ্য : **দুষ্কর**।
যা কণ্ঠ আবৃত করে : **কণ্টু**।
যা কর্ণের পক্ষে পীড়াদায়ক : **শ্রুতিকটু, শ্রুতিকঠোর**।
যা কর্তব্য নির্ধারণের পথে নিয়ে যায় : **নীতি**।
যা কর্ষিত নয় : **নিকৃষ্ট**।

যা কলঙ্কের দ্বারা লিপ্ত : **কলঙ্কী, কলঙ্কিত**।
যা কলাপ্রাপ্ত হয় : **কলাপ**।
যা কল্পনা করা সহজ নয় বা কষ্টে কল্পনা করতে হয় : **কষ্টকল্পনা**।
যা কষ্টে অতিক্রম করা যায় : **দুরতিক্রম, দুরতিক্রম্য, দুরত্যয়**।
যা কষ্টে করা যায় : **কষ্টসাধ্য**।
যা কষ্টে কল্পনা করা যায় : **কষ্টকল্পনা**।
যা কষ্টে কল্পনা করা হয়েছে : **কষ্টকল্পিত**।
যা কষ্টে লাভ করতে হয় : **দুর্লভ**।
যা কাঁধকে রক্ষা করে : **অংসত্র**।
যা কাজে লাগানো যায় এমন : **ব্যবহারিক**।
যা কাদার দ্বারা লিপ্ত : **কর্দমাক্ত**।
যা কারোর দ্বারা বহন করা হয়েছে : **বাহিত, ঊঢ়**।
যা কুৎসিত রব [শব্দ] করে : **কঙ্কণ**।
যা কুপথে নিয়ে যায় : **দুর্নীতি**।
যা কুমুদকে বিকশিত করে : **কৌমুদী**।
যা কুষ্ঠ নাশ করে : **কুষ্ঠঘ্ন**।
যাকে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা করা হয়েছে : **প্রত্যুদ্গত**।
যাকে অগ্রে স্থাপন করা হয় : **পুরোধা**।
যাকে অবলম্বন করে বেদ রচিত হয়েছে : **বেদাশ্রয়**।
যাকে অবহেলা করা হয়েছে : **অবজ্ঞাত, অবহেলিত, পরাকৃত**।
যাকে অভিসম্পাত করা হয়েছে : **অভিশপ্ত, শপগ্রস্ত**।
যাকে আক্রমণ করা দুঃসাধ্য : **অনাক্রম,**

দুরাক্রম্য, দুরাক্রম।

যাকে আবৃত [গুপ্ত] করা হয়েছে : **প্রচ্ছন্ন।**

যাকে উপশম করানো হয়েছে : **শমিত।**

যাকে উপহাস করা হয়েছে : **উপহসিত।**

যাকে কন্যাদান করা হয় : **পাত্র।**

যাকে কষ্টে দমন করা যায় : **দুর্দম, দুর্দমনীয়।**

যাকে কিছুতেই দমানো বা বাগ মানানো যায় না : **অদম্য।**

যাকে কেবল দুগ্ধের দ্বারা পালন করতে হয় : **দুগ্ধপোষ্য।**

যাকে কোন কর্মে কোনরূপে আঘাত সহ্য করতে হয় না : **নিরঙ্কুশ।**

যাকে কোন কর্মে প্রেরণ করা হয় : **প্রেষ্য।**

যাকে কোন কাজে নিয়োগ করা যায় : **নিযোজ্য।**

যাকে কোনরূপ পাপ স্পর্শ করেনি : **নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, পবিত্র, অপাপবিদ্ধ।**

যাকে ক্লেশ দেওয়া হয়েছে : **ক্লিষ্ট।**

যাকে ক্ষান্ত করা হয়েছে : **নিরস্ত।**

যাকে চেনা যায় না : **অচিন।**

যাকে জয় করা দুঃসাধ্য : **দুর্জয়।**

যাকে জয় করা হয়েছে : **জিত।**

যা কেটে পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত হয় : **খড়্গ।**

যাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে : **নিমজ্জিত।**

যাকে ত্রাণ করা হচ্ছে : **ত্রায়মাণ।**

যাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে : **দণ্ডিত।**

যাকে দমন করা কষ্টকর : **দুর্দাম, দুর্দম, দুর্দান্ত, দুঁদে।**

যাকে দমন করা যায় না : **অদম্য।**

যাকে দমন করা হয়েছে : **দমিত, প্রদমিত।**

যাকে দান-গ্রহণে সম্মত করা হয়েছে : **প্রতিগ্রাহিত।**

যাকে দুগ্ধদ্বারা পালন করতে হয় : **দুগ্ধপোষ্য।**

যাকে দূর করা হয়েছে : **দূরীকৃত, দূরীভূত।**

যাকে দেখতে ভীষণ : **ভীষণদর্শন, ভীষণাকৃতি।**

যাকে দেখতে সুন্দর : **সুদর্শন, সুদর্শনা,** [স্ত্রী]।

যাকে দেখে পৃথিবীর সকলে হৃষ্ট হয় : **কুমুদ।**

যাকে [যে গাভীকে] দোহন করা হচ্ছে : **দুহ্যমান।**

যাকে দ্বেষ করা হয়েছে : **দ্বিষ্ট।**

যাকে ধরা যায় না : **অধরা।**

যাকে ধ্যান করা হয়েছে : **ধ্যাত।**

যাকে ধ্যানের মধ্যে লাভ করা যায় : **ধ্যানগম্য, ধ্যানলভ্য।**

যাকে নত করা যায় না : **অনমনীয়।**

যাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য : **দুর্বার, দুর্নিবার, দুর্নিবার্য।**

যাকে নিবারণ করা হচ্ছে : **বার্যমাণ।**

যাকে নিবৃত্ত করা হয়েছে : **নিবর্তিত।**

যাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি : **অনাহূত,**

অনিমন্ত্রিত।
যাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে : **নিমন্ত্রিত**।
যাকে নিয়োগ করা যায় : **নিযোজ্য**।
যাকে নিয়োগ করা হয়েছে : **নিযুক্ত**।
যাকে নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য : **দুর্নিরীক্ষ্য**।
যাকে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে বা যে নিরীক্ষিত হচ্ছে : **নিরীক্ষ্যমাণ**।
যাকে নির্বাচন করা হয়েছে : **নির্বাচিত**।
যাকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করা হয়েছে : **নিপীড়িত**।
যাকে নিষ্ঠুরভাবে পেষণ করা হয়েছে : **নিষ্পিষ্ট**।
যাকে নোয়ানো যায় : **নমনীয়**।
যাকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য : **দুর্ধর্ষ**।
যাকে পালন করতে হয় বা হবে : **পালনীয়**।
যাকে পালন করা হয়েছে : **পালিত**।
যাকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে : **পুরস্কৃত**।
যাকে পূজা করা কর্তব্য : **পূজিতব্য, পূজ্য**।
যাকে পূজা করা হয়েছে : **পূজিত**।
যাকে পোষণ করতে হয় : **পোষ্য**।
যাকে পোষ মানানো হয়েছে : **পোষা**।
যাকে প্রকৃষ্টরূপে দমন করা হয়েছে : **প্রদমিত**।
যাকে প্রণোদন দেওয়া হয়েছে : **প্রণোদিত**।
যাকে প্রতারণা করা হয়েছে : **প্রতারিত**।
যাকে প্রতিপালন করা হয়েছে : **প্রতিপালিত, প্রতিপালিতা** [স্ত্রী]।
যাকে প্রবেশ করান হয়েছে : **প্রবেশিত**।
যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে : **পৃষ্ট**।
যাকে প্রহার করা হয়েছে : **প্রহৃত**।
যাকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে : **পাত্যমান**।
যাকে বঞ্চনা করা যায় : **বঞ্চ্য, বঞ্চনীয়**।
যাকে বঞ্চনা করা হয়েছে : **বঞ্চিত**।
যাকে বধ করা হচ্ছে : **হন্যমান**।
যাকে বন্দীর মতো রাখা হয় : **বন্ধক**।
যাকে বন্ধন করা হয়েছে : **বদ্ধ**।
যাকে বরণ করা যায় : **বরেণ্য**।
যাকে বরণ করা যেতে পারে : **বৃত্য**।
যাকে বরণ করা হয়েছে : **বৃত**।
যাকে বর্জন করা হয়েছে : **বর্জিত**।
যাকে বর্ণনা করা যায় না : **অবর্ণনীয়, বর্ণনাতীত**।
যা কেবলমাত্র মুখে বলা হয় : **মৌখিক**।
যা কেবল সূচের দ্বারাই ভেদ করা যায় : **সূচীভেদ্য, সূচিভেদ্য, সূচীবেধ্য**।
যাকে বশ করা যায় না : **অবশ্য**।
যাকে বশ করা হয়েছে : **বশ্য, বশীকৃত, বশীভূত**।
যাকে বশীভূত করা যায় : **বশ্য**।
যাকে বহন করা যায় : **বহনীয়**।
যাকে বাতাস করা হয়েছে : **বীজিত**।
যাকে বাধা দেওয়া হয়েছে : **প্রত্যাহত, প্রতিহত**।
যাকে বায়ু স্পর্শ করে : **কীচক**।
যাকে বারণ করা কষ্টকর : **দুর্বার**।
যাকে বারণ করা যায় না : **নিবারণ**।
যাকে বাহির করে দেওয়া হয়েছে : **বহিষ্কৃত**।

যাকে বিদ্ধ করা হচ্ছে : **বিধ্যমান**।
যাকে বিদ্বেষ করা হয় : **বিদ্বিষ্ট**।
যাকে বিনষ্ট করা হয়েছে : **বিনশিত**।
যাকে বিনা বেতনে খাটতে হয় : **বেগার**।
যাকে বিনীত করা দুঃসাধ্য : **দুর্বিনীত**।
যাকে বিভক্ত করা হচ্ছে : **বিভজ্যমান**।
যাকে বিশেষভাবে দর্শন করা হচ্ছে : **বীক্ষ্যমাণ**।
যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে : **বিশ্বসিত**।
যাকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে : **বিসর্জিত**।
যাকে বেতন দিতে হয় : **বৈতনিক**।
যাকে বেতের ছড়ির দ্বারা প্রহার করা হয়েছে : **বেত্রাহত**।
যাকে বেষ্টন করা হয়েছে : **বেষ্টিত**।
যাকে ভজনা করা হচ্ছে : **ভজ্যমান**।
যাকে ভয় দেখানো হয়েছে : **ভীষিত**।
যাকে ভরণ করতে হয় : **ভৃত্য**।
যাকে ভাগ করতে হবে বা ভাগ করা যায় : **বিভাজ্য**।
যাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে : **ভ্রাম্যমাণ**।
যাকে মুক্ত করা হচ্ছে : **বিমুচ্যমান**।
যাকে যোগ্যরূপে আমন্ত্রণ করা হয়েছে : **সমাহূত**।
যাকে রং করা হয়েছে : **রক্ত, রঞ্জিত**।
যাকে লক্ষ্য করা কঠিন : **দুর্লক্ষ্য**।
যাকে লঙ্ঘন করা কঠিন : **দুর্লঙ্ঘ্য**।
যাকে শয়ন করানো হয়েছে : **শায়িত**।
যাকে শাপ দেওয়া হয়েছে : **শপ্ত**।
যাকে শাসন করা দুঃসাধ্য : **দুঃশাসন**।
যাকে শোষণ করা হয়েছে : **শোষিত**।
যাকে সংযত করানো হয়েছে : **নিয়মিত**।
যাকে সকলে [অমৃতের আকর বলে] পান করে : **বিধু**।
যাকে সহজে আছাড় দেওয়া যায় : **পটকা**।
যাকে সহজে শাসন করা যায় না : **দুঃশাসন**।
যাকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করা যায় : **মূর্তিমান**।
যাকে সাদা করা হয়েছে : **ধবলিত, ধবলীকৃত**।
যাকে সামলানো যায় না : **বেসামাল**।
যাকে সৃজন করা হচ্ছে : **সৃজ্যমান**।
যাকে সেলাই বা বয়ন বা রিপু করা হয়েছে : **স্যূত**।
যাকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে : **নির্বাসিত**।
যাকে স্মরণ করা হয়েছে : **স্মৃত**।
যাকে হত্যা করা হয়েছে : **নিহত, হত**।
যাকে হিংসা করা হয়েছে : **হিংসিত**।
যা কোন কিছুকে নিম্নে বা অন্তরে স্থান দেয় : **নিধান**।
যা কোন কিছুকে বিশেষিত করে : **বিশেষণ**।
যা কোন ব্যক্তি-সম্পর্কিত নয় : **নৈর্ব্যক্তিক**।
যা ক্রমশঃ ফেনাযুক্ত হচ্ছে : **ফেনায়মান**।
যা ক্রমশঃ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে : **হীয়মান**।

যা ক্রমাগত দীপ্তি পাচ্ছে : **দেদীপ্যমান**।
যা ক্রমাগত দুলছে : **দোদুল্যমান**।
যা ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে : **প্রসার্যমান**।
যা ক্রমিক পরম্পরা যুক্ত : **ধারাবাহিক, ধারানুক্রমিক**।
যা ক্বচিৎ দেখা যায় : **বিরলদৃষ্ট**।
যা ক্ষমতার বাইরে : **সাধ্যবহির্ভূত, সাধ্যাতিরিক্ত, সাধ্যাতীত**।
যা ক্ষয় পাচ্ছে : **ক্ষীয়মাণ**।
যা ক্ষয় পায় : **ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষয়শীল**।
যা ক্ষয় পেয়েছে : **ক্ষাম, ক্ষামা** [পৃথিবী], **ক্ষয়া, ক্ষয়িত, ক্ষীণ**।
যা ক্ষরিত হয় : **ক্ষীর**।
যা ক্ষরিত হয় না : **অক্ষর**।
যা ক্ষেপণ করা হচ্ছে : **ক্ষিপ্যমাণ**।
যা ক্ষেপণ করা হয়েছে : **ক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত**।
যা খনন করা হয়নি : **অখাত**।
যা খনন করা হয়েছে : **খনিত**।
যা খননের যোগ্য : **খন্য**।
যা খাদ্যে উষ্ণ হয় : **ওষ্ঠ**।
যা খাপ খায় না : **বেখাপ, বেখাপ্পা**।
যা খুব কষ্টেই সাধন বা সম্পন্ন করা যায় : **দুঃসাধ্য**।
যা খুব দূরবর্তী নয় : **অনতিদূর**।
যা খুব দূরে নয় : **নাতিদূর**।
যা খুব বিলম্বে নয় : **অনতিবিলম্বে**।
যা খুব বিস্তৃত নয় : **অনতিবিস্তৃত**।
যা খেতে ভালো লাগে না : **বিস্বাদ**।
যা খেলে বা শুঁকলে বমি পায় : **ছর্দন**।
যা গগনকে স্পর্শ করেছে : **গগনস্পর্শী**।
যা গঙ্গায় জন্মে : **গঙ্গজ**।
যা গণনার অযোগ্য : **নগণ্য**।
যা গণনার অসাধ্য : **অগণিত, অগণ্য**।
যা গতিশীল : **জঙ্গম**।
যা গভীর নয় : **অগভীর, ভাসা-ভাসা**।
যা গমন করতে পারে না : **নগ**।
যা গলানো যায় : **গলনীয়** [দ্রাব্য]।
যা গলানো যায় না : **অদ্রাব্য**।
যা গলে না : **অদ্রব**।
যা গাধাকেও লজ্জা দেয় : **রাসভ-নিন্দিত** [শ্রুতিকটু]।
যা গুঁড়ো করা হয়েছে : **চূর্ণিত**।
যা গোণা হয়নি : **অগণিত, অগুনতি**।
যা গোপনীয় নয় : **প্রকাশ্য**।
যা গ্রথিত করে রাখা হয় : **গ্রন্থ**।
যা ঘটবেই : **অবশ্যম্ভাবী, ভবিতব্য**।
যা ঘন নয় : **পাতলা**।
যা ঘন হয়ে আসছে : **ঘনায়মান**।
যা ঘুরছে : **ঘূর্ণায়মান**।
যা ঘোরানো হচ্ছে : **ঘূর্ণ্যমান, ঘূর্ণায়মান**।
যা চট করে লোকের মন ভোলায় : **চটক**।
যা চলছে : **চলৎ, চলন্ত** [চলমান— অশুদ্ধ]।
যা চারদিকে বিক্ষিপ্ত করা [বিকীর্ণ] হচ্ছে : **বিকীর্যমান**।
যা চিত্ত হরণ করে : **চিত্তহারী**।
যা চিন্তার উদ্রেক করে : **চিন্তাজনক**।
যা চিন্তার বিষয় নয় : **অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়**।
যা চিবিয়ে খাবার উপযোগী : **চর্ব্য**।

যা চুষে খাবার উপযোগী : **চূষ্য, চোষ্য।**

যা চূর্ণ করা হয়েছে : **চূর্ণীকৃত।**

যা চেটে খেতে হয় : **লেহনযোগ্য, লেহনীয়, লেহ্য।**

যা চেরা পটলের মতো : **পটলচেরা।**

যা চৈত্রমাসে উৎপন্ন : **চৈতালি, চৈতালী।**

যা ছকজাত নয় : **নিছক।**

'যাচ্ছি' 'যাব' এই ভাব : **গয়ংগচ্ছ।**

যা ছন্দোবন্ধনে রচিত : **ছন্দোবদ্ধ।**

যা ছাঁকা নয় : **আছাঁকা।**

যা ছাড় দেওয়া হয় : **ছুট।**

যা ছাতার মতো ছায়া করে : **ছতরি।**

যা ছিল তাই : **যথাপূর্ব।**

যা ছেদন করা দুঃসাধ্য : **দুশ্ছেদ্য।**

যা ছেদন করা যায় না : **অচ্ছেদ্য।**

যা ছেদিত হচ্ছে : **ছিদ্যমান।**

যা জগৎ-কে দলন করে : **জগদল, জগদ্দল।**

যা জপ করার যোগ্য : **জপ্য।**

যা জপ করা হয়নি : **অজপা।**

যা জমানো হয়েছে : **পুঞ্জীকৃত।**

যা জমে উঠেছে : **পুঞ্জীভূত।**

যা জয় করা যায় না : **অজেয়।**

যা জয়ের যোগ্য : **জেয়।**

যা জলকে হ্লাদিত করে : **কহ্লার।**

যা জলে ক্রীড়া করে : **ইরম্মদ।**

যা জলে জন্মে : **অব্জ, জলজ।**

যা জলে জীবিত ছিল : **জলজ্যান্ত।**

যা জলের দ্বারা দীপ্ত হয় : **ইরম্মদ।**

যা জানতে পারা যায় না : **অজ্ঞেয়, বোধাতীত।**

যা জানবার বিষয় : **বেদনীয়।**

যা জানলে সত্যজ্ঞান জন্মে : **বেদ।**

যা জানা আবশ্যক : **জ্ঞেয়, বেদ্য, বেদিতব্য।**

যা জানা কষ্টকর : **দুর্জ্ঞেয়।**

যা জানানো উচিত : **জ্ঞাপনীয়।**

যা জানা যায় : **বোধিতব্য।**

যা জানার যোগ্য : **বেদ্য।**

যা জায়ে [হিসাবে] বা স্থানে আঁটে না : **বেজায়।**

যা জিভ দিয়ে চেটে খাওয়া হয়েছে : **অবলীঢ়।**

যা জীর্ণ করা কষ্টকর : **দুর্জর।**

যা জুৎসই নয় : **বেজুত।**

যা 'জ্ঞানের অতীত : **বোধাতীত।**

যা জ্বলছে : **জ্বলন্ত।**

যা ঝড়ে উড়ে যায় বা ঝরে পড়ে যায় : **ঝড়তি-পড়তি, ঝরতি-পড়তি।**

যা ঝলমল করে ঝোলে ও ঝকমক করে : **ঝালর।**

যা ঝোলানো হয়েছে বা ঝুলছে : **বিলম্বিত।**

যা টের পাওয়া যায় নি : **বেমালুম।**

যা ঠিক ঠিক লাগে : **লাগসই।**

যা ঠিক নয় : **বেঠিক।**

যা ডালের মতো ঘন নয় : **ডাল্না।**

যা ডুবে যাচ্ছে : **ডুবন্ত, নিমজ্জমান।**

যা তর্ক সাধ্য নয় : **অতর্ক্য।**

যা তর্কিত নয় : **অতর্কিত।**

যা তর্কের দ্বারা স্থির করা যায় না : **অপ্রতর্ক্য**।

যা তাপাদি শক্তি সঞ্চালনের যোগ্য : **পরিবাহী**।

যা তিনের বা গুণত্রয়ের ক্রীড়াস্থান : **ত্রিদিব**।

যাতে অতিশয় গন্ধ : **অতিমোদ, অতিসৌরভ**।

যাতে অত্যধিক লবণের দ্বারা মিশ্রিত : **লবণপোড়া**।

যাতে অধিক ব্যয় হয় : **ব্যয়বহুল**।

যাতে অনেক গ্রন্থি আছে : **গ্রন্থিল**।

যাতে অন্তর বা অবকাশ নেই : **নিরন্তর, নিরবকাশ**।

যাতে অবগাহন করা দুঃসাধ্য : **দুরবগাহ**।

যাতে অভ্র বা মেঘ নেই : **নিরভ্র, নির্মেঘ**।

যাতে একটি মাত্র তান : **ঐকতান**।

যাতে একবার মাত্র মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে : **একমেটে**।

যাতে কম্পন নেই : **নিষ্কম্প**।

যাতে কাঁটা নেই : **অকণ্টক, নিষ্কণ্টক**।

যাতে কাজলের [কলঙ্কের] দাগ নেই : **নিরঞ্জন** [নিঃ + অঞ্জন]।

যাতে কামের বাস : **বসন্ত**।

যাতে কীট নিহত হয় : **কীটঘ্ন**।

যাতে কোন ফাঁক নেই : **নিশ্ছিদ্র**।

যাতে কোন দ্বন্দ্ব নেই : **নির্দ্বন্দ্ব**।

যাতে কোন নামের উল্লেখ নেই : **বেনামী**।

যাতে কোন বিরোধ নেই : **নির্বিরোধ**।

যাতে কোন বিসংবাদ নেই : **অবিসংবাদিত, অবিসংবাদী**।

যাতে কোন রন্ধ্র নেই : **নীরন্ধ্র**।

যাতে কোনরূপ আকার [আকৃতি] দেওয়া হয়নি : **নিরাকৃত**।

যাতে কোনরূপ ছেদ পড়ে না : **নিরবচ্ছিন্ন**।

যাতে কোনরূপ বিবাদ নেই : **নির্বিবাদ**।

যাতে কোনরূপ বৈচিত্র্য নেই : **বৈচিত্র্যহীন, সাদামাটা**।

যাতে কোনরূপ যুক্তি নেই : **যুক্তিহীন**।

যাতে খরচ নেই : **নিখরচা**।

যাতে গমন করতে হয় : **সরণি**।

যাতে গায়ে কাঁটা দেয় : **রোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর**।

যাতে চড়ে যাওয়া যায় : **বাহন, যান**।

যাতে চূর্ণ করা হয় : **পাষাণ**।

যাতে ছিদ্র আছে : **সচ্ছিদ্র, সছিদ্র**।

যাতে ছিদ্র নেই : **অচ্ছিদ্র, নিশ্ছিদ্র, নীরন্ধ্র**।

যাতে জল ধারণ করে : **জলধি**।

যাতে জল ধৃত হয় : **অব্ধি**।

যাতে জল বিদ্যমান : **সজল**।

যাতে জিহ্বা নিবৃত্তি হয় : **যতি,** [চিহ্ন]।

যাতে টোল নেই : **নিটোল**।

যাতে টোল পড়ে নি : **নিটোল**।

যাতে তথ্য নেই : **বিতথ্য**।

যাতে তরঙ্গ নেই : **নিস্তরঙ্গ**।

যাতে তিনটি শূল থাকে : **ত্রিশূল**।

যাতে তৈল রক্ষিত হয় : **তৈলাধার**।

যাতে দম [প্রাণবায়ু] বাহির হয়ে যায় : **বেদম**।
যাতে দীপ্তি ধৃত হয় : **ওষধি**।
যাতে দুঃখের উদ্ভব হয় : **দুঃখজনক**।
যাতে দোল দেওয়া হচ্ছে : **দোলায়িত**।
যাতে ধূম নেই : **নির্ধূম**।
যাতে নানা প্রকার রঙ্গ ও মজা আছে : **রঙ্গদার**।
যাতে নানা বর্ণের সমাবেশ : **রংবেরং, রঙবেরঙ**।
যাতে নামের অঙ্কন আছে : **নামাঙ্কিত**।
যাতে নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি চালানো যায় : **নাব্য**।
যাতে পদ্মাদি বপন করা যায় : **বাপি, বাপী**।
যাতে পা দিয়ে গাড়ি ইত্যাদিতে উঠতে হয় : **পাদানি**।
যাতে প্রাণের নতুন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে : **প্রাণিত**।
যাতে ফল উৎপন্ন হয় : **ফলপ্রসূ**।
যাতে ফল উৎপন্ন হয় না : **অফলপ্রসূ**।
যাতে ফল ধরে না : **নিষ্ফলা**।
যাতে ফল হয় না : **বিফল**।
যাতে বপন করা হয়নি : **অনুপ্ত**।
যাতে বর্ণমালার অনুক্রম রক্ষিত হয় : **বর্ণানুক্রমিক**।
যাতে বাণ থাকে : **তূণ, তূণীর**।
যাতে বাণ রেখে শর নিক্ষেপ করা হয় : **শরাসন**।
যাতে বাস্তব বা প্রত্যক্ষ বিষয় প্রধান : **বস্তুতন্ত্র**।
যাতে বিঘ্ন বা অত্যয় নেই : **নিরত্যয়, নির্বিঘ্ন**।
যাতে বিধান নেই : **অবিধান**।
যাতে বিবিধ বর্ণের সমাবেশ : **রঙচঙা, রঙচঙে, রঙদার**।
যাতে বিষয়সমূহ সংহিত বা একত্রীকৃত : **সংহিতা**।
যাতে বেতন পাওয়া যায় : **বৈতনিক**।
যাতে বিসংবাদ নেই : **অবিসংবাদিত, অবিসংবাদী**।
যাতে ব্যঞ্জনা নেই : **অব্যঙ্গ্য, অব্যঞ্জন**।
যাতে ভাঁজ আছে : **ভঙ্গিল**।
যাতে ভুল নেই : **নির্ভুল**।
যাতে মজা পাওয়া যায় : **মজাদার**।
যাতে মত্ততা হয় বা জাগে : **মদির**।
যাতে মধু নেই : **নির্মধু**।
যাতে মন স্থাপিত হয় : **অত্যাহিত**।
যাতে মন হৃষ্ট হয় : **সুরভি, সুরভী**।
যাতে মরণের সম্ভাবনা : **সমর**।
যাতে মলিনতা নেই : **নির্মল**।
যাতে মালিন্য নেই : **নির্মল**।
যাতে মুকুল হয়নি : **নির্মুকুল**।
যাতে [যার মধ্যে বা গর্ভে] রত্ন আছে : **রত্নগর্ভ**।
যাতে লজ্জা হয় বা জন্মে : **লজ্জাকর, লজ্জাজনক**।
যাতে লক্ষ্মী গমন করেন : **পদ্ম**।
যা তেলা অথচ কুঁচের মতো লাল এমন ফল : **তেলাকুচা**।

যাতে শব্দ করে : **কৌণ, কৌণা**।
যাতে শাসনচক্রের অন্ত হয় : **চক্রান্ত**।
যাতে শোক বিগত হয় : **বিশোক**।
যাতে শ্বাস বা প্রাণবায়ু বাহির হয়ে যায় : **বেদম**।
যাতে সকলের অধিকার স্বীকৃত : **এজমালি, এজমালী**।
যাতে সম্মতি দেওয়া হয়নি : **নামঞ্জুর**।
যাতে সহজে বোধগম্য হয় : **বিশদ**।
যাতে স্বর্ণাদি ঘষে পরীক্ষা করা হয় : **কষ, কষ্টিপাথর, নিকষ**।
যা ত্যাগ করা উচিত : **ত্যাজ্য**।
যাত্রাকালের মঙ্গলসূচক দ্রব্য : **যাত্রিক**।
যাত্রাকালোচিত অনুষ্ঠান : **প্রাস্থানিক, প্রায়াণিক**।
যাত্রাদলের অধ্যক্ষ : **অধিকারী**।
যাত্রার [সৈন্যদের] উপকরণাদি যে বহন করে : **অনুযাত্র**।
যাত্রার জন্যে নিষ্ক্রান্ত : **রওনা, রওয়ানা**।
যাত্রীদের সঙ্গের মালপত্র : **লটবহর**।
যাত্রীর নেতা বা সহচর : **সেথো**।
যা থেকে আর অতিশয় [বেশী] হয় না : **নিরতিশয়**।
যা থেকে কিছু বাহির হয়েছে : **নির্গত**।
যা থেকে ছাতা সরে গেছে : **অপচ্ছত্র**।
যা থেকে ছায়া সরে গেছে : **অপচ্ছায়**।
যা থেকে তীর নিক্ষেপ করা হয় : **ধনুক**।
যা থেকে ধান ঝেড়ে নেওয়া হয়েছে : **বিচালি**।
যা থেকে ধূম নির্গত হচ্ছে : **ধূমায়মান**।
যা থেকে পরম শুভ হয় : **সুভদ্র**।
যা থেকে পান করা হয় : **পাত্র**।
যা থেকে ভয় নেই : **অভয়**।
যা থেকে ভয় পাওয়া যায় : **ভীষ্ম**।
যা থেকে ভয় হয় : **ভীম**।
যা থেকে শঙ্কা দূর হয়েছে : **অপশঙ্ক**।
যা থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় : **শিক্ষাপ্রদ**।
যা থেকে হৃষ্ট হতে হয় : **সুরভি, সুরভী**।
যা দখল [অধিকার]-চ্যুত হয়েছে : **বেদখল**।
যা দগ্ধ হচ্ছে : **দহ্যমান**।
যা দগ্ধীভূত হচ্ছে : **দহ্যমান**।
যা দন্তে দেহে লীন হয় : **দম্ভোলি**।
যা দশবিধ পাপ হরণ করে : **দশহরা**।
যা গ্রহণ করান হয়েছে : **প্রতিগ্রাহীত**।
যা দাবির নির্ধারিত কাল অতিক্রম করেছে : **তামাদি**।
যা দিতে হয় বা দিতে হবে : **দেয়**।
যা দিয়ে আঘাত নিবারণ করা যায় : **তরবারি**।
যা দিয়ে কোন কিছু আঁচড়ান যায় : **নির্লেখন**।
যা দিয়ে গমনাগমন করা যায় : **পথ**।
যা দিয়ে গাত্র-মার্জনা বা গা মোছা হয় : **গামছা**।
যা দিয়ে চিহ্ন স্থাপন করা হয় : **নিশান, নিশানা**।
যা দিয়ে জিভ চেঁছে পরিস্কার করা হয় : **জিভছোলা, নির্লেখন**।

যা দিয়ে প্রহার করা হয় : **প্রহরণ**।
যা দিয়ে বাতাস করা হয় : **পাখা, ব্যজনী**।
যা দিয়ে ভূমি কর্ষণ করা হয় : **হল, লাঙ্গল**।
যা দীপ্ত করতে হবে বা যা দীপন করা দরকার : **দীপনীয়**।
যা দীপ্তি পাচ্ছে : **দীপ্যমান**।
যা দীপ্তি পায় : **কনক, দীপ**।
যা দীপিত [আলোকিত] করে : **দীপ**।
যা দীর্ঘকাল টিঁকে থাকতে পারে : **টেঁকসই**।
যা দুঃখ দেয় : **দুঃখদায়ক, দুঃখপ্রদ**।
যা দুঃখে আরোহণ করতে হয় : **দুরারোহ**।
যা দুঃখে সহ্য করা যায় : **দুঃসহ**।
যা দুই নয় : **অদ্বয়**।
যা দুধ বা দধি মন্থন করে পাওয়া যায় : **ননী, নবনী, নবনীত**।
যা দু'বার বলা হয়েছে : **দ্বিরুক্ত**।
যা দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে **দ্বিধীকৃত**।
যা দুলছে : **দোদুল, দোদুল্য, দোলায়িত, দোলায়মান**।
যা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করতে হয় : **সন্নাহ**।
যা দৃষ্ট নয় : **অদৃষ্ট**।
যা দৃষ্ট হয়েছে : **দৃষ্টিগোচর**।
যা দৃষ্টির দ্বারা অথবা আলোর দ্বারা ভেদ্য : **স্বচ্ছ**।
যা দৃষ্টির বহির্ভূত : **অদৃশ্য, নির্লক্ষ**।
যা দৃষ্টি রোধ করে না : **অচ্ছ**।

যা দেওয়ার অযোগ্য : **অদেয়**।
যা দেখা গিয়েছে : **দৃষ্ট**।
যা দেখা যাচ্ছে : **দৃশ্যমান**।
যা দেখা যায় : **দৃশ্য**।
যা দেখা যায় নি : **অদৃষ্ট**।
যা দেখার যোগ্য : **দ্রষ্টব্য**।
যা দেখা হয় নি : **অদেখা**।
যা দেখে ভয় হয় : **ভয়ঙ্কর**।
যা দেবার যোগ্য : **দেয়**।
যাদের অন্নপাকের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র : **পৃথগন্ন**।
যাদের ঠিক পরপর জন্ম : **পিঠাপিঠি**।
যাদের প্রতিপালন করতে হয় : **পোষ্য, পুষ্যি, প্রতিপাল্য**।
যাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে : **বিপ্রকৃষ্ট**।
যাদের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা অতি ঘনিষ্ঠ : **ওতপ্রোত**।
যাদের যৌবন চিরস্থায়ী : **চিরযৌবন, চিরযৌবনা** [স্ত্রী], **স্থিরযৌবন, স্থিরযৌবনা** [স্ত্রী]।
যাদের সদৃশ নেই : **বিসদৃশ**।
যাদের স্থায়ী বাসস্থান নেই : **ভবঘুরে, যাযাবর**।
যা দেরীতে ফলে : **নাবী**।
যা দোলে : **দোলক**।
যা দোহন করা হয়েছে : **দুগ্ধ**।
যা দ্রবীভূত করে : **দ্রাবণ**।
যা দ্রুত গড়িয়ে চলে : **সলিল**।
যা ধূম উদ্‌গিরণ করছে : **ধূমায়মান**।
যা ধৌত করা যায় : **ধৌতি, ধৌতি**।

যা ধ্বংস করা হয়েছে : **ধ্বংসিত, ধ্বস্তিত, ধ্বস্ত।**

যা ধ্বংস করে : **ধ্বংসী।**

যা নড়ে না : **অনড়, নিনড়।**

যা নদী থেকে জাত : **নাদ্য।**

যানবাহনের আরোহী : **সওয়ারী।**

যা নষ্ট হয় : **নশ্বর।**

যা নানা দ্রব্যের মিশ্রণজাত : **পাঁচমিশালী, পাঁচমিশেলী।**

যা নানা প্রকাব বর্ণ যুক্ত : **বিচিত্র।**

যা নানা প্রকার রঙে রঙীন : **রঙদার।**

যা নানা বর্ণের সংযোগ ঘটায় : **কল্মাষ।**

যা নিজের অধিকারের বহির্ভূত, তার চর্চা : **অনধিকার-চর্চা।**

যা নিন্দার যোগ্য : **নিন্দনীয়, নিন্দার্হ।**

যা নিবারণ করা যায় বা নিবারণ করা উচিত : **নিবার্য।**

যা নিবারণ করা যায় না : **অনিবার্য।**

যা নিবেদন করতে হবে বা যা নিবেদন করা উচিত : **নিবেদনীয়, নিবেদ্য।**

যা নিভে যাবার উপক্রম করছে : **নিবুনিবু, নির্বাপিত-প্রায়, নিভন্ত।**

যা নিয়ত গতিশীল : **জঙ্গম।**

যা নিয়ত গমনশীল : **জগৎ।**

যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে : **নিয়ন্ত্রিত।**

যা নির্গত হচ্ছে : **বাহ্যমান।**

যা নির্ণয় করা হয়েছে : **নির্ণীত।**

যা নির্ণয়ের যোগ্য : **নির্ণেয়।**

যা নির্দিষ্ট ঋতুতে জন্মায় ও বেঁচে থাকে : **মরশুমী।**

যা নির্দেশ করা হয়েছে : **নির্দিষ্ট।**

যা নির্দোষ : **অনবদ্য।**

যা নির্মাণ করা হয়েছে : **নির্মিত।**

যা নির্মিত হচ্ছে : **নির্মীয়মাণ।**

যা নিষেধ করা হয়েছে : **নিষিদ্ধ।**

যা নীচে লেখা আছে : **নিম্নলিখিত।**

যা নীত হচ্ছে : **নীয়মান।**

যা নীরস ও চোখের পীড়াদায়ক : **ক্যাটকেঁটে।**

যা নেই, তা নির্মাণ : **সর্জন, সৃজন, সৃষ্টি।**

যা নেওয়া হয়েছে : **নীত।**

যা নেভে না : **অনির্বাণ।**

যা নোয়ানো যায় : **নমনীয়, নম্য।**

যা নৌকার দ্বারা পার হতে হয় : **নাব্য, নৌতার্য।**

যা ন্যায়নীতির অনুসারী : **ন্যায়সঙ্গত, ন্যায়সম্মত, ন্যায্য।**

যা ন্যায়নীতির দ্বারা সমর্থিত : **ন্যায্য।**

যা পক্ষকাল অন্তর অন্তর সংঘটিত বা প্রকাশিত হয় : **পাক্ষিক।**

যা পচে গলে গেছে : **পচাগলা।**

যা পচে যায় : **পচনশীল।**

যা পছন্দ নয় : **অপছন্দ, নাপসন্দ।**

যা পঞ্চভূতের দ্বারা সৃষ্ট নয় : **অপ্রাকৃত।**

যা পড়া দুঃসাধ্য : **দুরধ্যয়, দুষ্পাঠ্য।**

যা পড়ার অযোগ্য : **অপাঠ্য।**

যা পড়া হচ্ছে : **অধীয়মান।**

যা পড়া হয়ে গেছে : **অধীত, পঠিত।**

যা পড়ে আছে : **পতিত।**

যা পড়ে আসছে : **পড়ন্ত**।

যা পড়ে গেছে : **পতিত**।

যা পড়ে যাচ্ছে : **পড়ন্ত**।

যা পড়ে যায় : **পত্র**।

যা পতিত হবার উপক্রম করেছে : **পতনোন্মুখ**।

যাপন করে যে : **যাপক**।

যা পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব আনয়ন করে : **বিপ্রকর্ষ**।

যা পরাতে [বায়ুতে] গমন করে : **পরাগ**।

যা পরিচ্ছদ যুক্ত : **পরিচ্ছন্ন**।

যা পরিধান করা হয়েছে : **পরিহিত, পিনদ্ধ**।

যা পরিধানের যোগ্য : **পরিধেয়**।

যা পরিবর্তিত হয় : **অধ্রুব, অনিত্য, পরিবর্তনশীল**।

যা পরিমাণের যোগ্য : **পরিমেয়**।

যা পরিশোধ করা উচিত : **পরিশোধ্য**।

যা পরিহারের যোগ্য : **পরিহার্য**।

যা পরিহারের যোগ্য নয় : **অপরিহার্য**।

যা পর্বতসমূহের পক্ষচ্ছেদ করেছে : **কুলিশ, কুলীশ**।

যা পর্যায় অনুসারে সংঘটিত হয় : **পর্যাবৃত্ত**।

যা পশুর দ্বারা হিংসিত হয় : **দূর্বা**।

যা পশ্চাতে জুড়ে দেওয়া হয় : **লেজুড়**।

যা পাওয়া দুঃসাধ্য : **দুষ্প্রাপ্য**।

যা পাক করা হয়েছে : **পক্ব**।

যা পাকের যোগ্য : **পাচ্য**।

যা পাট দিয়ে তৈরী : **পেটো**।

যা পাঠ করাতে হবে : **পঠিতব্য, পাঠ্য**।

যা পাঠ করবার উপযুক্ত : **পঠনীয়, পাঠ্য**।

যা পাঠ করা হচ্ছে : **পঠ্যমান**।

যা পাঠ করা হয় : **পাঠ্য**।

যা পাঠানো হয়েছে : **প্রেষিত, প্রেরিত**।

যা পাঠাবার মতো : **প্রেষ্য**।

যা পাতা হয়েছে : **পাতিত**।

যা পাথরে পরিণত : **প্রস্তরীভূত**।

যা পান করা হয়েছে : **পীত**।

যা পান করে শেষ করে ফেলা হয়েছে : **নিপীত**।

যা পানাহারে রুচি আনে : **রুচিকর**।

যা পানের যোগ্য : **পানীয়**।

যা পার হওয়া দুঃসাধ্য : **দুস্তর**।

যা পালন করা উচিত : **পালনীয়, পাল্য**।

যা পিণ্ডাকার করা হয়েছে : **পিণ্ডিত**।

যা পিধানে রক্ষিত : **পিহিত**।

যা পুঁথিতেই আবদ্ধ : **পুঁথিগত**।

যা পুনঃ পুনঃ জ্বলছে : **জাজ্বল্যমান**।

যা পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে : **দেদীপ্যমান**।

যা পুনঃ পুনঃ দুলছে : **দোদুল্যমান**।

যা পুরুষপ্রমাণ থেকে ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় : **খর্ব**।

যা পুরুষের প্রয়োজন-সাধক : **পুরুষার্থ**।

যা পুষ্টি দান করে : **পুষ্টিকর**।

যা পূর্ণ করা হয়েছে : **পূরিত**।

যা পূর্বে অনুভব করা যায় নি

: **অননুভূত-পূর্ব**।
যা পূর্বে ঘটেনি : **অভূতপূর্ব**।
যা পূর্বে চিন্তা করা যায় নি : **অচিন্তিতপূর্ব**।
যা পূর্বে ছিল কিন্তু এখন নেই : **অতীত**।
যা পূর্বে দেখা গিয়েছে : **দৃষ্টপূর্ব**।
যা পূর্বে প্রত্যক্ষ ছিল না, এখন প্রত্যক্ষ করা হয়েছে : **প্রত্যক্ষীভূত**।
যা পূর্বে ভাবা যায় না : **অভাবনীয়**।
যা পূর্বে ভাবা যায় নি : **অভাবিতপূর্ব**।
যা পূর্বে ভোগ করা হয়েছে : **পূর্বভুক্ত**।
যা পূর্বে হয়নি : **অপূর্ব**।
যা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করেছে : **বিশ্বব্যাপী**।
যা পেষণ করা হয়েছে : **পিষ্ট**।
যা পোঁতা হয়েছে : **প্রোথিত**।
যা পোড়ানো যায় না : **অদাহ্য**।
যা প্রকাশ লাভ করেছে : **প্রকাশিত**।
যা প্রকাশিত হচ্ছে : **প্রকাশমান**।
যা প্রকাশের যোগ্য : **প্রকাশ্য, প্রকাশিতব্য**।
যা প্রকৃত বিদ্যা নয় : **অবিদ্যা**।
যা প্রকৃষ্ট দীপ্তিযুক্ত : **প্রভাত**।
যা প্রচলন করা হয়েছে : **প্রচলিত**।
যা প্রচার করা হয়েছে : **প্রচারিত**।
যা প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়েছে : **প্রতিহত**।
যা প্রতিবিধানের অযোগ্য : **অপ্রতিবিধেয়**।
যা প্রতিবিম্ব ধারণে সক্ষম : **স্বচ্ছ**।
যা প্রতিরোধ করা হয়েছে : **প্রতিরুদ্ধ**।
যা প্রতিষেধ [নিবারণ] করে : **প্রতিষেধক**।
যা প্রতিসংহার করা হয়েছে : **প্রতিসংহৃত**।
যা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে : **প্রত্যর্পিত**।
যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে : **প্রত্যাখ্যাত**।
যা [বা যে] প্রত্যাবর্তন করেছে : **প্রত্যাবৃত্ত**।
যা প্রত্যাশা করা হয়েছে : **প্রত্যাশিত**।
যা প্রত্যাহার করা হয়েছে : **প্রত্যাহৃত**।
যা প্রদত্ত বা বিতরিত হচ্ছে : **দীয়মান**।
যা প্রদর্শন করা হয়েছে : **প্রদর্শিত**।
যা প্রদান করা হয়েছে : **প্রদত্ত**।
যা প্রদান করে : **প্রদ, প্রদা** [স্ত্রী]।
যা প্রবাহিত হচ্ছে : **প্রবহৎ, প্রবহমান**।
যা প্রমাণ করা হয়েছে : **প্রমাণিত**।
যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে : **প্রমাণসাপেক্ষ**।
যা প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত : **প্রমাণসিদ্ধ**।
যা প্রয়োগ করার যোগ্য : **প্রযোজ্য**।
যা প্রয়োগ করা হচ্ছে : **প্রযুজ্যমান**।
যা প্রয়োগ করা হয়েছে : **প্রযুক্ত**।
যা প্রসার লাভ করে : **প্রসারী**।
যা প্রসার লাভ করেছে : **প্রসারিত**।
যা প্রসারিত করা যায় : **প্রসার্য**।
যা প্রসারিত হচ্ছে : **প্রসার্যমান**।
যা প্রান্ত প্রাপ্ত হয় : **অন্ত্য**।
যা প্রায় নিবে যাচ্ছে : **নির্বাপিত-প্রায়, নির্বাণোন্মুখ, নিবু-নিবু, নিবন্ত**।
যা প্রায় ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েছে : **ভগ্নপ্রায়**।
যা প্রার্থনা করা হয়েছে : **প্রার্থিত**।
যা প্রীতি উৎপাদন করে : **অনুরঞ্জক**।
যা প্রেরণ করা হয়েছে : **প্রেরিত,**

প্রেষিত।

যা ফল দেয় : **ফলপ্রদ**।

যা ফলে পরিণত করা হয়েছে : **সফলীকৃত**।

যা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে : **প্রত্যাহৃত**।

যা ফুটছে : **ফুটন্ত**।

যা ফুরায় না : **অফুরন্ত, অফুরান**।

যা ফেনাময় হচ্ছে : **ফেনায়মান**।

যা ফেনা যুক্ত : **ফেনিল, সফেন**।

যা ফেলে দেওয়া হচ্ছে : **পাত্যমান**।

যা ফেলে দেবার যোগ্য : **ফেলনা**।

যা ফোটার বা বিকশিত হবার উপক্রম করেছে : **স্ফুটনোন্মুখ**।

যাবজ্জীবন দাসত্ব করার জন্য যাকে ক্রয় করা হয়েছে : **ক্রীতদাস**।

যাবজ্জীবন সধবা নারী : **জন্ম-এয়স্ত্রী, জন্ম-এয়তী, জন্মায়তি**।

যা বছরে সব সময়ই হয় : **বারমেসে**।

যা বনবন শব্দ করে লক্ষ্যের অভিমুখে গমন করে : **বাণ**।

যা বন্ধকরূপে প্রদত্ত বা গৃহীত : **বন্ধকী**।

যা বন্ধন করা হয়েছে : **পিনদ্ধ**।

যা বন্ধন করে রাখা হয় : **পুস্ত, পুস্তক**।

যা বপন করা হয়েছে : **উপ্ত**।

যা বপন করা হয় নি : **অনুপ্ত**।

যা বয়ে যাচ্ছে : **বহতা, বহমান, প্রবহমান**।

যা বর্জনের যোগ্য : **বর্জনীয়, বর্জ্য**।

যা বর্ণনা করতে হবে : **বর্ণনীয়**।

যা বর্ণনা করা যায় : **বর্ণনীয়**।

যা বর্ণনা করা হয়েছে : **বর্ণিত**।

যা বর্ণনার যোগ্য : **বর্ণনীয়**।

যা বর্ষকালে একবার অনুষ্ঠিত বা প্রকাশিত হয় : **বার্ষিকী**।

যা বর্ষকালের জন্যে নির্দিষ্ট : **বার্ষিক**।

যা বর্ষণ করে : **বর্ষী**।

যা বলতে ইচ্ছা করা হয়েছে : **বিবক্ষিত**।

যা বলতে হবে : **বক্তব্য**।

যা বলবার যোগ্য : **বক্তব্য**।

যা বলা যায় : **বাণী**।

যা বলা যায় না বা উচিত নয় : **অকথ্য**।

যা বলার মতো : **অনবদ্য**।

যা বলার যোগ্য : **বক্তব্য**।

যা বলা হচ্ছে : **বক্ষ্যমাণ**।

যা বস্তায় ভরে বেঁধে রাখা হয়েছে : **বস্তাবন্দি**।

যা বহন করা দুঃসাধ্য : **দুর্বহ**।

যা বহুদূর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে : **বর্তনী, বর্ত্ম**।

যা বহুকাল ধরে প্রচলিত : **সনাতন**।

যা বহুদিন বস্তায় থেকে নষ্ট হয়ে গেছে : **বস্তাপচা**।

যা বহুবিষয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে : **ব্যাপক**।

যা বাক্য ও মনের গোচর নয় : **অবাঙ্‌মনসগোচর**।

যা বাড়ানো হয়েছে : **বর্ধিত**।

যা বাজানো হয় : **বাদন, বাদ্যযন্ত্র, বাদিত্র**।

যা বাতাসকে আটকায় : **কপাট**।

যা বাদ দেওয়া হয়েছে : **ব্যবকলিত**।

যা বাধা সৃষ্টি করে : **প্রতিবন্ধক**।

যা বাম দিকে ঘোরে : **বামাবর্ত**।

যা বায়ুর দ্বারা দলিত হয় : **কদল** [কদলী] **কদলক, কদলীকা**।

যা বায়ুর বেগ সহনশীল [সহ্য করতে পারে] : **বাতসহ**।

যা বারবার ঘটে : **পৌনঃপুনিক**।

যা বারবার দুলছে : **দোলায়মান**।

যা বাস্তব না হয়েও বাস্তবরূপে প্রতীয়মান : **প্রতিভাসিক**।

যা বাস্তবের সদৃশ করা হয় : **প্রতিকৃতি**।

যা বাহির হয়েছে : **বহির্গত**।

যা বাহির হয়ে গেছে : **বহির্গত, বহিষ্ক্রান্ত**।

যা বিকল নয় : **অবিকল**।

যা বিকল্পে সিদ্ধ : **বৈকল্পিক**।

যা বিকাশ লাভ করছে : **বিকশিত, বিকসিত**।

যা বিকীর্ণ হচ্ছে : **বিকীর্যমান**।

যা বিকৃত নয় : **অবিকৃত**।

যা বিক্রয় করা হবে : **বিক্রেয়**।

যা বিক্রয় করা হয় নি : **অকৃতবিক্রয়**।

যা বিক্রয় করা হয়েছে : **বিক্রীত**।

যা বিক্ষিত [বিশেষভাবে দৃষ্ট] হচ্ছে : **বীক্ষ্যমাণ**।

যা বিচার করা হচ্ছে : **বিচারাধীন**।

যা বিচার বা অনুমানের দ্বারা স্থির করা যায় : **প্রতর্ক্য**।

যা বিচারের যোগ্য : **বিচার্য**।

যা বিচ্ছিন্ন নয় : **অবিচ্ছিন্ন**।

যা বিচ্যুত নয় : **অবিচ্যুত**।

যা বিতর্কিত নয় : **অবিতর্কিত**।

যা বিদিত নয় : **অবিদিত**।

যা বিদেশ থেকে এসেছে : **বিদেশাগত**।

যা বিদ্ধ নয় : **অবিদ্ধ**।

যা বিদ্যমান নয় : **অবিদ্যমান**।

যা বিদ্যমান রয়েছে : **বর্তমান**।

যা বিধিসম্মত : **বিহিত, বৈধ**।

যা বিধিসম্মত নয় : **অবিধেয়, অবিহিত, অবৈধ**।

যা বিনা আয়াসে জপ করা যায় : **অজপা**।

যা বিনামূল্যে দেওয়া হয় : **দাতব্য**।

যা ভাগ করা যায় : **ভাজ্য**।

যা বিনাশ করে : **বিনাশক, বিনাশী, বিনাশিনী** [স্ত্রী]।

যা বিনিয়োগ করা হয়েছে : **বিনিযুক্ত, বিনিয়োজিত**।

যা বিপরীত দিকে প্রতিকূলে গমন করে : **প্রতিসারী**।

যা বিবাদের বিষয় : **বিবাদী**।

যা বিবেচনা করা হয়েছে : **বিবেচিত**।

যা বিবেচনার যোগ্য : **বিবেচ্য**।

যা বিভক্ত করা হচ্ছে : **বিভজ্যমান**।

যা বিযুক্ত করা হয়েছে : **বিয়োজিত**।

যা বিরহীকে দুঃখিত করে : **কদম্ব**।

যা বিরাজ করছে : **বিরাজমান**।

যা বিলয় প্রাপ্ত হয়েছে : **বিলীন**।

যা বিশুদ্ধ নয় : **অবিশুদ্ধ**।

যা বিশেষভাবে ঈক্ষণ করা হয়েছে : **বীক্ষিত**।

যা বিশেষভাবে উত্তমরূপে গুঁড়া করা হয়েছে : **বিচূর্ণিত**।
যা বিশেষভাবে দর্শনের যোগ্য : **বীক্ষণীয়**।
যা বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে : **বিমৃষ্ট**।
যা বিশেষভাবে মুগ্ধ করে : **বিমোহন**।
যা বিশোধন করা হয়েছে : **বিশোধিত**।
যা বিশ্বনরের জঠরে অনল-রূপে বিরাজ করে : **বৈশ্বানর**।
যা বিশ্বাস করা যায় : **বিশ্বাস্য**।
যা বিষদ্বারা মিশ্রিত : **বিষদিগ্ধ**।
যা বিষের ক্রিয়া বিনষ্ট করে : **বিষঘ্ন, বিষনাশক, বিষহর**।
যা বিষের দ্বারা দূষিত : **বিষদুষ্ট**।
যা বিস্তৃত করা হয়েছে : **বিস্তারিত**।
যা বিস্তৃত হয় : **বন**।
যা বিস্ময় উৎপাদন করে : **বিস্ময়কর, বিস্ময়জনক**।
যা বীক্ষণের যোগ্য : **বীক্ষণীয়**।
যা বুঝতে পারা কঠিন : **দুর্বোধ্য**।
যা বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় : **বুদ্ধিগম্য**।
যা বৃক্ষাদি বেষ্টন করে উর্ধ্বে বা মাটিতে বিস্তৃত হয় : **লতা**।
যা বৃক্ষাদি ভগ্ন করে : **প্রভঞ্জন**।
যা বৃক্ষাদির দ্বারা আবৃত : **কটক**।
যা বৃদ্ধি করে : **বর্ধক, বর্ধন, বর্ধয়িতা**।
যা বৃদ্ধি পাচ্ছে : **বাড়ন্ত, বর্ধমান, বর্ধিষ্ণু, বৃহৎ**।
যা বৃদ্ধি পায় : **ঋণ**।
যা বৃদ্ধি পেয়েছে : **বর্ধিত, বর্ধিষ্ঠ, পীন, পীবর**।
যা বেধনের যোগ্য : **বেধনীয়**।
যা বেলাভূমিকে অতিক্রম করে যায় : **বেলাতিগ, উদ্বেল**।
যা বেশী ঠাণ্ডা নয়, বেশী গরমও নয় : **নাতিশীতোষ্ণ**।
যা বেশী নয় : **অনতি, অনধিক**।
যা বোঁটা থেকে খসে পড়েছে : **বৃন্তচ্যুত**।
যা বোঝা শক্ত : **দুর্বোধ্য**।
যা বোধ হচ্ছে : **প্রতীয়মান**।
যা ব্যক্ত নয় : **অব্যক্ত**।
যা ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে : **ব্যবচ্ছিন্ন**।
যা ব্যবধানে অবস্থিত নয় : **অব্যবহিত**।
যা ব্যবহার করা হয়েছে : **ব্যবহৃত**।
যা ব্যবহারের যোগ্য : **ব্যবহার্য, ব্যবহর্তব্য**।
যা ব্যয়ের অপেক্ষা রাখে : **ব্যয়-সাপেক্ষ**।
যা ব্যয়ের দ্বারা সাধ্য : **ব্যয়সাধ্য**।
যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে : **ব্যাখ্যাত**।
যা ব্যাখ্যার যোগ্য : **ব্যাখ্যেয়**।
যা ব্যাধি ইত্যাদির দ্বারা নষ্ট হয় : **শরীর**।
যা ব্যাপকভাবে আবির্ভূত : **প্রাদুর্ভূত**।
যা ব্যাপ্ত করে : **ব্যাপক**।
যা ব্যাসের প্রণীত : **বৈয়াসিক, বৈয়াসক**।
যা ভক্ষণ করা যায় : **ভক্ষ্য, খাদ্য**।
যা ভক্ষণ করা হয়েছে : **ভক্ষিত**।
যা ভক্ষণের যোগ্য : **ভক্ষ্য, ভক্ষণীয়**।
যা ভঙ্গ করা হয় : **বিভঙ্গ**।
যা ভবিষ্যতে ঘটবে বা হবে : **ভাবী, ভবিষ্য, ভবিষ্যৎ, হবু**।

যা ভয় প্রদর্শন করে : **বিভীষিকা**।

যা ভয়ের উৎপাদন করে : **ভয়াবহ**।

যা ভাগ করার যোগ্য : **বিভাজ্য**।

যা ভাগ করা হয়েছে : **বিভক্ত**।

যা ভার-সহনে সক্ষম : **ভারসহ**।

যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না : **ভাষাতীত**।

যা ভাসছে : **ভাসন্ত, ভাসমান, প্লবমান**।

যা ভিন্ন দেশে জাত : **বৈদেশিক**।

যা ভূতলে গড়াগড়ি যাচ্ছে : **বিলুণ্ঠিত**।

যা ভেদ করা দুঃসাধ্য : **দুর্ভেদ্য**।

যা ভেদ করা হচ্ছে : **ভিদ্যমান**।

যা ভেদ করে : **ভেদক, ভেদী**।

যা [মাটি] ভেদ করে ওঠেনি : **অনুদ্ভিন্ন, অনুদ্গত**।

যা ভোগ বা আহার করা হয়েছে : **ভুক্ত, ভুজিত**।

যা ভোগের [উপভোগের] যোগ্য : **ভোগার্হ**।

যা ভোজন করা হয়েছে : **ভুক্ত**।

যা ভোলায় : **ভোলানো**।

যাম [প্রহর] আছে যার [স্ত্রী] : **যামিনী**।

যা মঞ্জুর হয় নি : **অমঞ্জুর, না-মঞ্জুর**।

যা মধ্যে স্থিত : **অন্তঃস্থ, মধ্যস্থ**।

যা মনকে আকর্ষণ বা গ্রহণ করে : **মনোগ্রাহী**।

যা মনকে আকৃষ্ট বা মুগ্ধ করে না : **নীরস**।

যা মনকে মাতায় : **মনমাতানে, মনমাতানো**।

যা মনকে মুগ্ধ করে : **মনোমুগ্ধকর**।

যা মনকে লুব্ধ করে : **মনোলোভা**।

যা মন হরণ করে : **মনোহর, মনোহারি, মনোহারী, মণিহারী**।

যা মনে প্রীতি দান করে [স্ত্রী] : **রঞ্জনী**।

যা মন্দভাবে কর্ষিত : **অপকৃষ্ট**।

যা মরুভূমিতে জন্মে : **মরুসম্ভব, মরুবক, মরুবক**।

যা মর্মকে আঘাত করে : **মর্মঘাতী**।

যা মর্মকে পীড়িত করে : **মর্মপীড়, মর্মন্তুদ্**।

যা মর্মকে ভেদ করে : **মর্মভেদী**।

যা মর্মকে স্পর্শ করে : **মর্মস্পর্শী**।

যা মর্মের অন্তিক : **মর্মান্তিক**।

যা মাথায় শোভা পায় : **কচ** [চুল]।

যা মাথার উষ্ণতা দূর করে : **উষ্ণিক, উষ্ণীষ**।

যা মানানসই নয় : **বেমানান**।

যা মানায়, শোভা পায় বা সুন্দর দেখায় : **মানানসই**।

যা মানুষের কৃত : **পৌরুষেয়**।

যা মিথ্যা [ছল] নয় : **অকৈতব**।

যা মিলিয়ে গেছে : **বিলীন**।

যা মিলিয়ে যাচ্ছে : **বিলীয়মান**।

যা মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে : **মুখবাসন**।

যা মুদ্রিত হয়ে আসছে : **মুদ্রিতপ্রায়, নিমীলিত-প্রায়**।

যা মূল থেকে [সমূলে] উৎপাটিত : **নির্মূল**।

যা মোচড়ানো হয়েছে : **ব্যাবর্তিত**।

যা মোটেই নরম হয় না : **দুর্মর**।
যা ম্লান হচ্ছে : **ম্লানায়মান**।
যা ম্লান হয়ে আসছে : **ম্লায়মান**।
যা যাজ্ঞিকগণের দ্বারা কৃত হয় : **ক্রতু**।
যা যাপন করা হয়েছে : **যাপিত**।
যা যাপনের যোগ্য : **যাপনীয়, যাপ্য**।
যা যুক্তির দ্বারা যুক্ত : **যুক্তিযুক্ত**।
যা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত : **যুক্তিসংগত, যুক্তিসম্মত, যুক্তিসহ**।
যা শব্দ করে : **কাক**।
যাঁর ইন্দ্রিয়-জাত জ্ঞান অধঃ [হীন] : **অধোক্ষজ**।
যাঁর উপাসনা করা হচ্ছে : **ভজ্যমান**।
যাঁর কেশ ব্যোমে [আকাশে] অভিব্যাপ্ত : **ব্যোমকেশ** [শিব]।
যাঁর পাদ [পা] চিত্রবর্ণ : **কল্মাষপাদ**।
যাঁর প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি স্থির হয়েছে : **স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতধী**।
যাঁর বাক্য বাণ তুল্য : **গীর্বাণ**।
যাঁর বাক্য সংযত : **সংযতবাক্**।
যাঁর বাক্য সফল [স্ত্রী] : **সুবচনী**।
যাঁর ব্রত দেবতুল্য : **দেবব্রত**।
যাঁর মধ্যে বহুগুণের সমাবেশ : **গুণগ্রাম, গুণাকর**।
যাঁর স্বপদ থেকে চ্যুতি নেই : **অচ্যুত**।
যাঁর হস্তাক্ষর সুন্দর : **সুলেখক**।
যার অক্ষর-জ্ঞান নেই : **নিরক্ষর**।
যার অক্ষর-জ্ঞান হয়েছে : **সাক্ষর**।
যার অক্ষি বিরূপ : **বিরূপাক্ষ**।
যার অঙ্গকান্তি সুন্দর : **সুকান্ত**।
যার অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ : **শ্যাম, শ্যামাঙ্গ**।
যার অঙ্গ [অবয়ব] মৃত্তিকা নির্মিত : **মৃদঙ্গ**।
যার অঙ্গে ত্রুটি বা দেহের কোন অঙ্গ নেই : **বিকলাঙ্গ**।
যার অতিরিক্ত সাহস : **দুঃসাহস, দুঃসাহসী**।
যার অনুভূতি বেশী : **ভাবপ্রবণ**।
যার অনুমতি দেওয়া হয়নি : **অননুমত**।
যার অনুরাগ তিরোহিত : **বিরক্ত, বীতরাগ**।
যার অনুরাগ হলুদরঙের মতো ক্ষণস্থায়ী : **হরিদ্রারাগ**।
যার অনুষ্ঠান হয়নি : **অননুষ্ঠিত**।
যার অন্ত অত্যন্ত কষ্টকর : **দুরন্ত**।
যার অন্তর হিংসাপূর্ণ : **বিষকুম্ভ**।
যার অন্তরাল নেই : **নিরন্তরাল**।
যার অন্ন বা খাদ্য নেই : **নিরন্ন**।
যার অন্য উপায় নেই : **অনন্যোপায়**।
যার অন্য কর্ম নেই : **অনন্যকর্মা, অনন্যবৃত্তি**।
যার অন্য গতি নেই : **অনন্যগতি**।
যার অন্যদিকে দৃষ্টি নেই : **অনন্যদৃষ্টি**।
যার অন্যদিকে মন নেই : **অনন্যমনা** [ঃ]।
যার অন্য বা দ্বিতীয় নেই : **অনন্য, অদ্বিতীয়**।
যার অন্য বৃত্তি নেই : **অনন্যবৃত্তি**।
যার অন্য ব্রত নেই : **অনন্যব্রত**।
যার অপত্য নেই : **অনপত্য, নিরপত্য**।
যার অপরাধ নেই : **নিরপরাধ, নিরপরাধা** [স্ত্রী]।
যার অপূর্ব বস্তু দেখার অতিশয় ইচ্ছা

: **কুতুক**।
যার অপেক্ষা নেই : **নিরপেক্ষ**।
যার অবকাশ নেই : **অনবকাশ, নিরবকাশ**।
যার অবধান নেই : **অনবধান, অনবহিত**।
যার অবধি নেই : **নিরবধি**।
যার অবনতি উপক্রম করেছে : **পড়তি**।
যার অবয়ব নেই : **নিরবয়ব**।
যার অবলম্বন নেই : **নিরবলম্ব**।
যার অবসর নেই : **অনবসর, নিরবসর**।
যার অবসান হয়েছে : **অবসিত**।
যার অবস্থা দুঃখময় : **দুরবস্থ**।
যার অবস্থা স্থির নয় : **অনবস্থ**।
যার অভাবে প্রাণীর মৃত্যু হয় : **মরুৎ**।
যার অভিমান নেই : **নিরভিমান**।
যার অভিশাপের অবসান হয়েছে : **শাপমুক্ত**।
যার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে : **চরিতার্থ**।
যার অর্গল নেই : **অনর্গল**।
যার অর্থ বুঝতে পারা যায় : **বোধগম্য**।
যার অর্ধাঙ্গ মনুষ্যাকার ও অর্ধাঙ্গ সিংহাকার : **নৃসিংহ**।
যার অলঙ্কার নেই : **নিরলঙ্কার**।
যার অশন [ভোজন] নেই : **নিরশন**।
যার অস্ত্র নেই : **নিরস্ত্র**।
যার অহঙ্কার নেই : **নিরহঙ্কার**।
যার আকার নেই : **নিরাকার**।
যার আকুফ [জ্ঞান] নেই : **বেয়াকুফ, বেয়াকুব, বেকুব**।
যার আক্কেল নেই : **বে-আক্কেল, বেয়াক্কেল**।
যার আচরণ কষ্টকর : **দুশ্চর**।
যার আড়ালে অন্যায় কাজ করা যায় : **শিখণ্ডী**।
যার আত্মা পবিত্র : **পুণ্যাত্মা**।
যার আত্মা পাপযুক্ত : **পাপাত্মা**।
যার আত্মা সংযত : **যতাত্মা**।
যার আব্রু [মান-সম্ভ্রম] নেই : **বে-আব্রু**।
যার আয়ুঃ জট [প্রচুর বা সংহত] : **জটায়ু**।
যার আয়ুধ নেই : **নিরায়ুধ**।
যার আয়ু নিঃশেষিত : **গতায়ুঃ**।
যার আরোগ্য দুঃসাধ্য : **দুরারোগ্য**।
যার আলস্য নেই : **অনলস, নিরলস**।
যার আসক্তি দূর হয়েছে : **বীতরাগ**।
যার আহার নেই : **অনাহার, নিরাহার**।
যার ইজ্জৎ [মান-সম্মান] হানি করা হয়েছে : **বেইজ্জৎ**।
যার ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত : **যতী, যতেন্দ্রিয়**।
যার ইমান [বিশ্বস্ততা] নেই : **বেইমান**।
যার ঈর্ষা নেই : **অনসূয়, অনুসয়া [স্ত্রী]**।
যার ঈশ্বর নেই : **অনীশ্বর**।
যার ঈষৎ পাগলামি [বাতিক] আছে : **ছিটগ্রস্ত, বাতিকগ্রস্ত**।
যার উৎসাহ নেই : **নিরুৎসাহ**।
যার উত্থান-শক্তি নেই : **অথর্ব**।
যার উদরে বৃক-নামা অগ্নি : **বৃকোদর**।
যার উদ্দেশ্য [সন্ধান বা খোঁজ] নেই : **নিরুদ্দেশ, নিরুদ্দিষ্ট**।
যার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে : **সফলকাম,**

সিদ্ধকাম, সিদ্ধমনোরথ।
যার উদ্যম নেই : **নিরুদ্যম।**
যার উদ্যম ব্যর্থ হয়েছে : **ভগ্নোদ্যম।**
যার উদ্যোগ নেই : **নিরুদ্যোগ।**
যার উদ্বেগ নেই : **নিরুদ্বেগ, নিরুদ্বিগ্ন।**
যার উপনয়ন হয়েছে : **উপনীত।**
যার উপমা নেই : **নিরুপম, নিরুপমা** [স্ত্রী], **অনুপম, অনুপমা** [স্ত্রী]।
যার উপযুক্ত বয়স হয়নি : **নাবালক, নাবালিকা** [স্ত্রী]।
যার উপযুক্ত বয়স হয়েছে : **প্রাপ্তবয়স্ক, বয়ঃপ্রাপ্ত।**
যার উপরিতল উচ্চনীচ ঢেউ-খেলানো নয় : **মসৃণ।**
যার উপস্থিত-বুদ্ধি আছে : **প্রত্যুৎপন্নমতি।**
যার একটি চক্ষু অন্ধ : **একচক্ষু।**
যার একটি-মাত্র জটা : **একজটা।**
যার একদিকে রোখ : **একরোখা।**
যার একপক্ষের দিকে দৃষ্টি : **একচোখা।**
যার এক বিষয়ে তান : **একতান।**
যার ওজন করা হয়েছে : **তুলিত।**
যার ওপর অন্যের প্রভাব আছে : **প্রভাবান্বিত, প্রভাবিত।**
যার ওপর দিয়ে নদী পার হওয়া যায় : **সাঁকো।**
যার ওপর পা রেখে গাড়িতে উঠতে হয় : **পাদানি।**
যার ওপরে পাশা খেলা হয় : **অভিদেবন।**
যার ওয়ারিস্ [উত্তরাধিকারী] কেউ নেই : **বেওয়ারিস।**
যার ঔৎসুক্য নেই : **নিরুৎসুক।**
যার কথাবার্তা অত্যন্ত মৃদু ও নম্র : **মৃদুভাষ, মৃদুভাষী, মৃদুভাষিণী** [স্ত্রী]।
যার কথায় কোন সংকোচ নেই : **প্রগল্‌ভ।**
যার কথা সহ্য হয় না : **ছালপাতলা।**
যার কথা সত্য হয় : **বাক্‌সিদ্ধ, বাক্‌সিদ্ধা** [স্ত্রী]।
যার কড়ি [অর্থ] নেই : **নিকড়িয়া।**
যার কণ্ঠস্বর সুরে বসে না : **বেসুরো।**
যার কণ্ঠে কোনরূপ সংকোচ নেই : **মুক্তকণ্ঠ।**
যার কণ্ঠে কোনরূপ স্বর নেই : **নিঃস্বর।**
যার কপটতা নেই : **নিষ্কপট।**
যার কম্প নেই : **নিষ্কম্প।**
যার করযুগল যুক্ত : **যুক্তকর।**
যার করুণা নেই : **অকরুণ, নিষ্করুণ।**
যার কর্তব্য-অকর্তব্য বিবেচনা নেই : **অবিমৃষ্যকারী, অবিমৃশ্যকারী।**
যার কশুর/কসুর [অপরাধ বা বিরুদ্ধে অভিযোগ] নেই : **বেকশুর, বেকসুর।**
যার কাঁটা ফোটে নি : **অকণ্টবিদ্ধ।**
যার কাঁধ বৃষের মতো স্থূল ও প্রশস্ত : **বৃষস্কন্ধ।**
যার কাছা খুলে গেছে : **মুক্তকচ্ছ, বিকচ্ছ।**
যার কাছে দেবতারা বর প্রার্থনা করেন : **বরুণ।**
যার কাছে যাঞ্চা করা হচ্ছে : **যাচ্যমান।**
যার কাজকর্ম সমাজ-সমর্থিত নয়

: **সমাজ-বিরোধী।**

যার কান কুম্ভের মতো : **কুম্ভকর্ণ।**

যার কান কুলার মতো বিশাল : **কুলাকানি, শূর্পকর্ণ, সূর্পকর্ণ, হস্তী।**

যার কান ঘণ্টার মতো : **ঘণ্টাকর্ণ।**

যার কামনা নিবৃত্ত হয়েছে : **বীতকাম।**

যার কামনা নেই : **নিষ্কাম।**

যার কারু [দারুণ শরীর] তপস্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত : **জরৎকারু।**

যার কাঠ যজ্ঞের নিমিত্ত আবশ্যক : **শমি, শমী।**

যার কিছু প্রাপ্য আছে : **পাওনাদার।**

যার কুৎসা রটনা করা হয় : **জুগুপ্সিত।**

যার কুল নেই : **নকুল।**

যার কেতনে [পতাকায়] ময়ূর-চিহ্ন : **কার্ত্তিকেয়।**

যার কৈফিয়ৎ নেই : **নাজাই, না-জায়।**

যার কেবল আরম্ভই বাহুল্য : **বহ্বারম্ভ।**

যার কোথাও থেকে ভয় নেই : **অকুতোভয়।**

যার কোন আপদ নেই : **নিরাপদ।**

যার কোন আবরণ নেই : **নিরাবরণ, নিরাবৃত, নগ্ন, উলঙ্গ, অনাবৃত।**

যার কোন অবলম্বন নেই : **নিরবলম্ব, নিরালম্ব।**

যার কোন অধিকার নেই : **অনধিকার।**

যার কোন অর্থ নেই : **নিরর্থ, নিরর্থক, অনর্থক।**

যার কোন অলঙ্কার-সজ্জা নেই [স্ত্রী] : **নিরলঙ্কারা।**

যার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই : **নিরাকাঙ্ক্ষ।**

যার কোন আকার নেই : **নিরাকার।**

যার কোন আভরণ নেই : **নিরাভরণ, নিরাভরণা** [স্ত্রী]।

যার কোন উত্তরাধিকারী নেই : **বেওয়ারিশ।**

যার কোন উদ্যম নেই : **নিরুদ্যম।**

যার কোন উদ্বেগ নেই : **নিরুদ্বেগ।**

যার কোন উপদ্রব নেই : **নিরুপদ্রব।**

যার কোন উপাধি নেই : **নিরুপাধি।**

যার কোন কলঙ্ক নেই : **নিষ্কলঙ্ক।**

যার কোন কারণ নেই : **অকারণ, নিষ্কারণ।**

যার কোন গতিক বা চারা [উপায়] নেই : **নিরুপায়, বেগতিক, বেচারা।**

যার কোন গতি নেই : **অগতি।**

যার কোন গ্রন্থি বা বন্ধন নেই : **নির্গ্রন্থ।**

যার কোন চিন্তা নেই : **নিশ্চিন্ত।**

যার কোন চেতনা নেই : **অচেতন, নিশ্চেতন।**

যার কোন ছিদ্র নেই : **নিশ্ছিদ্র।**

যার কোন ঝঞ্ঝাট নেই : **নির্ঝঞ্ঝাট।**

যার কোন ঢপ [অবয়ব] নেই : **বেঢপ।**

যার কোন দোষ নেই : **নির্দোষ।**

যার কোন ধাড়া বা পরিমাণ নেই : **বেধড়ক।**

যার কোন ধার/ঋণ নেই : **নিধার।**

যার কোন নজির নেই : **বেনজির।**

যার কোন বংশধর জীবিত নেই : **নির্বংশ।**

যার কোন বর্ণ নেই : **বর্ণহীন, বিবর্ণ।**

যার কোন বিদ্যা জানা নেই : **অবিদ্যা**।
যার কোন বিশেষ [ভেদধারণা] নেই : **নির্বিশেষ**।
যার কোন বিষয়ে চেষ্টা নেই : **নিশ্চেষ্ট**।
যার কোন বিষয়ে মোহ নেই : **নির্মোহ**।
যার কোন ভয় নেই : **নির্ভয়, নির্ভীক**।
যার কোন রন্ধ্র নেই : **নীরন্ধ্র**।
যার কোন রূপ আকার নেই : **নিরাকার**।
যার কোনরূপ আকুলতা নেই : **নিরাকুল**।
যার কোনরূপ ক্রিয়া নেই : **নিষ্ক্রিয়**।
যার কোনরূপ গন্ধ নেই : **নির্গন্ধ**।
যার কোন রূপ ঋণ নেই : **অনৃণ, অনৃণী**।
যার কোন লক্ষ্য নেই : **লক্ষ্যহীন**।
যার কোন শঙ্কা নেই : **নিঃশঙ্ক**।
যার কোন শত্রু নেই : **নিঃসপত্ন**।
যার কোন শব্দ নেই : **নিঃশব্দ, নিঃস্বন, নীরব**।
যার কোন সংজ্ঞা নেই : **নিঃসংজ্ঞ**।
যার কোন সংশয় নেই : **নিঃসংশয়**।
যার কোন সঙ্কোচ নেই : **নিঃসঙ্কোচ**।
যার কোন সঙ্গী নেই : **নিঃসঙ্গ**।
যার কোন সন্তান নেই : **নিঃসন্তান**।
যার কোন সন্দেহ নেই : **নিঃসন্দেহ**।
যার কোন সম্পর্ক নেই : **নিঃসম্পর্ক**।
যার কোন সম্বল নেই : **নিঃসম্বল, নিঃস্ব, অকিঞ্চন**।
যার কোন সহায় নেই : **অসহায়, নিঃসহায়**।
যার কোন সাড়া নেই : **নিঃসাড়**।
যার কোন সীমা নেই : **অসীম, নিঃসীম**।
যার কোন স্পৃহা নেই : **নিস্পৃহ**।
যার কোন স্বামিত্ব [মালিকানা] নেই : **নিঃস্বত্ব**।
যার কোন স্বার্থ নেই : **নিঃস্বার্থ**।
যার কৌলীন্য নিকষে পরীক্ষিত : **নৈকষ্য**।
যার ক্রমিক পর্যায়ে বৈপরীত্য ঘটেছে : **বিপর্যস্ত**।
যার ক্ষমা করার স্বভাব : **তিতিক্ষু**।
যার খাপ বা মিলের সঙ্গে গরমিল : **বেখাপ্পা**।
যার খিল [শেয]নেই : **অখিল, নিখিল**।
যার খুর এক [অবিভক্ত] : **একশফ**।
যার খোঁজ পাওয়া যায় না : **নিখোঁজ, নিরুদ্দেশ**।
যার খ্যাতি খুব ব্যাপক : **প্রথিতযশা**।
যার খ্যাতি জগতে প্রচারিত : **জগৎবিখ্যাত, জগদ্বিখ্যাত**।
যার খ্যাতি বিশেষভাবে প্রচার করা হয়েছে : **প্রকীর্তিত**।
যার গণনা নেই : **অগণন**।
যার গন্ধ দূর থেকে ধায় : **কস্তুরী, কস্তূরী, কস্তুরিকা, কস্তূরিকা**।
যার গতি নেই : **অগতি**।
যার গতি মন্থর : **মন্থরগতি, মন্থরগামী**।
যার গতিশক্তি নেই : **অগতি**।
যার গর্ভধারণের কাল পূর্ণ হয়েছে : **পূর্ণগর্ভা**।
যার গর্ভে বিদ্যুৎ : **বিদ্যুদ্গর্ভ**।

যার গলার স্বর বিকৃত হয়েছে : **ভগ্নকণ্ঠ**।
যার গলার স্বর বিড়ালের মতো : **মার্জার-কণ্ঠ**।
যার গায়ে বল আছে : **বলবৎ, বলবন্ত, বলবান, বলশালী**।
যার গুণ বিশেষভাবে কীর্তিত হয়েছে : **পরিকীর্তিত**।
যার গৃহ নেই : **নির্গৃহ**।
যার গোঁফদাড়ি আছে : **শ্মশ্রুল**।
যার ঘর্ম নিঃসরণ হচ্ছে : **গলদ্ঘর্ম**।
যার ঘাম ঝরছে : **গলদ্ঘর্ম**।
যার ঘুম এসেছে : **নিদ্রাবিষ্ট**।
যার ঘুম নেই : **জাগরী**।
যার ঘুম পায় : **নিদ্রালু**।
যার ঘৃণা নেই : **নির্ঘৃণ**।
যার ঘুম পেয়েছে : **নিদ্রালু**।
যার ঘুম ভেঙে গেছে : **নষ্টনিদ্র**।
যার ঘোষ [ধ্বনি] আনন্দজনক : **নন্দিঘোষ**।
যার ঘ্রাণ নেওয়া হয়নি : **অঘ্রাত, অনাঘ্রাত**।
যার চক্ষু নেই : **বিচক্ষু**।
যার চরিত্র দূষিত : **নষ্টচরিত্র, নষ্টচরিত্রা** [স্ত্রী], **ভ্রষ্টচরিত্র, নষ্টা, ভ্রষ্টা** [স্ত্রী]।
যার চর্চা বা অনুশীলন করা হয়নি : **অননুশীলিত**।
যার চলন আছে : **প্রচলিত**।
যার চলার শক্তি নেই : **পঙ্গু**।
যার চাকা নেই : **অনক্ষ, চক্রহীন**।
যার চার অবয়ব : **চতুষ্টয়**।
যার চারটি কোণ আছে : **চতুষ্কোণ**।
যার চারটি পা আছে : **চতুষ্পদ**।
যার চারণা [চর্চা] কষ্টসাধ্য : **দুশ্চর**।
যার চালচলন খারাপ : **কুচাল**।
যার চিকিৎসা দুঃসাধ্য : **দুশ্চিকিৎস্য**।
যার চিত্ত সংযত : **সংযতচিত্ত**।
যার চিত্তের স্থিরতা নেই : **অস্থিরচিত্ত**।
যার চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে : **পলিতকেশ**।
যার চূড়ায় বা শিখরে চন্দ্র : **চন্দ্রমৌলি, চন্দ্রচূড়, চন্দ্রশেখর**।
যার চেতনা আছে : **সচেতন, চেতনাবান**।
যার চেয়ে আর উর্ধ্ব নেই : **অনূর্ধ্ব**।
যার চেয়ে আর বিজ্ঞ নেই : **অজ্ঞ**।
যার চেয়ে আর ভয়ঙ্কর নেই : **অঘোর**।
যার চৈতন্য নেই : **অচৈতন্য**।
যার চোখের তারা নড়ে না : **স্থিরনেত্র**।
যার চোখের পলক পড়ে না : **নির্নিমিখ, নির্নিমেষ, নিষ্পলক**।
যার চোখের রং পিঙ্গল : **পিঙ্গাক্ষ**।
যার ছদ নেই : **অচ্ছদ**।
যার ছোঁয়া জলপানে হিন্দুদের সামাজিক বাধা নেই : **জলচল**।
যার জন্ম নেই : **অজ**।
যার জন্মের ফলে পিতা নরকে পড়েন না : **অপত্য**।
যার জরা নেই : **নির্জর** [দেবতা]।
যার জল নীল বা কৃষ্ণবর্ণ : **কালাপানি, নীলাম্বু**।
যার জল স্বচ্ছ : **অচ্ছোদ, স্বচ্ছসলিলা**।

যার জিহ্বা লকলক করছে : **লোলজিহ্ব**।
যার জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ : **নির্জীব**।
যার জীবিকা অর্জনের কোন উপায় নেই : **বেকার**।
যার জ্ঞান নেই : **অজ্ঞ, অজ্ঞান**।
যার ডুবে যাবার উপক্রম : **নিমজ্জমান**।
যার ডৌল নেই : **বেডৌল**।
যার তট আছে : **তটিনী**।
যার তট নেই : **অতট**।
যার তনু নেই : **অতনু**।
যার তন্ত্র নেই : **অতন্ত্র**।
যার তন্দ্রা নেই : **অতন্দ্র**।
যার তরঙ্গ আছে : **তরঙ্গিণী**।
যার তল ও অন্ত নেই : **অতলস্ত, অতলান্ত**।
যার তলদেশ স্পর্শ করা যায় না : **অথই, অতলস্পর্শ**।
যার তল নেই : **অতল, নিস্তল**।
যার তালজ্ঞান নেই : **বেতাল, বেতালা**।
যার তিথি নেই : **অতিথি**।
যার তিনটি তলা আছে : **ত্রিতল**।
যার তিন ভুজ : **ত্রিভুজ**।
যার তুলনা করা হয়েছে : **তুলিত**।
যার তূণ ক্ষয় শূন্য : **অক্ষয়তূণ**।
যার তৃষা দূর হয়েছে : **বিতৃষ্ণ**।
যার তেজ অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করেও ক্রিয়াশীল : **তেজস্ক্রিয়**।
যার তেজ নেই : **নিস্তেজ**।
যার তৈল কটু : **কটুতৈল**।
যার থেকে দান গ্রহণ করা উচিত নয় : **অপ্রতিগ্রাহ্য**।
যার দন্ত বৃহদাকার : **দন্তুর**।
যার দন্ত-সংখ্যা চার : **চতুর্দন্ত**।
যার দন্ত নেই : **অদন্ত**।
যার দয়া নেই : **অদয়, নির্দয়**।
যার দর্শন নেই : **অদর্শন**।
যার দর্শনে আনন্দ হয় : **সুখদর্শন**।
যার দাঁত নেই : **ফোকলা**।
যার দাঁতে বিষ থাকে : **আশীবিষ, বিষদন্ত**।
যার দায় নেই : **অদায়, নির্দায়**।
যার দাহ নেই : **নির্দহন**।
যার দুটি দাঁত আছে : **দ্বিরদ**।
যার দু'দিকে মন : **দোমনা**।
যার দু'দিকে সমান হার [অনুপাত] : **দোহারা**।
যার দৃষ্টি লোল [বিলোল, চঞ্চল] : **লোলদৃষ্টি**।
যার দৃষ্টি হিংসাপূর্ণ : **বিষদৃষ্টি**।
যার দেখনই সার : **দেখনাই**।
যার দেরী সয় না : **অকালসহ**।
যার দেহ নেই : **অতনু, অনঙ্গ, অশরীরী, বিদেহ**।
যার দেহে শৃঙ্গ : **আদ্রক, শৃঙ্গবের**।
যার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান : **নিষ**।
যার দৌড় বড় বেশী নয় : **বরাট**।
যার দ্বার মুক্ত : **মুক্তদ্বার**।
যার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয় : **সমিধ**।
যার দ্বারা অবোধকেও বোঝানো যায় : **মুগ্ধবোধ**।

যার দ্বারা অবলোকন করা যায় বা দেখা যায় : **লোচন**।

যার দ্বারা আচ্ছাদিত করা যায় : **আচ্ছাদন, বসন, বাস**।

যার দ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত হয় : **কটক**।

যার দ্বারা আরতি করা হয় : **নির্মঞ্ছন**।

যার দ্বারা উর্ধ্বে গমন [আরোহণ] করা যায় : **সোপান**।

যার দ্বারা ওপরে ওঠা যায় : **অধিরোহণী**।

যার দ্বারা কথা বলা যায় : **বক্ত্র**।

যার দ্বারা কথা বলা হয় : **বদন**।

যার দ্বারা কাজের ব্যাঘাত হয় : **বিঘ্ন**।

যার দ্বারা কাঠ কাটা হয় : **কুঠার, কুড়ুল, বাশী, বাসী, বাশ**।

যার দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয় : **সাধন**।

যার দ্বারা খনন করা হয় : **খনিত্র, খনয়িত্রী, খনতি, খনতী, খনৃতা, খোনৃতা**।

যার দ্বারা গতি খণ্ডিত হয় : **দাম**।

যার দ্বারা গতি ছিন্ন হয় : **সন্দান**।

যার দ্বারা গমন করা যায় : **চরণ**।

যার দ্বারা চক্ষু লিপ্ত হয় : **অঞ্জন, কাজল, কজ্জল**।

যার দ্বারা জ্ঞান নীত হয় : **নয়ন**।

যার দ্বারা দমন করা যায় : **দন্ত**।

যার দ্বারা দেবতারা পর্যন্ত তৃপ্ত হয়েছেন : **পীযূষ**।

যার দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করা হয় : **বস্ত্র**।

যার দ্বারা দূর দৃষ্টিগোচর হয় : **দূরদর্শন**।

যার দ্বারা নদী ইত্যাদি পার হওয়া যায় : **তরী, তরণী**।

যার দ্বারা নাশ করা যায় : **সায়ক**।

যার দ্বারা নৌকা বাহন করা হয় : **বহিত্র, বৈঠা, দাঁড়**।

যার দ্বারা পশুদের ক্ষুধা নাশ হয় : **শষ্প, শস্প**।

যার দ্বারা পাচক তুষ্ট হয় : **তুষ**।

যার দ্বারা পৃথিবী আবৃত : **বারি**।

যার দ্বারা বংশ বিস্তার হয় : **সন্তান**।

যার দ্বারা বন্ধন করা হয় : **পাশ, বন্ধনী, রজ্জু**।

যার দ্বারা বহন করা যায় : **বাহ, বাহন, বাহিনী** [স্ত্রী]।

যার দ্বারা বাঁচা যায় : **অনল, অনিল**।

যার দ্বারা বাঁধা যায় : **বন্ধন**।

যার দ্বারা [খনিত মাটি] বাড়ি বা নগর ঘেরা যায় : **বপ্র**।

যার দ্বারা বাতাস করা হয় : **পাখা, বীজন, ব্যজনী**।

যার দ্বারা বিদ্ধ করা হয় : **বেধনি, বেধনিকা**।

যার দ্বারা অভিহিত হয় : **অভিধা**।

যার দ্বারা বেষ্টন করা হয় : **বেড়া, বেষ্টনী, প্রাকার, বলয়**।

যার দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে : **বেষ্টিত**।

যার দ্বারা ভাগ করা যায় : **বিভাজক, বিভাজিকা** [স্ত্রী]।

যার দ্বারা মস্তককে রক্ষা করা যায় : **শিরস্ত্রাণ**।

যার দ্বারা [রোগের] মূল কারণ নির্ণীত হয় : **নিদান**।

যার দ্বারা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে প্রকাশ করা যায় : **ব্যাকরণ**।

যার দ্বারা শরীর বা কোন স্থান বেষ্টন করা হয় : **পট**।

যার দ্বারা শরীর আবৃত করা হয় : **বর্ম**।

যার দ্বারা শল্য [শেল, বাণ, কাঁটা বা ব্যথা] উৎপাটিত [দূরীকৃত] হয় : **বিশল্য**।

যার দ্বারা শোনা যায় : **কর্ণ, শ্রুতি, শ্রোত্র**।

যার দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া যায় : **সম্পদ, সম্পত্তি**।

যার দ্বারা সম্মুখদিকে গমন করা যায় : **পরাক্রম**।

যার দ্বারা সুবাসিত করা হয় : **বাসন**।

যার দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু দৃষ্ট হয় : **অণুবীক্ষণ**।

যার দ্বারা হৃদয়ের ভাব শ্রোতার সম্মুখে নীত হয় : **অভিনয়**।

যার দ্বিতীয় নেই [হয় না] : **অদ্বিতীয়, অদ্বৈত**।

যার ধন নেই : **নির্ধন**।

যার ধনু ফুলের তৈরী : **ফুলধনু**।

যার ধর্ম এক ও অভিন্ন : **সধর্ম**।

যার ধর্ম নেই : **দুর্ধর্ব**।

যার ধারা অবারিত বা বাধাহীন : **মুক্তধারা**।

যার ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে : **ধ্বংসোন্মুখ**।

যার ধ্বজা ময়ূর-চিহ্নিত [চিহ্নযুক্ত] : **কার্ত্তিকেয়, ময়ূরধ্বজ**।

যার ধ্বজায় মৎস্য-চিহ্ন : **মৎস্যধ্বজ**।

যার নাড়িজ্ঞান আছে : **সানাড়ি, সানাড়ী**।

যার নামকরণ সার্থক : **সার্থকনামা**।

যার নাম জানা নেই : **অজ্ঞাতনামা**।

যার নাম প্রসিদ্ধ নয় : **অখ্যাতনামা**।

যার নাম বিখ্যাত : **প্রথিতনামা**।

যার নামের সঙ্গে কাজের সঙ্গতি আছে : **সার্থকনামা**।

যার নাশ হয় : **নশ্বর**।

যার নাসিকা দীর্ঘ : **দীর্ঘনাস**।

যার নিজের কিরণ নেই : **নিরংশু**।

যার নিন্দা করা হয় : **নিন্দিত**।

যার নিদ্রা তিরোহিত : **মুক্তনিদ্র, ত্যক্তনিদ্র, জাগরিত, নিদ্রাবিহীন, নিদ্রাবিরহিত, বিনিদ্র, বীতনিদ্র**।

যার নিবারণ করা হয়েছে : **নিবারিত, প্রশমিত**।

যার নিরাকরণ করা হয়েছে : **নিরাকৃত**।

যার নীচে জল থাকে : **অন্তঃসলিলা**।

যার পক্ষ বা ডানা নেই : **বিপক্ষ**।

যার পতন হয়েছে : **পতিত, ভ্রষ্ট**।

যার পতি দেবতাতুল্য পূজ্য : **পতিদেবতা, পতিদেবা**।

যার পত্নী মারা গেছে : **বিপত্নীক**।

যার পর নেই : **যৎপরোনাস্তি**।

যার পরাক্রম নেই : **নিষ্পরাক্রম**।

যার পরিগ্রহ [পত্নী] নেই : **নিষ্পরিগ্রহ**।

যার পরিচয় জানা নেই : **অজ্ঞাতপরিচয়**।

যার পরিধেয় [বস্ত্র] নেই : **উলঙ্গ, নগ্ন,**

নিবস্ত্র, বিবস্ত্র।
যার পরিবর্তন করা হয়েছে : **পরিবর্তিত।**
যার পান করা হয়েছে : **কৃতপান।**
যার পাপ নেই : **অনঘ, নিষ্পাপ।**
যার পায়ের তলা খড়মের মতো : **খট্টাপদ, খড়ম-পা।**
যার পার আছে : **পারাবার।**
যার পালন কর্তব্য : **পালনীয়, পাল্য।**
যার পিতা ও মাতা জীবিত নেই : **পিতৃমাতৃহীন।**
যার পিতা জীবিত নেই : **পিতৃহীন।**
যার পুত্র বিদ্যমান : **পুত্রবান, সুতী।**
যার পূর্বে বিবাহ হয় নি এমন পরিণীতা কুমারী পত্নী : **কৌমারী।**
যার প্রকৃত বর্ণ [গুপ্তগুণ] বাহির থেকে বোঝা যায় না : **বর্ণচোরা।**
যার প্রকৃতি অতিশয় ধীর ও গম্ভীর : **রাশভারি, রাশভারী।**
যার প্রতিকার করা উচিত : **প্রতিকরণীয়, প্রতিকার্য।**
যার প্রতিকার করা হয়েছে : **প্রতিকৃত।**
যার প্রতিদ্বন্দ্ব নেই : **অপ্রতিদ্বন্দ্ব।**
যার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই : **অপ্রতিদ্বন্দ্বী।**
যার প্রতিবিধান করা হয়েছে : **প্রতিবিহিত।**
যার প্রতিভা নেই : **নিষ্প্রতিভ।**
যার প্রতিমা নেই : **অপ্রতিম।**
যার প্রতিযোগী নেই : **অপ্রতিযোগী।**
যার প্রতিরূপ নেই : **অপ্রতিরূপ।**
যার প্রতিষ্ঠা নেই : **অপ্রতিষ্ঠ।**
যার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে : **প্রতিষ্ঠিত।**
যার প্রতিষেধ করা হয়েছে : **প্রতিষিদ্ধ।**
যার প্রতিসরণ সংঘটিত হয়েছে : **প্রতিসৃত।**
যার প্রবাহ আছে : **প্রবাহিনী।**
যার প্রভা নেই : **নিষ্প্রভ।**
যার প্রভু নেই : **অনীশ।**
যার প্রয়োজন নেই : **নিষ্প্রয়োজন।**
যার প্রশংসা করা হয়েছে : **প্রশংসিত, শংসিত।**
যার প্রাণ নেই : **জড়, নিষ্প্রাণ, মৃত।**
যার প্রাণ সহজে যায় না : **দুর্মর।**
যার প্রতীক্ষা করা হচ্ছে : **প্রতীক্ষ্যমাণ।**
যার প্রতীক্ষা করা হয়েছে বা হচ্ছে : **প্রতীক্ষিত।**
যার ফল কটু : **কটুফল।**
যার ফল ধরতে বিলম্ব নেই : **ফলোন্মুখ।**
যার ফলে শ্রী আছে : **শ্রীফল।**
যার ফুল হয় নি : **আফুলা।**
যার ফেন সর্পবৎ : **অহিফেন।**
যার বংশ বিলুপ্ত হয়েছে : **নির্বংশ।**
যার বক্ষ বাণবিদ্ধ : **ভিন্নহৃদয়।**
যার বন্দনা করা হয়েছে : **বন্দিত।**
যার বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে : **বিস্রস্ত, শ্লথবন্ধন, শ্লথবন্ধ, শিথিলবন্ধ।**
যার বর্ণপরিচয় হয় নি : **নিরক্ষর।**
যার বর্ণনা কথার অতীত : **অকথ্যকথন।**
যার বর্ম পরা আছে : **বর্মিত, বর্মী।**
যার বলই মূল্য : **বীর্যপণ, বীর্যশুল্ক।**
যার বল নেই : **দুর্বল, বলহীন, অবল।**
যার বসন নেই : **বিবসন, বিবসনা [স্ত্রী]।**

যার বস্ত্র নেই : **বিবস্ত্র, বিবস্ত্রা** [স্ত্রী]।
যার বাক্‌শক্তি নেই : **মূক, বোবা**।
যার বাণ ফুলের তৈরী : **ফুলবাণ, ফুলশর**।
যার বা যাতে শৃঙ্খলা নেই : **বিশৃঙ্খল**।
যার বারিতে জন্ম : **বারিজ**।
যার বাস জ্ঞাত নয় : **অজ্ঞাতবাস**।
যার বাসনা [কামনা] সফল হয়েছে : **পূর্ণকাম**।
যার বাহ বা সমস্ত যুদ্ধোপকরণ আছে : **বাহিনী**।
যার বাহির দেখে ভিতর বোঝা যায় না : **বর্ণচোরা**।
যার বাহির সুন্দর ভিতর কুৎসিত : **সুরতহারাম**।
যার বাহু দণ্ডের মতো দৃঢ় ও সবল : **দোর্দণ্ড**।
যার বিকল্প আছে : **বিকল্পিত, সবিকল্প, সবিকল্পক**।
যার বিকশিত হবার উপক্রম : **বিকাশোন্মুখ**।
যার বিকার নেই : **অবিকার, নির্বিকার**।
যার বিঘ্ন নেই : **অবিঘ্ন, নির্বিঘ্ন**।
যার বিনাশ নেই : **অবিনাশ, অবিনাশী, অনশ্বর, অবিনশ্বর**।
যার বিপণন বা ব্যবসায় আছে : **বিপণি**।
যার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই : **বেডৌল**।
যার বিরাম নেই : **অবিরাম**।
যার বিশ্রাম নেই : **অবিশ্রাম**।
যার বিশ্লেষ বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে : **বিশ্লিষ্ট**।
যার বিষ নেই : **নির্বিষ**।
যার বুদ্ধি অতি মন্দ : **দুর্বুদ্ধি, দুর্মতি**।
যার বুদ্ধি নেই : **নির্বুদ্ধি, নির্বোধ**।
যার বুদ্ধি পাপপূর্ণ : **পাপবুদ্ধি**।
যার বুদ্ধি বিচলিত হয়েছে : **ক্ষিপ্ত**।
যার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে : **বুদ্ধিভ্রষ্ট, ভ্রষ্টবুদ্ধি**।
যার বুদ্ধি লুপ্ত হয়েছে : **মতিচ্ছন্ন, লুপ্তবুদ্ধি**।
যার বৃত্তি অন্য রকম : **অন্যথাবৃত্তি**।
যার বৃদ্ধির সাহায্যে বাঁচা যায় : **কুশীদ, কুসীদ**।
যার বৃন্ত শিথিল : **শ্লথবৃন্ত, শিথিলবৃন্ত**।
যার বেলা বা তীর নেই : **অবেল**।
যার বেশ সংগতি বা শাঁস আছে : **শাঁসাল**।
যার বোধশক্তি নেই : **অবোধ, নির্বোধ**।
যার বোল নেই : **অবোলা**।
যার ব্যথা নেই : **অব্যথ**।
যার ব্যবহার হয় নি : **কোরা**।
যার ব্যাখ্যা করতে হবে : **ব্যাখ্যেয়**।
যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে : **ব্যাখ্যাত**।
যার ব্রহ্মচর্য খণ্ডিত : **অবকীর্ণ, ক্ষতব্রত, হীনব্রত**।
যার ভাগ্য খণ্ডিত : **খণ্ডভাগ্য, খণ্ডকপালিনী**।
যার ভাতই প্রধান খাদ্য : **ভেতো**।
যার ভাষা মধুর : **মধুরভাষী, মধুরভাষিণী**, [স্ত্রী]।

যার ভিতরে আগুন আছে : **অগ্নিগর্ভ**।
যার ভিতরে সার পদার্থ আছে : **সারগর্ভ, সারবান**।
যার ভিত্তি [মূল] নেই : **অমূলক**।
যার ভুঁড়ি আছে : **ভুঁড়ো**।
যার মণি হারিয়ে গিয়েছে : **মণিহারা**।
যার মতি চঞ্চল : **চঞ্চলমতি**।
যার মতি পাপপূর্ণ : **পাপমতি**।
যার মতির স্থিরতা নেই : **অস্থিরমতি**।
যার মতে ঈশ্বর নেই : **নিরীশ্বর**।
যার মত্ততা অতিশয় : **দুর্মদ**।
যার মৎসর [গর্ব] নেই : **নির্মৎসর**।
যার মদ [মত্ততা] নেই : **নির্মদ**।
যার মধ্য দিয়ে রক্ত-স্রোত বাহিত হয় : **রক্তবাহী**।
যার মধ্যস্থতায় কার্য নিষ্পন্ন হয় : **মাধ্যম**।
যার মধ্যে কিছু নেই : **শূন্যগর্ভ, শূন্যমধ্য**।
যার মধ্যে জল আছে : **অন্তঃসলিল**।
যার মধ্যে বহির্গমনের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না : **গোলকধাঁধা**।
যার মধ্যে রত্ন আছে : **রত্নগর্ভ**।
যার মধ্যে শূন্য : **অন্তঃশূন্য**।
যার মধ্যে শৈত্য [শীতলতা] বর্তমান : **হিমগর্ভ**।
যার মধ্যে সারবস্তু আছে : **অন্তঃসার**।
যার মন অত্যন্ত বিষণ্ন বা বিমর্ষ : **মনমরা**।
যার মননে ত্রাণ লাভ করা যায় : **মন্ত্র**।
যার মন সংসারে রাগ মানে না : **বিবাগী**।
যার মনে আনন্দ নেই : **নিরানন্দ**।
যার মনের ভাব প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয় : **খামখেয়ালী**।
যার মনোব্যথা নেই : **অনাধি**।
যার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে : **সিদ্ধমনোরথ**।
যার মমতা নেই : **নির্মম**।
যার মলিনতা নেই : **নির্মল, বিমল**।
যার মস্তিষ্ক বিকৃত : **বিকৃতমস্তিষ্ক**।
যার মাংস নেই : **নির্মাংস**।
যার মাটি লবণাক্ত বা ক্ষারময় : **ঊষর**।
যার মাথা খারাপ : **বেহেড**।
যার মাথা নেড়া করা হয়েছে : **মুণ্ডিতকেশ, মুণ্ডিতমস্তক**।
যার মাথায় মুকুটের ওপর কেশগুচ্ছ থাকে : **চূড়ালা**।
যার মুখ পূর্বদিকে ফেরানো : **প্রাঙ্মুখ**।
যার মুখ ভেকীর মুখের মতো : **শিলীমুখ**।
যার মুখে কথা নেই : **নির্বাক্**।
যার মুখে কথা ফুটেছে : **স্ফুটবাক্**।
যার মুখে দু'রকম কথা : **দু'মুখো**।
যার মুখে শল্য [হুল] থাকে : **শিলীমুখ**।
যার মুকুল ধরেছে : **মুকুলিত**।
যার মূর্তি নেই : **বিমূর্ত**।
যার মূল কটু : **কটুকন্দ**।
যার মূল গভীরভাবে প্রোথিত : **বদ্ধমূল**।
যার মূল ছিন্ন হয়েছে : **ছিন্নমূল**।
যার মূল বিদ্যমান : **সমূল**।
যার মূল মাটিতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ [প্রোথিত] : **বদ্ধমূল**।

যার মৃত্যু আসন্ন : **মুমূর্ষু**।
যার মৃত্যু ইচ্ছাধীন : **ইচ্ছামৃত্যু**।
যার যজ্ঞ সেনাতুল্য : **যজ্ঞসেন**।
যার যথাসর্বস্ব অপহৃত হয়েছে : **হৃতসর্বস্ব**।
যার রং একটু বিবর্ণ হয়ে গেছে : **রংচটা**।
যার রথ দশদিকেই চলে : **দশরথ**।
যার রসজ্ঞান নেই : **বেরসিক**।
যার লজ্জা বা অপত্রপা নেই : **নিরপত্রপ, অপত্রপ, নির্লজ্জ**।
যার লজ্জাশরম নেই : **বেশরম**।
যার লালনে আত্মনাশ ঘটে : **বিষতরু, বিষবৃক্ষ**।
যার লোভ নেই : **নির্লোভ**।
যার লোমে বিষ : **লোমবিষ**।
যার শত্রু জন্মে নি : **অজাতশত্রু**।
যার শব্দ কানের পর্দায় আঘাত করে : **পটহ**।
যার শাসন দুঃখজনক : **দুঃশাসন**।
যার শিক্ষার দ্বারা বৈদিক সূত্রসমূহ শুদ্ধভাবে গান করা যায় : **বেদাঙ্গ**।
যার শীঘ্র ফল ধরবে : **ফলোন্মুখ**।
যার শীতলতা দেহমন স্নিগ্ধ করে : **সুশীতল**।
যার শূকে [হুলে] বিষ : **বিষশূক**।
যার শেষ ভালো : **স্বন্ত**।
যার শেষে জন্ম : **অন্ত্যজ**।
যার শোক অপগত হয়েছে : **বীতশোক**।
যার শোক দূরীভূত হয়েছে : **অশোক, বিশোক**।
যার শোক নেই : **অশোক, বিশোক**।

যার শোভা সাধিত হয়েছে : **বিভূষিত, বিভূষিতা [স্ত্রী]**।
যার শ্রবণ আনন্দজনক : **সুখশ্রাব্য**।
যার শ্রবণ সুখকর : **সুশ্রব, সুশ্রাব্য**।
যার সংখ্যা করতে হবে : **সংখ্যেয়**।
যার সংখ্যা নেই : **অসংখ্য**।
যার সংযম আছে : **সংযমী, যমী**।
যার সংস্কার করা হয়েছে : **সংস্কৃত**।
যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই : **নিঃসম্পর্কীয়**।
যার সঙ্গে তঞ্চনা করা হয়েছে : **তঞ্চিত**।
যার সঙ্গে যুদ্ধ করা কষ্টকর [দুঃসাধ্য] : **দুর্যোধন**।
যার সঙ্গে সন্ধি করা কর্তব্য : **সন্ধাতব্য**।
যার সৎকার করা হয়েছে : **সৎকৃত**।
যার সত্যতা উপলব্ধির জন্যে প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন : **স্বতঃসিদ্ধ**।
যার সন্তান প্রসবের কাল আসন্ন : **আসন্নপ্রসবা**।
যার সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল : **ভগ্নোদ্যম**।
যার সম্পূর্ণটাই ফাঁকি : **ফক্কা, ফক্কিকার**।
যার সম্বৎসরের ব্যয়-নির্বাহের মতো নীবারাদির সঞ্চয় আছে : **সমানিচয়**।
যার সম্বন্ধে অনুযোগ করা হয়েছে : **অনুযুক্ত**।
যার সম্মান নষ্ট হয়েছে : **লেজকাটা**।
যার সরম নেই : **বেসরম**।
যার সাড় নেই : **নিঃসাড়**।
যার সাহস আছে : **সাহসী**।
যার সাহায্যে ওপরে ওঠা যায়

: **অধিরোহণী**।
যার সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে : **সুবিহিত**।
যার সুর ঠিক নেই : **বেসুরো**।
যার স্ত্রী প্রবাসে থাকে : **প্রোষিতপত্নীক, প্রোষিতভার্য**।
যার স্তুতি করা হচ্ছে : **স্তূয়মান**।
যার স্পর্শ সুখকর : **সুখস্পর্শ**।
যার স্পর্শে পদার্থ মাত্র স্বর্ণে পরিণত হয় : **পরশপাথর, স্পর্শমণি**।
যার স্পর্শে মৃত জীবন লাভ করে : **জীবনকাঠি, জীয়নকাঠি**।
যার স্পর্শে লোহাও সোনা হয় : **স্পর্শমণি, পরশপাথর, পরশরতন**।
যার স্বাদ নেই : **নিঃস্বাদু, নিস্বাদ**।
যার স্বভাবে, বেশভূষায়, কথাবার্তায় ও কাজে কোন আঁট নেই : **নেলাখেপা**।
যার স্পৃহা তিরোহিত হয়েছে : **বীতস্পৃহ**।
যার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত : **প্রতিবন্ধী**।
যার স্বামী বা নায়ক তার কাছে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বা নায়কের অন্য নারীর সঙ্গে সহবাস-চিহ্নে ক্রুদ্ধা নায়িকা : **খণ্ডিতা**।
যার স্বার্থ কামনা সফল হয়েছে : **স্বার্থসিদ্ধ**।
যার স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে : **ভগ্নস্বাস্থ্য**।
যার স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্বল : **দুর্মেধা**।
যার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত : **নড়বড়ে**।
যার স্থায়িত্ব পাঁচ বছর : **পঞ্চবার্ষিক**।
যার স্থিতি নেই : **অতিথি**।

যার হাতে খড়্গ : **খড়্গপাণি, খড়্গহস্ত**।
যার হায়া বা লজ্জা নেই : **বেহায়া**।
যার হাল বা অবস্থা অত্যন্ত খারাপ : **বেহাল**।
যার হাস্য শুচি বা বিমল : **শুচিস্মিত**।
যার হিতাহিত বোধ নেই : **বিমূঢ়**।
যার হুঁশ নেই : **বেহুঁশ**।
যার হৃদয় দরিয়ার মত উদার : **উদারহৃদয়, দিলদরিয়া**।
যাঁরা পর্দার আড়ালে বাস করেন : **পর্দানশিন, পর্দানশীন**।
যাঁরা সভায় থাকেন : **পার্ষদ, সভাসদ্**।
যারা অন্যের উচ্ছিষ্ট চাটে বা খায় : **উচ্ছিষ্টভোজী**।
যারা একটি জোটের অন্তর্গত : **একজোট**।
যারা এক পরিবারের হয়েও একান্নবর্তী নয় : **পৃথগন্ন**।
যারা কাঠ কেটে ও বেচে জীবিকা নির্বাহ করে : **কাঠুরে, কাঠুরিয়া**।
যারা গগন-মার্গে বিচরণে সমর্থ : **শকুন্ত**।
যারা গগনে বিচরণ করে : **গগনচর, গগনেচর**।
যারা গাই দোয় : **দোহাল**।
যারা গুরু নানকের প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী : **নানকপন্থী**।
যারা গৃহের পরিত্যক্ত খাদ্যাবশিষ্ট আহার করে : **গৃহবলিভুক্**।
যারা চড়কে জিভে ও হাতে বাণ ফোঁড়ে : **বেণো**।
যারা জলপথে বাণিজ্য করে : **সাংযাত্রিক**।

যারা জল পেলে আনন্দিত হয় : **মৎস্য**।
যারা জালে পশুপাখি ধরে তার মাংস বিক্রী করে : **বৈতংসিক**।
যারা ঝাড়-লণ্ঠন ইত্যাদি সাজায়: **বেলদার**।
যারা ডাকহাঁকসহ লুণ্ঠন করে : **ডাকাত, ডাকাইত**।
যারা দণ্ড ও কমণ্ডলুসহ ভ্রমণ করেন : **দণ্ডী**।
যারা দাও দিয়ে ধান কাটে : **দাউলিয়া**।
যারা দুষ্টকে শাসন করে : **প্রমথ**।
যারা দেবদেবীর মূর্তি-পূজক : **পৌত্তলিক**।
যারা নরকপালে ভক্ষণ করে : **কাপালিক**।
যারা নান্দীপাঠ বা গান করে : **নান্দিকর, নান্দীকর**।
যারা পট চিত্রিত করে : **পটুয়া, পটো**।
যারা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে বা শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ : **প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী**।
যারা পাটের সূতা বিক্রী করে : **পটুয়া**।
যারা পাশাপাশি বাস করে : **পড়শী, প্রতিবেশী**।
যারা পুত্তলি বা প্রতিমা পূজা করে : **পৌত্তলিক**।
যারা প্রহরে প্রহরে রব করে : **যামঘোষ, শৃগাল**।
যারা বনে-জঙ্গলে বাস করে : **বুনো**।
যারা বর্ষাকালে উচ্চ শব্দ করে : **প্রাবৃষিক**।
যারা বহু বিস্তৃত হয় : **সন্ততি**।
যারা বিবাদ করছে : **বিবদমান**।
যারা বিবাদ করে : **বিবাদী**।
যারা মড়া বেচে : **মুর্দাফরাস, মুদ্দাফরাস**।
যারা মড়ার কাপড় বেচে : **মুর্দাফরাস, মুদ্দাফরাস**।
যারা মাদুর তৈরী করে : **কটকার**।
যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে না : **সংশপ্তক**।
যারা লম্ফ দিয়ে চলে : **প্লুতগতি**।
যারা লুট করে : **লুটেরা, লুঠেরা**।
যারা শাকসব্জি উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করে : **পর্ণিক**।
যারা শ্মশানে মড়া পোড়ায় : **মুদ্দাফরাস, মুর্দাফরাস**।
যারা সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ ও বকাবকি করে : **ছাতারিয়া, ছাতারে**।
যারা সাপ খেলিয়ে বেড়ায় : **সাপুড়ে**।
যারা সিকা, ঘুনসি ও রঙীন সূতা তৈরী ও বিক্রী করে : **পটুয়া**।
যারা সুগতের [বুদ্ধের] ভজনা করে : **সৌগত, বৌদ্ধ**।
যারা স্তন্য পান করে বর্ধিত হয় : **স্তন্যপায়ী, স্তনন্ধয়, স্তনন্ধয়ী** [স্ত্রী]।
যা রক্ষা করা হয়েছে : **রক্ষিত**।
যা রক্ষার যোগ্য : **রক্ষণীয়, রক্ষিতব্য**।
যা রঙ্গ-বিলসিত : **রঙ্গিত**।
যা রপ্তানি করা হয়েছে বা হচ্ছে : **রপ্তানী, চালানী**।
যা রশ্মি বিকীর্ণ করে : **কিরীট**।
যা রাখা হয়েছে : **রক্ষিত**।
যা রীতিসম্মত নয় : **বেদস্তুর**।

যা রুচিসঙ্গত : **শ্লীল**।
যা রোগের পার [নিরাময়] দান করে : **পারদ**।
যা রোদ আচ্ছাদন করে : **ছত্র, ছাতা**।
যা রোধ করা যায় নি : **অনিরুদ্ধ**।
যা লকলক করছে : **লোলায়মান**।
যা লকলক [নমনীয় পদার্থের প্রসারিত ও আন্দোলিত হওয়ার ভাব] করে : **লকলকে**।
যা লক্ষ্য করা যায় না : **নির্লক্ষ্য**।
যা লগবগ করে : **লগবগে**।
যা লঙ্ঘন করা সহজ নয় : **দুর্লঙ্ঘ্য**।
যা লঙ্ঘন করা হয়েছে : **লঙ্ঘিত**।
যা লঙ্ঘনের যোগ্য : **লঙ্ঘনীয়**।
যা লতিয়ে যায় : **লতানে**।
যা লয় পাচ্ছে : **বিলীয়মান**।
যা লাভ করা দুঃসাধ্য : **দুর্লভ**।
যা লালসা বৃদ্ধি করে : **লোভনীয়**।
যা লিকলিক করছে : **লিকলিকে**।
যা লীন হয়ে যাচ্ছে : **বিলীয়মান**।
যা লুপ্ত বা অন্তর্হিত হচ্ছে : **বিলীয়মান**।
যা লেহন করা হয়েছে : **লীঢ়**।
যা লোক-পরম্পরায় উক্ত হয় : **জনপ্রবাদ**।
যা লোক-পরম্পরায় শ্রুত : **জনশ্রুতি**।
যা লোভ উৎপাদন করে : **লোভনীয়**।
যা শব্দ করছে : **শব্দায়মান**।
যা শব্দ করে : **কণ্ঠ, কবচ**।
যা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না : **শব্দাতীত**।
যা শরীরে বদ্ধ হয় : **কঞ্চুক**।
যা শাস্ত্রীয় বিধানসম্মত : **বিধিসম্মত**।
যা শিং দিয়ে তৈরী : **শার্ঙ্গ**।
যা শিহরণ জাগায় : **রোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর**।
যা শুদ্ধ করায় : **পাবক**।
যা শুভকর্ম নাশ করে : **কল্মষ**।
যা শুরু হয়েছে : **প্রারব্ধ**।
যা শেখা হয়েছে : **অধিগত**।
যা শোনা অসাধ্য : **শ্রবণাতীত, শ্রবণবহির্ভূত**।
যা শোনা গেছে : **শ্রুতিগোচর**।
যা শোনা যাচ্ছে : **শ্রূয়মাণ**।
যা শোনা যায় : **শ্রুতিগম্য**।
যা শোনা যায় না : **শ্রবণাতীত**।
যা শোনার যোগ্য : **শ্রব্য, শ্রবণীয়, শ্রাব্য, শ্রোতব্য**।
যা শোভমান হয়ে অবস্থিত : **বিরাজিত**।
যা শোভা পাচ্ছে : **শোভমান, শোভমানা, [স্ত্রী]**।
যা শোভা পাবার উপযুক্ত : **শোভনীয়, শোভনীয়া [স্ত্রী]**।
যা শ্যামবর্ণ ধারণ করছে এমন : **শ্যামায়মান**।
যা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে তৃপ্তিকর : **শ্রুতিমধুর, শ্রুতিসুখদ, শ্রুতিসুখকর**।
যা শ্লাঘার যোগ্য : **শ্লাঘ্য, শ্লাঘনীয়**।
যা সংক্ষেপ করা হয়েছে : **সংক্ষিপ্ত, সংক্ষেপিত**।
যা সংখ্যা করা যায় না : **অসংখ্য**।
যা সংগঠন করা হয়েছে : **সংগঠিত**।

যা সংগত নয় : **অসংগত, বিসংগত।**
যা সংগ্রহ করা হয়েছে : **সংগৃহীত।**
যা সংঘাতে সক্ষম : **সাংঘাতিক।**
যা সকল কালে হয় : **সর্বকালীন, সার্বকালিক।**
যা সকলকে ধারণ করে আছে : **ধরণি, ধরণী।**
যা সচরাচর ঘটে না : **দুর্ঘট।**
যা সজ্জন দ্বারা ভাত [দীপ্ত] : **সভা।**
যা সঞ্চয় করে ন্যস্ত করা হয়েছে : **গচ্ছিত।**
যা সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা হচ্ছে : **সঞ্চীয়মান।**
যা সব দিকে দেখা যাচ্ছে : **পরিদৃশ্যমান্।**
যা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে : **বিনষ্ট।**
যা সম্পূর্ণ পরিষ্করণের কার্য করে : **সম্মার্জনী।**
যা সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেছে : **নিঃশেষিত।**
যা সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাবার মত অবস্থা : **নিঃশেষিতপ্রায়।**
যা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে : **বিধ্বস্ত।**
যা সম্পূর্ণরূপে ছাইতে পরিণত : **ভস্মীভূত।**
যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসিত : **বিধ্বংসিত।**
যা সম্পূর্ণরূপে ফুটেছে : **প্রস্ফুটিত।**
যা সম্পূর্ণরূপে. লয় প্রাপ্ত হয়েছে : **নিলীন।**
যা সম্পূর্ণ লয়প্রাপ্ত হচ্ছে : **নিলীয়মান।**
যা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে : **বিলীন।**
যা সম্পূর্ণ স্পন্দনহীন : **নিস্তব্ধ।**

যা সমভাবে গমন করে : **সময়।**
যা সম্যক্ আকর্ষণ করে : **সমাকর্ষী।**
যা সম্যগ্ ভাবে দংশন করে : **সন্দংশক, সন্দংশিতা, সন্দংশী, সাঁড়াশী।**
যা সম্যগ্রূপে শরীরকে আচ্ছন্ন করে : **পরিচ্ছদ।**
যা সম্যগ্রূপে স্থির : **নিথর।**
যা সরকার পরিচালিত নয় : **বেসরকারী।**
যা সর্পাদিকে রক্ষা করে : **অবট।**
যা সর্বতোভাবে কীর্ণ : **পরিকীর্ণ।**
যা সর্বদিকে বা সর্বতোভাবে দৃষ্ট হয় বা হচ্ছে : **পরিদৃশ্যমান্।**
যা সহজে উচ্চারণ করা যায় না : **দুরুচ্চার, দুরুচ্চার্য।**
যা সহজে ঘটে না : **দুর্ঘট।**
যা সহজে জানা যায় : **সুবিজ্ঞেয়।**
যা সহজে দগ্ধ হয় : **দাহ্য।**
যা সহজে দূর করা যায় না : **দুরপনেয়।**
যা সহজে পচে যায় : **পচনশীল।**
যা সহজে পরিপাক হয় : **সহজপাচ্য।**
যা সহজে পরিপাক হয় না : **গুরুপাক, দুষ্পাচ্য।**
যা সহজে পাওয়া যায় : **সুলভ।**
যা সহজে বহন করা যায় : **সুবহ।**
যা সহজে বিভ্রান্ত করে : **ভেল্কি।**
যা সহজে বোঝা যায় : **প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য।**
যা সহজে ভেঙে যায় : **পলকা, ভঙ্গুর।**
যা সহজে সমাধান করা যায় না : **কঠিন।**
যা সহজে সহ্য করা যায় : **সুসহ।**

যা সহজে সাধনের যোগ্য : **সুসাধ্য**।
যা সহজে হজম করা যায় : **সুপচ, সুপাচ্য, লঘুপাক**।
যা সহসা জ্বলে ওঠে : **বিস্ফোরক**।
যা সহ্য করা দুঃসাধ্য : **দুঃসহ, দুর্বিষহ**।
যা সিঞ্চন করা হয়েছে : **সিঞ্চিত, সিঞ্চিতা** [স্ত্রী]।
যা সীমা অতিক্রম করেছে : **অত্যন্ত**।
যা সুখকর নয় : **অপ্রীতিকর**।
যা সুখ দেয় : **সুখদ, সুখদা** [স্ত্রী], **সুখদাতা, সুখদাত্রী** [স্ত্রী], **সুখদায়ক, সুখদায়িকা** [স্ত্রী], **সুখপ্রদ, সুখপ্রদা** [স্ত্রী]।
যা সুখ বহন করে আনে : **সুখাবহ**।
যা সুন্দর রূপে আরম্ভ করা হয়েছে : **সুসংবদ্ধ**।
যা সৃষ্টি করা হয়েছে : **সৃষ্ট**।
যা স্পর্শের দ্বারা সংক্রামিত হয় : **স্পর্শক্রামী**।
যা স্পষ্ট দেখা যায় : **পরিদৃশ্যমান্**।
যা স্পৃহার যোগ্য : **স্পৃহণীয়**।
যা স্ফীত হয় : **সমুদ্র**।
যা স্ফূর্তি লাভ করেছে : **স্ফূর্ত**।
যা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে দৃষ্ট হয় : **অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ**।
যা স্বভাবগত নয় : **প্রকৃতিবিরুদ্ধ**।
যা স্বাভাবিকভাবে হয়েছে : **স্বতঃসিদ্ধ, স্বভাবসিদ্ধ, প্রকৃতিসিদ্ধ**।
যা স্বাভাবিক সময়ের আগে পেকেছে : **অকালপক্ব**।
যা স্বীকার করতে পারা যায় না : **অস্বীকার্য**।
যা স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত : **স্মরণিক, স্মারক**।
যা স্থানান্তরিত করা যায় না : **স্থাবর**।
যা স্থাপন করা হয়েছে : **প্রতিষ্ঠাপিত**।
যা স্থূল ও উচ্চ : **পীনোন্নত**।
যা হক বা ন্যায়সঙ্গত নয় : **নাহক**।
যা হজম হয় না : **অপাচ্য**।
যা হবার উপক্রম করেছে : **হবহব**।
যা হবে : **ভাবী**।
যা হাত বা অধিকারের বাইরে চলে গেছে : **বেহাত**।
যা হাস্যের উদ্রেক করে : **হাস্যকর, হাস্যজনক, হাস্যোদ্দীপক**।
যা হিত করে : **হিতকর**।
যা হিরণ্য দ্বারা নির্মিত : **হিরণ্ময়**।
যা হীরা মাণিক্য ইত্যাদি খচিত : **রত্নখচিত**।
যা হোমের যোগ্য : **হব্য**।
যিনি অগ্রে গমন করেন : **পুরঃসর**।
যিনি অগ্রে স্থাপিত হন : **পুরোহিত**।
যিনি অঞ্জলি হতে নির্গত অথবা পতন অঞ্জলি যাতে : **পতঞ্জলি**।
যিনি অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী : **অদৃষ্টবাদী**।
যিনি অদৃষ্টের ওপর নির্ভরশীল : **অদৃষ্টবাদী**।
যিনি অধ্যয়নাদির সাহায্যে মনের অন্ধকার দগ্ধ করেন : **বিদগ্ধ**।
যিনি অনেক দেখেছেন : **বহুদর্শী**,

ভূয়োদর্শী।

যিনি অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন : **বিদ্বেষপরায়ণ**।

যিনি অন্তরকে নিয়ন্ত্রিত করেন : **অন্তর্যামী**।

যিনি অবসানে সংহার করেন : **শর্ব** [মহাদেব], **শর্বাণী** [স্ত্রী]।

যিনি অভিশাপকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন : **শাপাস্ত্র**।

যিনি অভীষ্ট পূর্ণ করেন : **বরপ্রদ, বরপ্রদা** [স্ত্রী]।

যিনি অর্থের নিমিত্ত কবিতা লেখেন : **দোঙ্কা**।

যিনি আত্মসংযম করেছেন : **সংযতাত্মা**।

যিনি আরামে উপবিষ্ট : **সুখাসীন**।

যিনি আশ্রয় গ্রহণের যোগ্য : **শরণ্য**।

যিনি ইন্দ্রিয়কে সংযত করেছেন : **সংযতেন্দ্রিয়**।

যিনি [দক্ষিণ ও বাম] উভয় হস্তে শর নিক্ষেপে পটু : **সব্যসাচী**।

যিনি একই সঙ্গে ধর্মপ্রচারক ও গুরু : **ধর্মগুরু**।

যিনি কিছুতেই সংকল্প চ্যুত হন না : **দৃঢ়সংকল্প**।

যিনি কেবল প্রত্যক্ষ বস্তুকেই বিশ্বাস করেন : **প্রত্যক্ষবাদী**।

যিনি কোন কিছু প্রবর্তন করেন : **প্রবর্তক, প্রবর্তয়িতা**।

যিনি কোন পরিকল্পনা করেন : **পরিকল্পয়িতা, পরিকল্পয়িত্রী** [স্ত্রী]।

যিনি কোন বিষয়ে উত্তেজিত বা প্ররোচিত করেন : **প্ররোচক**।

যিনি গান করেন : **গায়ক, গায়েন, গায়িকা, গাউনী** [স্ত্রী]।

যিনি গানে নিপুণ : **গাইয়ে**।

যিনি জগতের মাতা : **জগজ্জননী, জগদম্বা, জগন্মাতা**।

যিনি জগতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ : **বিশ্ববিশ্রুত**।

যিনি জগতের সৃষ্টি করেছেন : **বিশ্ববিধাতা**।

যিনি জানেন : **বেত্তা**।

যিনি জীবগণের আশ্রয় : **নারায়ণ**।

যিনি জীবন রক্ষা করেন : **প্রাণদাতা**।

যিনি জ্ঞান ও সংসারের পারে যান : **ঋষি**।

যিনি জ্যোতির্বিদ্যা জানেন : **জ্যোতির্বেত্তা, জ্যোতির্বিদ্**।

যিনি ত্রাণ করেন : **তারক, তারিণী** [স্ত্রী], **তারিকা, ত্রাতা, ত্রাণকর্তা ত্রাণকর্ত্রী**।

যিনি দীক্ষা দান করেন : **দীক্ষাগুরু, মন্ত্রদাতা, মন্ত্রদাত্রী** [স্ত্রী]।

যিনি দুটি ভাষায় পণ্ডিত : **দোভাষী**।

যিনি দূষিত ব্যক্তিকে নিজের সংসর্গের সাহায্যে পবিত্র করেন : **পঙ্‌ক্তিপাবন**।

যিনি দেখেন : **দ্রষ্টা**।

যিনি দেবতা হয়েও ঋষি : **দেবর্ষি**।

যিনি দৈত্য বিনাশ করেন : **দৈত্যবিনাশন, দৈত্যনিসূদন**।

যিনি দোষগুণের বিচার করেন : **সমালোচক**।

যিনি ধন জয় করেন : **ধনঞ্জয়**।

যিনি ধনুর্বিদ্যায় পারদম [শ্রেষ্ঠ]

: **গুড়াকেশ** [গুড়াকা (ধনুর্বিদ্যা) + ঈশ]।

যিনি ধ্যানের যোগ্য : **ধ্যাতব্য**।

যিনি নমস্কারের যোগ্য : **নমস্য**।

যিনি নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন : **পণ্ডিতম্মন্য**।

যিনি নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ : **সচ্চিদানন্দ**।

যিনি নিদ্রাকে জয় করেছেন : **গুড়াকেশ** [গুড়াকা (নিদ্রা) + ঈশ], **জিতনিদ্র**।

যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন : **নিমন্ত্রয়িতা, নিমন্ত্রণকারী**।

যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন : **নিয়ন্তা, নিয়ামক**।

যিনি নিয়োগ করেন : **নিযোক্তা, নিয়োজক**।

যিনি নির্ণয় করেন : **নির্ণেতা**।

যিনি নির্ভীক এবং ক্রোধী : **অভিমন্যু**।

যিনি নিষ্কাম, সুখে দুঃখে অবিচল, আত্মতুষ্ট ও ব্রহ্মনিষ্ঠ : **স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতধী**।

যিনি নীতিবানকে দেখেন : **লক্ষ্মী**।

যিনি ন্যায়নীতি মেনে চলেন : **ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ**।

যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন : **নৈয়ায়িক**।

যিনি ন্যায্যকথা বলেন : **ন্যায়বাগীশ**।

যিনি পতিত বা পাপীকে উদ্ধার করেন [পবিত্র করেন] : **পতিতপাবন, পতিতোদ্ধারক**।

যিনি পরিণাম দেখতে পান : **পরিণামদর্শী**।

যিনি পাণিগ্রহণ করেছেন : **পাণিগ্রহীতা, পাণিগ্রাহক, পাণিগ্রাহ**।

যিনি পাপ দূর করেন : **পাপঘ্ন, পাপহর**।

যিনি পালন করেন : **পালক, পালয়িতা, পালয়িত্রী** [স্ত্রী], **ভর্তা, ভর্ত্রী** [স্ত্রী]।

যিনি পুরাণ রচনা করেছেন : **পুরাণকার**।

যিনি পুরাণে প্রসিদ্ধ বা উল্লেখিত : **পুরাণপ্রসিদ্ধ, পুরাণপ্রথিত**।

যিনি পূজা পাবার যোগ্য : **পূজার্হ**।

যিনি পূজার যোগ্য : **পূজ্য, পূজনীয়**।

যিনি পূজিত হচ্ছেন : **পূজ্যমান**।

যিনি প্রকৃষ্টভাবে জানেন : **প্রজ্ঞ**।

যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন : **প্রতিশ্রুত**।

যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন : **প্রতিষ্ঠাপয়িতা**।

যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন : **লব্ধপ্রতিষ্ঠ**।

যিনি প্রত্নতত্ত্ব জানেন বা প্রত্নতত্ত্বে অভিজ্ঞ : **প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্**।

যিনি প্রভুত্ব করেন : **ইন্দ্র**।

যিনি প্রমাণ করেছেন : **প্রমাতা**।

যিনি প্রয়াণ করেছেন : **প্রয়াত**।

যিনি প্রসব করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন : **সবিতা, সবিত্রী** [স্ত্রী]।

যিনি বক্তৃতায় পটু : **বাগ্মী**।

যিনি বন্দনার যোগ্য : **বন্দ্য, বন্দনীয়, বন্দ্যা** [স্ত্রী], **বন্দনীয়া** [স্ত্রী]।

যিনি বর দান করেন : **বরদ, বরদা** [স্ত্রী]।

যিনি বরণের যোগ্য : **বরণীয়**।

যিনি বর্ণনায় পটু : **বর্ণনাকুশল**।

যিনি বল নামক দৈত্যকে বধ করেন : **বলহা, বলসূদন**।

যিনি বলেন : **বক্তা**।

যিনি বহু দেখেছেন : **বহুদর্শী, ভূয়োদর্শী**।
যিনি বাক্যে পণ্ডিত : **বাগ্‌বিদগ্ধ**।
যিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন : **বৈখানস্**।
যিনি বিজ্ঞান জানেন বা বিজ্ঞানে পণ্ডিত : **বৈজ্ঞানিক**।
যিনি বিদ্যার্জন করেছেন : **কৃতবিদ্য**।
যিনি বিন্ধ্যপর্বতকে স্তম্ভিত করেন : **অগস্ত্য**।
যিনি বিবাহ করেছেন : **বিবাহিত, ব্যূঢ়**।
যিনি বিশাল বক্ষস্থল-বিশিষ্ট : **ব্যূঢ়োরস্ক**।
যিনি বিশিষ্টরূপে জানেন : **বিজ্ঞ**।
যিনি বিশেষভাবে ধারণ করেন : **বিধাতা**।
যিনি বিশ্বকে মোহিত করেন : **বিশ্ববিমোহন**।
যিনি বিশ্ব ব্যাপ্ত করে আছেন : **বিষ্ণু**।
যিনি বিষ্ণুর সঙ্গে ক্রীড়া করেন বা বিষ্ণুকে মোহিত করেন [স্ত্রী] : **রমা [লক্ষ্মী]**।
যিনি বুঝতে সমর্থ : **বুঝদার, বোদ্ধা, সমঝদার**।
যিনি বেগ সহ্য করেন : **তুরাসাট্**।
যিনি বেদমন্ত্রসমূহকে চার ভাগে বিভক্ত করেন : **বেদব্যাস**।
যিনি বেদান্ত জানেন : **বৈদান্তিক**।
যিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত : **বৈয়াকরণ**।
যিনি ব্যাখ্যা করেছেন : **ব্যাখ্যাতা**।
যিনি ব্যাখ্যার সাহায্যে কোন গ্রন্থকে সহজবোধ্য. করেন : **টীকাকার, ভাষ্যকার**।
যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন : **ব্রহ্মজ্ঞানী**।
যিনি ব্রহ্মবিদ্যার বক্তা : **ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মবাদিনী [স্ত্রী]**।
যিনি ব্রতকালে পর্ণও খাননি : **অপর্ণা**।
যিনি ভক্তির যোগ্য : **ভক্তিভাজন**।
যিনি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন : **ভবিষ্যদ্‌বক্তা, ভবিষ্যদ্‌বাদী**।
যিনি ভালো বক্তৃতা করেন : **বাগ্মী**।
যিনি মদনকে ভস্ম করেছিলেন : **স্মরহ, স্মরারি**।
যিনি মনে করেন জগৎ ও জীবন দুঃখময় : **দুঃখবাদী**।
যিনি যজমানের দ্বারা বৃত হয়ে যজ্ঞকর্ম করেন : **ঋত্বিক্**।
যিনি যজ্ঞ করেন : **যজ্ঞকর্তা, যাজ্ঞিক**।
যিনি যজ্ঞ শেষ করেন নি : **অধ্বর্যু**।
যিনি যজ্ঞের অধিকারী : **যাজ্য**।
যিনি যাজন করেন : **যাজক**।
যিনি রসে অভিজ্ঞ : **রসজ্ঞ**।
যিনি রাসমণ্ডলে বিহার করেন : **রাসবিহারী**।
যিনি রূপ দান করেন : **রূপকার**।
যিনি শিক্ষা দেন [পুং] : **শিক্ষক, শিক্ষয়িতা, অধ্যাপক, শিক্ষাদাতা**।
যিনি শিক্ষা দেন [স্ত্রী] : **অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা, শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষাদাত্রী**।
যিনি শীতোষ্ণাদি বা রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত : **নির্দ্বন্দ্ব**।
যিনি শ্রদ্ধার পাত্র : **শ্রদ্ধাভাজন,**

শ্রদ্ধাস্পদ।

যিনি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানশূন্য : **পণ্ডিতমূর্খ**।

যিনি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জানেন : **বিধিজ্ঞ**।

যিনি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন : **ব্যুৎপন্ন**।

যিনি সংগ্রহ করেন : **সমাহর্তা, সমাহর্ত্রী** [স্ত্রী]।

যিনি সংস্কার করেন : **সংস্কারক, সংস্কর্তা, সংস্কারকারী**।

যিনি সংস্থাপন করেন : **সংস্থাপক, সংস্থাপয়িতা**।

যিনি সকল অভিলাষ পূর্ণ করেন : **বাঞ্ছা-কল্পতরু**।

যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন : **কৃষ্ণ**।

যিনি সকলকে প্রীতির চোখে দেখেন : **প্রিয়দর্শী, প্রিয়দর্শিনী** [স্ত্রী]।

যিনি সকল পাপ হরণ করেন : **পাপহর, হরি**।

যিনি সকল বিষয়ের যোজনা বা সংঘটন করেন : **প্রযোজক**।

যিনি সকল শাস্ত্রের পার দেখেছেন : **পারদর্শী**।

যিনি স্বচক্ষে দেখেছেন : **প্রত্যক্ষদ্রষ্টা সাক্ষাদ্দ্রষ্টা**।

যিনি সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম : **সত্যদ্রষ্টা**।

যিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণের অতীত : **ত্রিগুণাতীত, নির্গুণ**।

যিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেছেন : **সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী** [স্ত্রী]।

যিনি সমস্ত কিছু গভীরভাবে দেখেন : **নিরীক্ষক**।

যিনি সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ করেন : **বিশ্ববিমোহন**।

যিনি সম্বর্ধনার যোগ্য : **সম্বর্ধনীয়**।

যিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত : **পারদর্শী**।

যিনি সশ্রদ্ধ সমাদরের যোগ্য : **সম্মাননীয়, সম্মান্য**।

যিনি সসম্মান অভ্যর্থনা [সংবর্ধনা] করেন : **সম্বর্ধক**।

যিনি সামবেদ অধ্যয়ন বা গান করেন : **ছন্দোগ**।

যিনি সার ভাবটি গ্রহণ করেন : **সারগ্রাহী**।

যিনি সারেরও সারভূত : **সারাৎসার, সারাৎসারা** [স্ত্রী]।

যিনি সিদ্ধি দান করেন : **সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিদাত্রী** [স্ত্রী]।

যিনি সৃষ্টি করেন : **সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা**।

যিনি সেনা পরিচালনা করেন : **সেনা-নায়ক, সেনাপতি**।

যিনি সোমরস আহুতি দেন : **সুতচিত্ত, সুতসোম**।

যিনি স্বীয় পদ থেকে চ্যুত হন না : **অচ্যুৎ**।

যিনি হবেন : **হবু**।

যিনি হব্য বহন করেন : **বহ্নি**।

যিনি হলুদরঙের বস্ত্র-পরিহিত : **পীতবাস, পীতাম্বর**।

যুগপৎ পতন : **সম্পাত**।

যুগের অবসান : **যুগক্ষয়, যুগান্ত**।

যুগ্মের [জোড়ার] একটি : **পাটি**।

যুগোপযোগী ধর্ম : **যুগধর্ম**।

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন : **নমস্কার**।

যুক্তকরে প্রদত্ত পুষ্পাদি : **অঞ্জলি**।

যুক্তিযুক্ত বাক্য : **সঙ্গত**।

যুক্তির দ্বারা বিচার : **বিমর্শ**।

যুক্তির দ্বারা সমর্থিত : **যৌক্তিক**।

যুদ্ধই আজীব [জীবিকা] যার : **যুদ্ধাজীব**।

যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক : **যুযুৎসু**।

যুদ্ধ করে যে : **যোদ্ধা**।

যুদ্ধকামী অস্ত্রধারী পুরুষ : **সৈন্য**।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে দূত পরাজয়ের সংবাদ বহন করে আনে : **ভগ্নদূত, ভগ্নপাইক**।

যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের নৃত্য : **বীরজয়ন্তিকা**।

যুদ্ধ থেকে যে পলায়ন করে না : **সংশপ্তক**।

যুদ্ধপটু [যুদ্ধকুশলী] জাতি : **যোদ্ধজাতি**।

যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কারকরণ : **নীরাজন**।

যুদ্ধার্থ আহূত : **স্পর্ধিত**।

যুদ্ধার্থ আহ্বান : **স্পর্ধা**।

যুদ্ধে অক্ষম হস্তী বা অশ্ব : **বীত**।

যুদ্ধে দক্ষ : **যুদ্ধকুশলী, যুদ্ধনিপুণ, যুদ্ধবাজ, যুদ্ধবিশারদ, রণকুশলী, রণনিপুণ, সমরকুশল**।

যুদ্ধে বা অনশনে প্রাণত্যাগ : **প্রায়ণ**।

যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢাক : **দামামা**।

যুদ্ধে ব্যবহৃত শিঙা : **তূরী, তূর্য, রণশিঙা**।

যুদ্ধে যে মত্ত : **রণমত্ত**।

যুদ্ধে যোদ্ধাদের পরস্পর সদর্প আহ্বান : **যোধসংরাব**।

যুদ্ধের ইচ্ছা : **যুযুৎসা**।

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আক্রমণ : **হামলা**।

যুদ্ধের উদ্যোগ : **যুদ্ধোদ্যম, যুদ্ধোদ্যোগ**।

যুদ্ধের ঢাক : **বীরমর্দল, রণঢক্কা**।

যুদ্ধের ঢাকের শব্দ : **আড়ম্বর, পটহ**।

যুদ্ধে রথীর রক্ষক : **পরিধিস্থ**।

যুদ্ধের নিমিত্ত অভিযান : **যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধাভিযান, রণযাত্রা**।

যুদ্ধের নিমিত্ত উন্মাদ : **যুদ্ধোন্মাদ**।

যুদ্ধের নিমিত্ত সচক্র যান : **স্যন্দন**।

যুদ্ধের নিমিত্ত সুশৃঙ্খলভাবে সৈন্য-বিন্যাস : **ব্যূহ**।

যুদ্ধের সমাপ্তি : **যুদ্ধাবসান**।

যুদ্ধে স্থির থাকে যে : **যুধিষ্ঠির**।

যুদ্ধোদ্যত সৈন্যদের ঘাঁটি : **ছাউনি, শিবির**।

যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের সন্ধি ও যুদ্ধ : **সন্ধিবিগ্রহ**।

যুধার অপত্য : **যৌধেয়**।

যুধিষ্ঠিরের রণশঙ্খ : **অনন্তবিজয়**।

যুবক-যুবতীর পক্ষে স্বাভাবিক : **যৌবনসুলভ**।

যুবতী জায়া [ভার্যা] যার : **যুবজানি**।

যুবতী জায়ার পতি : **যুবজানি**।

যুবরাজের পদ : **যৌবরাজ্য**।
যুবা বয়েসে স্থবিরের মতো নড়ন-চড়নহীন : **জবুত্থবু, যবত্থব**।
যুরোপীয় পদ্ধতির নাচের মজলিস : **বল**।
যে অকুণ্ঠিতভাবে ব্যয় করে : **ব্যয়শীল**।
যে অগ্নিকে বহন করে : **অগ্নিবাহ**।
যে অগ্রে গমন করে : **অগ্রণী, অগ্রগামী, পুরোগামী**।
যে অঙ্গ মর্দন করে : **সংবাহক**।
যে অঞ্জন চোখে দিলে অঞ্জন-ধারককে দেখা যায় না : **লুকাঞ্জন**।
যে অঞ্জলির নিমিত্ত দুহাত যুক্ত করেছে : **বদ্ধাঞ্জলি**।
যে অতিশয় অন্তরঙ্গ : **পরমাত্মীয়**।
যে অতিশয় দীপ্তি পায় : **বিদ্যুৎ**।
যে অতিশয় শোক প্রকাশ করছে : **শোচ্যমান**।
যে অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম : **মরমিয়া**।
যে অত্যন্ত কটু কথা বলে : **কটুভাষী, বিষমুখ**।
যে অত্যন্ত দূরে থাকে : **বিদূর**।
যে অত্যন্ত বিষয়াসক্ত : **বিষয়ী**।
যে অত্যাচারী বলবান : **জবরদস্ত**।
যে অধঃপাতে গিয়েছে : **অধঃপতিত, অধঃপেতে, বখা**।
যে অধঃপাতে গেছে, তার স্বভাব : **বখামি, বখামী**।
যে অধিকার করে : **অধিকারী**।
যে অনুন্নত দেশে কিছুই পাওয়া যায় না : **পাণ্ডববর্জিত**।
যে অনুরোধের অপেক্ষা রাখে না : **নিরনুরোধ**।
যে অনেকখানি ভূভাগ বেষ্টন করে : **বট**।
যে অনেক দেখেছে : **বহুদর্শী, বহুদর্শিনী,** [স্ত্রী], **ভূয়োদর্শী, ভূয়োদর্শিনী** [স্ত্রী]।
যে অনেক বিষয় জানেন : **বহুজ্ঞ, বহুবেত্তা**।
যে অন্তঃপুরে থাকে না : **বেপরদা**।
যে অন্তর গ্রহণ করে : **অন্তরাল**।
যে অন্তর্বিপ্লব রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন আনে : **রাষ্ট্রবিপ্লব**।
যে অন্তে বা গুরুগৃহে বাস করে : **অন্তেবাসী**।
যে অন্তে যায় : **অন্তগ**।
যে অন্ন নিজের উপার্জিত নয় : **পরান্ন**।
যে অন্যকে বুদ্ধি দান করে : **ধীর, বুদ্ধিদাতা**।
যে অন্য প্রকারের বেশ গ্রহণ করে : **ছদ্মবেশী**।
যে অন্যমনস্কের মতো আচরণ করে : **বিমনায়মান**।
যে অন্যায় কর্ম করেছে : **দুষ্কৃতকারী, দুষ্কৃতী**।
যে অন্যের কথা কানে দিয়ে কলহ সৃষ্টি করে : **কানভাঙানে**।
যে অন্যের দোষ সন্ধান করে : **পরচ্ছিদ্রান্বেষী**।

যে অন্যের দ্বারা উপকৃত : **পরোপকৃত**।

যে অন্যের প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন : **প্রভাবান্বিত, প্রভাবিত**।

যে অন্যের মত অবলম্বন করে : **পরমতাবলম্বী**।

যে অন্যের মুখাপেক্ষী নয় : **স্বাবলম্বী**।

যে অন্যের শ্লোকার্থ নিজের বলে : **কুম্ভিলক**।

যে অন্যের স্ত্রীতে আসক্ত : **পরদারিক**।

যে অন্যের স্থানে কাজ করে : **প্রতিপুরুষ**।

যে অপরকে কামনা করে : **অন্যকাম, অন্যকামা** [স্ত্রী]।

যে অপরাধ করে নি : **নিরপরাধ, নিরপরাধা** [স্ত্রী]।

যে অপরের আশ্রিত : **পরাশ্রিত, পরাশ্রিতা** [স্ত্রী]।

যে অপরের নিন্দা করে : **নিন্দক, নিন্দুক**।

যে অপরের অন্নে পালিত : **পরান্নপালিত**।

যে অপরের প্রতিপালন করে : **পরভৃৎ**।

যে অপরের বশীভূত : **পরবশ**।

যে অপরের ভরণ করে : **অন্যভৃৎ**।

যে অপরের রচিত সাহিত্য থেকে ভাব ভাষা প্রভৃতি চুরি করে নিজের বলে চালায় : **কুম্ভিলক, কুম্ভীলক**।

যে অপরের সাহায্য প্রত্যাশা করে : **পরমুখাপেক্ষী**।

যে অপ্রতিভ হয়ে গেছে : **থ**।

যে অপ্রত্যক্ষ বিষয় এখন প্রত্যক্ষ করা হয়েছে : **প্রত্যক্ষীকৃত**।

যে অপ্রত্যক্ষ বিষয় এখন প্রত্যক্ষ হয়েছে : **প্রত্যক্ষীভূত**।

যে অবগত নয় : **অনবগত**।

যে অবতারে বিষ্ণু অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক সিংহের রূপধারণ করেছিলেন : **নৃসিংহ**।

যে অবস্থায় অধিক নেশায় চোখের তারা বিন্দুর মতো দেখায় : **বুঁদ**।

যে অবস্থায় কায়দা [কৌশল] খাটানো যায় না : **বেকায়দা**।

যে অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করা হয় না : **অনশন, উপবাস**।

যে অবস্থায় দেহে তিন প্রকার বক্রতা [ভঙ্গ] : **ত্রিভঙ্গ**।

যে অবস্থায় শস্যাদি জন্মে না : **অজন্মা**।

যে অবস্থায় সকলের মত এক হয় : **ঐকমত্য**।

যে অবস্থায় স্থির থাকা যায় না : **অতিষ্ঠ**।

যে অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে কনিষ্ঠাকে বিবাহ করে : **অগ্রেদিধিষু**।

যে অভিজ্ঞ নয় : **অনভিজ্ঞ**।

যে অভিলাষে বিঘ্ন জন্মায় : **বিভ্রাট**।

যে [বা যা] অভ্রান্ত দিকে যেতে সাহায্য করে : **দিশারি, দিশারী**।

যে অমাবস্যার রাতে গৃহাদি আলোক-সজ্জিত করা হয় : **দীপান্বিতা, দীপালি, দেওয়ালি**।

যে অলক্ষিতভাবে গাঁট কেটে নেয় : **গাঁটকাটা**।

যে অলস নয় : **অনলস**।

যে অলৌকিক দৃষ্টির দ্বারা অতীন্দ্রিয় বিষয় দেখা বা উপলব্ধি করা যায় : **দিব্যদৃষ্টি, দিব্যনেত্র**।
যে অল্পবয়স্ক গাভী এখনো সন্তানধারণ করেনি : **বকনা**।
যে অল্পে অল্পে গমন করতে পারে : **শাবক**।
যে অশান্তি ও উপদ্রব দূর করে : **শান্তিরক্ষক**।
যে অশিক্ষিত চিকিৎসক রোগ হাতড়ে বেড়ায় : **হাতুড়ে**।
যে অশ্বত্থগাছের নীচে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন : **বোধিদ্রুম, বোধিবৃক্ষ**।
যে অসংখ্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে : **অতিরথ**।
যে অসাধু সাধু সাজে : **নেকা, নেকী** [স্ত্রী]।
যে অস্ত্র কেবল একজনকে হত্যা করতে পারে : **একাঘ্নী**।
যে অস্ত্র তিনটি ফলকযুক্ত : **ত্রিশূল**।
যে অস্ত্র হাতে না ধরেও আঘাত করা যায় : **শাস্ত্র**।
যে অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে : **অপ্রকৃতিস্থ**।
যে আইনসম্মত উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয়নি : **অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালক**।
যে আকারে নর প্রকৃতিতে পিশাচ : **নরপিশাচ**।
যে আকাশে গমন করে : **খগ, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, বিহঙ্গিনী** [স্ত্রী], **বিহঙ্গমা** [স্ত্রী], **বিহঙ্গমী** [স্ত্রী]।
যে আগুন নেভায় : **অগ্নি-নির্বাপক**।
যে আগে দু'বার বিবাহ করেছে বা তৃতীয়বার বিবাহ করছে : **তেজবর, তেজবরে**।
যে আঘাত পেয়েছে : **প্রতিহত**।
যে আচার বা প্রথা অতিক্রম করেছে : **অত্যাচার**।
যে আছে : **বিদ্যমান**।
যে আচ্ছাদিত স্থানে পানের চাষ হয় : **বরজ**।
যে আতশ [আতস] বাজি থেকে ফুলের মতো স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় : **ফুলঝুরি**।
যে আদব-কায়দা জানে না : **বেয়াদপ**।
যে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় : **মিথ্যাসাক্ষী**।
যে আধারের মধ্যে রেখে শবদেহ কবর দেওয়া হয় : **শবাধার**।
যে আনন্দিত করে : **নন্দন**।
যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে : **পণ্ডিতম্মন্য**।
যে আমিষ খাদ্য ভোজন করে না : **নিরামিষভোজী, নিরামিষাশী**।
যে আয় বুঝে ব্যয় করে : **মিতব্যয়ী, হিসাবী, হিসেবী**।
যে আরোগ্য লাভ করেছে : **রোগমুক্ত**।
যে আহুতি দিয়ে যজ্ঞকে পূর্ণতা দান করা হয় : **পূর্ণাহুতি**।
যে ইন্দ্রিয়গোচর জগৎকে একমাত্র সত্য বলে মনে করে : **বস্তুবাদী**।

যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ করা যায় : **রসনা**।
যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে : **আস্তিক**।
যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না : **নাস্তিক**।
যে ঈষৎ ঋজু : **কুব্জ**।
যে উচ্ছন্নে গিয়েছে : **অধঃপতিত, অধঃপেতে**।
যে উড্ডয়নের সাহায্যে পারে পৌঁছায় : **পারাবত**।
যে উড়তে পারে : **উড়ুক্কু**।
যে উক্তিতে আপাত বিরোধের প্রতীতি সত্ত্বেও মূলতঃ কোন বিরোধ নেই : **বিরোধাভাস**।
যে উত্তমরূপে স্নান করেছে : **সুস্নাত**।
যে উত্তর দেয় না : **নিরুত্তর**।
যে উৎকটভাবে আড়া |বক্র|: **বেয়াড়া**।
যে উৎকট শব্দ করে : **গর্দভ**।
যে উদরমাত্র পূরণে আসক্ত : **আদ্যূন, ঔদরিক, পেটুক**।
যে উদ্দেশ্যহীনভাবে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় : **ভবঘুরে**।
যে উদ্ভিদ্ বর্ষকালমাত্র বাঁচে : **বর্ষজীবী**।
যে উপকারীর অপকার করে : **কৃতঘ্ন**।
যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে : **কৃতজ্ঞ**।
যে উপদেশের যোগ্য : **শিষ্য**।
যে উপবাসে অম্বু বা জল পান করাও নিষিদ্ধ : **নিরম্বু, নির্জলা**।
যে উপমায় উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য প্রণিধানের দ্বারা বোধগম্য হয় : **প্রতিবস্তূপমা**।
যে উবুড় হয়ে শোয় : **অবমূর্ধশয়, অবমূর্ধশায়ী**।
যে ঋক্ দ্বারা অগ্নিতে আহিত হয় : **সামিধেনী**।
যে ঋণে অধম : **অধমর্ণ**।
যে ঋতুতে বৃষ্টি হয় : **বর্ষা**।
যে একটুতেই কাঁদে : **ছিঁচ্‌কাঁদুনে**।
যে একটুতেই রেগে ওঠে : **রগচটা**।
যে একপঙ্‌ক্তিতে বসে আহার করার অযোগ্য : **অপাঙ্‌ক্তেয়**।
যে একরজ্জুতে বহু পশু বাঁধা থাকে : **দামনি**।
যে একসঙ্গে অসংখ্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে : **অতিরথ**।
যে একসঙ্গে মাল কিনে খুচরা বিক্রি করে : **পাইকার**।
যে এখনি পড়ে যাবে : **পতনোন্মুখ**।
যে ঔষধ দিয়ে রোগের প্রতিকার করে : **চিকিৎসক**।
যে কক্ষে বরকন্যা বিবাহ-রজনী যাপন করে : **বাসরঘর**।
যে কক্ষে বারুদ রাখা হয় : **বারুদখানা**।
যে কখনও ঋণ শোধ করে না : **ঋণচোর**।
যে কণামাত্রও ছাড়ে না : **কঞ্জুস**।
যে কটুকথা বলে : **দুর্বাক**।
যে কথা তীরের মতো মর্মভেদী

: **বাক্যবাণ**।
যে কথা ফাঁস বা প্রকাশ করবার অযোগ্য, তার প্রকাশ : **বেফাঁস**।
যে কথা বলতে পারে না : **বোবা, মূক**।
যে কথা মুখে আনা যায় না : **নিরবদ্য**।
যে কথায় দক্ষ, কিন্তু কাজের নয় : **বাক্-সর্বস্ব**।
যে কনিষ্ঠার অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে বিবাহ হয় : **অগ্রেদিধিষু**।
যে কন্যাকে নির্দিষ্ট কোন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবার কথা হয়েছে : **বাগ্‌দত্তা**।
যে কন্যাদানের অযোগ্য : **অবিবাহী**।
যে কন্যার পিতা পণ গ্রহণ করে কন্যার বিবাহ দেন : **পণাঙ্গনা**।
যে কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় নি : **অপ্রদত্তা, অবিবাহিতা, কুমারী**।
যে কন্যা সম্প্রদান করে : **সম্প্রদাতা, সম্প্রদাত্রী** [স্ত্রী]।
যে কন্যার পুত্রকে শ্রাদ্ধের অধিকার দান করা হয় : **পুত্রিকা**।
যে কপট আচরণ করে : **কপটী, কাপটিক**।
যে কপটতা জানে না : **নিষ্কপট**।
যে কবি আসরে দাঁড়িয়ে কবিগান রচনা করেন : **দাঁড়াকবি**।
যে কম্পিত নয় : **নিষ্কম্প**।
যে করণীয় কার্য করে : **কর্তব্যপরায়ণ**।
যে কর্তব্য কর্মের আরম্ভে ও সমাপনে অনলস : **অদীর্ঘসূত্র**।
যে কর্তার ভজনা করে : **কর্তাভজা**।
যে কর্ম করতে কুণ্ঠিত : **কর্মকুণ্ঠ**।
যে কর্মচারী খাজনা আদায় করে ও তার হিসাব রাখে : **পাটোয়ার**।
যে কর্মচারী ফাঁসির আসামীকে ফাঁসি দেয় : **ফাঁসুড়ে**।
যে কর্ম নাশ করে : **কর্মনাশা**।
যে কর্ম প্রতিদিন করা হয় : **নিত্যকর্ম, নিত্যক্রিয়া**।
যে কর্ম সম্পন্ন করেছে : **কৃতকর্মা, কৃতকার্য, কৃতকৃত্য, কৃতক্রিয়**।
যে কর্মে কুশল : **কর্মঠ, কর্মকুশল**।
যে কর্মের জন্য গমন করে : **কর্মচারী**।
যে কলঙ্কের দ্বারা লিপ্ত : **কলঙ্কিত, কলঙ্কী**।
যে কল্পিত গিরিশিখরে প্রত্যহ সূর্যোদয় হয় : **উদয়গিরি, উদয়াচল, পূর্বাচল**।
যে কষ্ট সহ্য করতে পারে : **কষ্টসহিষ্ণু**।
যে কাঁধে ভার গ্রহণ করে : **অংসভারিক**।
যে কাঁসার কাজ করে : **কংসকার, কাঁসারি**।
যে কাজ করে বহুদর্শী হয়েছে : **করিতকর্মা**।
যে কাজকর্মে সাহায্য করতে পারে : **নুড়কুৎ**।
যে কাজের সন্ধান জানে : **সন্ধানী, অনুসন্ধান-কুশল**।
যে কাঠ অন্য কাঠে ঘষে আগুন উৎপাদন করা হয় : **অরণি**।
যে কাঠে অগ্নি উৎপাদন করা হয় : **অরণি**।

যে কাঠের কাজ করে : **ছুতার, সূত্রধর**।
যে কাঠের কারবার করে : **কাঠুরে, কাঠুরিয়া**।
যে কান ভাঙানি দিয়ে বিবাদ বাধায় : **কোটনা, কুটনী**।
যে কাপড় রং করে : **ছিপী, রঙ্গরেজ, রঙরেজ, রজক**।
যে কাপড়ের দু পিঠ সমান কারুকার্যময় : **দোরোখা**।
যে কাব্য নায়ক-নায়িকার দ্বারা অভিনীত হয় : **দৃশ্যকাব্য**।
যে কামান দাগে : **গোলন্দাজ, তোপচী**।
যে কামুক ও উদরসর্বস্ব : **শিশ্নোদরপরায়ণ**।
যে কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে : **শ্রমজীবী, শ্রমোপজীবী, শ্রমিক, মজুর**।
যে কারও ক্ষতি করে না : **নিরীহ**।
যে কারও পরোয়া করে না : **বেপরোয়া**।
যে কারারুদ্ধ অবস্থায় বন্দনা গান করে : **বন্দি, বন্দী**।
যে কারো মুখাপেক্ষী নয় : **নিরপেক্ষ**।
যে কার্য-সম্পাদনে বিলম্ব করে : **দীর্ঘসূত্র, দীর্ঘসূত্রী**।
যে কার্যের নাশ করে : **বিঘ্ন**।
যে কার্যে সাহসের প্রয়োজন হয় : **সাহসিক**।
যে কালে বৃষ্টি হয় : **প্রাবৃট্‌, প্রাবৃষ**।
যে কাল্পনিক প্রস্তরের স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয় : **পরশমণি, স্পর্শমণি**।
যে কাল্পনিক রেখার দ্বারা পৃথিবী উত্তর ও দক্ষিণার্ধে বিভক্ত : **নিরক্ষরেখা**।
যে কাষ্ঠযন্ত্রের সাহায্যে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করা যায় : **চক্রাশ্ম**।
যে কিছুতেই ছাড়ে না : **নাছোড়বান্দা**।
যে কিছু মনে রাখতে পারে না, ভুলে যায় : **মনভোলা**।
যে কিরণ বর্ষণ করে : **মিহির**।
যে কীট তুঁতপাতা খায় : **তুঁতপোকা, পলু, পোলু**।
যে কীট পক্ষের দ্বারা গমন করে : **পতঙ্গ**।
যে কীট সর্বদা বইয়ের পৃষ্ঠায় থাকে : **পত্রকীট**।
যে কীর্তন গান করে : **কীর্তনীয়া**।
যে কীর্তি-স্থাপনের জন্যে ধর্মানুষ্ঠান করে : **দাম্ভিক**।
যে কুৎসা রটায় : **পিশুন**।
যে কুমারীর পূর্বে বিবাহ হয় নি, তার পতি : **কৌমার**।
যে কুলীন কৌলীন্য থেকে ভ্রষ্ট : **ভঙ্গকুলীন**।
যে কুলীন নয় : **অকুলীন, নিষ্কুলীন**।
যে কুলের অস্তিত্ব বজায় রাখে : **বংশধর**।
যে কুশ গ্রহণ বা সংগ্রহ করে : **কুশল**।
যে কুস্তি করে বা লড়ে : **কুস্তিগীর**।
যে কুসীদের সাহায্যে জীবিত থাকে : **কুসীদজীবী**।

যে কূপের মুখ তৃণাচ্ছাদিত : **অন্ধকূপ**।

যে কেবল অন্যের ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় : **ছিদ্রান্বেষী**।

যে কেবলই মার খায় : **মারখেকো**।

যে কেবল কথায় ওস্তাদ, কিন্তু কোন কাজের নয় : **বাক্‌সর্বস্ব, বাক্যবাগীশ**।

যে কেবল খাওযার সময় আসে, কিন্তু কাজের সময় আসে না : **পাত্রেসমিত**।

যে কেবল ঘুমিয়ে পড়ে : **ঘুমকাতুরে**।

যে কেবল দোষই দেখে : **ছিদ্রান্বেষী, দোষদর্শী, দোষদৃক্‌, দোষৈকদর্শী**।

যে কেবল নিরামিষ খাদ্য ভোজন করে : **নিরামিষভোজী, নিরামিষাশী**।

যে কেশরে পরাগ জন্মে : **পরাগকেশর**।

যে কোন অবলম্বন ছাড়াই থাকে : **নিরালম্ব**।

যে কোন উপায়ে : **যেনতেন-প্রকারেণ**।

যে কোন কাজ করতে চায় না : **নিষ্কর্মা, কর্মবিমুখ**।

যে কোন কাজকে পেশা বা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে : **পেশাদার**।

যে কোন কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছে : **প্রবর্তমান**।

যে কোন কার্যের পরিণামের অংশীদার : **ফলভাগী**।

যে কোন কিছুকে পরোয়া করে না : **বেপরোয়া**।

যে কোন কিছুতে লিপ্ত নয় : **নির্লিপ্ত**।

যে কোন কিছু শোনা মাত্র তা কণ্ঠস্থ করতে পারে : **শ্রুতিধর, শ্রুতিশ্রুত**।

যে কোন চক্রাকার বস্তু : **চাক**।

যে কোন তারযন্ত্রের ধ্বনি : **নিক্বণ, ঝঙ্কার**।

যে কোন নিয়ম মেনে চলে না : **বেতালা, উচ্ছৃঙ্খল**।

যে কোন পক্ষ গ্রহণ করে না : **নিরপেক্ষ**।

যে কোন বিষয়ে অনেকক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারে না : **অস্থিরচিত্ত, লঘুচিত্ত, লঘুহৃদয়**।

যে কোন বিষয়ে বিশাল জ্ঞান আছে যার : **বিশারদ**।

যে কোন বিষয়ে লিপ্ত নয় : **নির্লিপ্ত**।

যে কোন ভাষার বর্ণসমূহ : **বর্ণমালা**।

যে কোন লেখার অনুলিপি করে : **নকলনবীশ, লিপিকর, লিপিকার**।

যে কোমর বেঁধেছে : **বদ্ধপরিকর**।

যে কোলের দিকে কুঁজা : **কোলকুঁজা**।

যে কৌলীন্যের আচার ভঙ্গ করেছে : **ভঙ্গকুলীন**।

যে ক্রুদ্ধ হয়েছে : **কুপিত, রুষ্ট, রোষাবিষ্ট, রোষাবিষ্টা** [স্ত্রী]।

যে ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ থেমে গেছে : **থকিত**।

যে ক্লিষ্ট করে [ক্লেশ দেয়] : **ক্লেশী**।

যে ক্লেশ পাচ্ছে : **ক্লিশ্যমান**।

যে ক্ষত থেকে রক্ষা করে : **ক্ষত্রিয়**।

যে ক্ষেত্রে শস্যরক্ষা করে : **ক্ষেত্রপাল**।

যে ক্ষৌরকর্মের দ্বারা নরকে সুন্দর করে : **নরসুন্দর**।

যে খাটে বা দোলায় শিশু পালিত হয় : **পালনদোলা**।

যে খাদ্য গ্রহণ করে, কিন্তু দেয় না : **কৃকুর, কুকুর**।
যে খানা পরিবেশন করে : **খিদমদগার**।
যেখানে অকর্মণ্য গবাদি পশুদের রাখা হয় : **পিঁজরাপোল**।
যেখানে অন্নার্থী অন্ন পায় : **অন্নসত্র**।
যেখানে আপনা-আপনি গাছপালা জন্মে : **বন**।
যেখানে আরোহণ দুঃসাধ্য : **দুরারোহ**।
যেখানে আলো জ্বালানো হয়নি : **নিষ্প্রদীপ**।
যেখানে কুমোরের হাঁড়িকলসী ইত্যাদি পোড়ান হয় : **পোয়ানঘর**।
যেখানে কুমোরেরা আগুনে হাঁড়ি-কলসী পোড়ায় : **পনী, পবনী**।
যেখানে কুস্তি লড়া হয় : **মল্লভূম, মল্লভূমি**।
যেখানে কোন উপদ্রব নেই : **নিরুপদ্রব**।
যেখানে গমন করা দুঃসাধ্য : **দুর্গ, দুর্গম**।
যেখানে গমন করা যায় না : **অগম, অগম্য**।
যেখানে গো-সমূহ শব্দ করে : **ঘোষ**।
যেখানে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হয় : **মানমন্দির**।
যেখানে ঘাস নেই : **নিস্তৃণ**।
যেখানে চারটি পথ মিলিত হয়েছে : **চতুষ্পথ, চৌমাথা, চৌরাস্তা**।
যেখানে চারদিকে পাঁচটি হ্রদ : **সমন্তপঞ্চক, কুরুক্ষেত্র**।
যেখানে চার বেদের পাঠ [অধ্যয়ন] হয় : **চতুষ্পাঠী**।
যেখানে ছাত্ররা বাস করে : **ছাত্রনিবাস, ছাত্রাগার, ছাত্রাবাস**।
যেখানে ছাত্রীরা বাস করে : **ছাত্রীনিবাস**।
যেখানে জলদান করা হয় : **জলসত্র**।
যেখানে জলপানের জন্যে পশুগণকে ডাকা হয় : **আহাব**।
যেখানে তৃণ নেই : **তৃণহীন, নিস্তৃণ, বিতৃণ**।
যেখানে থই বা তল পাওয়া যায় না : **অথই**।
যেখানে দণ্ডিতের প্রাণদণ্ড হয় : **বধ্যভূমি**।
যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে : **অকু**।
যেখানে ধানের গোলা থাকে : **গোলাবাড়ি**।
যেখানে ধার্মিক বাস করে না : **অধার্মিক**।
যেখানে নদী-পারাপারের অর্থ গ্রহণ করা হয় : **দানঘাট, পারঘাট**।
যেখানে নাটকের কলাকৌশল প্রদর্শিত হয় : **নাট্যমন্দির, নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ, রঙ্গমঞ্চ**।
যেখানে পথিকদের পানের নিমিত্ত জল দান করা হয় : **জলসত্র** [জলছত্র], **পানিশালা**।
যেখানে পরিখা খনন করে মৃত্তিকা স্তূপ করে রাখা হয় : **বপ্র**।
যেখানে পশুদের রাখা হয় : **চিড়িয়াখানা, পশুশালা**।
যেখানে পাখির ডাক নেই : **নিষ্কূজ**।
যেখানে পাগলদের রেখে চিকিৎসা করা

হয় : **উন্মাদাগার, উন্মাদাশ্রম, পাগলাগারদ**।

যেখানে পানীয় জল দেওয়া হয় : **প্রপা, প্রপান, জলসত্র** [জলছত্র]।

যেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় : **পাদগম্য**।

যেখানে পা হড়কিয়ে যায় : **পিছল, পিচ্ছিল**।

যেখানে প্রবেশ কষ্টকর : **দুরবগাহ, দুষ্প্রবেশ, দুষ্প্রবেশ্য**।

যেখানে বন্য হাতীকে বন্দী করে রাখা হয় : **বারি, বারী**।

যেখানে বসে অধ্যয়ন করা যায় : **পাঠগৃহ, পাঠাগার**।

যেখানে বসে নহবৎ বাজানো হয় : **নহবৎখানা, নহবতখানা**।

যেখানে বহুজনের একত্র সমাগম হয় : **সম্মিলনী**।

যেখানে বাতাস নেই : **নিবাত, নির্বাত**।

যেখানে বাস করা যায় : **বসতি, বসতী**।

যেখানে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় : **বিজ্ঞানাগার**।

যেখানে বিনামূল্যে দেওয়া হয় : **দাতব্য**।

যেখানে বিপণনের বা বিক্রয়ের পণ্য থাকে : **বিপণি**।

যেখানে বিবিধ বস্তু দেখানো হয় : **প্রদর্শনী**।

যেখানে বিশ্রামার্থ গমন করা হয় : **প্রাসাদ**।

যেখানে বিশ্বের সকল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় : **বিশ্ব-বিদ্যালয়**।

যেখানে মদ পান করা হয় : পানশালা, **পানাগার**।

যেখানে মরণশীল মানুষের বাস : **মর্ত, মর্তধাম, মর্তলোক, মর্ত্য**।

যেখানে মহরম পরবে তাজিয়া রাখা হয় : **ইমামবাড়ী**।

যেখানে মাছ বিক্রি হয় : **মেছোবাজার, মেছোহাটা, মেছুয়াবাজার**।

যেখানে মানুষজন নেই : **নির্মনুষ্য**।

যেখানে মানুষ নিদ্রা যায় : **মন্দির**।

যেখানে মানুষ বা পশু বধ করা হয় : **বধ্যভূমি**।

যেখানে মানুষ মরে : **মর্ত, মর্ত্য**।

যেখানে মৃগয়ার্থ বা বার্ধক্যে লোকে যায় : **অটবি, অটবী**।

যেখানে মৃত গবাদি পশু ফেলা হয় : **ভাগাড়**।

যেখানে মৃতদেহ মৃত্তিকা গর্ভে স্থাপন করা হয় : **কবর, সমাধিস্থান**।

যেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় : **যজ্ঞভূমি**।

যেখানে যাওয়া কষ্টকর : **দুরধিগম্য, দুরতিক্রমণীয়, দুর্গ, দুর্গম**।

যেখানে যাবার পথ নেই : **গহন**।

যেখানে যেতে হবে বা যাওয়া উচিত : **গন্তব্য**।

যেখানে যেমন সাজে : **যথাযোগ্য**।

যেখানে রসুই হয় : **রসুইশালা**।

যেখানে শত্রুকে আহ্বান করা হয় : **আহব**।

যেখানে শত্রুর আগমন কষ্টকর : **দুর্গ**।
যেখানে শবদাহ হয় নি : **অদাহন**।
যেখানে [যাতে] শয়নার্থ গমন করা হয় : **পর্যঙ্ক**।
যেখানে শীত অনেকদিন স্থায়ী হয় : **শীতপ্রধান**।
যেখানে লোকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য গমন করে : **পত্তন**।
যেখানে সকলে মিলিতভাবে শোভা পায় : **সভা**।
যেখানে সকলে সমাগত হয় [গমন করে] : **সমিতি**।
যেখানে সন্তান বর্ধিত হয় : **কুলায়**।
যেখানে সন্ধ্যা, সেখানেই যার গৃহ : **যত্রসায়ংগৃহ**।
যেখানে সরকারী দলিলপত্র সংরক্ষিত হয় : **মহাফেজখানা**।
যেখানে সহজে গমন করা যায় : **সুগম**।
যেখানে সূর্য অস্তমিত হয়, সেখানেই যে শয়ন করে : **যত্রসায়ংশায়ী, যত্রাস্তমিতশায়ী**।
যেখানে সেখানে যে শয়ন করে : **যত্রতত্রশয়**।
যেখানে স্নান করা কষ্টকর : **দুরবগাহ, দুর্বিগাহ, দুর্বিগাহ্য**।
যেখানে হাতী থাকে : **গজগৃহ, পিলখানা, বারি, বারী, হস্তিশালা**।
যে খায় না বা খাওয়ায় না : **কঞ্জুস**।
যে খুশী নয় : **নাখুশ, নাখুশী, নাখোশ**।
যে খেতে পায় না : **নিরন্ন**।
যে খেদ প্রকাশ করছে : **খিদ্যমান**।
যে তরপণ্য আদায় করে : **খেয়াদানী**।
যে খেয়া পারাপার করে : **পাটনী**।
যে খেয়ে মুখ পরিষ্কার করে : **মার্জার**।
যে খেলায় কুশল : **খেলোয়াড়**।
যে খোলের মধ্যে অথবা জলময় দেশে নিজেকে রক্ষা করে : **কচ্ছপ**।
যে গগনকে চুম্বন করে : **গগনচুম্বী**।
যে গগনে বিহার করে : **গগনবিহারী**।
যে গড়াগড়ি দিচ্ছে : **বিলুণ্ঠিত**।
যে গণনা করে : **গণক**।
যে গন্ধদ্রব্যের ব্যবসা করে : **গান্ধিক**।
যে গভীর শব্দ করে : **গজ**।
যে গমন করে : **জঙ্গম**।
যে গরমে পচায় : **পচাগরম**।
যে গর্তে পুটবদ্ধ ধাতু ইত্যাদি আগুনে দগ্ধ করা হয় : **পুটকুণ্ড**।
যে গলাধাক্কার ফলে ভালো হয় : **অনুকূলগলহস্ত**।
যে গলায় কাপড় দিয়েছে : **গললগ্নীকৃতবাস**।
যে গলে পড়ে : **বিগলিত**।
যে গাইয়ের একটি বাছুর : **পলিটি, পলিটী, পলুটিগাই**।
যে গাঁজা খেতে অভ্যস্ত : **গাঁজাখোর, গেঁজেল**।
যে গাছ কেটে ফেললেও আবার নবীভূত হয় : **পুনর্নবা**।
যে গাছ শান্ত ও তৃষ্ণার্ত পথিককে ছায়া ও জল দান করে : **পান্থপাদপ**।

যে গাছে এখনও ফল হয়নি : **অফলা**।
যে গাছে চড়তে পটু : **গেছো**।
যে গাছে দু'বার ফল ধরে : **দোফলা**।
যে গাছে ফুল হয় ফল ধরে না : **সাঁড়া**।
যে গাছে বানর থাকে : **কপিত্থ**।
যে গাছের গাঁট থেকে নতুন গাছ জন্মে : **পর্বযোনি**।
যে গাছের পত্রস্তবক সাতটি পাতায় রচিত : **সপ্তপর্ণী**।
যে গাছের লতা অন্য গাছের ওপর জন্মায় : **পরগাছা**।
যে গা-ঢাকা দিয়েছে : **পলাতক, ফেরারী**।
যে গান করে : **গায়ক**।
যে গাভী অতি অল্প দুধ দেয় : **পটকা**।
যে গাভীকে সহজে দোহন করা যায় বা সহজে দোহনযোগ্যা গাভী : **সুব্রতা**।
যে গাভী নিয়মিতভাবে বৎস প্রসব করে : **অনুপূর্ববৎসা**।
যে গাভী প্রচুর দুধ দেয় : **পয়স্বিনী**।
যে গাভী প্রথম গর্ভবতী হয়েছে : **পলিকী**।
যে গাভীর কাছে যা কামনা করা যায়, পাওয়া যায় : **কামধেনু**।
যে গাভীর দুধ অতি অল্প হয়ে গেছে : **পটকা**।
যে গাভীর পা না ছেঁদে দোহন করা যায় : **অচণ্ডী, শান্তা, সুব্রতা**।
যে গাভীর প্রথম সন্তান হয়েছে : **পলিটী**।
যে গাভীর বাছুর মরে গেছে : **বিবৎসা**।
যে গায়ে পড়ে অপরের ব্যাপারে নাক গলায় ও অযাচিত মাতব্বরি করে : **ফপরদালাল, ফোপরদালাল**।
যে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে : **সংসারী**।
যে গুণে কাব্য আস্বাদ্য, আনন্দদায়ক ও উপাদেয় হয় : **রস**।
যে গুরুভার নিয়ে উড়তে পারে : **গরুড়**।
যে গুপ্তভাবে ভ্রমণ করে সংবাদ সংগ্রহ করে : **চর**।
যে গূঢ়ভাবে মন্ত্রণা দেয় : **পিশুন**।
যে গৃহ বা কক্ষের দরজা বন্ধ : **রুদ্ধদ্বার**।
যে গৃহে নাটকের অভিনয় হয় : **নাট্যশালা, রঙ্গশালা**।
যে গৃহে নৃত্যগীত করা হয় : **নাটমন্দির**।
যে গৃহে বন্দী বা কয়েদীদের আটক রাখা হয় : **বন্দিগৃহ, কারাগৃহ, বন্দীশালা, কারাগার**।
যে গৃহে সভা আহূত হয় : **সভাগৃহ**।
যে গৃহে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় : **যজ্ঞগৃহ, যজ্ঞসদন, যজ্ঞাগার, যজ্ঞশালা**।
যে গৃহের দ্বার পূর্বমুখী : **পুবদুয়ারী**।
যে গৃহের বাইরে রাত্রিযাপন ভালোবাসে : **বারমুখো**।
যে গো-দোহন করে : **দুহিতা**।
যে গোপনে ভ্রমণ করে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে : **গুপ্তচর**।
যে গোরুকে বাগে [বশে] রাখে : **বাগাল**।
যে গোল্লায় গেছে : **অধঃপতিত, অধঃপেতে**।
যে গো-হত্যা করে : **গোঘাতক, গোহন্তা, গোঘ্ন**।

যে গ্রামে নিজের জন্ম হয়েছে : **স্বগ্রাম**।

যে গ্রামে রাজা ধনী ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও নদী নেই : **কুগ্রাম**।

যে গ্রীবা [ও মাথা] কাঁপায় : **কৃকলাশ, কৃকলাস**।

যে ঘড়ি বাজিয়ে সময় নির্দেশ করে : **ঘড়িয়াল**।

যে ঘর [বংশ] পতিত হয়েছে : **পড়াঘর**।

যে ঘর বা পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে : **একঘরে**।

যে ঘরে কৌতুকজনক দ্রব্যসমূহ দেখে দর্শক মুগ্ধ হয় : **জাদুঘর**।

যে ঘরে বরকন্যা বিবাহ-রজনী যাপন করে : **বাসরঘর**।

যে ঘরে আগুন দেবার জন্যে স্বল্প বারুদ রক্ষিত হয় : **রঞ্জকঘর**।

যে ঘরের তিন দ্বার : **তেওয়ারি, তিনদুয়ারী**।

যে ঘরে যন্ত্রের সাহায্যে কাজকর্ম চলে : **যন্ত্রশালা**।

যে ঘরে রান্না করা হয় : **পাকশালা, রন্ধনগৃহ, রন্ধনশালা, রসবতী**।

যে ঘুমুচ্ছে : **নিদ্রিত, ঘুমন্ত, নিদ্রায়মাণ, নিদ্রালস**।

যে ঘুমিয়ে পড়েছে : **নিদ্রাগত, নিদ্রিত**।

যে ঘুঘু বাস্তুতে বাঁধা স্থায়ী বাসায় থাকে, অন্যত্র যায় না : **বাস্তুঘুঘু**।

যে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে : **নাসিকঞ্জম**।

যে চলছে : **চলন্ত, চলমান**।

যে চলে না : **অচল, নিশ্চল**।

যে চাকরি করে : **চাকরে, চাকুরে**।

যে চাটু [খোসামুদে] কথা বলে : **চাটুকার**।

যে চাতুরির দ্বারা প্রবঞ্চনা করে : **ফেরেববাজ**।

যে চিকিৎসক রোগ নিরাময়ে অত্যন্ত সফল : **ধন্বন্তরী**।

যে চিত [চিৎ] হয়ে শোয় : **উত্তানশয়, উত্তানশয়া** [স্ত্রী], **উত্তানশায়ী, উত্তানশায়িনী** [স্ত্রী]।

যে চিত্ত দ্রব করে : **দ্রাব**।

যে চুনকামের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে : **সুধাজীবী**।

যে চূর্ণ দিয়ে দাঁত মাজা হয় : **মাজন**।

যে চোখের ওপরে চুরি করে : **দেখচোর**।

যে চোখের দ্বারা শ্রবণ করে : **চক্ষুঃশ্রবা**।

যে চোখের সামনে চুরি করে : **পশ্যতোহর**।

যে ছত্র ধারণ করে : **ছত্রধর, ছত্রী**।

যে ছলনা জানে না : **নির্ব্যাজ**।

যে ছাগলের বেচাকেনা করে : **অজজীবী**।

যে ছাড়ে না : **নাইআঁকড়া, নেইআঁকড়া, নাছোড়**।

যে ছাত্র বিদ্যাশিক্ষান্তে ব্রহ্মচর্যের সমাপ্তিসূচক স্নান করেছে : **স্নাতক**।

যে ছিটকে পড়ে : **ছটকা**।

যে জগৎ পূর্ণ করে আছে : **তোয়**।

যে জটিল বিষয় বা প্রশ্নের মীমাংসা দুরূহ : **সমস্যা**।

যে জন্মগ্রহণ করছে : **জায়মান**।

যে জন্মগ্রহণ করে বংশবিস্তার ঘটায়

: **তনয়**।
যে জপ করে : **জাপক, জাপী, জপকারী**।
যে জমি ক্রমশঃ নিম্নাবনত : **ঢালু, নাবাল**।
যে জমি চষা হয়নি : **অকৃষ্ট, অচট**।
যে জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে : **রেহানাবদ্ধ**।
যে জমি মাপে : **আমিন, আমীন**।
যে জমিতে ধান হয় : **ধানী**।
যে জমিতে ফসল ফলে না : **উষর**।
যে জমিতে বছরে দু'বার ফসল ফলে : **দোফসলী**।
যে জমিতে বীজ বোনা হয়েছে : **বুননি**।
যে জমিতে লবণ বা নিমক উৎপন্ন হয় : **নিমকমহল**।
যে জমির কর নেই : **নিষ্কর**।
যে জমির খাজনা লাগে না : **নাখেরাজ, নিষ্কর**।
যে জয় করেছে : **জয়ী, বিজয়ী, জিৎ**।
যে জয়লাভ করতে ইচ্ছুক : **বিজিগীষু, বিজয়েচ্ছু**।
যে জয়লাভ করেছে : **জয়ী, বিজয়ী, বিজয়িনী** [স্ত্রী]।
যে জয়শীল : **জিষ্ণু**।
যে জরী বোনে : **জরীবাফ্**।
যে জলচর প্রাণী মৎস্যাদিকে ভক্ষণার্থ গ্রহণ করে : **কুম্ভীর**।
যে জল ত্যাগ [মোচন] করে : **জলমুক্**।
যে জল দান করে : **জলদ, অব্দ, বারিদ, পয়োদ**।
যে জল ধারণ করে : **জলধর, জলধি, বারিধি, জলন্ধর**।
যে জল সেচন করে : **সেক্তা**।
যে জলাশয়ে বর্ষায় অগাধ জল এবং গ্রীষ্মে অল্প জল থাকে : **পল্বল**।
যে জলাশয়ে বহু পদ্ম জন্মে : **পদ্মাকর**।
যে জলে যায় : **কাসর** [মহিষ]।
যে জলে ডুবে গেছে : **নিমগ্ন, নিমজ্জিত, জলমগ্ন**।
যে জলে ডুবে যাচ্ছে : **নিমজ্জমান**।
যে জলের স্পর্শে সুখশান্তি হয় : **শান্তিজল**।
যে জলে শয়ন করে : **শৈবল, শৈবাল**।
যে জল্লাদ ফাঁসির হুকুম তামিল করে : **ফাঁসুড়ে**।
যে জাগ্রত : **সজাগ**।
যে জাল ইত্যাদি আবরণ দিয়ে পাখি ধরে : **খট্টিক, শাকুনিক**।
যে জাল করে : **জালিয়াৎ**।
যে জীবদ্দশায় মৃতকল্প : **জীবন্মৃত**।
যে জীবিকার নিমিত্ত পরপুরুষে ভার্যাকে গমন করায় : **ভার্যাট**।
যে জীবিত ব্যক্তি পার্থিব মায়া-বন্ধন থেকে মুক্ত : **জীবন্মুক্ত, মায়ামুক্ত**।
যে জেগে আছে : **জাগ্রৎ, জাগ্রত, জাগন্ত** [অশুদ্ধ], **জাগরিত, সজাগ**।
যে জ্ঞান যথার্থ নয় : **অধ্যাস**।
যে জ্ঞান সংশয়হীন : **নিশ্চয়**।
যে জ্ঞানী নয় : **অজ্ঞান**।
যে জ্যোতি করে : **জ্যোতিষ্ক**।

যে-জ্যেষ্ঠের বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠ বিবাহ করে : **পরিবিত্ত, পরিবিত্তি**।
যে ঝড়ের মুখে পড়েছে : **বাত্যাপীড়িত**।
যে টিয়ার গলায় লাল রেখার বেষ্টনী আছে : **চন্দনা**।
যে ঠকায় : **ঠক**।
যে ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না : **শীতকাতুরে**।
যে ঠিকার কাজ করে : **ঠিকাদার**।
যে ডাকহাঁক-সহ লুণ্ঠন করে : **ডাকাত, ডাকাইত**।
যে ডিম থেকে শাবক উৎপন্ন হয় না : **বাওয়া**।
যে ডুব দিতে দক্ষ : **ডুবারি, ডুবারু, ডুবুরি**।
যে ডুবে গেছে : **নিমজ্জিত**।
যে ডুবে যাচ্ছে : **নিমজ্জমান**।
যে তক্তাপোশের বিছানার নীচে গুপ্ত বাক্স থাকে : **মাইপোশ**।
যে তণ্ডকতা করে : **তণ্ডক**।
যে তন্তুজাল তৈরি করে আবার ছিন্ন করে : **লূতা**।
যে তন্তু [সূতা] দ্বারা বয়ন করে : **তন্তুবায়**।
যে তপশ্চরণ [তপস্যা] করে : **তাপস, তপস্বী**।
যে তমীজ [শিষ্টাচার] জানে না : **বেতমীজ**।
যে তরিবৎ জানে না : **বেতরিবৎ**।
যে তিথিতে চন্দ্রের ষোলকলা পূর্ণ হয় : **পূর্ণিমা**।
যে তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র একত্রে দৃষ্ট হয় : **দর্শ**।
যে তীর্থে সোমনাথ অধিষ্ঠিত : **সোমতীর্থ**।
যে তুলো ধোনে : **ধুনারি, ধুনুরি**।
যে ত্যাগের যোগ্য নয় : **অত্যাজ্য**।
যে দংশন করে : **দংশক**।
যে দণ্ড দ্বারা বয়ন করা হয় : **বাগদণ্ড, বেমা, সানা**।
যে দণ্ডযোগ্য নয় : **অদণ্ড্য**।
যে দণ্ডের দ্বারা পালন [রক্ষা] করে : **দণ্ডপ, দণ্ডপাল**।
যে দণ্ডের দ্বারা দধি ইত্যাদি মন্থন করা হয় : **মন্থনদণ্ড**।
যে দণ্ডের দ্বারা নৌকা চালনা করা হয় : **ক্ষেপণী, দাঁড়, নৌদণ্ড**।
যে দন্ত দ্বারা ভূমি খনন করে : **বরাহ**।
যে দমনের যোগ্য : **দম্য**।
যে দশমী তিথিতে দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় : **বিজয়াদশমী**।
যে দস্যু ফাঁস সহযোগে পথিকদের প্রাণ বধ করে : **ফাঁসুড়ে**।
যে দাঁড়িয়ে আছে : **দণ্ডায়মান**।
যে দাঁত বিষযুক্ত : **বিষদাঁত, বিষদন্ত**।
যে দাঁতে বিষ ধারণ করে : **বিষধর**।
যে দাঙ্গা বাধায় : **দাঙ্গাবাজ**।
যে দাতা নয় : **অদাতা, কৃপণ**।
যে দাবির নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে : **তামাদি**।
যে দিনের বেলা উপবাস করে রাতে

ভোজন করে : **নক্তভোজী**।

যে দিক্ [দিক নির্ণয়ে] ভুল করেছে : **দিগ্‌ভ্রান্ত**।

যে দিকে যমের অধিষ্ঠান : **দক্ষিণদিক, যাম্য**।

যে দিন অধ্যয়ন নিষিদ্ধ : **অনধ্যায়**।

যে দিশার জ্ঞান হারিয়েছে : **দিশাহারা**।

যে দীক্ষা গ্রহণ করেছে : **দীক্ষিত**।

যে দুঃখজনক গতি প্রাপ্ত হয়েছে : **দুর্গত**।

যে দুঃখ-তাপের দ্বারা ক্লিষ্ট : **তাপিত**।

যে দুঃখে আছে : **দুঃস্থ**।

যে দু'বার জন্মগ্রহণ করে : **দ্বিজ**।

যে দু'বার বর হয়েছে : **দোজবরে**।

যে দু'ভাবে জলপান করে : **দ্বিপ**।

যে দুরবস্থায় আছে : **দুঃস্থ**।

যে দুর্লভ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে : **দুরাকাঙ্ক্ষ, দুরাকাঙ্ক্ষী**।

যে দুষ্টকর্ম করেছে : **দুষ্কর্মা, দুষ্কৃতী**।

যে দূত নায়ক-নায়িকার অভিপ্রায় উপলব্ধি করে স্ববুদ্ধিতে কাজ করে : **নিসৃষ্টার্থ, নিসৃষ্টার্থা** [স্ত্রী]।

যে দূত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজয়ের সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে : **ভগ্নদূত, ভগ্নপাইক**।

যে দৃশ্যকাব্য অভিনীত হয় : **নাটক**।

যে দৃশ্যপটের সম্মুখে অভিনয় করা হয় : **পটভূমি**।

যে দেবতা অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেন : **ভাগ্যদেবতা, ভাগ্যদেবী** [স্ত্রী], **ভাগ্যবিধাতা, ভাগ্যবিধাত্রী** [স্ত্রী]।

যে দেবতার আদেশ লাভ করেছে : **প্রত্যাদিষ্ট**।

যে দেবী অন্ন দেন : **অন্নদা**।

যে দেবী পতিতের উদ্ধার করেন : **পতিতপাবনী, পতিতোদ্ধারিণী**।

যে দেবী মনের ভাব জানেন : **অন্তর্যামিনী**।

যে দেশান্তরে গমন করেছে : **দেশান্তরী**।

যে দেশান্তরে থাকে : **বিপ্রোষিত**।

যে দেশে কন্যা কুব্জা : **কান্যকুব্জ**।

দে দেশে ক্ষত্রিয় নেই : **নিঃক্ষত্রিয়**।

যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় : **ভবঘুরে**।

যে দেশে বিশেষ বিধানে দান করা হয় : **বিদিশা**।

যে দেশে ব্রাহ্মণ নেই : **অব্রাহ্মণ**।

যে দেশের রক্ষণে পঙ্গু রাজা অলম্ [সমর্থ] : **পঙ্গাল**।

যে দোষ দেয় : **দূষক, দূষয়িতা**।

যে দোষারোপের যোগ্য : **দূষণীয়, দূষ্য**।

যে দ্রব্য ওজন করে : **কয়াল**।

যে দ্রব্যের দ্বারা শিশুকে ক্রীড়া করানো হয় : **ক্রীড়নক**।

যে দ্রব্যের পাক কটু : **কটুপাক**।

যে দ্রুত গমন করে : **তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, দ্রুতগামী, ধাবমান**।

যে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা বিধবার পতি : **দিধিষু**।

যে দ্বিষ করে : **দ্বিষৎ, দ্বিষণ, দ্বেষণ, দ্বেষী, দ্বিষতী** [স্ত্রী], **দ্বেষিণী** [স্ত্রী]।

যে ধনুকবাণ নিয়ে যুদ্ধ করে : **ধানুকী, ধনুর্ধর**।

যে ধনের সন্ধান কেউ জানে না : **গুপ্তধন, গুপ্তনিধি**।

যে ধাবিত হচ্ছে : **ধাবমান, ধাবনরত**।

যে ধারণ করে আছে : **ধারয়িষ্ণু**।

যে ধার্মিকতার ভান করে : **ধর্মধ্বজী, বকধার্মিক**।

যে ধুয়া গায় : **দোয়ার, দোহার**।

যে ধূসরবর্ণ হংসের চরণ ও চঞ্চু রক্তাভ : **মল্লিক, মল্লিকাক্ষ, মল্লিকাখ্য**।

যে ধ্যান করে : **ধ্যানী**।

যে ধ্বজা বহন করে : **ধ্বজী**।

যে নক্ষত্রের উদয়ে শরৎ ঋতু সূচিত হয় : **অগস্ত্য**।

যে নত হয়েছে : **প্রণত**।

যে নদী অন্য নদীতে পতিত হয় : **উপনদী**।

যে নদীকে দেবতারা ভালোবাসেন : **দেবনদী**।

যে নদীতে ভাটা পড়েছে : **ভাটিগাঙ**।

যে নদীতে মকরের বাস সম্ভব : **মকরা, মগরা**।

যে নদীতে সর্বদা জল থাকে : **সদানীর**।

যে নদীর অপর পারে গমন করেছে : **পারগত**।

যে নদীর জল পবিত্র : **পুণ্যতোয়া, পুণ্যসলিলা, পুণ্যোদক**।

যে নদীর জল মুক্তি দান করে : **পাবনী**।

যে নদীর তিনটি স্রোত : **ত্রিস্রোতা**।

যে নদীর স্রোত একদিকে [নিম্নদিকে] : **একটানা**।

যে নদীর স্রোত দু'দিকে : **দোটানা**।

যে নরধর্ম [পুরুষ-ধর্মী] রক্ষা করে : **পুমান**।

যে নল চালিয়ে চোর বা পাখি ধরে : **নলিয়া, নলীয়া**।

যে নাও চালায় : **নাইয়া, নেয়ে**।

যে নাক দিয়ে জলপান করে : **নাসিকন্ধয়**।

যে নাচছে : **নৃত্যৎ, নৃত্যপর, নৃত্যরত**।

যে নাটক নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত : **বিয়োগান্ত**।

যে নাটক নায়ক-নায়িকার মিলনে পরিসমাপ্ত : **মিলনান্ত**।

যে নাটকে অভিনয় করে : **অভিনেতা, নট**।

যে নানাকর্মে দক্ষ : **চৌকস**।

যে নানাপথে বিচরণ করে : **শতপথিক**।

যে নানারূপ ধারণ করতে পারে : **বহুরূপী**।

যে নান্দীপাঠ বা গান করে : **নান্দিকর, নান্দীকর**।

যে নামের উচ্চারণে পুণ্য হয় : **পুণ্যশ্লোক, সুগৃহীতনামা**।

যে নায়ক অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত : **অন্যান্তর**।

যে নায়ক একমাত্র নায়িকাতে আসক্ত : **অনুকূল**।

যে নায়ক নায়িকা থেকে বিচ্ছিন্ন : **বিরহী**।

যে নায়ক বহু নায়িকার বল্লভ : **বহুবল্লভ**।

যে নায়ক বহুবিধ সাধারণ গুণ-বিশিষ্ট : **ধীর**।

যে নায়িকা অপরাধী নায়কের প্রতি কোপ ও বক্রোক্তি প্রকাশ করে : **ধীরা**।

যে নায়িকা দাম্ভিক বাক্য প্রয়োগ করে এবং যার কথা কেউ খণ্ডন করতে পারে না : **উগ্রা, প্রখরা**।

যে নায়িকা নায়ক থেকে বিচ্ছিন্ন : **বিরহিণী**।

যে নায়িকা প্রত্যাখ্যাত নায়কের সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে অনুতপ্তা : **কলহান্তরিতা**।

যে নায়িকা বাসরগৃহ ও নিজেকে সাজিয়ে রাখে : **বাসকসজ্জা, বাসর-সজ্জা**।

যে নায়িকা মান গ্রহণে অসহ্য এবং নায়কের অনুনয়ে প্রসন্না : **দক্ষিণা**।

যে নায়িকার কোপ ও বক্রোক্তি বোঝা যায় না : **ধীরা**।

যে নায়িকা কাঁদতে কাঁদতে অপরাধী নায়ককে বক্রোক্তিতে ভর্ৎসনা করে : **ধীরাধীরা**।

যে নায়িকার নায়ক সংকেত করেও সংকেত স্থানে আসে না : **বিপ্রলব্ধা**।

যে নায়িকার রাগ বোঝা যায় : **অধীরা**।

যে নারিকেল ডাব ও ঝুনার মাঝামাঝি : **দোমালা**।

যে নারী অন্যের বিবাহিতা : **অন্যোঢ়া, পরোঢ়া, পরদার, পরস্ত্রী**।

যে নারী আগুনে প্রবেশ করেও দগ্ধ হয়নি : **অগ্নিজিতা, অগ্নিশুদ্ধা**।

যে নারী ঋতুমতী হয় নি : **অনার্তবা**।

যে নারী একবার মাত্র সন্তান ধারণ করে : **কাকবন্ধ্যা**।

যে নারী কটুকথা বলে : **দুর্ভাষী**।

যে নারী কিছু খায় : **খাগী**, [মন্দার্থে]।

যে নারী কুমন্ত্রণা দিয়ে সংসার নষ্ট করে : **ঘর-মজানী**।

যে নারীকে বিবাহের জন্যে বাক্যের দ্বারা সম্প্রদান করা হয়েছে : **বাগ্‌দত্তা**।

যে নারীকে সম্ভোগ অবৈধ : **অগম্যা**।

যে নারী খুব সাহসিনী : **পাটাবুকী**।

যে নারী গজের [হস্তিনীর] মতো গমন করে : **গজগামিনী**।

যে নারী চরিত্র-দোষে পরিজনকে জ্বালায় : **ঘর-জ্বালানী**।

যে নারী জলে বিচরণ করে : **অপ্সরা**।

যে নারী দুই পুরুষের কাছে গমন করে : **দ্বিচারিণী**।

যে নারী দেখামাত্র হাসে : **দেখনহাসি**।

যে নারী দ্বিতীয় বার বিবাহিতা : **দ্বিরূঢ়া**।

যে নারী নষ্ট হয়ে গেছে : **নষ্টা**।

যে নারী নিজেই নিজের পতি নির্বাচন করে : **পতিংবরা**।

যে নারী নিজেকে স্ত্রী বলে মনে করে : **স্ত্রীম্মন্যা**।

যে নারী নিজের যৌবন সম্পর্কে অবিদিত : **অজ্ঞাতযৌবনা**।

যে নারী নিজের হাবভাবের দ্বারা পাড়ার লোকের মন টলায় : **পাড়াটলানী**।

যে নারী নৃত্যে পটীয়সী : **নাচুনী**।

যে নারী পতিকে হত্যা করে : **পতিঘ্নী**।

যে নারী পথ রোধ করে : **পথিনী, পথরোধিকা**।

যে নারী পরপুরুষের কাছে [ঋণের কারণে] বদ্ধ থাকে : **বন্ধকী**।

যে নারী পরপুরুষের সহবাস কামনা করে : **উপযাচিকা, যাচিকা**।

যে নারী পুষ্পের অলঙ্কারে ভূষিতা : **পুষ্পাভরণা**।

যে নারী পূর্বে অন্য পতি গ্রহণ করে নি : **অনন্যপূর্বা, অনন্যপূর্বিকা**।

যে নারী প্রিয় বাক্য বলে : **প্রিয়ভাষিণী, প্রিয়ম্বদা**।

যে নারী বৎসহীনা : **বিবৎসা**।

যে নারী বাগ্‌দানের পর অন্য সহবাসে থাকে ও তৎপরিবারের অন্তর্গত হয় : **পুনর্ভূ**।

যে নারী বাঞ্ছিতা : **এষা**।

যে নারী বিক্রয় করে : **বিক্রয়িকা, বিক্রয়িকী, বিক্রেত্রী**।

যে নারী বিবাহের পূর্বে স্বামীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সুশিক্ষিতা : **বরত্রী**।

যে নারী বিবাহের যোগ্য : **বিবার্হা**।

যে নারী বীণার স্বরের মতো মধুর ভাষিণী : **বীণাস্বরা**।

যে নারী বেদান্ত দর্শন জানেন : **ব্রহ্মবাদিনী**।

যে নারী ব্যভিচারার্থ কুল ত্যাগ করে ; **কুলটা**।

যে নারী ভিক্ষার জন্যে গৃহ থেকে গৃহান্তরে যায় : **কুলটা**।

যে নারী ভোলায় : **ভোলানী**।

যে নারী যুদ্ধ করতে ভালোবাসে : **রণরঙ্গিণী**।

যে নারীর অনেক গোরু আছে : **গোমতী**।

যে নারীর ইতস্ততঃ গতিবিধি আছে : **সঞ্চারিকা**।

যে নারীর ঈর্ষা নেই : **অনসূয়া**।

যে নারীর উপমা নেই : **অনুপমা, নিরুপমা**।

যে নারীর উরু কদলী বৃক্ষের ন্যায় : **রম্ভোরু**।

যে নারীর কটিদেশ বা শ্রোণিতট সুন্দর : **বরারোহা**।

যে নারীর কথায় কোন সংকোচ নেই : **প্রগল্‌ভা**।

যে নারীর চলন-ভঙ্গি সুন্দর : **মঞ্জুগমনা**।

যে নারীর তুলনা নেই : **অতুলনা**।

যে নারীর দেহবর্ণ কালো : **শ্যামাঙ্গী, শ্যামাঙ্গিনী**।

যে নারীর নয়ন [দৃষ্টি] মত্ততার উদ্রেক করে : **মদিরাক্ষী**।

যে নারীর নিঃশ্বাসে পুরুষের মৃত্যু ঘটে : **বিষকন্যা**।

যে নারীর পতি পরিভ্রমণে রত : **পথিকজনযুবতি, পথিকবণিতা**।

যে নারীর পতি প্রবাসে থাকেন : **প্রোষিতভর্তৃকা**।

যে নারীর পতি প্রবাসে যাচ্ছেন : **প্রোষ্যৎপতিকা, প্রোষ্যৎভর্তৃকা।**
যে নারীর পাকা তেলাকুচার মতো অধর ও ওষ্ঠ : **পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।**
যে নারীর পুত্র হয়নি : **অপুত্রা।**
যে নারীর প্রতিভা নেই : **অপ্রতিভা।**
যে নারীর প্রতিরূপা নেই : **অপ্রতিরূপা।**
যে নারীর প্রতিষ্ঠা নেই : **অপ্রতিষ্ঠা।**
যে নারীর প্রসবের কাল নিকট : **আসন্নপ্রসবা।**
যে নারীর বয়েস বারো বছরের কম নয় : **অকুমারী।**
যে নারীর বল নেই : **অবলা।**
যে নারীর বুক প্রশস্ত : **পাটাবুকী।**
যে নারীর বেশবাসের পারিপাট্য আছে : **সুবেশা।**
যে নারীর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে : **ছিন্নমস্তা।**
যে নারীর মুখ চন্দ্রের মতো প্রভাযুক্ত : **চন্দ্রপ্রভা।**
যে নারীর মুখ চন্দ্রের মতো সুন্দর : **চন্দ্রমুখী।**
যে নারীর সঙ্গ ত্যাগ করা হয়েছে : **পরিত্যক্তা।**
যে নারীর সঙ্গিনী অতি উৎকৃষ্টা : **বরালিকা।**
যে নারীর সন্তান জীবিত থাকে : **জীববৎসা।**
যে নারীর সন্তান জীবিত থাকে না : **মৃতবৎসা।**
যে নারীর সন্তান হয় না : **বাঁজা, বন্ধ্যা।**
যে নারীর সন্তানের জন্ম হবার সম্ভাবনা : **অন্তঃসত্ত্বা।**
যে নারীর সন্তানের জন্মের পর মৃত্যু হয় : **মৃতবৎসা, মড়াঞ্চিয়া, মড়াঞ্চে, নশ্যৎপ্রসূতিকা।**
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে : **প্রোষিতভর্তৃকা।**
যে নারীর স্বামী বিদ্যমান : **এয়োস্ত্রী, নাথবতী, সধবা, সভর্তৃকা।**
যে নারীর স্বামী মারা যায় : **পতিঘ্নী, পতিদণ্ডী।**
যে নারীর হাস্য শুচি বা বিমল : **শুচিস্মিতা।**
যে নারী শিশুদের প্রতি কুদৃষ্টি করে : **ডাইন, ডাইনি।**
যে নারী সন্তানের জন্মদান করেছে : **সন্তানবতী।**
যে নারী সুলক্ষণযুক্তা নয় : **অপয়া।**
যে নারী স্বামীকে নিজের প্রাণের মতো মনে করে : **পতিপ্রাণা।**
যে নারী স্বামীকে হত্যা করে : **পতিঘাতিনী, পতিঘ্নী, স্বামীঘ্নী, পতিহা।**
যে নারী স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা : **পতিপরায়ণা।**
যে নারী স্বামী-সেবাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করেছে : **পতিব্রতা।**
যে নালী দিয়ে জল নিষ্কাশিত হয় : **জলপ্রণালী।**
যে নাশ করে : **নাশক।**
যে নিগ্রহ ভোগ করছে : **নিগৃহীত,**

নিগৃহীতা [স্ত্রী]।

যে নিজেই নিজের ভরণপোষণ করে : **স্বয়ংভর, স্বয়ম্ভর**।

যে নিজেকে ও পরিবারস্থ সকলকে ক্লেশ দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করে : **কদর্য, ব্যয়কুণ্ঠ**।

যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে : **কৃতার্থম্মন্য**।

যে নিজেকে সুন্দর মনে করে : **সুন্দরম্মন্য**।

যে নিজে নিঃস্ব, অন্যের অনুগ্রহে পুষ্ট : **ফতো**।

যে নিজের দেহে জল পূর্ণ করে রাখে : **কুম্ভ**।

যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে : **ধর্মত্যাগী, স্বধর্মত্যাগী**।

যে নিজের বশ নয় : **অবশ**।

যে নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্যের ভালোমন্দ দেখতে পায় না : **স্বার্থান্ধ**।

যে নিমগ্ন হচ্ছে : **মজ্জমান, নিমজ্জমান**।

যে নিত্য হোম করে : **অগ্নিহোত্রী**।

যে নিদ্রায় কাতর : **নিদ্রাতুর, ঘুমকাতুরে**।

যে নিদ্রার আবেশে অবসন্ন : **তন্দ্রালস**।

যে-নিদ্রার জন্যে কোন অশুভ ঘটে : **কালঘুম, কালনিদ্রা**।

যে নিদ্রিতকে জাগ্রত করে : **বোধক**।

যে নিম্ন দিকে যায় : **নিম্নগ, নিম্নগা** [স্ত্রী]।

যে নিয়ন্ত্রণ করে : **নিয়ন্তা, নিয়ন্ত্রী** [স্ত্রী]।

যে নিরামিষ ভক্ষণ করে : **নিরামিষাশী**।

যে নিরীক্ষণ করছে : **নিরীক্ষমাণ**।

যে নিরীক্ষিত হচ্ছে : **নিরীক্ষ্যমাণ**।

যে নির্দোষ বলে প্রমাণিত : **বেকসুর**।

যে নির্বাপিত করে : **নির্বাপক**।

যে নির্বাসিত করে : **নির্বাসক**।

যে নির্মাণ করে : **নির্মাতা**।

যে নিশ্চিতরূপে স্থির করেছে : **কৃতনিশ্চয়, স্থিরনিশ্চয়**।

যে নিশ্বাস ত্যাগ করেছে : **নিশ্বসিত**।

যে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম মেনে চলে : **নিয়মানুবর্তী, নিয়মনিষ্ঠ**।

যে নিহত হচ্ছে : **হন্যমান**।

যে নীচের দিকে মাথা করে আছে : **অধঃশিরা, অধঃশিরাঃ**।

যে-নীতি অনুযায়ী বন্ধনাদি উপায়ে দণ্ডদান করা হয় : **দণ্ডনীতি**।

যে নীলবর্ণ বস্ত্র-পরিহিত : **নীলাম্বর**।

যে নেশার দ্রব্য খায় : **নেশাখোর**।

যে নৌকার তলা ফুটো হয়ে গেছে, এমন অবস্থা : **বানচাল**।

যে নৌকার হাল ধরে : **মাঝি, হালী, কর্ণধার, কাণ্ডারী, নাবিক**।

যে পকেট থেকে টাকা-পয়সা চুরি করে : **পকেটমার**।

যে পঙক্তি-ভোজনের অযোগ্য : **অপাঙ্‌ক্তেয়**।

যে পটকায় দু'বার আওয়াজ হয় : **দোদমা**।

যে পটে ছবি আঁকে : **পটশিল্পী, পটুয়া, পটো**।

যে পড়ে : **পড়ুয়া, পড়ো**।

যে পড়ে আছে : **পতিত**।

যে পড়ে গেছে : **পতিত**।

যে পড়ে যাবার উপক্রম করেছে

: **পতনোন্মুখ**।

যে পণ্য-সম্ভারের বোঝা সাজিয়ে নিয়ে পণ্য বেচে : **পসারি, পসারী, পসারিণী**।

যে পত বা পক্ষের দ্বারা উড্ডীয়মান হয়ে যায় : **পতগ, পতঙ্গ, পতঙ্গম্, পক্ষী**।

যে পতন থেকে রক্ষা করে : **পতত্র** [পক্ষ]।

যে পতত্রের অধিকারী : **পতত্রী** [পক্ষী]

যে পতাকা বহন করে : **পতাকী**।

যে পত্র দেখালে ছেড়ে দেওয়া হয় : **ছাড়পত্র**।

যে পত্র বহন করে : **পত্রবাহক, পত্রবাহ**।

যে পত্রের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে কোন কর্মে নিযুক্ত করা হয় : **নিয়োগপত্র**।

যেপথ ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেছে : **পাকদণ্ডী**।

যে পথ চেনে : **পথক, পথিক**।

যে পথ ছেড়ে ভুল পথে যায় : **বিপথগামী**।

যে-পথ দিয়ে বায়ু গমনাগমন করে : **বাতায়ন, বায়ুপথ**।

যে পথ দেখায় : **পথদর্শক, পথপ্রদর্শক**।

যে-পথ নদী বা সমুদ্রের তট-বরাবর প্রসারিত : **তটপথ**।

যে পথ প্রস্তুত করে : **পথিকার, পথিকৃৎ**।

যে-পথে একজন মাত্র গমন করতে পারে : **একমার্গ, একায়ন**।

যে পথে চলে বা চলছে : **পথ-চলতি**।

যে পথে যায় : **পান্থ, পথিক, অধ্বগ**।

যে-পথে রথ গমন করে : **রথ্যা, রথ্যাবাথী**।

যে পথের সন্ধান জানে : **পথিপ্রজ্ঞ, সন্ধানী**।

যে পরকে আশ্রয় করে বাঁচে : **পরজীবী**।

যে পরশু-র [কুঠার] দ্বারা প্রহার করে : **পার্শ্বব**।

যে পর হতেও পর : **পরতোপর** [শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ], **পরাৎপর, পরাৎপরা** [স্ত্রী]।

যে পরলোকে বিশ্বাস করে না : **নাস্তিক**।

যে পরিচয় করিয়ে দেয় : **পরিচায়ক**।

পরিণাম দেখতে পায় না : **অপরিণামদর্শী**।

যে পরিধান করেছে : **পরিহিত**।

যে পরিপাক করায় : **পাচন**।

যে পরিবারের মধ্যে বিরোধ ঘটায় : **গৃহভেদী, ঘরভেদী, ঘর-ভাঙানে**।

যে পরিমিত কথা বলে : **মিতবাক্, মিতভাষী**।

যে পরিশ্রম করতে কষ্টবোধ করে : **শ্রমকাতর**।

যে পরিশ্রম করতে চায় না : **শ্রমবিমুখ**।

যে পরিশ্রম-হেতু অত্যন্ত ক্লান্ত : **পরিশ্রান্ত**।

যে পরিশ্রমে অভ্যস্ত : **পরিশ্রমী**।

যে পরীক্ষা দেবে বা দিতে ইচ্ছুক : **পরীক্ষার্থী**।

যে পরুষ [কঠোর] বাক্য বলে : **পরুষভাষী, রূঢ়ভাষী**।

যে পরের অধিকার-ভুক্ত : **পরায়ত্ত**।

যে পরের অন্ন খায় : **পরান্নভোজী**।

যে পরের অন্নে জীবন-ধারণ করে : **পরান্নজীবী**।

যে পরের অন্নে প্রতিপালিত : **পরান্নপুষ্ট**।

যে পরের ওপরে ভরসা করে : **পরমুখাপেক্ষী, পরমুখাপেক্ষিণী** [স্ত্রী], **মুখাপেক্ষী, মুখাপেক্ষিণী** [স্ত্রী]।

যে পরের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে : **পরমুখাপেক্ষী**।

যে পরের জায়াতে [অন্যের স্ত্রীতে] আসক্ত : **পরদারিক, পারজায়িক, পারদারিক**।

যে পরের দোষ খুঁজে বেড়ায় : **ছিদ্রান্বেষী**।

যে পরের দ্বারা পালিত : **পরপুষ্ট, পরভৃত** [কোকিল], **পরভৃতা** [কোকিলা]।

যে পরের বুদ্ধিতে চলে : **পরচ্ছন্দ, পরচ্ছন্দানুবর্তী**।

যে পরের ভরণ বা পালন করে : **পরভৃৎ** [কাক]।

যে পরের মত অবলম্বন করে : **পরমতাবলম্বী**।

যে পরের মত সহ্য করতে পারে : **পরমতসহিষ্ণু**।

যে পরের মত সহ্য করতে পারে না : **পরমতাসহিষ্ণু**।

যে পরের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত : **পরশ্রীকাতর, মৎসর, মৎসরা** [স্ত্রী], **মৎসরী** [স্ত্রী]।

যে পরের সাহায্যে বাঁচে : **পরোপজীবী**।

যে পরের হিত চিন্তা করে : **পরহিতাকাঙ্ক্ষী, পরহিতাকাঙ্ক্ষিণী** [স্ত্রী], **পরহিতৈষী, পরহিতৈষিণী** [স্ত্রী]।

যে পর্বতে বাস করে : **পার্বত্য, পাহাড়িয়া, পার্বত, পর্বতবাসী**।

যে-পর্বতের ওপরে সমতল-স্থান আছে : **সানুমান**।

যে-পর্বতের দ্বারা সমুদ্র-মন্থন করা হয়েছিল : **মন্থনশৈল, মন্দর**।

যে-পর্বতের রঙ নীল : **নীলগিরি**।

যে-পর্বতের শিখরে রেবতী ভূমিষ্ঠ হয় : **রৈবত, রৈবতক**।

যে পর্বতে হরের বাস বা অধিষ্ঠান : **হরাদ্রি** [কৈলাস]।

যে পর্যটন করে : **পর্যটক**।

যে পর্যটনে কুশল : **পথক, পথিক, পথপ্রাজ্ঞ, পথিকুশল**।

যে পর্যন্ত প্রাণ ধারণ করা যায় : **জীবদ্দশা**।

যে পলায়ন করছে : **পলায়মান, পলায়নপর**।

যে পলায়ন করে আত্মগোপন করেছে : **ফেরারী**।

যে পলায়ন করেছে : **পলাতক, পলাতকা** [স্ত্রী]।

যে পশুপাখি বধ করে : **ব্যাধ**।

যে-পশু বিশেষ ঘ্রাণশক্তির অধিকারী : **ব্যাঘ্র**।

যে-পশুর মুখে কুশাদি তৃণ গৃহীত : **দর্ভকবল**।

যে-পশুর রাখাল সঙ্গে আছে : **সপাল,**

সপালক।

যে-পশু রোমন্থন করে : **রোমন্থক, রোমন্থিক**।

যে পাক করে : **পাচক**।

যে-পাখি চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করে : **প্রতুদ**।

যে-পাখি জ্যোৎস্না পান করে তৃপ্ত হয় : **চকোর**।

যে-পাখি পিউ পিউ করে ডাকে : **পাপিয়া**।

যে-পাখি বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল পান করে না : **চাতক**।

যে-পাখির ডানা গজায় নি : **অজাতপক্ষ**।

যে-পাখি হিংসার্থে গমন করে : **শ্যেন**।

যে পাটের ব্যবসায়ী : **পেটো**।

যে পাঠ করতে ইচ্ছুক : **পাঠার্থী, পাঠেচ্ছু**।

যে-পাত্র পরিপূর্ণ : **ভরন্ত**।

যে-পাত্রে কালি থাকে : **দোয়াত, মস্যাধার**।

যে-পাত্রে গো-দুগ্ধ দোহন করা হয় : **কেঁড়ে, নিপান**।

যে-পাত্রে দধি মন্থন করা হয় : **মন্থনী, মন্থনপাত্র, মন্থনঘটী**।

যে পাথরে চিত্রাদি, মূর্তি ইত্যাদি খোদাই করে : **ভাস্কর**।

যে-পাথরে লোহা ঠুকে আগুন বার করা হয় : **চকমকি**।

যে পা দিয়ে জলপান করে : **পাদপ**।

যে [জল] পান করেছে : **কৃতপান**।

যে পান বেচে : **তামলি, তামলী, তাম্বুলিক, তাম্বুলী**।

যে পানের চাষ করে : **পর্ণকার, বারুই, বারই, বারুজীবী**।

যে পানের ব্যবসা করে : **পর্ণকার, আমলি, তামলী, তাম্বুলিক, তাম্বুলী**।

যে পাপকর্মে আসক্ত : **পাপাসক্ত**।

যে পাপ থেকে ভয়শীল : **অধর্মভীরু**।

যে পাপ নাশ করে : **পাপঘ্ন**।

যে পাপের দ্বারা বিদ্ধ নয় : **অপাপবিদ্ধ**।

যে পায়ের দ্বারা চলে না : **পন্নগ**।

যে পায়ে হেঁটে বিচরণ করে : **পাদচারী**।

যে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না : **পন্নগ**।

যে পার করে দেয় : **পারকারী, পারদ**।

যে পারে গমন করে : **পারগ**।

যে পার্থিব ভোগসমূহে বিমুখ : **বিবাগী**।

যে পালাচ্ছে : **পলায়মান, পলায়নপর**।

যে পালিত শিক্ষিত হস্তিনীর সাহায্যে বন্যহস্তী ধরা হয় : **কুনকী**।

যে পালিয়েছে : **পলানে, পলানিয়া, পলায়িত**।

যে পিঠে করে অন্যকে গমন করায় : **বাজী**।

যে পিতাকে বধ করে : **পিতৃঘ্ন, পিতৃহন্তা, পিতৃহা**।

যে পীড়িত হচ্ছে : **পীড্যমান**।

যে-পুত্র পিতার চেয়ে অধিক গুণবান : **অতিজাত**।

যে-পুত্রবতীর গৃহ ও পতি বর্তমান : **পুরন্ধ্রি, পুরন্ধ্রী**।

যে-পুত্রের পিতা বিদ্যমান : **বিদ্যমানজনক,**

বিদ্যমানপিতৃক।

যে পুনরায় ফিরে এসেছে : **প্রতিনিবৃত্ত**।

যে-পুরুষ পরস্ত্রী গমন করে : **ব্যভিচারী**।

যে-পুরুষ পূর্বজন্মে স্ত্রী ছিল : **স্ত্রীপূর্বজন্মা**।

যে-পুরুষ স্ত্রীর বশ : **বউয়া, বৌও, স্ত্রৈণ**।

যে-পুরুষ স্ত্রীলোকের বেশ্যাবৃত্তির অর্থে জীবনধারণ করে : **ভাড়ুয়া**।

যে পুরুষের গোঁপদাড়ি ওঠে না : **মাকুন্দ, মাকুন্দে**।

যে পুস্তক বাঁধাই করে : **দপ্তরী**।

যে পুস্তকাদি ছাপিয়ে প্রকাশ করে : **প্রকাশক**।

যে পুষ্প চয়ন করে : **পুষ্পাবচায়ী**।

যে পূর্ণস্বাস্থ্যের অধিকারীর যোগ্য পরমায়ু ভোগ করে : **পূর্ণায়ু**।

যে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে : **জাতিস্মর**।

যে পূর্বে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে নি : **অনন্যপূর্ব**।

যে পূর্বে অপরের বিবাহিতা বা বাগ্‌দত্তা ছিল : **অন্যপূর্বা, পরপূর্বা**।

যে পূর্বে কোন বিষয়ে দুর্ভোগ ভোগ করেছে : **ভুক্তভোগী**।

যে [নদী] পৃথিবী অভিমুখে যাত্রা করে [স্ত্রী] : **গঙ্গা**।

যে প্রগতির বিরুদ্ধাচারণ করে : **প্রতিক্রিয়াশীল**।

যে প্রচার করে : **প্রচারক**।

যে-প্রজা এক জমিদারের অধীনে থেকে অন্য জমিদারের জমি চাষ করে : **পাইকস্তা**।

যে প্রজার জমির স্বত্ব থাকে না : **কোরফা**।

যে প্রণয়িনী অপরের পত্নী বা কুমারী : **পরকীয়া**।

যে প্রতারণা করে : **প্রতারক**।

যে প্রতারিত : **বিপ্রলব্ধ**।

যে প্রতিকূলে গমন করে : **শত্রু**।

যে প্রতিপালন করে : **প্রতিপালক**।

যে প্রতিপালনের যোগ্য : **প্রতিপাল্য**।

যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে : **প্রতিষ্ঠাবান, প্রতিষ্ঠিত**।

যে প্রতীক্ষা করছে : **প্রতীক্ষমাণ**।

যে প্রতীক্ষায় রত : **প্রতীক্ষারত**।

যে প্রত্যক্ষ করেছে : **প্রত্যক্ষী**।

যে প্রত্যহ হোম করে : **অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক**।

যে প্রত্যুত্থান করেছে : **প্রত্যুত্থিত**।

যে প্রদর্শন করায় বা দেখায় : **প্রদর্শক, প্রদর্শিকা** [স্ত্রী]।

যে প্রদান করে : **প্রদ, প্রদা** [স্ত্রী]।

যে প্রধান গায়কের গান দ্বিতীয়বার গায় : **দোয়ার, দোহার**।

যে প্রবাসে বা বিদেশে গেছে : **প্রোষিত**।

যে প্রবাসে বা বিদেশে থাকে : **প্রবাসী**।

যে প্রবেশ করেছে : **প্রবিষ্ট**।

যে প্রভুকে [পতিকে] হত্যা করে : **পতিঘ্ন, পতিঘ্ন** [স্ত্রী]।

যে প্রশ্ন করে : **প্রাশ্নিক**।

যে প্রশ্ন শুনে মীমাংসা করে : **প্রাশ্নিক**।

যে প্রসব করে : **প্রসু, প্রসূতি, প্রসবিতা, প্রসবিত্রী** [স্ত্রী], **প্রসবী, প্রসবিনী**।
যে প্রস্থান করেছে : **প্রস্থিত**।
যে প্রহরে প্রহরে রব ঘোষণা করে বা ডাকে : **শৃগাল, যামঘোষ**।
যে-প্রাণীর খুর দ্বিখণ্ডিত : **দ্বিশফ**।
যে-প্রাণীর লেজে বিষ আছে : **লূমবিষ**।
যে-প্রাণীর স্ত্রীজাতি জীবনে একবার মাত্র সন্তানের জন্ম দেয় : **কাক** [স্মরণীয়ঃ কাকবন্ধ্যা]।
যে প্রায় মৃত : **মৃতপ্রায়**।
যে প্রার্থনা করে : **প্রার্থী**।
যে ফলের [বীজের] দ্বারা জল শোধন করা হয় : **নির্মলা**।
যে ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত : **ফাঁকিবাজ**।
যে ফিরে এসেছে : **পরাবৃত্ত, প্রত্যাগত, প্রত্যাবৃত্ত**।
যে ফুল জলে জন্মে : **তামরস**।
যে ফেরি করে বেড়ায় : **ফেরিওয়ালা, ফেরিওলা**।
যে ফোঁড়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক : **বিষফোঁড়া**।
যে বই-বাঁধাইয়ের কাজ করে : **দপ্তরী**।
যে বক্রভাবে গমন করে : **জিহ্মগ**।
যে বক্রমুখ সরু নলে ফুঁ দিয়ে স্বর্ণকার আগুনে সোনা ইত্যাদি গলায় : **বাঁকনল**।
যে বক্রাকারে গমন করে : **ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম্, ভুজগী** [স্ত্রী], **ভুজঙ্গী** [স্ত্রী], **ভুজঙ্গিনী, ভুজঙ্গমী** [স্ত্রী]।
যে বঞ্চনার যোগ্য : **বঞ্চনীয়, বঞ্চয়িতব্য, বঞ্চ্যত্য**।
যে বা যা বড় হয় : **বিপুল**।
যে-বধূ পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে পালিয়ে যায় : **পালানী, পালাহুড়কী**।
যে-বনে মৃগ বা পশু থাকে : **মৃগদাব**।
যে বন্দনা করে : **বন্দি, বন্দী**।
যে বপন করে : **বপ্তা**।
যে বমি করতে ইচ্ছুক : **বিবমিষু**।
যে বর্জনের যোগ্য : **বর্জনীয়, বর্জ্য**।
যে বর্ণনায় পটু : **বর্ণনাকুশল**।
যে বর্তমান থাকে : **বর্তী**।
যে বলতে পারে : **বলিয়ে**।
যে বলদের পিঠে পণ্য নিয়ে ব্যবসা করে : **বলদিয়া, বলদে**।
যে বলে বা বক্তৃতা করে : **বক্তা**।
যে বশ হয়েছে : **বশীভূত, বশ্যীভূত**।
যে বশে থাকে : **বশবর্তী**।
যে বশ্যতা স্বীকার করে : **বশংবদ**।
যে বসু বা ধনরত্ন ধারণ করে : **বসুধা, বসুন্ধরা**।
যে বসন্ত রোগের গুটিতে জল থাকে : **জলবসন্ত, পানবসন্ত, পানিবসন্ত**।
যে বসে আছে : **আসীন**।
যে-বস্তুর দ্বারা রঙ করা হয় : **রঞ্জকদ্রব্য, রঞ্জনদ্রব্য**।
যে-বস্তু লেপে লাগানো হয় : **প্রলেপ**।
যে-বস্ত্রের ওপর ছবি আঁকা হয় : **চিত্রপট**।
যে বহন করে : **বাহক, বাহিকা** [স্ত্রী], **বহ, বাহ, বাহক, বাহু**।

যে বহু রকমের বুলি [কণ্ঠস্বর] নকল করে বলতে পারে : **হরবোলা**।

যে বহু সন্তানের জন্ম দিয়েছে [স্ত্রী] : **ধাড়ি**।

যে বাঁশ বায়ুপূর্ণ হয়ে শব্দ করে : **কীচক**।

যে বাঁশের বাঁশি বাজায় : **বৈণবিক, বেণুবাদক, বৈণুক**।

যে বাঘের মুখ থেকে গোরুকে রক্ষা করে : **বাগাল**।

যে বাজায় : **বাদক**।

যে বাটে [পথে] পথিকের ধন লুট করে : **বাটপাড়**।

যে বাতাস ভক্ষণ করে : **বাতাহারী, বায়ুভক্ষ, বায়ুভক্ষক, বায়ুভুক্**।

যে-বাদ্যকর বাইজীর সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বাজায় : **ভেড়ুয়া, ভেড়ো**।

যে বাদ্যযন্ত্র বাজায় : **বাদ্যযন্ত্রী**।

যে-বাদ্যযন্ত্রের একটিমাত্র তার : **একতন্ত্রী, একতারা**।

যে-বারান্দার নীচে গাড়ি থাকে : **গাড়িবারান্দা**।

যে বারবার লেহন করে : **লেলিহ, লেলিহান, লেলিহক**।

যে-বালক বরের কোলে বসে যায় : **কোলবর**।

যে-বালকের বয়েস ছয় বছর থেকে দশ বছরের মধ্যে : **পোগণ্ড**।

যে-বালকের বয়েস ষোলো বছর অতিক্রান্ত : **তরুণ**।

যে-বালকের বয়েস ষোলো বছরের বেশী : **অপোগণ্ড**।

যে-বালকের বাবা-মা উভয়েই মৃত : **অনাথ, হমণ্ড, মৃতপিতৃক, মাতৃপিতৃহীন**।

যে বালির নীচে চোরা গহ্বর থাকে : **চোরাবালি**।

যে বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করেছে : **বয়স্ক, বয়স্কা** [স্ত্রী]।

যে বাল্যকাল থেকেই বন্ধু : **বাল্যবন্ধু**।

যে বাস করে না : **অনাবাসিক**।

যে বিক্রয় করে : **বিক্রেতা**।

যে বিঘ্ন দূর করে : **বিঘ্নবিনাশন**।

যে বিচক্ষণ নয় : **অবিচক্ষণ**।

যে বিচলিত নয় : **অবিচলিত**।

যে বিচার করে : **বিচারক**।

যে বিদায় গ্রহণ করছে : **বিদায়ী**।

যে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে : **বিদেশাগত**।

যে বিদেশে গেছে : **বিদেশগত**।

যে বিদেশে থাকে : **প্রবাসী**।

যে বিদেশে বাস করে : **বিদেশী**।

যে বিদেশে যায় : **বিদেশগামী**।

যে বিদ্যায় নিজের দেহ অদৃশ্য রাখা যায় : **লুকিবিদ্যা**।

যে বিদ্যায় শরীর থেকে বিষ বার করা যায় : **বিষবিদ্যা**।

যে বিদ্যার দ্বারা মৃতকে পুনর্জীবন দান করা যায় : **মহাজ্ঞান, মৃতসঞ্জীবনী**।

যে বিদ্যালাভে অভিলাষী : **বিদ্যার্থী**।

যে বিদ্ধ করে : **বেধক, বেধী**।

যে বিদ্বান নয় : **অবিদ্বান**।
যে বিদ্বেষ করে : **বিদ্বিষ্ট, বিদ্বেষ্টা, বিদ্বেষী**।
যে বিধবার সন্তান নেই : **বেওয়া**।
যে বিধান মেনে চলে : **বৈধেয়**।
যে বিধি হিতকর : **শ্রেয়ঃকল্প**।
যে বিনয় বা ভক্তিবশতঃ গলায় কাপড় দিয়েছে : **গললগ্নীকৃতবাস**।
যে বিনা আমন্ত্রণে অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও মাতব্বরি করে : **ফোঁপরদালাল**।
যে বিনা আহ্বানে সমীপে এসে কিছু করে বা যাঞ্চা করে : **উপযাচক**।
যে বিনা বেতনে খাটে : **নির্ভৃতি, বেগার**।
যে বিনাশ করে : **বিনাশক**।
যে বিনাশ করেছে : **বিনাশী**।
যে বিনীত নয় : **অবিনীত, দুর্বিনীত**।
যে বিপথে গমন করেছে : **বিপথগামী**।
যে বিপদে পতিত হয়েছে : **বিপন্ন, বিপদ্গ্রস্ত, বিপদাপন্ন**।
যে বিপরীত পথে গমন করে : **বিভ্রান্ত**।
যে বিপ্লব সংঘটনে ইচ্ছুক : **বিপ্লবী**।
যে বিবাদ করছে : **বিবদমান**।
যে বিবাদে গ্রাম [গ্রামবাসী] সম্মিলিত : **সংগ্রাম**।
যে বিবাহ করেছে : **বিবাহিত, বিবাহিতা** [স্ত্রী], **ঊঢ়, ঊঢ়া** [স্ত্রী], **ব্যূঢ়, ব্যূঢ়া** [স্ত্রী]।
যে বিবাহে ধনাদি গ্রহণ করে : **দুহিতা**।
যে বিবেচনা করে স্পষ্ট কথা বলে : **বিচক্ষণ**।
যে বিভিন্ন প্রকারে যুদ্ধ করে : **বিক্রান্ত**।
যে বিমান চালনা করে : **বৈমানিক**।
যে বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হয় : **বোমারু**।
যে বিলাত থেকে ফিরে এসেছে : **বিলাতফেরত, বিলাতফেরতা**।
যে বিলাপ করছে : **বিলপমান, বিলাপী**।
যে বিশিষ্টভাবে জানে : **বিজ্ঞ**।
যে বিশেষভাবে আঘাত-প্রাপ্ত : **বিক্ষত**।
যে বিশেষভাবে দর্শন করছে : **বীক্ষমাণ**।
যে বিশেষভাবে দীপ্তি পায় : **বিদ্যুৎ**।
যে বিশেষভাবে বক্র বা কুটিল : **বিজিম্ম**।
যে বিশেষভাবে বিবেচনা করে কাজ করে : **বিমৃশ্যকারী, বিমৃষ্যকারী**।
যে বিশেষভাবে মুগ্ধ : **বিমুগ্ধ**।
যে বিশ্বকে জয় করেছে : **জগজ্জয়ী, বিশ্বজিৎ, বিশ্বজয়ী**।
যে বিশ্বস্ত পাত্র হয়েও ঠকায়, প্রতারণা করে বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে : **বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতী, বিশ্বাসহন্তা, বিশ্বাসঘাতিকা** [স্ত্রী], **বিশ্বাসঘাতিনী** [স্ত্রী], **বিশ্বাসহন্ত্রী** [স্ত্রী]।
যে বিশ্বাস করেছে : **বিশ্রব্ধ, বিস্রব্ধ, বিশ্বসিত**।
যে বিশ্বাসের অযোগ্য : **অবিশ্বস্ত, অবিশ্বাসী**।
যে বিশ্বাসের পাত্র : **বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী**।
যে বিশ্বের সকলকে ভালোবাসে : **বিশ্বপ্রেমিক**।
যে বিষয় বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যাখ্যাত

: **বিশ্লেষিত**।
যে বিষ দান করে : **বিষদ**।
যে বিষ দিয়ে প্রাণ সংহার করে : **বিষদ**।
যে বিষ ধারণ করে : **বিষধর**।
যে বিষ নাশ করে : **বিষঘ্ন, বিষনাশক, বিষনাশী, বিষহর**।
যে বিষম দর্প পতনের কারণ হয়ে থাকে : **মরণ-বাড়**।
যে বিষয় চিন্তা করা হচ্ছে : **বিচিন্ত্যমান**।
যে বিষয় ভীতি উৎপাদন করে : **বিভীষিকা**।
যে বিষয়ে পড়ান হয়েছে : **পাঠিত**।
যে বিষয়ের দায়িত্ব অন্যের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে : **বরাত**।
যে বিষয়ের প্রতীতি জন্মেছে : **প্রতীত**।
যে বিষয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে : **প্রস্তাবিত**।
যে বিষের চিকিৎসা করে : **বিষবৈদ্য**।
যে বিস্মৃত বিষয়ের স্মরণ করিয়ে দেয় : **চেতক**।
যে বিহ্বল হয় : **বিক্লব**।
যে বীরকে হত্যা করে : **বীরহা**।
যে বুদ্ধির দ্বারা জীবিকা অর্জন করে : **বুদ্ধিজীবী**।
যে বৃক্ষান্তরে যায় : **কপি**।
যে বৃক্ষে ফল হয়, ফুল ধরে না : **বনস্পতি, নির্মুট**।
যে বৃক্ষের এক-একটি বৃন্তে বহু পত্র : **বহুপর্ণী**।
যে বৃক্ষের কাণ্ডমূল দ্বারা গুঁড়ি বেষ্টিত হয় : **ন্যগ্রোধ**।
যে বৃক্ষের পত্র সকল ঋতুতে হরিদ্বর্ণ : **চিরহরিৎ**।
যে বৃক্ষের ফুল থেকে ফল হয় : **বানস্পত্য**।
যে বৃক্ষের শাখা ভগ্ন : **ভগ্নশাখ**।
যে বৃদ্ধার মাথার চুলে জট পড়েছে : **জটেবুড়ি**।
যে বৃদ্ধি বা সুদের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে : **বৃদ্ধিজীবী, বার্ধুষিক, বৃদ্ধ্যাজীব**।
যে বৃহৎ দোলা ওপর-নীচে চক্রাকারে ঘোরে : **নাগরদোলা**।
যে বেগে গমন করে : **তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম্**।
যে বেতন গ্রহণ করে : **বৈতনিক**।
যে বেতন গ্রহণ করে না : **অবৈতনিক**।
যে বেতন নিয়ে রান্না করে : **সূপকার**।
যে বেশী কথা বলে : **বাচাল**।
যে বেশী বেঁটে নয় : **নাতিখর্ব, নাতিহ্রস্ব**।
যে বেশী মোটা নয় : **নাতিস্থূল**।
যে বেশী লম্বা নয় : **নাতিদীর্ঘ**।
যে বোঝা বয় : **বোঝারি, মুটে**।
যে ব্যঙ্গ করতে ভালোবাসে : **ব্যঙ্গপ্রিয়**।
যে ব্যক্তি অত্যন্ত হাসে বা হাসায় : **প্রহাসী**।
যে ব্যক্তি অনিষ্ট করে : **নির্ঘাতক**।
যে ব্যক্তি অলস : **কুণ্ঠ**।
যে ব্যক্তি আবেগের আধিক্য-যুক্ত : **ভাবপ্রবণ, ভাববিলাসী**।
যে ব্যক্তি একা থাকতে ভালোবাসে

: **একলশেঁড়ে**।
যে ব্যক্তি কর্মে আসক্ত : **তৎপর**।
যে ব্যক্তি কারও কার্যকলাপের দায়িত্ব গ্রহণ করে : **জামিন**।
যে ব্যক্তি গৃহ থেকে শব বাইরে নিয়ে আসে : **নির্হারক**।
যে ব্যক্তি ঘণ্টা বাজিয়ে সময় নির্দেশ করে : **ঘড়িয়াল, ঘড়েল**।
যে ব্যক্তি ছাড়ে না : **নাছোড়বান্দা, নাছোড়**।
যে ব্যক্তি জহরতের কারবার করে বা জহরতের উৎকর্ষ নির্ণয় করতে পারে : **জহুরী**।
যে ব্যক্তি তেজারতির কাজ করে : **মহাজন**।
যে ব্যক্তি দম্ভ প্রকাশ করে : **দাম্ভিক**।
যে ব্যক্তি নষ্ট ধন ফিরে পায় : **নাষ্টিক**।
যে ব্যক্তি ভাগে পরের জমি চাষ করে : **বর্গাদার, ভাগচাষী**।
যে ব্যক্তি যজ্ঞপশু বধ করে : **শমিতা**।
যে ব্যক্তি পূর্বে বা আগে অবস্থিত : **পুরোবর্তী**।
যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন : **প্রশ্নকর্তা, প্রশ্নকারী, প্রাশ্নিক**।
যে ব্যক্তি ভ্রাতৃতুল্য : **ভায়া**।
যে ব্যক্তি মণিরত্নাদি কেটে পরিষ্কার করে বা পরীক্ষা করে : **মণিকার**।
যে ব্যক্তি মদ্যপানে আসক্ত : **পানাসক্ত**।
যে ব্যক্তি যন্ত্র-চালনায় দক্ষ : **যন্ত্রশিল্পী, যন্ত্রী, যন্ত্রকুশলী, যান্ত্রিক**।

যে ব্যক্তি যা শোনে, তাই সত্য বলে বিশ্বাস করে : **কানপাতলা**।
যে ব্যক্তি রথে চড়ে যুদ্ধ করে : **রথী**।
যে ব্যক্তি সঞ্চয়হীনভাবে জীবন যাপন করে : **কপোতবৃত্তি**।
যে ব্যক্তি সহজে লোকের সঙ্গে মিশতে পারে : **মিশুক**।
যে ব্যবসা করে : **ব্যবসায়ী**।
যে ব্যবস্থার কখনো পরিবর্তন হয় না : **চিরবন্দোবস্ত**।
যে ব্যবহার-যোগ্য বয়েস প্রাপ্ত হয় নি : **অপ্রাপ্তবয়স্ক**।
যে ব্যয়ে কুণ্ঠ : **ব্যয়কুণ্ঠ**।
যে ব্যসনে আসক্ত : **ব্যসনাসক্ত**।
যে ব্যাখ্যা করেছে : **ব্যাখ্যাতা**।
যে ব্যাঙ্ ঘরের কোণে থাকে : **কুনোব্যাঙ্**।
যে ব্যঙ্গ করতে ভালোবাসে : **ব্যঙ্গপ্রিয়**।
যে ব্যথা পেয়েছে : **ব্যথিত**।
যে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে : **ব্যাপী**; ব্যাপিনী [স্ত্রী]।
যে ব্রহ্মকে জানে : **ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী**।
যে ব্রহ্মচারী সূর্যাস্তকালে নিদ্রিত থাকে : **অভিনির্মুক্ত**।
যে ব্রাহ্মণ কুলীনের ঘরে কন্যাদান করতে পারেন, কিন্তু কুলীনের কন্যা ঘরে আনতে পারেন না : **শ্রোত্রিয়**।
যে ব্রাহ্মণ নিয়ত যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করেন : **অগ্নিহোত্রী**।
যে ব্রাহ্মণ সর্বদা যজ্ঞাগ্নি অনির্বাণ রাখে : **অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক**।

যে ব্রত গ্রহণ করেছে : **ধৃতব্রত, গৃহীতব্রত**।
যে ব্রত থেকে বিচলিত : **বিব্রত**।
যে ব্রত থেকে ভ্রষ্ট : **ব্রতভ্রষ্ট, ব্রাত্য**।
যে ব্রত পালন করে : **ব্রতী, ব্রতিনী** [স্ত্রী], **ব্রতচারী, ব্রতচারিণী** [স্ত্রী], **ব্রতধারী, ব্রতধারিণী** [স্ত্রী]।
যে ব্রতে একমাত্র দুগ্ধ পান করা যায় : **পয়োব্রত**।
যে ভক্ষণ করে : **ভক্ষক**।
যে ভজনা করছে : **ভজমান**।
যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বেই বলে দেয় : **ভবিষ্যদ্বক্তা**।
যে ভবিষ্যতের জন্যে সংস্থান করে : **অনাগত-বিধাতা**।
যে ভয় পেয়েছে : **ভীত**।
যে ভরণযোগ্যা : **ভার্যা**।
যে ভাড়া দিয়ে বাড়িতে বাস করে : **ভাড়াটে, ভাড়াটিয়া**।
যে ভাত খেতে ভালোবাসে : **ভেতো**।
যে ভার-সহনে সক্ষম : **ভারসহ**।
যে ভালোমন্দ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করে অন্ধের মতো নকল করে চলে : **মাছিমারা**।
যে ভিক্ষুক গ্রামের নিকটে বাস করে : **নৈকটিক**।
যে ভিন্ন দেশের অধিবাসী : **বিদেশী**।
যে ভিন্ন বেশে আত্মগোপন করে : **ছদ্মবেশী**।
যে ভুঁই [ভূমি] ফুঁড়ে দেখা দেয় : **ভুঁইফোড়, ভুঁইফোঁড়**।
যে ভুলপথে ভ্রমণ করে : **বিভ্রান্ত**।
যে ভূমিখণ্ডের ওপর পুরুষানুক্রমে বাসগৃহ স্থাপিত : **বাস্তুভিটা**।
যে ভূমি ব্যাপ্ত করে ভিত নির্মিত হয় : **ভিত্তিভূমি**।
যে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নেই : **অনুর্বরা**।
যে ভূস্বামীর কাছ থেকে জোতজমির পাট্টা গ্রহণ করে : **পাট্টাদার**।
যে ভৃত্য খাবার ঘরের জিনিসপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করে : **খানসামা**।
যে ভেবে-চিন্তে কাজ করে না : **হঠকারী**।
যে-ভেরীর নিনাদে প্রতিদ্বন্দ্বীকে রণে আহ্বান করা হয় : **রণভেরি, রণভেরী**।
যে ভেল্কি ইত্যাদির সাহায্যে তামাশা দেখায় : **বাজিকর**।
যে ভোগ করে : **ভোক্তা**।
যে ভোজন করতে ইচ্ছুক : **বুভুক্ষু, বুভুক্ষিত, ভোজনেচ্ছু**।
যে ভোজন করে : **ভোজী**।
যে ভোলায় বা মোহিত করে : **ভুলুনী, ভোলানী**।
যে-মণ্ডপে চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডী [দুর্গা] পূজা ইত্যাদি হয় : **চণ্ডীমণ্ডপ**।
যে-মতবাদ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুকে একমাত্র সত্য বলে মনে করে : **বস্তুবাদ**।
যে মদ্য পান করে : **মদ্যপ**।
যে মদ্য বিক্রয় করে : **শুঁড়ী, শৌণ্ডিক**।
যে মধুর সম্ভাষণ করে : **বদান্য**।
যে মনের ভাব জানতে পারে

: **অন্তর্বেদী**।
যে মন্ত্র জানে : **মন্ত্রবিদ্**।
যে মন্ত্রপাঠে বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায় : **রক্ষামন্ত্র**।
যে মন্ত্রপাঠে মন্ত্র-পাঠককে দেখা যায় না : **লুকিমন্ত্র**।
যে মন্ত্র সাধনা করে : **মন্ত্রসাধক**।
যে মন্ত্রের দ্বারা হিন্দুরা ঈশ্বরের আরাধনা করে : **প্রণব**।
যে মন্দ কর্ম করে : **দুষ্কর্মা**।
যে মন্দ [ধীর] গমনে রাশিচক্র ভ্রমণ করে : **শনৈশ্চর**।
যে মন্দ [মলিন] বস্ত্র পরিহিত : **দুর্বাসা**।
যে ময়ূর শিকার করে : **মায়ূরিক**।
যে মরছে : **ম্রিয়মাণ**।
যেমন ইচ্ছা তেমন : **যথেচ্ছা, যথেচ্ছ, যদৃচ্ছা**।
যেমন ইষ্ট তেমন : **যথেষ্ট**।
যেমন উচিত তেমনি : **যথোচিত, সমুচিত**।
যেমন উপযুক্ত সেইরকম : **যথোপযুক্ত**।
যেমন করা নিয়ম তেমনি : **যথাবিধি**।
যেমন জানা আছে তেমনি : **যথাজ্ঞান**।
যেমন বলা হয়েছে : **যথোক্ত**।
যে মরণাপন্ন : **ম্রিয়মাণ**।
যে মরুভূমি পার করে দেয় : **উট, উষ্ট্র, মরুতরণী**।
যে মরেনি : **জীবন্ত, জীবিত, জ্যান্ত**।
যে মর্মে আহত : **মর্মাহত**।
যে দীর্ঘকাল পাত্রের জলে বেঁচে থাকে : **জিওল**।
যে মাছ ধরে বা বিক্রী করে : **মেছুয়া, মেছো**।
যে মাছি অন্ধত্ব-হেতু ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে বেড়ায় : **কানামাছি**।
যে মাটির বড়ো পাত্রে গোরুকে ঘাস ও খড় খেতে দেওয়া হয় : **পাতনা, নাদা**।
যে মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ত : **ব্যস্তবাগীশ**।
যে মাথা নত করে আছে : **নতমস্তক, নতশির**।
যে মাথা হেঁট করে আছে : **অধোবদন, অধোমুখ**।
যে মাদকদ্রব্য সেবন করে : **নেশাখোর**।
যে মানুষ পশুর মতো নিষ্ঠুর আচরণ করে : **নরপশু**।
যে মানুষ পিশাচের মতো নিষ্ঠুর আচরণ করে : **নরপিশাচ**।
যে মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করে : **তঞ্চক**।
যে মামলায় পটু : **মামলাবাজ**।
যে মায়া জানে : **মায়িক, মায়াবী**।
যে জাল ওজন করে : **কয়াল**।
যে মালা গাঁথে ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে : **মালাকর, মালাকার**।
যে মালা দিয়ে বরণ করা হয় : **বরমাল্য**।
যে মিনার কাজ করে : **মিনাকার**।
যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে : **ময়রা, হালুইকর**।
যে মিষ্টিকথা বলে : **মুখমিষ্টি**।
যে মুখ নীচু করে আছে : **নতমুখ**।
যে মুখাগ্নি করে : **অগ্নিদাতা**।
যে মুখে কটু কথা বলে : **বিষমুখ**।

যে মুদ্গরের অগ্রভাগ লৌহাবৃত : **শম্ব**।
যে মুদ্রার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে : **পোদ্দার**।
যে মূর্তি বা অবয়ব ধারণ করেছে : **মূর্ত**।
যে মৃগের দেহ চিত্রবিচিত্র : **চিত্রমৃগ**।
যে মৃগের পৃষ্ঠদেশ চিত্রময় : **রঙ্কু**।
যে মৃত পূর্বপুরুষের তর্পণ করা হয়েছে : **তর্পিত**।
যে মৃত পূর্বপুরুষের তর্পণ করে : **তর্পী**।
যে মৃত্তিকা ভেদ করে জন্মে : **উদ্ভিদ্, কোবিদার**।
যে মেঘ দেখে মনে আনন্দ হয় : **মুদির**।
যে মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে : **চাতক**।
যে মেঘের মতো গর্জনকারী : **মেঘনাদ**।
যে মেয়ে কেবল বেড়ায় : **বেড়ানী**।
যে মেহনত করে : **মেহনতী**।
যে মোক্ষের নিমিত্ত যত্নবান : **যতি**।
যে মোট [বোঝা] বয় : **মুটে**।
যে মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন : **মুগ্ধ, মূঢ়, মোহগ্রস্ত, মোহাচ্ছন্ন**।
যে মৌন অবলম্বন করেছে : **মৌনী**।
যে মৌনব্রত পালন করে : **মৌনব্রতী**।
যে মৌমাছিকে টিপে মধু বাহির করে : **মাছিটেপা**।
যে যজনাদি কার্য পূরণ করে : **বিপ্র**।
যে যজ্ঞ করতে অভিলাষী [ইচ্ছুক] : **বিযক্ষু**।
যে যজ্ঞসূত্রকে মালার মতো গলায় পরেছে : **নিবীতী**।
যে যজ্ঞে নরমাংস আহুতি দেওয়ার বিধি : **নরমেধ**।
যে যজ্ঞের আয়োজন করে : **যজ্ঞপতি**।
যে যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণারূপ দান করতে হয় : **বিশ্বজিৎ, সর্বস্বদক্ষিণ**।
যে যথোক্ত কথনে পরিতপ্ত করে : **দূত**।
যে যন্ত্রের দ্বারা দূরের জিনিস নিকটে বলে মনে হয় : **দূরবীক্ষণ, দূরবীন**।
যে যন্ত্রের সাহায্যে দিক্ নির্ণয় করা যায় : **দিগ্‌দর্শন**।
যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরের সাথে কথা বলা ও শোনা যায় : **দূরভাষ**।
যে যাগ [যজ্ঞ] করে : **যজমান**।
যে যাঞ্চা করছে : **যাচমান**।
যে যাঞ্চা করে : **যাচক**।
যে যাত্রা করে বা করেছে : **যাত্রিক, যাত্রী**।
যে যান আকাশে গমন করে : **আকাশযান, ব্যোমযান**।
যে যান মহাকাশে গমন করে : **মহাকাশযান**।
যে যায়, থাকে না : **অতিথি**।
যে যীশুখ্রীস্টের প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাসী : **খ্রীস্টান**।
যে যুদ্ধ [বিগ্রহ] করতে ইচ্ছুক : **বিজিগীষু**।
যে যুদ্ধে জনগণের সমর্থন আছে : **জনযুদ্ধ**।
যে যুদ্ধে জয়লাভ করে : **যুধাজিৎ, রণজিৎ, সমরজিৎ**।
যে যুবতী সুরা পরিবেশন করে : **সাকি,**

সাকী।

যে যোগাড় বা সংগ্রহ করতে পটু : **যোগাড়িয়া, যোগাড়ে**।

যে যোদ্ধা একসঙ্গে অসংখ্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে : **অতিরথ**।

যে রক্ত শোষণ করে : **রক্তচোষা, রক্তশোষক**।

যে রঙের পার্থক্য ধরতে অক্ষম : **বর্ণান্ধ, রংকানা**।

যে রত্ন মস্তকে ধারণীয় : **শিরোমণি, শিরোরত্ন**।

যে রথে আরোহণ করেছে : **রথারূঢ়, রথারোহী**।

যে রথের চাকার ঘূর্ণনদণ্ড ভেঙে গেছে : **বিধুর**।

যে রন্ধ্রপথে ঘরে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে : **গবাক্ষ**।

যে রব দ্বারা শুভাশুভ ব্যক্ত করে : **অঞ্জন**।

যে রমণী নৃত্যে পটু : **নৃত্যপটীয়সী**।

যে রমণী বিদ্যা ধারণ করে : **বিদ্যাধরী**।

যে রসিক নয় : **অরসিক, বেরসিক**।

যে রসে উৎসাহ বৃদ্ধি করে : **বীররস**।

যে রসে হাস্য স্থায়ী ভাব লাভ করে : **হাস্যরস**।

যে রাজকর্মচারী খাজনা ইত্যাদির টাকা পরীক্ষা করে : **পোদ্দার**।

যে রাজস্ব দেয় : **মালগুজার**।

যে রাজা ঋষির মতো জীবনযাপন করে : **রাজর্ষি**।

যে রাজী নয় : **নারাজ**।

যে রাত্রিকে দীপ দিয়ে সাজানো হয় : **দীপান্বিতা**।

যে রাত্রিতে অন্ধকার একেবারে থাকে না : **নিরঞ্জনা** [পূর্ণিমা]।

যে রাত্রিতে জেগে থাকে : **জাগরী, রাত্রিজাগর, রাত্রিজাগরা** [স্ত্রী]।

যে রিফু করে : **রিফুগর**।

যে রূপ ধারণ করে : **রূপী, রূপিণী**।

যে রূপোর কাঠির স্পর্শে মৃত্যু হয় : **মরণকাঠি**।

যে রোগীর নাড়ী দেখে অথবা চিকিৎসাশাস্ত্রে অপারদর্শী : **নাড়ীটেপা**।

যে রোগে রোগী জল দেখে ভয় পায় : **জলাতঙ্ক**।

যে রোগে শয্যা কণ্টক তুল্য অসহ্যবোধ হয় : **শয্যাকণ্টক, শয্যাকণ্টকী**।

যে রোজগার করে : **রোজগেরে**।

যে লজ্জা পাচ্ছে : **ত্রপমান**।

যে লড়াইতে পটু : **লড়িয়ে, লড়ুয়ে, লড়াকু**।

যে লতা গাছ জড়িয়ে ওঠে : **অবরোহক**।

যে লতা ব্যথা নাশ করে : **বিশল্যকরণী**।

যে লম্ফ দিয়ে শীঘ্র গমন করে : **শালুর** [ভেক]।

যে লাঙ্গল চষে : **হালিয়া, হালী, হেলে**।

যে লাঙ্গলের দণ্ড [ঈশ] খুলে গেছে বা খুলে রাখা হয়েছে : **নিরীশ**।

যে লাফ দিয়ে দ্রুত ছোটে : **খরগোশ, শশ, শশক**।

যে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে : **প্লবগ**।

যে লুট [লুণ্ঠন] করে : **লুটেরা, লুটেল, লুঠেরা, লুঠেল**।

যে লেহন করে : **লেহী**।

যে লোককে ঠকায় : **ঠক**।

যে লোহাদি ধাতুর কর্ম করে : **কর্মকার, কামার**।

যে লৌহ-পিঠিকার ওপর ধাতু পিটিয়ে পাত প্রস্তুত করা হয় : **নিহাই, নেহাই**।

যে লৌহবলয়ে মুদ্গর বা মুষলের অগ্রভাগ আবৃত থাকে : **শাম্ব**।

যে শঙ্খ যুদ্ধজয়ের সূচক : **জয়শঙ্খ**।

যে শঙ্খের কাজ করে : **শঙ্খকার, শাঁখারি**।

যে শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে : **নির্যাতক, নির্যাতিকা** [স্ত্রী]।

যে শপথ করছে : **শপমান**।

যে শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদে সমর্থ : **শব্দবেধী, শব্দভেদী**।

যে শয্যায় শায়িত : **শয্যাশায়ী**।

যে শয্যায় শায়িত অবস্থায় কারো মৃত্যু ঘটে . **মৃত্যুশয্যা**।

যে শরীর বিকার-প্রাপ্ত হয়েছে : **শব**।

যে শশাগাছ মাটিতে লোটায় : **ভুঁইশশা**।

যে শাড়ির পাড় পাছার ওপর পড়ে : **পাছাপেড়ে**।

যে শান্তি ভালোবাসে বা কামনা করে : **শান্তিপ্রিয়, শান্তিকামী**।

যে শাশুড়ী পুত্রবধূকে সর্বদা অসহ্য খোঁটা ও যন্ত্রণা দেয় : **বউকাঁটকী**।

যে শাসনের যোগ্য : **শিষ্য**।

যে শাসনে রাখে : **অভিভাবক**।

যে শাস্ত্রানুসারে পৈতৃক বিত্তের অংশভাগী নয় : **নিরংশ**।

যে শিকার করে : **শিকারী**।

যে শিক্ষা করতে ইচ্ছুক : **শিশিক্ষু**।

যে শিয়াল বাঘের পিছনে পিছনে চিৎকার করে : **ফেউ**।

যে শিশুকে খেলায় : **ক্রীড়নক**।

যে শীতবস্ত্র কাঁধ থেকে ঝুলে থাকে : **দোলাই**।

যে শীত-সহনে অসমর্থ : **শীতভীরু, শীতালু**।

যে শুভকার্যে দড় : **নিপুণ**।

যে শুয়ে আছে : **শয়ান, শয়িত**।

যে শৃগাল ফে-রব করে : **ফেরু**।

যে শোষণ করে : **শোষক**।

যে শ্রদ্ধা বা আস্থা হারিয়েছে : **বীতশ্রদ্ধ**।

যে শ্রবণ করতে ইচ্ছুক : **শুশ্রূষু**।

যে শ্রবণ করে : **শ্রোতা**।

যে শ্রাদ্ধে চারটি বৃষকে ত্রিশূলচক্র চিহ্নিত করে ছেড়ে দেওয়া হয় : **বৃষোৎসর্গ**।

যে শ্রাবণ-পূর্ণিমায় রক্ষা-বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় : **রাখীপূর্ণিমা**।

যে শ্রেয়ঃ [কল্যাণ-কর্ম] করে : **শ্রেয়স্কৃৎ**।

যে শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ : **পরাৎপর**।

যে শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করছে : **শ্বসমান**।

যে সংগ্রহ করে : **সংগ্রহকর্তা, সংগ্রাহক, সংগ্রহীতা**।

যে সংবাদ বহন করে : **দূত**।
যে সংসার ত্যাগ করেছে : **সংসারত্যাগী**।
যে সংসারে আসক্তিহীন : **বিবাগী**।
যে সংস্কার দ্বারা গর্ভিণীর পুরুষ-সন্তান প্রসূত হয় : **পুংসবন**।
যে সকলকে প্রীতির চোখে দেখে : **প্রিয়দর্শী, প্রিয়দর্শিনী** [স্ত্রী]।
যে-সকল পশুর খুর দুভাগে বিভক্ত : **দ্বিশফ**।
যে সকল প্রকার কামনামুক্ত : **নিষ্কাম**।
যে সকল বিষয় অকিঞ্চিৎকর মনে করে : **অবমন্তা**।
যে সকল সুর বাদী ও সংবাদীর অনুসরণে শ্রুতিসুখ সম্পাদন করে : **অনুবাদী**।
যে সকলের নিন্দা করে : **বিশ্বনিন্দক, বিশ্বনিন্দুক**।
যে সকলের বা সকল বিষয়ের নিন্দাকারী : **বিশ্বনিন্দক, বিশ্বনিন্দুক**।
যে সকলের ভার সহ্য করে : **ক্ষমা** [পৃথিবী]।
যে সঞ্চরণ করছে : **সঞ্চরমান**।
যে সত্য নির্ণয় করেছে : **নির্ণেতা**।
যে সধবা নারী গৃহ ও পুত্রবতী : **পুরন্ধ্রি, পুরন্ধ্রী**।
যে সধবা নারীর কপালে এয়োতির চিহ্ন-স্বরূপ সিঁদুরের ফোঁটা আছে : **সিন্দুরতিলকা, সীমন্তিনী**।
যে সনাক্ত করে : **নিশানদার**।
যে সন্দেহ করছে : **সন্দিহান**।
যে সন্ন্যাসী [প্রধানতঃ বৌদ্ধ] ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করে : **ভিক্ষু**।
যে সফলতার সঙ্গে কার্য সম্পন্ন করেছে : **কৃতকার্য, কৃতকৃত্য, কৃতক্রিয়**।
যে সব জানে : **সবজান্তা, সর্বজ্ঞ**।
যে সব তৃণ বা শাক জলাভূমিতে জন্মে : **সমষ্টিলা**।
যে সব পণ্ড করে দেয় : **ভণ্ডুলে**।
যে সব পাখি পরিত্যক্ত খাদ্যাবশিষ্ট ভোজন করে : **বলিপুষ্ট, বলিভুক্**।
যে সব প্রাণী বুকে ভর দিয়ে গমন করে : **সরীসৃপ**।
যে সবর্ণাকে ত্যাগ করে শূদ্রাকে বিবাহ করে : **বৃষলীপতি**।
যে সব সময় খাই-খাই করে : **পেটুক**।
যে সব সময় উদর ভরণে ব্যস্ত : **ঔদরিক, পেটুক**।
যে সময়ে গোরুর খুরের উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আকাশ আচ্ছন্ন হয় : **গোধূলি**।
যে সময়ে দিন ও রাত্রি সমান হয় : **বিষুব**।
যে সময়ে বহু লগ্ন আছে : **লগনসা**।
যে সময়ে ভিক্ষা দুর্লভ : **দুর্ভিক্ষ**।
যে সময়ে যা করা উচিত : **সময়োচিত, সময়োপযোগী**।
যে সমস্ত কিছু [কাষ্ঠাদি] ক্ষয় করে : **কৃশানু, কৃষাণু** [আগুন]।
যে সমস্ত কিছু নাশ করে : **সর্বনাশী, সর্বনেশে, সর্বনাশিনী** [স্ত্রী]।
যে সমস্ত খুইয়েছে : **ফতুর**।

যে সমুদ্রের জল নীল : **নীলাম্বুধি**।

যে সম্পদে সমৃদ্ধিবান্ : **সম্পন্ন**।

যে সম্পূর্ণ পরিষ্করণের কার্য করে : **সম্মার্জক, সম্মার্জিকা** [স্ত্রী]।

যে সয় : **সহিতা, সহিষ্ণু, সোঢ়া**।

যে সরোবরে প্রচুর পদ্ম জন্মে : **পদ্মাকর**।

যে সর্বদা গ্রন্থ পাঠ করে : **গ্রন্থকীট**।

যে সস্তায় মাল কিনে অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যে বিক্রী করে : **ফড়িয়া, ফড়ে**।

যে সহজেই ভয় পায় : **ভীতু, ভীরু**।

যে সহজে রোগে পড়ে : **পটকা**।

যে সহজে সকলের কথা বিশ্বাস করে : **কানপাতলা**।

যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গার্হপত্যাগ্নি পুত্রাদিকে দিয়ে প্রবাস করেন : **বীরহা**।

যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়েছে : **বীরহা**।

যে সাড়া দেয় না : **নিঃসাড়, নিসাড়**।

যে সাধনা করে : **সাধক, সাধিকা** [স্ত্রী]।

যে সাপ ছাগল, হরিণ ইত্যাদিকে গিলে ফেলতে সক্ষম : **অজগর**।

যে সাপ দীর্ঘকাল বাস্তুভিটায় বাস করে, কিন্তু পরিবারের কোন অনিষ্ট করে না : **বাস্তুসাপ**।

যে সাপ নির্মোক্ [খোলস] ত্যাগ করেছে : **নির্মুক্ত**।

যে সাপের দাঁতে বিষ আছে : **বিষধর**।

যে সাপের দেহ চন্দ্রচিহ্নযুক্ত : **চন্দ্রবোড়া**।

যে সাফল্যের সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করেছে : **কৃতকার্য, কৃতকৃত্য, কৃতক্রিয়**।

যে সামলাতে অক্ষম : **বেসামাল**।

যে সার অবগত হয়েছে : **জ্ঞাতসার**।

যে স্বস্থানে পড়ে থেকে শিকার আকর্ষণ করে : **নক্র**।

যে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মতাদর্শ ভুলে সময়ের সুযোগ গ্রহণ করে : **সময়-সেবক, সময়-সেবী**।

যে সাহিত্য-গ্রন্থ শুনতে হয় বা পড়তে হয় : **শ্রব্যকাব্য**।

যে সিকায় ভার বহন করে : **সিকাই**।

যে সুখদুঃখে এক রূপ : **ধৃতিমান**।

যে সুদ গ্রহণ করে : **বার্ধুষ, বার্ধুষি, বার্ধুষী, বার্ধুষিক, সুদখোর**।

যে সুধা হরণ করে : **সুধাহর, সুধাহৃৎ**।

যে সুবিধামতো প্রাপ্য দ্রব্য আত্মসাৎ করে : **সবলোট**।

যে সুর ঠিক রাখতে পারে না : **বেসুরো**।

যে সুর বাদীর সাহচর্য করে : **সংবাদী**।

যে সুসজ্জিত হস্তীতে রাজা আরোহণ করেন : **রাজহস্তী**।

যে সেবা করছে : **সেবমান, সেবমানা** [স্ত্রী]।

যে সৈন্য পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে যায় : **পত্তি, পদাতি, পদাতিক, পয়দল**।

যে সোনার কাঠি মৃতদেহে ছোঁয়ালে প্রাণের সঞ্চার হয় : **জীয়নকাঠি, বাঁচনকাঠি**।

যে স্ত্রীও নয় পুরুষও নয় : **নপুংসক**।

যে স্ত্রীকে হত্যা করে : **স্ত্রীঘাতক, স্ত্রীঘ্ন**।

যে স্ত্রী পতিত্যাগপূর্বক স্বেচ্ছায় অপর

স্ববর্ণ পুরুষকে গ্রহণ করে : **স্বৈরিণী, স্বৈরী**।
যে স্ত্রী পরপুরুষে গমন করে : **ব্যভিচারিণী**।
যে স্ত্রী পিত্রালয়ে বাস করে : **সুবাসিনী**।
যে স্ত্রী বশ্যতা স্বীকার করে : **বশ্যা**।
যে স্ত্রীর কপাল পুড়েছে : **পোড়াকপালী**।
যে স্ত্রীর কপাল ভেঙেছে : **খণ্ডকপালিনী**।
যে স্ত্রীর নাথ [স্বামী] বর্তমান : **সনাথা**।
যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত থাকে : **জীববৎসা**।
যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত নেই : **মড়াপিয়া, মড়াপে, মৃতবৎসা**।
যে স্ত্রীর স্বামী অন্য পত্নী গ্রহণ করেছে : **অধিবিন্না, কৃতসপত্নী**।
যে স্ত্রীর স্বামী পুনরায় বিবাহ করে : **অধ্যূঢ়া**।
যে স্ত্রীলোক কাঠ কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে : **কাঠকুড়ানী**।
যে স্ত্রীলোক কেবল কন্যা প্রসব করে : **স্ত্রী-জননী, স্ত্রীপ্রসূ, কন্যাপ্রসবা**।
যে স্ত্রীলোক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে বেড়ায় : **নয়দুয়ারী**।
যে স্ত্রীলোক নাটকে অভিনয় করে : **অভিনেত্রী, নটী**।
যে স্ত্রীলোক পরস্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষের প্রণয় সংঘটন করায় : **দূতী, কুট্টিনী**।
যে স্ত্রীলোক পরিবারের মধ্যে বিরোধ ঘটায় : **ঘর-ভাঙানী**।
যে স্ত্রীলোক পরের ধান ভেনে খায় : **ধানভানানী**।
যে স্ত্রীলোক পাড়ায় পাড়ায় বা পাড়ার বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে কাটায় : **পাড়াবেড়ানী**।
যে স্ত্রীলোক পাড়ায় সারাক্ষণ ঝগড়া করে : **পাড়াকুঁদুলী**।
যে স্ত্রীলোক পুষ্পমাল্যাদি বিক্রী করে : **মালিনী**।
যে স্ত্রীলোক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছে : **বৈখানসী**।
যে স্ত্রীলোক ভাড়ায় ধান ভানে : **ভাড়ানী, ভানানী**।
যে স্ত্রীলোক শিশুকে খেলায় : **ক্রীড়নিকা**।
যে স্ত্রীলোকের সন্তান জন্মের পর মারা যায় : **মৃতবৎসা**।
যে স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্না : **বিরহিণী**।
যে স্থানে পত্র-পল্লবাদি কম্পিত বা আন্দোলিত হয় : **বিপিন**।
যে স্থানে পানীয় জল পাওয়া যায় : **জলসত্র, পানীয়শালা, প্রপা**।
যে স্থানে লোকবসতি আছে : **অধ্যুষিত, উপনিবিষ্ট**।
যে স্নেহের দ্বারা মন বন্ধন করে : **বন্ধু**।
যে স্পষ্টকথা বলে : **স্পষ্টবাদী, স্পষ্টবাদিনী** [স্ত্রী], **স্পষ্টবক্তা, স্পষ্টভাষী, স্পষ্টভাষিণী** [স্ত্রী]।
যে স্বদেশ ত্যাগ করে ভিন্নদেশে স্থায়ীভাবে বাস করে : **প্রবসিত**।
যে স্বয়ং জাত : **স্বভু, স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ, স্বায়ম্ভুব**।
যে স্বয়ং স্বেচ্ছায় আগমন করে : **স্বয়মাগত, স্বয়মাগতা** [স্ত্রী]।

যে স্বল্পকাল জীবিত থাকে : **স্বল্পায়ু**।

যে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে : **প্রকৃতিস্থ**।

যে স্বাভাবিক বর্ণ গোপন রাখে : **বর্ণচোরা**।

যে স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে : **নষ্টস্মৃতি**।

যে হত্যা করে : **ঘাতক, নিহন্তা, হন্তা**।

যে হবে : **হবু**।

যে হরিণ কৃষ্ণ বর্ণও নয়, তাম্রবর্ণও নয় : **কুরঙ্গ**।

যে হল চালনা করে : **হলকর্ষক**।

যে হস্তিশাবকের গজদন্ত ওঠে নি : **মাকনা**।

যে হাউ হাউ করে পেটের কথা ব্যক্ত করে : **হাউড়ে**।

যে হাটে বিক্রীর জন্যে পণ্য নিয়ে আসে : **হাটুরে**।

যে হাটের খাজনা নেই : **নির্মুট**।

যে হাড় জ্বালায় : **হাড়জ্বালানে, হাড়জ্বালানী** [স্ত্রী]।

যে হাত জোড় করেছে : **কৃতাঞ্জলি, বদ্ধাঞ্জলি**।

যে হাতীকে চালনা করে বা উপবেশন করায় : **নিষাদী**।

যে-হাতিতে রাজা চড়েন : **পাটহস্তি, পাটহস্তী, পাটহাতী**।

যে হাতীর কপালে সিঁদুরের ফোঁটা : **সিন্দূরতিলক**।

যে হাতের আঙুলগুলি মুঠো করে রাখা হয়েছে : **মুষ্টিবদ্ধ**।

যে হানি করে : **প্রতিঘ**।

যে হিংসাকারী পরের প্রাণ সংহার করে : **হিংস্র, হিংস্রক, হিংস্রা, হিংস্রিকা**।

যে হিত কথা বলে : **হিতবাদী, হিতোপদেষ্টা**।

যে হিত করে : **হিতকারী**।

যে হিত কামনা করে : **হিতকামী, হিতকামিনী** [স্ত্রী], **হিতাকাঙ্ক্ষী, হিতাকাঙ্ক্ষিণী** [স্ত্রী], **হিতার্থী, হিতার্থিনী** [স্ত্রী], **হিতৈষী, হিতৈষিণী** [স্ত্রী]।

যে হিন্দু-সম্প্রদায় খেজুরের রস ও খেজুরের গুড় প্রস্তুত করে : **সিউলি, সিউলী**।

যে হিসাব করে চলতে জানে না : **বেহিসাবী**।

যে হিসাবের খাতা লেখে : **কেরানি, মুহুরী**।

যে হেরে গেছে : **পরাজিত**।

যে হোম ত্যাগ করেছে : **বীতহব্য**।

যে হ্রদ সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত : **উপহ্রদ**।

যোগধ্যানের অবসান : **যোগভঙ্গ**।

যোগলব্ধ ক্ষমতা : **যোগবল**।

যোগলব্ধ শক্তি : **সিদ্ধাই**।

যোগসাধনার নিমিত্ত উপবেশন : **যোগাসন**।

যোগসাধনার পথ : **যোগমার্গ**।

যোগসাধনায় নিমগ্ন : **যোগারূঢ়**।

যোগসাধনায় সমাধিলাভ : **যোগসমাধি**।

যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ : **যোগসিদ্ধি**।

যোগিগণের শ্রুতিগোচর দেহাভ্যন্তরস্থ ধ্বনি : **অনাহত**।

যোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান : **পাত্রস্থ**।

যোজন পরিমাণ [চার ক্রোশ] পথ : **মার্গধেনু, মার্গধেনুক**।

যোজন-ব্যাপী গন্ধ যার : **যোজনগন্ধা,** [সত্যবতী]।

যোদ্ধাদের হস্তাবরণ বর্ম : **বাহুত্র, বাহুত্রাণ**।

যোদ্ধার বেশ : **যোদ্ধৃবেশ**।

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্র : **কুমার, যুবরাজ, যুবরাট্‌**।

যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি যার বয়েস : **প্রৌঢ়**।

যৌবন লাভ করেছে যে : **প্রাপ্তযৌবন**।

র

রক্ত চন্দনের বৃক্ষ : **রৌহিণ**।

রক্ত চোষে [শোষণ করে] যে : **রক্তচোষা**।

রক্ত নেই যাতে বা যার : **নীরক্ত**।

রক্ত পান করে যে : **রক্তপ, রক্তপা, রক্তপায়ী**।

রক্তপানের ইচ্ছা : **রক্তপিপাসা**।

রক্তবর্ণ পদ্ম : **কমল, কোকনদ, তামরস**।

রক্ত-বাহিকা নাড়ী : **ধমনি, ধমনী**।

রক্তের ক্ষরণ : **রক্তক্ষরণ, রক্তপাত**।

রক্তের দ্বারা রঞ্জিত : **রক্তরঞ্জিত**।

রক্তের দ্বারা লিপ্ত : **রক্তাক্ত**।

রক্তের দ্বারা হীন : **রক্তহীন**।

রক্তের স্রোত : **রক্তধারা, রক্তপ্রবাহ, রক্তস্রোত**।

রক্ষণার্থ বিশ্বাসপূর্বক কারো কাছে স্থাপিত ধন : **উপনিধি, ন্যাস**।

রক্ষিত গোচরভূমির অধিকারী : **বিবীতভর্তা**।

রঘুকুলের তিলক [শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি] : **রঘুকুলতিলক**।

রঘুবংশের নাথ [শ্রেষ্ঠ সন্তান] : **রঘুনাথ**।

রঘু-বংশের পতি [শ্রেষ্ঠ সন্তান] : **রঘুপতি, রঘুকুলপতি**।

রঘুর বংশে জাত : **রাঘব**।

রঙযুক্ত আলোর মশাল : **রঙমশাল**।

রঙে ছোবানো কাপড় : **চুনরী, চুনারী, চুনুরি**।

রঙে রঞ্জিত : **রঙা, রঙকরা, রঙীন**।

রঙের পার্থক্য যে ধরতে পারে না : **বর্ণান্ধ, রংকানা**।

রঙ্গ ও তামাশা : **রগড়**।

রঙ্গ ও তামাশাসহ অঙ্গভঙ্গি : **রঙ্গঢঙ্গ**।

রঙ্গ ও রসবিলাস যুক্ত : **রঙ্গিম**।

রঙ্গ-তামাশায় পটু : **রগুড়ে, রগড়িয়া**।

রঙ্গ-তামাশায় রসিক ব্যক্তি : **মজার, মজাড়ে, রগুড়ে**।

রঙ্গ [নাট্যাভিনয়] দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে : **রঙ্গজীবক, রঙ্গজীবী, রঙ্গাজীব**।

রঙ্গ [নৃত্যগীতাদি] দ্বারা যে রাত্রি অতিবাহিত হয় : **রঙ্গভূতি**।

রঙ্গ প্রিয় যার : **রঙ্গপ্রিয়**।

রঙ্গ বা হাসি ও তামাশার জন্যে অঙ্কিত চিত্র : **ব্যঙ্গচিত্র, রঙ্গচিত্র**।

রঙ্গমঞ্চের অন্তরালবর্তী স্থান : **নেপথ্য**।

রঙ্গমঞ্চের পটাবরণ : **যবনিকা**।
রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রী : **মঞ্চতারকা**।
রঙ্গ-রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ : **রঙ্গ-তামাশা, হাস্যকৌতুক, হাস্যপরিহাস**।
রচনার খসড়া : **মুসাবিদা**।
রজ্জু বা চর্ম রজ্জু বাঁধা দণ্ড : **কোড়া**।
রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী : **রঙ্গাজীব**।
রণ বা লড়াইয়ের জন্য যে ক্ষেত্র : **রণক্ষেত্র, রণস্থল, রণাঙ্গন**।
রণহস্তীর পিঠের হাওদা : **শারি, শারী**।
রণে ভঙ্গ দেওয়া : **পরাজয়**।
রতিকূজিত : **মণিত**।
রত্ন [সুসন্তান] গর্ভে ধারণ করেন যিনি : **রত্নগর্ভা**।
রত্ন-নির্মিত অলংকার : **রত্নাভরণ, রত্নালঙ্কার**।
রত্ন-নির্মিত হার : **রত্নহার**।
রত্ন প্রসব করেন যিনি : **রত্নপ্রসূ**।
রত্নের আকর বা খনি : **রত্নাকর**।
রত্নের দ্বারা নির্মিত : **মণিময়, রত্নময়**।
রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিশালী : **রত্নপ্রভ, রত্নপ্রভা**।
রথ-চালকের কাজ : **সূতালি**।
রথ চালনা করে যে : **রথবাহক, সারথি, সূত**।
রথ নির্মাণ করে যে : **রথকর, রথকার**।
রথ বা গোরুর গাড়ির যুগ [গ্রীবাগ্রের সংলগ্ন কাঠ]-ধারক কাঠ : **যুগন্ধর**।
রথ রাখবার স্থান : **রথশাল, রথশালা**।
রথাদি চতুরঙ্গ সেনাবিশিষ্ট বাহিনী : **অক্ষৌহিণী**।
রথীর আত্মরক্ষার্থে রথস্থ গুপ্ত স্থান : **রথগুপ্তি**।
রথের চাকার ধ্বনি : **ঘর্ঘর, রথঘোষ**।
রথের সমূহ বা শ্রেণী : **রথকট্যা, রথকড্যা, রথ্যা**।
রদী মালের ব্যাপারী : **কাবাড়ি**।
রন্ধন, ভোজন ইত্যাদি গৃহস্থালির পাত্র : **বাসন**।
রন্ধনশালার পরিচারিকা : **মহানসী**।
রন্ধনের নিমিত্ত গৃহ : **রন্ধনগৃহ, রন্ধনশালা, রান্নাঘর**।
রব শুনে আসে যে : **রবাহূত**।
রমজান মাসে প্রত্যহ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসলমানগণের নিরম্বু উপবাস : **রোজা**।
রমণকালে উত্তমা নারীগণের সুখব্যঞ্জক অস্ফুট ধ্বনি : **শীৎকার, সীৎকার**।
রমণকালে নারীর কণ্ঠকূজিত : **মণিত**।
রমণের অভিলাষ : **রিরংসা**।
রমণীদের অন্তঃপুরে রাখার প্রথা : **পর্দাপ্রথা**।
রমণীয় কেশ-বিশিষ্টা নারী : **সুকেশা, সুকেশিনী, সুকেশী**।
রস আত্মা [সার] যার : **রসাত্মক**।
রস জানে বা উপলব্ধি করতে পারে যে : **রসিক**।
রসপূর্ণ মোটা আখ : **পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক**।

রসবোধ আছে যার : **রসিক**।

রসিকতায় পটু : **হাস্যরসিক**।

রসিকা ও রঙ্গযুক্তা নারী : **রঙ্গিণী**।

রসের উপভোগে বাধা সৃষ্টি : **রসভঙ্গ**।

রসের কথা : **রসিকতা**।

রসোৎপাদক চিত্তবিকার : **ভাব**।

রাঁধা ডাল : **সূপ**।

রাক্ষস মালী, সুমালী ও মাল্যবানের পিতা : **সুকেশ**।

রাখালের পারিশ্রমিক : **রাখালি**।

রাখালের পেশা : **রাখালি**।

রাখী পূর্ণিমায় ভগিনী কর্তৃক ভ্রাতৃহস্তে হরিদ্রাবর্ণের মঙ্গলসূত্র বন্ধন : **রাখীবন্ধন**।

রাগই [প্রাচীন সুর-বিন্যাস] প্রধান যাতে : **রাগপ্রধান**।

রাগ-রাগিণীতে যে সুরটির প্রাধান্য রক্ষিত হয় : **বাদী**।

রাগে বা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য : **ক্রোধান্ধ, রাগান্ধ**।

রাগের [সংগীতের] অনুকূল বা পরিপোষক সুর : **সংবাদী**, [সুর]।

রাগের জন্যে অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি : **ঝামটা**।

রাঘবের অরি : **রাঘবারি** [রাবণ]।

রাঘবের প্রিয় : **রাঘবপ্রিয়া** [সীতা]।

রাঘবের বাঞ্ছা [অভিলষিতা] : **রাঘববাঞ্ছা** [সীতা]।

রাজকার্যের প্রয়োজনে রাজা যে সভাকক্ষে বসেন : **রাজদরবার, রাজসভা**।

রাজকীয় ধন-ভাণ্ডার : **রাজকোষ**।

রাজচিহ্ন-যুক্ত দণ্ড : **রাজদণ্ড**।

রাজ-দর্শনকালে রাজাকে দেওয়া প্রজার উপঢৌকন : **নজরানা**।

রাজধানী বা নগরের বহির্ভূত স্থান : **মফস্বল, মফঃস্বল**।

রাজনৈতিকভাবে কারারুদ্ধ : **অন্তরীণ, রাজবন্দী**।

রাজপথে ডাকাতি [দস্যুতা] বা রাহাজানের বৃত্তি : **রাহাজানী**।

রাজপথে যে ডাকাতি করে : **রাহাজান**।

রাজ-পরিবারের লোক : **রাজন্য**।

রাজপুতানার [রাজস্থানের] অধিবাসী : **রাজপুত, রাজপুতান** [স্ত্রী], **রাজস্থানী**।

রাজ-প্রতিনিধির সভা : **দরবার**।

রাজবংশের ইতিহাস : **রাজনামা, রাজাবলি, রাজাবলী**।

রাজস্ব আদায়ের ভার-প্রাপ্ত সরকারী আধিকারিক : **সমাহর্তা**।

রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্মচারী : **সাজোয়াল**।

রাজস্বের চারভাগের এক ভাগ, যা বর্গীরা প্রজা ও পরাজিতদের কাছ থেকে আদায় করতো : **চৌথ**।

রাজস্বের হিসাব-রক্ষক : **মজুমদার**।

রাজহংসীর মতো গতিযুক্তা নারী : **মরালগামিনী**।

রাজা উত্তানপাদের জ্যেষ্ঠা মহিষী : **সুনীতি**।

রাজা ও তার অধীন সামন্ত রাজা : **রাজা-রাজড়া**।

রাজা কুশধ্বজের কন্যা : **শ্রুতকীর্তি**।

রাজাকে দেয়া কর বা খাজনা : **রাজকর**।

রাজাকে হত্যা করে যে : **রাজঘ্ন**।

রাজাগণের সম্মুখে স্তুতি-পাঠক : **বন্দী, মাগধ** [ভাট]।

রাজা জনকের কন্যা : **জানকী**।

রাজা তারাপীড়ের মন্ত্রী : **শুকনাস**।

রাজা ত্রিশঙ্কুর পুত্র : **হরিশ্চন্দ্র**।

রাজা দশরথের মধ্যম পুত্র : **ভরত**।

রাজাদের ঘুম ভাঙাবার স্তুতিপাঠক : **বৈতালিক**।

রাজাদের মধ্যে রাজা : **রাজাধিরাজ, রায়রায়ান, সম্রাট**।

রাজা-নাশের কারণে রাজ্যের প্রজাগণের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা : **ছত্রভঙ্গ**।

রাজান্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান [উপবন] : **পুরোদ্যান, প্রমোদ-কানন, প্রমোদোদ্যান**।

রাজা প্রতীপের পুত্র : **প্রাতীপ**।

রাজা বা ভূস্বামীকে প্রদত্ত উপঢৌকন : **নজরানা, সেলামী**।

রাজা বা রাজভাণ্ডার : **সরকার**।

রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র : **যদু**।

রাজা যে তখ্ত বা আসনে বসেন : **রাজতখ্ত, রাজপট্ট, রাজপাট, রাজাসন**।

রাজার অনুগ্রহ : **রাজানুগ্রহ, রাজপ্রসাদ**।

রাজার অন্তঃপুর : **শুদ্ধান্ত**।

রাজার আইন : **কানুন**।

রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী : **রাজপুরুষ**।

রাজার এবং আগন্তুকের পরিচয় ইত্যাদি যে ঘোষণা করে : **নকিব, নকীব**।

রাজার আগমনে বাদনীয় ডঙ্কা : **রাজডঙ্কা**।

রাজার আদেশে বাদী কর্তৃক বন্দী প্রতিবাদী : **অসিদ্ধ**।

রাজার পরামর্শ-দাতা : **মন্ত্রী**।

রাজার পাটরানী : **মহিষী**।

রাজার প্রদত্ত শাস্তি : **রাজদণ্ড**।

রাজার প্রধানা মহিষী : **পাটরানী, রাজমহিষী, রাজরানী**।

রাজার প্রেরিত দূত : **রাজদূত**।

রাজার বসবার বড়ো গদি : **মছনদ, মসনদ**।

রাজার বাসভবন : **রাজপুরী, রাজপ্রাসাদ, রাজবাটী, রাজবাড়ি, রাজসদন, রাজভবন**।

রাজার বিরুদ্ধাচরণ : **রাজদ্রোহ, রাজদ্রোহিতা**।

রাজার বিরুদ্ধাচারী : **রাজদ্রোহী**।

রাজার রক্ষিতা স্ত্রী [অন্তঃপুরস্ত্রী] : **শুদ্ধান্তা**।

রাজার হাতী : **পাটহাতী, পাটহস্তি, পাটহস্তী**।

রাজার হুকুমনামা : **পাট্টা**।

রাজা রাজচক্রবর্তী হবার নিমিত্ত যে যজ্ঞ করেন : **রাজসূয়**।

রাজা শিশুপালের নগরী : **মাহিষ্মতী**।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরী : **সৌভ**।

রাজীবের [পদ্মের] মতো লোচন যার : **রাজীবলোচন**।

রাজ্য ও সিংহাসন : **রাজ্যপাট**।

রাজ্য হারিয়েছে যে রাজা : **রাজ্যচ্যুত, রাজ্যভ্রষ্ট, রাজ্যহীন**।

রাজ্যাভিষেকে রাজ-ললাটে অঙ্কিত তিলক : **রাজটিকা, রাজতিলক**।
রাজ্যের যে নগরে রাজা বা তার প্রতিনিধি বাস করেন : **রাজধানী**।
রাণা কুম্ভের পৌত্র : **সংগ্রামসিংহ**।
রাত ও দিন : **অহর্নিশ, রাতদিন**।
রাত জেগে ব্রত-পালন : **পালুনি**।
রাত থাকতে থাকতে : **রাতারাতি**।
রাতের শিশির : **শবনম**।
রাতের শিশিরের মতো অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র : **শবনম**।
রাত্রি অবসানের পূর্বে যে মৃতদেহের সৎকার হয় না : **বাসিমড়া**।
রাত্রিকালীন যুদ্ধ : **সৌপ্তিক**।
রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণলতাদি : **মহৌষধি, মহৌষধী**।
রাত্রিকালে যার ডাকে ও অনুসরণে মানুষ গৃহত্যাগ করে প্রাণ হারায় : **নিশি**।
রাত্রিকালের পরিধেয় বস্ত্র : **রাত্রিবাস**।
রাত্রিতে অবস্থান : **রাত্রিবাস**।
রাত্রিতে খড়্গ হাতে জাগ্রত অবস্থায় উপবেশন : **বীরাসন**।
রাত্রিতে বিচরণ করে যে : **রাত্রিচর, নিশাচর**।
রাত্রি-দিন সব সময় : **নিশিদিন**।
রাত্রি-যাপনের নিমিত্ত আশ্রয় : **সায়ং-প্রতিশ্রয়**।
রাত্রির অবসান : **নিশাবসান, নিশাত্যয়, প্রভাত**।
রাত্রির প্রথম ভাগ : **পূর্বরাত্র**।
রাত্রির প্রারম্ভ যে সময় : **প্রদোষ**।
রাত্রির মধ্যভাগ বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর : **মহানিশা**।
রাত্রির শেষ ভাগ : **কালনিশা**।
রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি : **বৃন্দাবন**।
রাধার কান্ত [নাথ, বল্লভ, রমণ] : **রাধাকান্ত, রাধানাথ, রাধাবল্লভ, রাধারমণ**।
রাধার জন্মতিথি : **রাধাষ্টমী**।
রাধার পিতা : **বৃকভানু, বৃষভানু**।
রাধার পুত্র : **রাধেয়**।
রাধিকার দূতী : **বৃন্দা**।
রান্নার ঘর : **রান্নাঘর, হেঁশেল**।
রান্নার পাত্র : **পুটপাক**।
রাবণের অরি : **রাবণারি** [রামচন্দ্র]।
রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা : **বিভীষণ**।
রাবণের পিতা : **বিশ্রবাঃ** [বিশ্বশ্রবা]।
রাবণের পুত্র : **রাবণি**।
রাবণের পুরী : **লঙ্কাপুরী**।
রাবণের ভগিনী : **শূর্পনখা, সূর্পনখা**।
রাবণের মন্ত্রী : **শুক, সারণ**।
রামচন্দ্রের জন্মতিথি : **রামনবমী**।
রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র : **লব**।
রামমোহন রায় প্রবর্তিত ধর্ম : **ব্রাহ্মধর্ম**।
রামায়ণের লঙ্কা-ধ্বংসের মতো তুমুল ঝগড়া-ঝাঁটি এবং প্রচণ্ড মারামারি ও ধ্বংসকাণ্ড : **লঙ্কাকাণ্ড**।
রামের অনুজ : **রামানুজ**।
রামের অনুজ ও সুমিত্রার পুত্র : **লক্ষ্মণ,**

সৌমিত্রি।
রায় বাঁশ নিয়ে নাচ : **রায়বেঁশে, রায়বেঁসে**।
রাশীকৃত ধান্য : **খন্দ**।
রাষ্ট্রশাসনে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অমাত্য : **মন্ত্রী**।
রাষ্ট্র-সংগঠন ও পরিচালনের নিয়মাবলী : **সংবিধান**।
রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-স্থানীয় দূত : **রাষ্ট্রদূত**।
রাষ্ট্রের সকলের সমান অধিকার থাকার মতবাদ : **সাম্যবাদ**।
রাষ্ট্রের স্বীকৃত অধিবাসী : **নাগরিক**।
রাসলীলায় অতৃপ্তিহেতু পুনর্মিলনের প্রবল বাসনায় পূর্ব রসের স্মরণ ও আস্বাদন : **রসোদ্গার**।
রাস্তা-তৈরী ও মেরামতির জন্য দেয় কর : **পথকর**।
রাস্তার খরচ : **পাথেয়**।
রাহু গ্রাস করেছে যাকে : **রাহুগ্রস্ত**।
রাহুর জননী : **সিংহিকা**।
রিফুগরের কাজ : **রিফুগরি, রিফুগিরি**।
রীতির বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল : **প্রথাবিরুদ্ধ, রীতিবিরুদ্ধ**।
রুক্ষ গৌরবর্ণ : **কটা, পিঙ্গল**।
রুক্ষ মেজাজ : **বদমেজাজ**।
রুক্ষ মেজাজ যার : **বদমেজাজী**।
রুচি-বোধ বা রুচি-জ্ঞানের পার্থক্য : **রুচিভেদ**।
রুচির যোগ্য : **রোচ্য**।
রুটি বা লুচি বেলবার গোল পিঁড়ি : **চাকি**।
রুটি সেঁকার ধাতুনির্মিত পাত্র : **তাওয়া**।
রুদ্র দেবতার উপাসক : **রৌদ্র**।
রুদ্র পশুপতির পত্নী [বেদ] : **স্বাহা**।
রুদ্রাক্ষ দ্বারা তৈরী জপমালা : **রুদ্রাক্ষমালা**।
রুদ্রের অশ্রুবিন্দু থেকে জাত বৃক্ষ ও ফল : **রুদ্রাক্ষ**।
রুদ্রের জটার মতো পিঙ্গল বর্ণ জটা যার : **রুদ্রজটা**।
রুদ্রের ভাব : **রৌদ্র**।
রুধিরের দ্বারা রঞ্জিত : **রুধিররঞ্জিত**।
রুধিরের দ্বারা লিপ্ত : **রুধিরলিপ্ত, রুধিরাক্ত**।
রুষ্ট মুখভঙ্গি : **ঝামটা**।
রূপ আজীব [জীবিকা] যার [স্ত্রী] : **রূপাজীবা**।
রূপ-দর্শন জাত কর্তব্য বিস্মৃতি : **রূপোন্মাদ**।
রূপ-দানে বা রূপায়ণে দক্ষ শিল্পী : **রূপদক্ষ**।
রূপবতী নারী : **রূপসী**।
রূপার রঙের মতো রঙ : **রূপালি**।
রূপে গুণে মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতো : **লক্ষ্মী-স্বরূপিণী**।
রূপে পরিণত : **রূপায়িত**।
রূপের দ্বারা যে নারী জীবিকা নির্বাহ করে : **রূপোপজীবিনী**।
রূপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বা রূপজ মোহ : **রূপতৃষ্ণা**।
রূপের সদৃশ : **প্রতিরূপ**।
রূপোর মতো উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট

: **রজতবর্ণ, রজতবর্ণা** [স্ত্রী]।
রেবত রাজার কন্যা : **রেবতী**।
রেবতী নক্ষত্রে জাতা স্ত্রী : **রেবতী**।
রেবতীর পুত্র : **রৈবতিক**।
রেলের যাত্রীবাহী গাড়ির কামরা : **বগি**।
রেশম ও কার্পাসের সুতোয় বোনা কাপড় : **বাফ্‌তা**।
রেশম-জাত বস্ত্র : **কৌশেয়, কৌষেয়**।
রেশম-নির্মিত চিক্কণ বস্ত্র : **সাটিন**।
রেশম পোকার গুটি : **কোয়া**।
রেশম সূতায় প্রস্তুত : **রেশমী**।
রেশমী উত্তরীয় : **পামরি, পামরী**।
রেশমী বস্ত্র : **দুকূল**।
রেশমী শাড়ী : **পট্টশাটী, পাটশাড়ী**।
রেশমে বা তুলায় প্রস্তুত কোমল মসৃণ বস্ত্র : **মখমল**।
রেশমের কাপড় : **পট্ট**।
রেশমের কীট : **পলু**।
রেশমের মোটা কাপড় : **মটক, মটকা**।
রোগগ্রস্তের বিছানা : **রোগশয্যা**।
রোগ থেকে মুক্তি : **আরোগ্য, রোগমুক্তি**।
রোগ-নিরাময়ের জন্যে ঔষধাদির ব্যবস্থা : **চিকিৎসা**।
রোগ নেই যার : **নীরোগ**।
রোগ-ভীতিকে যা জয় করে : **ভেষজ**।
রোগীর খাদ্য : **পথ্য**।
রোগীর পক্ষে উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত খাদ্য : **পথ্যাপথ্য**।
রোগীর হিতকর ও অহিতকর খাদ্য ও পানীয় : **পথ্যাপথ্য**।
রোগের এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চার : **সংক্রমণ**।
রোগের দ্বারা আক্রান্ত : **রোগাক্রান্ত**।
রোগের দ্বারা ক্লিষ্ট : **রোগক্লিষ্ট**।
রোগের দ্বারা জীর্ণ : **রোগজীর্ণ**।
রোগের নিমিত্ত যে শয্যা থেকে উঠতে অক্ষম : **শয্যাগত, শয্যাশায়ী**।
রোগের প্রতিকার : **প্রতিষেধ**।
রোগের প্রতিকার বিধান : **চিকিৎসা**।
রোগের মূল কারণ নির্ণয় : **নিদান**।
রোগের যন্ত্রণা ভোগ : **রোগভোগ**।
রোগের যন্ত্রণার উপশম : **রোগশান্তি**।
রোদনে ইচ্ছুক : **রুরুদিষু**।
রোদের হল্কা : **ঝলা**।
রোপিত বৃক্ষসমূহের বীথি : **বৃক্ষবাটিকা**।
রোমকূপের মুখে উদগত ফোঁড়া : **লোমফোঁড়া**।
রোমে পূর্ণ : **রোমশ**।
রোষ-হেতু প্রিয়কে পরিত্যাগ করে অনুতপ্তা নারী : **কলহান্তরিতা**।
রোহিত মৎস্য : **রুই**।
রোহিণীর পুত্র : **রৌহিণেয়**।
রৌদ্রতাপে পাক করা : **সূর্যপক্ব**।
রৌদ্রতাপে প্রস্তুত লবণ : **খরজালি**।
রৌদ্রে গাঁজানো ধান, আঙুর, ইক্ষু ইত্যাদির রস : **কাঞ্জিক, সির্কা**।
রৌদ্রের দ্বারা দগ্ধ : **রোদপোড়া, রৌদ্রদগ্ধ, রৌদ্রপোড়া**।

ল

লকলাকে জিহ্বা যার : **লেলিহান, লোলজিহ্ব, লোলজিহ্বা।**

লক্ষণ বা চিহ্ন দেখে শুভাশুভ নির্ণয়ে পারদর্শী : **শকুনিক, শকুনিজ্ঞ, শকুনিজ্ঞা** [স্ত্রী]।

লক্ষ বলি, কোটি হোম এবং নানা জপতপের ফলে অতি পবিত্র স্থান : **সিদ্ধপীঠ।**

লক্ষ্মণের মাতা : **সুমিত্রা।**

লক্ষ্মী ছেড়েছে যাকে : **লক্ষ্মীছাড়া।**

লক্ষ্মীর আলয় : **শ্রীনিকেতন।**

লক্ষ্মীর পুত্র : **শ্রীনন্দন, মদন।**

লক্ষ্মীর মতো সুখ ও সৌভাগ্যের শোভা : **লক্ষ্মীশ্রী।**

লক্ষ্মী-স্বরূপা সাধ্বী : **সতীসাধ্বী।**

লক্ষ্য করার যোগ্য : **লক্ষণীয়।**

লক্ষ্যকে ভেদ : **লক্ষ্যভেদ।**

লক্ষ্য থেকে চ্যুত : **লক্ষ্যচ্যুত।**

লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট : **লক্ষ্যভ্রষ্ট।**

লক্ষ্যভেদের নিমিত্ত ধানুকীর বামপদ প্রসারিত ও দক্ষিণপদ সঙ্কুচিত করে উপবেশন : **প্রত্যালীঢ়।**

লগ্নকালের মধ্যে যে কার্যারম্ভ করতে পারে না : **লগ্নভ্রষ্ট।**

লঘু ও গুরু : **লঘুগুরু।**

লঘু ও মনোরম : **ফুরফুরে।**

লঘুপাক খাদ্য : **লঘুভোজন।**

লঘু হাস্য-পরিহাস : **ফস্টিনস্টি।**

লজ্জা নেই যার : **নির্লজ্জ, নিলাজ, বেহায়া।**

লজ্জাবতী লতা : **সারণি, সারণী।**

লজ্জায় নত মুখ : **ব্রীড়ানত, লজ্জাবনত, লজ্জানত, লাজনম্র, লজ্জানম্র।**

লজ্জার সঙ্গে বর্তমান : **সলজ্জ, সলাজ, লজ্জিত, লাজুক।**

লজ্জাশীল ও নম্র : **শালীন।**

লজ্জাশীলতা ও নম্রতা : **শালীনতা।**

লজ্জাশীল বা স্বভাব যার : **লজ্জাবতী** [স্ত্রী], **লাজবতী** [স্ত্রী], **লাজুক, লজ্জাশীল, লজ্জাশীলা** [স্ত্রী]।

লজ্জাহীনা চতুরা নায়িকা : **প্রৌঢ়া।**

লজ্জাহীনা নারী : **ধিঙ্গী।**

লতাদি সমন্বিত নিভৃত স্থান : **কুঞ্জ।**

লতা-পল্লবের দ্বারা মণ্ডিত নিকুঞ্জ : **লতাগৃহ, লতাবিতান, লতামণ্ডপ।**

লতা পাতা ইত্যাদি নিচু কুঁড়ে ঘর : **ঝুপড়ি, ঝুপড়ী।**

লতার আঁশ : **প্রতান।**

লতার আচ্ছাদন : **লতাবিতান।**

লতার ন্যায় সুন্দর ভ্রূ : **ভ্রূলতা।**

লতার মতো বিদ্যুতের রেখা : **বিদ্যুল্লতা।**

লবণ তৈরী করে যে : **লাবণিক।**

লবণ মিশ্রিত যাতে : **লবণাক্ত।**

লবণাক্ত জলযুক্ত সমুদ্র : **লবণসমুদ্র।**

লবণের স্বাদযুক্ত : **নোনতা, নোনা, লবণাক্ত।**

লম্পটের ভাব বা বৃত্তি : **লাম্পট্য।**

লম্ফ দিয়ে গমন : **প্লুতগমন।**

লম্ফ দিয়ে গমন করে যে : **প্লুতগতি**।
লম্বা ও সোজা একটানা : **সটাং, সটান**।
লম্বা কর্ণ যার : **লম্বকর্ণ**।
লম্বাগলা নালযুক্ত জলপাত্র : **ঝারি**।
লম্বা-চওড়া জমকালো চেহারার লোক : **জাঁদরেল**।
লম্বা-ঢিলা জামা : **জোব্বা**।
ললাট ও উদরাদির কুঞ্চিত মাংস-যুক্ত : **বলিত**।
ললাট থেকে চিবুক পর্যন্ত সমস্ত মুখ : **মুখমণ্ডল**।
ললাট পর্যন্ত আগত মাল্য : **ললামক**।
ললাটের পার্শ্বদেশ : **রগ**।
ললাটের ভূষণ : **ললাটিকা, ললাম**।
ললাটে লুণ্ঠিত ভ্রমরের মতো অলকগুচ্ছ বা চূর্ণ কুন্তল : **ভ্রমরক, ভ্রমরালক**।
ললিত [কমনীয়] ভাব : **লালিত্য**।
ললিত-মন্থর-গামিনী নারী : **গজগামিনী**।
লাউ ও পাঁচরকম তরকারির ঘণ্ট : **লাবড়া**।
লাউয়ের শুষ্ক খোল : **তুম্বি, তুম্বী**।
লাউয়ের শুষ্ক খোল দিয়ে তৈরী বাদ্যযন্ত্র : **তুম্ব, তুম্বা, তুম্বি, তুম্বী**।
লাক্ষাদি সহজদাহ্য বস্তুতে নির্মিত গৃহ : **জতুগৃহ**।
লাক্ষা-রচিত গৃহ : **লাক্ষাগৃহ**।
লাগাম পরানো হরিণ : **বল্গাহরিণ**।
লাঙ্গল ইত্যাদির জোয়াল বাঁধবার দড়ি : **জোত, যোতদ[illegible], যোত্র, যোক্ত্র**।
লাঙ্গল-চিহ্নিত রে[illegible] : **সীতা**।
লাঙ্গল জোয়ালে [illegible] [illegible]ার দড়ি : **যোক্ত্র**।
লাঙ্গল-টানা গোরু : **হালিক**।
লাঙ্গল দেবার যোগ্য : **হল্য**।
লাঙ্গল বা গাড়িতে যে কাষ্ঠখণ্ড পশুর স্কন্ধে চাপানো হয় : **জোয়াল**।
লাঙ্গলের ঈষা : **যুগন্ধর**।
লাঙ্গলের ফলক : **ফাল**।
লাঙ্গলের মুঠার বিপরীত দিকের অংশ : **শিজেন**।
লাঙ্গলের রেখা : **সীতা**।
লাঙ্গলের লোহার তৈরী ফলক : **ফাল**।
লাঠিখেলায় যে পটু : **লাঠিয়াল, লেঠেল**।
লাঠির দ্বারা প্রহার : **বেড়েন**।
লাফ দিয়ে পার হওয়া : **উল্লম্ফন**।
লাভ-অলাভ ও সুখ-দুঃখে সুপ্রসন্নচিত্ত : **সন্তুষ্টচিত্ত**।
লাভ করার ইচ্ছা : **লিপ্সা**।
লাভের যোগ্য : **লভ্য**।
লাল আভা : **লালিমা**।
লাল আভা-যুক্ত বা রক্তের আভা-যুক্ত : **রক্তাভ, রক্তিম**।
লাল কাপড় : **রক্তক, রক্তাম্বর**।
লালবর্ণ পদ্ম : **কোকনদ, রক্তকমল**।
লালবর্ণ যার : **লালী**।
লালবর্ণের চন্দন-কাঠ : **রক্তচন্দন**।
লালমুখো বানর : **বৃপী**।
লালরঙের গিরিমাটি : **রক্তোপল**।
লালসাহেতু চঞ্চল জিহ্বা : **লোলজিহ্বা**।
লালাযুক্ত জল : **লালসানি**।
লিখন কার্যে বা রচনায় পটুতা

: **মুন্সীয়ানা, মুন্সিয়ানা, মুন্‌শিয়ানা, মুন্‌শীয়ানা**।
লীলায়িত ভাবভঙ্গিযুক্তা নারী : **লাস্যময়ী**।
লীলার সঙ্গে বর্তমান : **সলীল**।
লুকিয়ে অবস্থান : **ওঁত**।
লুট করে যে : **লুটেরা, লুঠেরা**।
লুঠেরার দ্বারা অপহৃত : **লুণ্ঠিত**।
লুণ্ঠন ও আক্রমণ : **লুটপাট**।
লুণ্ঠন করে যে : **লুটেরা, লুঠেরা, লুটেল**।
লুণ্ঠিত দ্রব্য [চোরাই মাল] : **লোপ্ত্র**।
লেখা বা ছবির অবিকল নকল : **প্রতিলিপি**।
লেখার কালি : **মসি, মসী, সেয়াই**।
লেখার কালি রাখার পাত্র : **দোয়াত, মস্যাধার**।
লেখার জন্যে তালপত্র : **সন্ত**।
লেখার জন্যে ব্যবহৃত : **লেখ্য**।
লেজ নাড়ার শব্দ : **লেজসাট**।
লেজ বা লাঙ্গুল আছে যার : **লাঙ্গুলি**।
লেবুর মতো পীতবর্ণ : **নেবা**।
লেহন করা হয়েছে যা : **লীঢ়**।
লোক-দেখানো ভণ্ড বৈরাগ্য : **মর্কট-বৈরাগ্য**।
লোক-নিন্দার জন্যে আত্মধিক্কার : **মৎসর**।
লোক-পরম্পরাগত কথা ও কাহিনী : **শ্রুতি**।
লোক-পরম্পরায় কথিত ও শ্রুত বিষয় : **কিংবদন্তী, জনশ্রুতি**।
লোক-পরম্পরায় প্রচলিত গাথা : **লোকগাথা**।
লোক-বসতি যুক্ত স্থান : **অধ্যুষিত, উপনিবিষ্ট**।
লোক-মুখে ভোজের সংবাদ পেয়ে বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত আগন্তুক : **রবাহূত**।
লোক-সমাগমে ভরপুর : **জমজমাট**।
লোক-সাধারণের কৃত নিন্দা : **লোকনিন্দা, লোকাপবাদ**।
লোক-সাধারণের চিরাচরিত রীতি : **লোকাচার**।
লোক-সাধারণের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ : **সুশ্রুত**।
লোক-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কথা [কাহিনী] : **লোককথা**।
লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত বিরাট শ্মশান : **মহাশ্মশান**।
লোকের গতি ও বসতির স্থান : **পল্লি, পল্লী**।
লোকের মধ্যে অসাধারণ : **লোকোত্তর**।
লোকের মধ্যে যা দৃষ্ট হয় না : **লোকোত্তর**।
লোকের মুখে মুখে যে কথা রটনা হয় : **জনরব**।
লোকের [জনগণের] হিতকর : **জনীন**।
লোধ্রগাছের ছালের গুঁড়া : **লোধ্ররেণু**।
লোভে অতিশয় আকৃষ্ট : **প্রলোভিত**।
লোভের দ্বারা আকৃষ্ট : **লোভাকৃষ্ট**।
লোমকূপের মুখে যে ফোঁড়া : **লোমফোঁড়া**।
লোম নেই যার : **নির্লোম**।
লোম-মূলস্থ ছিদ্র : **রোমকূপ, লোমকূপ**।
লোম-যুক্ত লাঙ্গুল : **পুচ্ছ**।

লোমহর্ষণ মুনির পুত্র : **উগ্রশ্রবাঃ, সৌতি**।
লোহা এবং কাঠ ইত্যাদি দ্রব্য : **লোহালক্কড়**।
লোহা পাথর ইত্যাদি কাটার লোহার বাটালী : **ছেনি, ছেনী**।
লোহার সিকে পুড়িয়ে সেদ্ধ করা মাংস : **কাবাব**।
লোহিত অক্ষি যার : **লোহিতাক্ষ**।
লোহিত গবী : **রোহিণী**।
লৌকিক গীতিকাব্য : **গাথা**।
লৌহ-নির্মিত যে অস্ত্রের দ্বারা সিঁধেল চোরেরা সিঁধ কাটে : **সিঁদকাঠি, সিঁদকাঠী**।
লৌহময় বাণ : **নারাচ, প্রক্ষেড়ন**।
লৌহাদি নির্মিত অঙ্কুশ : **হুক**।
লৌহার পেরেক ঠোকার লৌহাস্ত্র : **হাতুড়ি, হাতুড়ী**।

শ

শকট চালায় যে : **শাকটিক** [গাড়োয়ান]।
শকটবাহী বৃষ : **শাকট**।
শকটাদির পশুবন্ধন রজ্জু : **যোত, যোত্র**।
শক দেশে যাঁর অভিযান : **শাক্য**।
শকরাজ শালিবাহন প্রবর্তিত অব্দ : **শকাব্দ**।
শকুনির পিতা : **সুবল**।
শকুন্ত যে নারীকে লালন করেছিল : **শকুন্তলা**।
শকের অরি : **শকারি** [বিক্রমাদিত্য]।
শক্ত মাটি ইট পাথর ইত্যাদির টুকরা : **লোষ্ট্র**।
শক্তি অনুসারে : **যথাশক্তি, যথাসাধ্য**।
শক্তি আছে যার : **শক্তিমান, শক্তিমতী**।
শক্তি নেই যার : **শক্তিহীন, শক্তিহীনা**।
শক্তি [দুর্গা]-প্রদত্ত শেল : **শক্তিশেল**।
শক্তিমানের আশ্রয় : **চরণাশ্রয়, পদছায়া, পদচ্ছায়া, পদাশ্রয়**।
শক্তির অহঙ্কার : **বলগর্ব**।
শক্তির উপাসনা করেন যিনি : **শাক্ত**।
শক্তির বৃদ্ধি : **শক্তিবৃদ্ধি**।
শক্তির হ্রাস : **শক্তিহ্রাস**।
শক্তি-রূপিণী স্ত্রী-দেবতার পূজা : **শক্তিপূজা**।
শক্রকে জয় করেছে যে : **ইন্দ্রজিৎ, শক্রজয়ী, শক্রজিৎ, শক্রজয়**।
শক্রের ধনু : **ইন্দ্রধনু, শক্রধনু**।
শঙ্কা নেই যার : **নিঃশঙ্ক**।
শঙ্কার দ্বারা পূর্ণ : **শঙ্কাপূর্ণ, শঙ্কিল**।
শঙ্কার সঙ্গে বিদ্যমান : **সশঙ্ক**।
শঙ্কা হরণ করেন যিনি : **শঙ্কাহর, শঙ্কাহরণ, শঙ্কাহরা** [স্ত্রী]।
শঙ্খচূড়-পত্নী তুলসীর নামান্তর : **বৃন্দা**।
শঙ্খধ্বনির ন্যায় কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট : **কম্বুকণ্ঠ**।
শঙ্খ-নির্মিত বলয় : **শঙ্খক, শঙ্খবলয়, শাঁখা**।
শঙ্খ বাজায় যে : **শঙ্খধ্ম, শঙ্খধ্মা, শঙ্খবাদক, শঙ্খিক, শঙ্খী**।
শঙ্খের শব্দ : **শঙ্খনাদ**।

শচীর পতি : **ইন্দ্র**।
শচীর পিতা : **পুলোমা**।
শচীর পুত্র : **জয়ন্ত**।
শজারুর কাঁটা : **শলল**।
শণ-জাত বস্ত্র : **ক্ষৌম**।
শণের সুতায় বোনা জাল : **পবিত্রক**।
শণ্ডিল মুনির অপত্য বা গোত্র : **শাণ্ডিল্য**।
শত অক্ষি যার : **শতাক্ষ, শতাক্ষি**।
শত অব্দের সমাহার : **শতক, শতাব্দ, শতাব্দী**।
শত [শতবর্ষ] আয়ুঃ যার : **শতায়ুঃ**।
শত কবিতা-সঙ্কলিত কাব্য : **শতক**।
শত কোটি সংখ্যা বা সংখ্যক : **বৃন্দ**।
শত গ্রন্থি যাতে : **শতগ্রন্থি** [দূর্বা]।
শত দল যার [যাতে] : **শতদল**।
শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চনদী বেষ্টিত দেশ : **পঞ্জাব**।
শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা—এই পঞ্চ নদী বিধৌত দেশ : **পঞ্চনদ, পঞ্জাব**।
শত ধারায় প্রবাহিত নদী : **শতদ্রু**।
শত ক্রতু [অশ্বমেধ যজ্ঞ] করেছেন যিনি : **শতক্রতু** [ইন্দ্র]।
শত ভাগে বিভক্ত : **শতধা**।
শতরঞ্জ খেলায় যে পটু : **দাবাড়ু**।
শতরঞ্জ খেলার গজ : **পীল**।
শর্তপূরণ না-করা : **শর্তভঙ্গ**।
শর্তযুক্ত কবালা : **কটকবালা**।
শর্ত-স্বীকৃতির অঙ্গীকার-পত্র : **মুচলেখা**।
শত্রু কর্তৃক দারুণ প্রহার : **অবমর্দন**।
শত্রুকে দমন করে যে : **অরিন্দম, পরন্তপ, শত্রুন্দম**।
শত্রুকে পীড়ন করে যে : **পরন্তপ, শত্রুন্তপ**।
শত্রুকে বধ করে যে : **শত্রুঘ্ন**।
শত্রুকে বাধাদান করে যে : **সেনা**।
শত্রুঘ্নের পত্নী : **শ্রুতকীর্তি**।
শত্রুদের বা বিরোধীদের মধ্যে বিভেদ বা কলহ-সৃষ্টির নীতি : **ভেদনীতি**।
শত্রুপুরী বিদারণ করেন যিনি : **পুরন্দর**।
শত্রুবাহিনীর পরিবেষ্টন : **প্রসর**।
শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত দুর্গাদির চারদিকে খনিত খাল : **গড়খাই, পরিখা**।
শত্রুর ওপর প্রতিহিংসা গ্রহণ : **বৈরনির্যাতন**।
শত্রুর ভেদন থেকে যে অস্ত্র রক্ষা করে : **ভিন্দিপাল**।
শত্রুর শত্রু : **পরারি**।
শত্রু-সেনার অভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রা : **অভিযান**।
শনাক্তকরণের কাজ : **নিশানদিহি**।
শনাক্ত করে যে : **নিশানদার, শনাক্তকারী**।
শনি কর্তৃক উৎপীড়িত পৌরাণিক রাজা : **শ্রীবৎস**।
শব-আচ্ছাদন বস্ত্র : **কফন**।
শব আসন যার [স্ত্রী] : **শবাসনা**।
শবদাহাদির ক্রিয়া : **সৎক্রিয়া**।
শবদাহের কাজ : **সৎকার**।

শবদাহের নিমিত্ত শ্মশানের চুল্লি : **চিতা**।
শবদাহের স্থান : **শ্মশান**।
শবদাহে সাহায্যকারী পতিত ব্রাহ্মণ : **মড়িপোড়া**।
শবদাহে সাহায্যকারী বন্ধু : **শ্মশানবন্ধু**।
শববহন-জনিত অশৌচ : **প্রেতাশৌচ**।
শববহনের জন্যে বাঁশের মাচা বা খাটিয়া : **সাইঙ্গ**।
শব-শয়নের স্থান : **শ্মশান**।
শবানুগমন করে যারা : **শবানুযাত্রী**।
শবের ওপরে অবস্থিতা : **শবারূঢ়া, শবাসনা**।
শবের ওপরে উপবেশন পূর্বক তান্ত্রিক সাধনা : **শবসাধনা**।
শবের ভস্মাবশেষ রাখার পাত্র : **ভস্মাধার**।
শব্দ থেকে জাত অনুরূপ শব্দ : **প্রতিশব্দ**।
শব্দ নেই যার : **নিঃশব্দ, নিঃস্বন**।
শব্দ প্রতিহত হয়ে যে শব্দ সৃষ্টি করে : **প্রতিধ্বনি**।
শব্দ-রূপ ব্রহ্ম : **শব্দব্রহ্ম**।
শব্দ শুনে যে লক্ষ্যভেদে সমর্থ : **শব্দভেদী**।
শব্দায়মান জলবর্ষী মেঘ : **পর্জন্য**।
শব্দের অর্থবোধন শক্তি : **সংকেত, সঙ্কেত**।
শব্দের অন্তিম বর্ণের পূর্ব বর্ণ : **উপধা**।
শব্দের এক অর্থের স্থানে ভিন্নার্থের দ্যোতনা : **শ্লেষ**।
শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ : **ব্যুৎপত্তি**।
শব্দের বা বাক্যের আভিধানিক অর্থ : **বাচ্যার্থ**।
শব্দের বা বাক্যের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত অর্থের দ্যোতনা : **ব্যঞ্জনা**।
শব্দের সঙ্গে বিদ্যমান : **সশব্দ**।
শম [মঙ্গল] করেন যিনি : **শঙ্কর, শঙ্করী** [স্ত্রী], **শংকর, শংকরী** [স্ত্রী]।
শম্বুকের মতো অতি ধীর গতি যার : **শম্বুকগতি**।
শয়তানের আচরণ : **শয়তানি**।
শয়নের নিমিত্ত গৃহ : **বাসক, শয়নকক্ষ, শয়নকুটির, শয়নগৃহ, শয়নমন্দির, শয়নাগার**।
শয়িত ব্যক্তির মাথার দিক : **শিতান, শিথান, শিয়র, শিয়ানা**।
শয্যায় পার্শ্বশায়িত [কাত] : **পাথালি**।
শরণকে আগত : **শরণাগত, শরণাগতা** [স্ত্রী]।
শরণকে আপন্ন : **শরণাপন্ন, শরণাপন্না** [স্ত্রী]।
শরণ বা আশ্রয় প্রার্থনা করে যে : **শরণার্থী, শরণার্থিনী** [স্ত্রী]।
শরৎকালে উৎপন্ন : **শারদ**।
শরৎকালে যাঁর পূজা হয় : **শারদা**।
শরৎকালের অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল চাঁদ : **শরদিন্দু**।
শরৎকালের পূর্ণিমা : **শারদী**।
শর দিয়ে রচিত শয্যা : **শরশয্যা**।
শরদ্বতের কন্যা : **কৃপী, শারদ্বতী**।

শরদ্বতের পুত্র : **কৃপ, শারদ্বত**।
শরবতে ব্যবহৃত লেবু : **শরবতী**।
শরিকের প্রাপ্য ভাগ : **শরিকানা**।
শরীর আছে যার : **শরীরী, শরীরিণী, শরীরবান, শরীরবতী**।
শরীরকে লঘু করবার যোগশক্তি : **লঘিমা**।
শরীরস্থ রক্তের দূষণ বা বিকার : **রক্তদুষ্টি, রক্তদোষ**।
শরীরস্থ রেখা : **বলি, বলী**।
শরীরে আবির্ভূত : **মূর্তিমান**।
শরীরে উৎপন্ন অসাধ্য ব্যাধি : **ক্ষেত্রিয়**।
শরীরের অস্থি-পঞ্জর : **কঙ্কাল**।
শরীরের আবরণ-রূপে যা ধারণ করা হয় : **পরিধান**।
শরীরের চর্ম : **ত্বক**।
শরীরের মনোরম কৃশতা : **তনিমা**।
শরীরের রঞ্জন : **অঙ্গরাগ**।
শরীরের রক্তবাহিকা বা রক্তসঞ্চালক নাড়ী : **ধমনি, ধমনী**।
শরীরের সঙ্গে বিদ্যমান : **সশরীর**।
শরের দ্বারা আঘাত : **শরাঘাত**।
শরের দ্বারা আহত : **শরাহত**।
শর্যাতি রাজার কন্যা ও ঋষি চ্যবনের পত্নী : **সুকন্যা**।
শলা ইঁদুর : **সালেয়া** [নেংটি]।
শলাকা বিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ মাংস : **শূল্য, সিককাবাব, সিকপোড়া**।
শশ [খরগোশের চিহ্ন]-কে ধারণ করে যে : **শশধর**।
শশ [খরগোশ]-চিহ্ন অঙ্কে যার : **শশাঙ্ক**।
শশী কান্ত যার : **শশিকান্ত**।
শশী ভূষণ যার : **শশিভূষণ**।
শশীর প্রভার তুল্য প্রভা যার : **শশিপ্রভ, শশিপ্রভা** [স্ত্রী]।
শশী শেখরে যার : **চন্দ্রচূড়, চন্দ্রমৌলী, শশিশেখর**।
শশের চিহ্ন যাতে লাঞ্ছিত [চিহ্নিত] : **শশলাঞ্ছন**।
শশের [খরগোশের] মতো যে অতিব্যস্ত : **শশব্যস্ত**।
শষ্পাবৃত ভূভাগ : **শাদ্বল**।
শস্ত্র ধারণ করে যে : **শস্ত্রধর, শস্ত্রধারী, শস্ত্রভৃৎ, শস্ত্রী**।
শস্ত্র পাণিতে যার : **শস্ত্রপাণি**।
শস্য-খেতের আগাছা উৎপাটন : **নিড়ান**।
শস্য-নাশকারী পতঙ্গদল : **পঙ্গপাল**।
শস্য-পরিমাপের জন্যে পাতার তৈরী ছোট পাত্র : **পালি, পালী**।
শস্য-পেষণের যন্ত্র : **জাঁতা**।
শস্য-সংরক্ষণের স্থান : **পল্ল, পালুই, মরাই**।
শস্যহীন [শাঁসহীন] ধান : **আগড়া, পুলাক**।
শস্যহীন ধানের নাল : **পলাল**।
শস্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান : **গঞ্জ**।
শস্যাদি ঝাড়বার বাঁশের তৈরি পাত্র : **কুলা, শূর্প, সূর্প**।
শস্যাদির অখাদ্য অংশ বাদ দেবার জন্যে

ব্যবহৃত ছিদ্রবহুল পাত্র : **চালুনি**।

শস্যাদির পক্ষে ক্ষতিকর অধিক বৃষ্টি : **অতিবৃষ্টি**।

শস্যাদির শুষ্ক অগ্রভাগ : **শূক**।

শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ : **শুঙ্গা**।

শস্যাদির রক্ষণের জন্যে জল রাখার বাঁধ : **আধার**।

শস্যের খোসা : **ভুসি**।

শস্যের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় বা অবস্থা : **বতর**।

শস্যের ভাণ্ডার : **শস্যভাণ্ডার, শস্যাগার**।

শস্যের ভূসা : **ভুসি**।

শস্যের মূল : **কন্দ**।

শস্যের সবুজ আভায় আভাময় : **শস্যশ্যামল, শস্যশ্যামলা**।

শহরে আনীত মালের মাশুল : **চুঙ্গি, চুঙ্গী**।

শহরের উপকণ্ঠ : **শহরতলি, শহরতলী**।

শহরের দরিদ্রদের অপরিচ্ছন্ন ও ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহের সারি : **বস্তী**।

শাঁখা তৈরী করে যে : **শঙ্খকর, শাঁখারি, শাঁখারী**।

শাঁখার ব্যবসা করে যে : **শঙ্খবণিক, শঙ্খকার, শাঁখারি, শাঁখারী**।

শাঁখের চূর্ণের মতো গুঁড়া : **শঙ্খচূর**।

শাকসব্জি-ভোজী কণ্টকিত-দেহ প্রাণী : **শজারু, সজারু**।

শাখা থেকে উৎপন্ন অস্থানিক মূল বা শিকড় : **ঝুরি**।

শাখা থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র শাখা : **প্রশাখা**।

শাখা-পত্রবিশিষ্ট লতা : **বীরুৎ, বীরুদ্**।

শাখা-পল্লব আছে যার : **বিটপী**।

শাখা-প্রশাখাক্রমে বিন্যস্ত বংশতালিকা : **বংশলতা**।

শাখা-প্রসক্ত মৃগ ।পশু। : **শাখামৃগ, শাখামৃগী** ।স্ত্রী।।

শাখাহীন বৃক্ষস্কন্ধ ।গুঁড়ি। : **স্থাণু**।

শাড়ির কোণে খচিত পদ্ম বা ফুল : **কুঞ্জ**। ।এরূপ আঁচলবিশিষ্ট শাড়ি : **কুঞ্জদার**।।

শাদা গাভী : **ধবলী**।

শাদা ঘোড়া : **শ্বেতবাজী, শ্বেতাশ্ব**।

শাদা জমির ওপর লাল বা কালো ফুলতোলা শাড়ি : **গুলবাহার**।

শাদা পদ্ম : **পুণ্ডরীক**।

শাদা পাড়যুক্ত ধুতি : **শাটক**।

শাদা রঙের মাটি : **খড়ি, খড়িমাটি**।

শাদা হাতি : **পুন্নাগ**।

শান্ত ও উৎফুল্ল : **প্রসন্ন**।

শান্ত ও প্রফুল্ল : **প্রসন্ন**।

শান্ত ও শিষ্ট ব্যক্তি : **ভদ্রলোক**।

শান্তনুর পিতা : **প্রতীপ**।

শান্তনুর পুত্র : **শান্তনব**।

শান্তস্বভাবা গাভী : **অচণ্ডী**।

শান্তি ও কল্যাণের মন্ত্র উচ্চারণ : **স্বস্তিবাচন**।

শান্তিকরণের নিমিত্ত জলসেচন : **নিরাজন**।

শান্তিজলপূর্ণ কলস : **শান্ত্যুদকুম্ভ**।

শান্তিপূর্ণ স্থান : **শান্তিনিকেতন**।

শান্তিরক্ষক সশস্ত্র কর্মচারী : **শিকদার**।

শায়িত অবস্থায় কোলের কাছে রাখার বালিশ : **কোলবালিশ**।
শায়িত অবস্থায় পাশে রাখার বালিশ : **পাশবালিশ**।
শায়িত অবস্থায় মাথা রাখার আধার : **উপাধান, বালিশ**।
শায়িত ব্যক্তির পায়ের দিক : **পৈথান**।
শায়িত ব্যক্তির মাথার দিক : **শিথান**।
শরীর সম্বন্ধীয় : **শারীরিক**।
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন : **হৃষ্টপুষ্ট**।
শারীরিক চেষ্টার জন্যে ক্লিষ্ট : **পরিশ্রান্ত**।
শার্ঙ্গ ধনুক যার : **বিষ্ণু, শার্ঙ্গধন্বা**।
শার্ঙ্গ [বিষ্ণুর ধনু] পাণিতে যার : **বিষ্ণু, শার্ঙ্গপাণি**।
শালগাছের আঠা : **শর্জ, সর্জ**।
শালগাছের ভেজাল চারা : **শালকোঁড়া**।
শালগাছের নির্যাস : **ধুনা, সর্জরস**।
শালগাছের মতো দীর্ঘ দেহ : **শালপ্রাংশু**।
শালার পত্নী : **শালাজ, শালাবউ**।
শালের গুঁড়ি-নির্মিত ক্ষিপ্রগামী ক্ষুদ্র নৌকা : **শালতি**।
শালের জোড়া : **দুশালা, দোশালা**।
শালের পাগড়ি : **শামলা**।
শাসনকর্তার আদেশপত্র : **পরোয়ানা**।
শাস্তিলাভের যোগ্য : **দণ্ড্য, দণ্ডনীয়, দণ্ডার্হ**।
শাস্ত্র জানেন যিনি : **শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানী, শাস্ত্রী**।
শাস্ত্র-বিহিত নিয়ম : **বিধান**।
শাস্ত্র-বিধি লঙ্ঘন করে কন্যা-দান : **পরিদান**।
শাস্ত্র-বিহিত পুণ্যকর্ম : **ধর্মকর্ম**।
শাস্ত্র-বিহিত রীতি : **মার্গ**।
শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির দ্বারা শোধন বা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার : **সংস্কার**।
শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য : **ব্যুৎপত্তি**।
শাস্ত্রের অনুশাসন বা নির্দেশ : **শাস্ত্রবিধি**।
শাস্ত্রের অনুশীলন : **শাস্ত্রচর্চা**।
শাস্ত্রের ব্যবস্থা : **বিধি**।
শিকল আটকাবার আঙটা : **সুর্পা, সুর্ষা**।
শিকল দিয়ে বাঁধা : **শৃঙ্খলাবদ্ধ, শৃঙ্খলিত, নিগড়বদ্ধ**।
শিকারী পাখি : **শিকরে, শিকিরা**।
শিক্ষাকালে ব্যবহার্য ফলকহীন বাণ : **তুক্ক**।
শিক্ষা গ্রহণ করছে যে : **শিক্ষানবিস**।
শিক্ষান্তে গুরুকে দেয় বিহিত দান : **দক্ষিণা**।
শিক্ষালাভই যার উদ্দেশ্য : **শিক্ষার্থী**।
শিখ জাতির ভাষা বা বর্ণমালা : **গুরমুখী, গুরুমুখী**।
শিখরের [পক্ব দাড়িম্ব বীজাভ রত্ন] মতো দশন যে নারীর : **শিখরদশনা**।
শিখা [চূড়া] আছে যার : **শিখণ্ডী, শিখণ্ডিনী, শিখিনী, শিখী**।
শিখী ধ্বজা-চিহ্ন যার : **কার্তিকেয়, শিখীধ্বজ**।
শিখী বাহন যাঁর : **কার্তিকেয়, শিখীবাহন**।
শিঙা বাজায় যে : **শৃঙ্গনাদী**।

শিঙের তৈরী বাদ্যযন্ত্র : **শিঙা, শিঙ্গা**।
শিতি [কৃষ্ণবর্ণ] কণ্ঠ যার : **শিতিকণ্ঠ, শিব, নীলকণ্ঠ**।
শিব ও কুবেরের বাস-পর্বত : **কৈলাস**।
শিবের অনুচরদ্বয় : **নন্দী-ভৃঙ্গী**।
শিবের অধিষ্ঠিত স্থান : **শিবতলা**।
শিবের অস্ত্র : **পাশুপত**।
শিবের আলয় [মন্দির] : **শিবালয়, শিবায়তন**।
শিবের উপাসক : **শৈব**।
শিবের গাজনের প্রধান সন্ন্যাসী : **পাটসন্ন্যাসী**।
শিবের জটা : **কপর্দক**।
শিবের ধনুক : **পিনাক, অজগব**।
শিবের ধনুকাকৃতি বাদ্যযন্ত্র : **পিনাক**।
শিবের প্রধান অনুচর :**নন্দী, নন্দীকেশ্বর**।
শিবের প্রলয়-মূর্তি : **মহারুদ্র**।
শিবের বীণা : **লম্বী**।
শিরদাঁড়া থেকে কাঁধের সন্ধি পর্যন্ত স্থান : **পুট**।
শিরে যা শোভা পায় : **শিরস্ক, কচ**।
শিলা-নির্মিত ত্রিকোণাকার অতি উচ্চ সমাধিস্তূপ [মিশরের ফারাওয়ের] : **পিরামিড**।
শিল্পকর্মের দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে : **শিল্পজীবী, শিল্পজীবিনী, শিল্পাজীব**।
শিল্পাদির প্রয়োগ-কৌশল : **প্রযুক্তি**।
শিশি ইত্যাদির মুখবন্ধ করার গুঁজি : **ছিপি**।
শিশিরসিক্ত যে সূক্ষ্ম কাপড় ঘাসের সঙ্গে মিশে যায় : **নিয়রমেলানী**।
শিশিরে ভেজা : **শিশিরসিক্ত, শিশিরস্নাত**।
শিশুকাল থেকে : **আশৈশব**।
শিশুদের অঙ্গ-আক্ষেপমূলক রোগ : **তড়কা**।
শিশুদের পরিচারিকা : **ধাই, ধাত্রী**।
শিশুদের পাঠোপযোগী : **শিশুপাঠ্য**।
শিশুদের পাঠ্যগ্রন্থ : **শিশুপাঠ**।
শিশুপালের জননী : **শ্রুতশ্রবা**।
শিশু বয়েসের খেলা : **বাল্যক্রীড়া**।
শিশুর আধো-আধো কথা : **কলভাষণ**।
শিশুর জন্মের চতুর্থমাসে করণীয় সংস্কার : **নিষ্ক্রম, নিষ্ক্রমণ**।
শিশুর দোলনা : **হিন্দোল, হিন্দোলা**।
শিশুর প্রকৃতিতে যা অবিরল দৃষ্ট হয় : **শিশুসুলভ**।
শিশুর প্রথম অন্ন-ভোজনের অনুষ্ঠান : **অন্নপ্রাশন, মুখেভাত**।
শিশুর মতো অজ্ঞ বা নিরভিমান : **বালাভোলা, বালিশ**।
শিশুর মতো অপরিণত বুদ্ধি : **ছেলেবুদ্ধি**।
শিশুর রোগগ্রস্ত হওয়া : **বালিশান, বালিসাই**।
শিশুর স্বপ্নে খেলা : **দেয়ালা**।
শিষ্ট অর্থের দ্যোতক : **সদর্থক**।
শিষ্যের শিষ্য : **অনুশিষ্য, প্রশিষ্য, প্রশিষ্যা** [স্ত্রী]।
শীর্ণ চেহারা : **রোগাটে**।
শীত ঋতু : **হিম**।

শীত ও গ্রীষ্ম : **শীতাতপ**।
শীতকালীন শস্য : **রবিখন্দ, রবিশস্য**।
শীতকালে যে গাছের পাতা ঝরে যায় : **পর্ণমোচী**।
শীতকালে সুখোষ্ণা ও গ্রীষ্মকালে সুখ-শীতলা তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা সুন্দরী যুবতী : **শ্যামা**।
শীত নিবারক বস্ত্র : **শীতবস্ত্র**।
শীতল অংশু [কিরণ] যার : **চন্দ্র, শীতাংশু, হিমাংশু**।
শীতল কিরণ যার : **হিমকর, হিমাংশু**।
শীতল স্পর্শ : **হিম**।
শীতলস্পর্শ মসৃণ পাতলা মাদুর : **শীতলপাটি**।
শুকনো গুড়ের বরফি : **পাটালি**।
শুক [টিয়া] পাখির ঠোঁটের সদৃশ ফুল : **কিংশুক**।
শুক্ল ও পীতবর্ণ : **পাণ্ডু, পাণ্ডুর**।
শুক্ল ও নীল দূর্বা : **মঙ্গলা**।
শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ : **বালশশী**।
শুক্লপক্ষের প্রতিপদের চাঁদ : **বালেন্দু**।
শুক্লবর্ণা গাভী : **ধবলী**।
শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি : **প্রতিপদ**।
শুখা বা জলাভাব-জনিত অজন্মা এবং দুর্ভিক্ষ : **শুখন, শুখান**।
শুচিতা রক্ষার জন্যে যে বাতিক : **শুচিবাই, শুচিবায়ু**।
শুচিতা সম্পর্কে যে বাতিকগ্রস্ত : **শুচিবাই**।
শুচিবাই আছে যার : **শুচিবাইগ্রস্ত, শুচিবায়ুগ্রস্ত**।
শুদ্ধ আত্মা যার : **শুদ্ধাত্মা**।
শুদ্ধ ওদন [ভাত] যার : **শুদ্ধোদন**।
শুদ্ধোদনের পুত্র : **শৌদ্ধোদনী**।
শুনকের গোত্রজাত : **শৌনক**।
শুনবার ইচ্ছা : **শুশ্রূষা**।
শুভ অনুষ্ঠানে খই ছড়ানো : **লাজবর্ষণ**।
শুভ ও অশুভ : **ভালোমন্দ**।
শুভ করে যে : **শুভঙ্কর, শুভঙ্করা, শুভঙ্করী**।
শুভকর্মাদির পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান : **অধিবাস**।
শুভকর্মাদির প্রারম্ভে করণীয় শ্রাদ্ধ : **নান্দিমুখ, নান্দীমুখ**।
শুভকর্মের আগে গন্ধাদির দ্বারা সংস্কার : **অধিবাস**।
শুভ কামনা করেন যিনি : **শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভাকাঙ্ক্ষিণী, শুভার্থী, শুভার্থিনী, শুভানুধ্যায়ী, শুভানুধ্যায়িনী**।
শুভ-কামনায় স্থাপিত ঘট : **মঙ্গলঘট**।
শুভক্ষণে জন্মেছে যে : **ক্ষণজন্মা**।
শুভ [মঙ্গল] দান করেন যিনি : **শুভদ, শুভদা**।
শুভফলের প্রাপ্তি : **শ্রেয়োলাভ**।
শুভ যে দিন : **সুদিন**।
শুভ লক্ষণ আছে যার : **পয়মন্ত**।
শুভ লক্ষণযুক্ত : **সুলক্ষণ, সুলক্ষণা**।
শুভ লগ্ন : **সুলগ্ন**।
শুভ সংগীত : **মঙ্গলগীত**।
শুভ সমাচার : **সুসংবাদ**।

শুভসূচক প্রভাত : **সুপ্রভাত, সুপ্রাতঃ।**
শুভ সূচনা করেন যে দেবী : **শুভসূচনী, সুবচনী।**
শুভ্র কান্তি যার : **শুভ্রকান্তি।**
শুভ্র বস্ত্র : **দুকূল।**
শুম্ভকে বধ করেন যিনি : **শুম্ভঘাতিনী, শুম্ভনাশিনী, শুম্ভমর্দিনী।**
শুয়োরের বাচ্চা : **হারামজাদা** [গালি]।
শুল্ক-আদায়কারী কর্মচারী : **জগাতি, শৌল্ক, শৌল্কিক।**
শুষ্ক আদা : **শুঁট, শুঁঠ।**
শুষ্ক চামড়ার মতো গন্ধ : **চাম্‌সে।**
শুষ্ক পত্রের ধ্বনি : **মর্মর।**
শুষ্ক হলেও যার দুর্গন্ধ নষ্ট হয় না : **পচাপাত।**
শূকরের মুখের অগ্রভাগ : **পোত্র।**
শূদ্র ও ব্রাহ্মণী থেকে জাত সন্তান : **চণ্ডাল।**
শূদ্র কর্তৃক প্রস্তুত অন্ন : **শূদ্রান্ন।**
শূদ্রাকে বিবাহকারী ব্রাহ্মণ : **শূদ্রাবেদী, শূদ্রাপতীক, শূদ্রাভার্য।**
শূদ্রার গর্ভে ক্ষত্রিয়-জাত সঙ্কর জাতি : **কৈবর্ত।**
শূরসেন দেশীয় ভাষা : **শৌরসেনী, সৌরসেনী** [প্রাকৃত]।
শূরসেনের অধিবাসী : **শৌরসেনী।**
শূরের ধর্ম : **শৌর্য।**
শূল-পক্ব মাংস : **ভাটিত্র, সিককাবাব।**
শূল পাণিতে যার : **শূলপাণি, শূলী।**
শৃঙ্গ আছে যার : **শৃঙ্গবান্‌, শৃঙ্গী।**
শৃঙ্গ-নির্মিত বাদ্য : **বিষাণ, শিঙা।**
শৃঙ্গার-প্রয়াসের নিমিত্ত করধৃত পদ্ম : **লীলাকমল, লীলারবিন্দ।**
শৃঙ্গার-ভাব ও তার স্বভাবা নায়িকা : **বিলাসিনী।**
শৃঙ্গার-ভাবদ্যোতক ক্রিয়া : **বিলাস।**
শৃঙ্গার-ভাব প্রকাশশীল নায়ক : **বিলাসী।**
শৃঙ্গারে চিত্তবৃত্তির অনবস্থান বা চাঞ্চল্য : **বিভ্রম।**
শেখা হয়েছে যা : **অধিগত।**
শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা রক্তক্ষরণ নিবারণ : **স্কন্দন।**
শৈব সন্ন্যাসিনী : **ভৈরবী।**
শৈশব ও যৌবনের মিলন-কাল : **বয়ঃসন্ধি।**
শোক-দুঃখ ইত্যাদি দূর করবার জন্যে উচ্চারিত বাক্য : **প্রবোধ।**
শোক দূর হয়েছে যার : **বীতশোক।**
শোক নেই যার : **অশোক।**
শোক-ভয়াদির দ্বারা বিকৃত কণ্ঠধ্বনি : **কাকু।**
শোক যে রসের স্থায়ী ভাব : **করুণরস।**
শোক-সূচক গীত : **শোকগাথা, শোকসংগীত।**
শোকের দ্বারা অভিভূত : **শোকাভিভূত।**
শোকের দ্বারা আকুল : **শোকাকুল।**
শোকের দ্বারা আবিষ্ট : **শোকাবিষ্ট।**
শোকের দ্বারা আর্ত [আতুর] : **শোকার্ত** [শোকাতুর]।
শোকের দ্বারা গ্রস্ত : **শোকগ্রস্ত।**

শোকের দ্বারা জর্জরিত : **শোকজর্জরিত**।
শোকের দ্বারা তপ্ত : **শোকতপ্ত**।
শোকের দ্বারা সন্তপ্ত : **শোকসন্তপ্ত**।
শোণিতের দ্বারা রঞ্জিত : **শোণিতরঞ্জিত, শোণিতাক্ত**।
শোণিতের প্রবাহ : **শোণিতধারা, শোণিতপ্রবাহ**।
শোণিতের [রক্তের] মতো রং : **লালিমা, শোণিমা**।
শোণিতের মতো লালবর্ণবিশিষ্ট : **রক্ত**।
শোভন কীর্তি যার : **সুকীর্তি**।
শোভন চিত্ত যার : **সুচেতা, সুচেতাঃ** [স্ত্রী]।
শোভন রুচি যার : **সুরুচি**।
শোভন হৃদয় যার : **সুহৃদ্**।
শোভমান হয়ে অবস্থান : **বিরাজ**।
শোভমান হয়ে অবস্থিত : **বিরাজিত**।
শোভাযুক্ত পর্ণ যার : **শ্রীপর্ণ** [পদ্ম]।
শৌখিন চালচলন : **বাবুয়ানা, বাবুয়ানি, বাবুগিরি**।
শৌখিন মানুষ : **বাবু**।
শৌর্য আছে যার : **শৌর্যশালী**।
শ্মশানে বাস করে যে : **শ্মশানবাসী, শ্মশানবাসিনী** [স্ত্রী]।
শ্মশানের পাশে বৌদ্ধগণের পবিত্র বৃক্ষ : **চৈত্য**।
শ্মশানে শবদাহ-কালে পৃথিবীর অলীকতা সম্পর্কে সাময়িক চেতনা-বোধ : **শ্মশানবৈরাগ্য**।
শ্মশ্রুমতী স্ত্রী : **পালি, পালী**।
শ্মশ্রুহীন পুরুষ : **মৎকুণ, মাকুন্দ**।
শ্যাম [কালো] বর্ণ যার [স্ত্রী] : **শ্যামলা, শ্যামলী, শ্যামা**।
শ্যামল-বর্ণা গাভী : **শ্যামলী**।
শ্যালিকার স্বামী : **ভায়রাভাই**।
শ্যেনের মতো অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি : **শ্যেনচক্ষু, শ্যেনদৃষ্টি**।
শ্রদ্ধা আছে যার : **শ্রদ্ধাবান্**।
শ্রদ্ধার যোগ্য : **শ্রদ্ধেয়**।
শ্রদ্ধেয়ের প্রতি সম্ভ্রম পূর্ণ আচরণ : **সমীহ**।
শ্রবণ বা দর্শনের দ্বারা নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে গোপন অনুরাগ সঞ্চার ও তার ভাব : **পূর্বরাগ**।
শ্রমে বা দুশ্চিন্তার অবসানে সঘন নিশ্বাস : **হাঁপ, হাঁফ**।
শ্রমের দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে : **শ্রমজীবী**।
শ্রাদ্ধাদির সংবাদ শুনে আগত ভিখারী : **রেওভাট**।
শ্রান্তি দূরীকরণ : **বিশ্রাম**।
শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত বৎসরার্ধ : **দক্ষিণায়ন**।
শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা : **শ্রাবণী**।
শ্রাবস্তীস্থিত বুদ্ধদেবের বাসগৃহ : **গন্ধকুটী**।
শ্রী আছে যার : **শ্রীমন্ত, শ্রীমান্, শ্রীমতী** [স্ত্রী]।
শ্রী [শোভা, নীল] কণ্ঠে যাঁর : **শ্রীকণ্ঠ**।
শ্রী [সৌভাগ্য] করেন যিনি : **শ্রীকর**।
শ্রীকৃষ্ণের দেহাংশজাত সেনাদল

: **সংশপ্তক**।
শ্রীকৃষ্ণের দোলনোৎসব [ঝুলনযাত্রা] : **হিন্দোল, হিন্দোলা**।
শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর : **সুনন্দ**।
শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা : **যশোদা**।
শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা পত্নী : **রুক্মিণী**।
শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর বাঁশি : **মোহনবাঁশী**।
শ্রীকৃষ্ণের মাথার চূড়া ও কটিবাস : **ধড়াচূড়া, মোহনচূড়া**।
শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু : **সান্দীপনি**।
শ্রীকৃষ্ণের সারথি : **সাত্যকি**।
শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত মণি : **স্যমন্তক**।
শ্রীকে ধারণ করেন যিনি : **শ্রীধর**।
শ্রীতে নিবাস করেন যিনি : **শ্রীনিবাস**।
শ্রী [লক্ষ্মী] বৎস [প্রিয়] যার : **শ্রীবৎস**।
শ্রী [লক্ষ্মী]-র ঈশ [পতি] যিনি : **শ্রীশ**।
শ্রী [লক্ষ্মী]-র কান্ত [নাথ, পতি] : **শ্রীকান্ত, শ্রীনাথ, শ্রীপতি**।
শ্রী [লক্ষ্মী]-র ক্ষেত্র : **শ্রীক্ষেত্র**।
শ্রী [চন্দন কাঠ]-র খণ্ড : **শ্রীখণ্ড**।
শ্রীর দ্বারা যুক্ত : **শ্রীযুক্ত, শ্রীযুক্তা** [স্ত্রী]।
শ্রীরাধিকার প্রেমভক্তি ভাব : **মহাভাব**।
শ্রী [সম্পদ বা সৌন্দর্য] হারিয়ে ফেলেছে যে : **শ্রীভ্রষ্ট, শ্রীহীন**।
শ্রুত [প্রসিদ্ধ] কীর্তি [যশঃ] যার : **শ্রুতকীর্তি, প্রথিতযশা**।
শ্রুতি বা বেদ-বিহিত কর্ম : **শ্রৌত**।
শ্রেণী অনুসারে সজ্জা : **শ্রেণীবিন্যাস**।
শ্রেণীবদ্ধ তরু : **তরুবীথিকা**।
শ্রেণীর অন্তর্গত : **শ্রেণীভুক্ত**।

শ্রেয়ঃ বা কল্যাণ কামনা করে যে : **শ্রেয়স্কাম**।
শ্রেষ্ঠ অঙ্গযুক্ত পুরুষ : **বরাঙ্গ**।
শ্রেষ্ঠ অঙ্গযুক্তা নারী : **বরাঙ্গী**।
শ্রেষ্ঠ কুলে জাত : **কুলীন**।
শ্রেষ্ঠ তপস্বী : **মহাতপাঃ**।
শ্রেষ্ঠতাসূচক মাল্য : **বরমাল্য**।
শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর [ধানুকী] : **সুধন্বা, সুধন্বী**।
শ্রেষ্ঠ পুত্র : **বরপুত্র**।
শ্রেষ্ঠ পুরুষ : **পুরুষোত্তম**।
শ্রেষ্ঠ বস্তু বা পরম সত্য : **পরমার্থ**।
শ্রেষ্ঠ বিদ্বান : **বিদ্বত্তম**।
শ্রেষ্ঠ ব্রত যার : **পরব্রত, ধৃতরাষ্ট্র**।
শ্রেষ্ঠ যোগী : **যোগীন্দ্র, যোগীশ, যোগীশ্বর, যোগেন্দ্র, যোগেশ**।
শ্রেষ্ঠ লক্ষণযুক্তা নারী : **পদ্মিনী**।
শ্রেষ্ঠা ও সুলক্ষণা নারী : **পদ্মিনী**।
শ্রেষ্ঠা নারী : **বরবর্ণিনী**।
শ্রেষ্ঠা রমণী : **বরাঙ্গনা**।
শ্রোতারা শুনতে পায় অথচ রঙ্গমঞ্চস্থিত ব্যক্তির অশ্রুত যে সংলাপ : **জনান্তিক**।
শ্রৌতস্মার্তাগ্নির পুনঃস্থাপন : **পুনরাধান**।
শ্লেষ-মিশ্রিত উপহাস : **বিদ্রূপ**।
শ্লেষপূর্ণ বাক্য : **বক্রোক্তি, শ্লেষোক্তি**।
শ্লোক ইত্যাদির অরচিত পঙক্তি রচনা : **পাদপূরণ**।
শ্লোক বা পদ রচনা করেন যিনি : **পদকার, পদকর্তা, পদকর্ত্রী** [স্ত্রী]।
শ্লোকময় সূত্রগ্রন্থ : **কড়চা**।
শ্লোকের পাদপূরণের জন্যে প্রশ্ন

: **সমস্যা**।

শ্বশুরকুলের আত্মীয়-কুটুম্বদের নববধূর স্বহস্তে অন্নাদি পরিবেশনের অনুষ্ঠান : **বৌভাত, পাকস্পর্শ**।

শ্বশুরের গৃহবাসী জামাই : **ঘরজামাই, ঘরজামাতা**।

শ্বাসগ্রহণ বা নিশ্বাস ত্যাগ না করার মতো অবস্থা : **রুদ্ধশ্বাস**।

শ্বেত উৎপল : **পুন্নাগ**।

শ্বেত ও রক্ত মিশ্রিত বর্ণ : **পাটল**।

শ্বেত কণ্টিকারী : **দুর্লভা**।

শ্বেত পিপীলিকা : **উইপোকা, রুই**।

শ্বেতবর্ণ অশ্ব বা ঘোটক : **পঙ্গুল, শ্বেতাশ্ব**।

শ্বেতবর্ণ অশ্ববাহিত রথ যার : **অর্জুন, শ্বেতাশ্ব, শ্বেতবাহন, শ্বেতবাহ**।

শ্বেতবর্ণ কেতু যার : **শ্বেতকেতু**।

শ্বেতবর্ণ পদ্ম : **পুণ্ডরীক, শ্বেতপদ্ম**।

শ্বেতবর্ণা গাভী : **ধবলী**।

শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত : **শ্বেতাভ**।

শ্বেতরেখাবিশিষ্ট নয়নযুক্ত অশ্ব : **মল্লিকাক্ষ**।

শ্বেত, লোহিত, পীত, কৃষ্ণ ও হরিৎ—এই পঞ্চবর্ণের সমাহার : **পঞ্চবর্ণ**।

শ্বেত শতদল পদ্ম : **কহ্লার**।

শ্বেতাম্বর জৈন : **শ্বেতভিক্ষু**।

ষ

ষট [ছয়] পদ যার : **ষট্‌পদ, ষট্‌পদী** [স্ত্রী]।

ষষ্টি বর্ষ-পূর্তি আনন্দোৎসব : **হীরকজয়ন্তী**।

ষাঁড়ের মতো বলবান ও গোঁয়ার : **ষণ্ডা**।

ষাঁড়ের লড়াইর মতো গর্জনকারী ও আকার যুক্ত বান ও জলোচ্ছ্বাস : **ষাঁড়াষাঁড়ি**।

ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই : **ষাঁড়াষাঁড়ি**।

ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব : **হীরকজয়ন্তী**।

ষোল বছরের যুবতী নারী : **ষোড়শী**।

স

সই [সখী]-এর পতি : **সয়া**।

সইকে দেয় উপহার : **সৈয়াড়ি**।

সওদাগরী নৌকা : **বুহিত**।

সওদাগরী নৌকার মালিক : **বুহিতাল**।

সওদাগরের বৃত্তি বা ব্যবসায় : **সওদাগরী**।

সওদা নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করেন যিনি : **সওদাগর, সদাগর**।

সংকল্পের সফলতা : **সংকল্প-সিদ্ধি**।

সংকীর্ণ চিত্ত [মন, হৃদয়] যার : **সংকীর্ণচিত্ত, সংকীর্ণচেতাঃ, সংকীর্ণমনা; সংকীর্ণহৃদয়**।

সংকীর্তন ও ভোজের বিরাট উৎসব : **মহোৎসব**।

সংকীর্তনের অনুষঙ্গরূপে ভাবাবেগে ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ার উৎসব : **ধূলট**।

সংকেত-স্থানে নায়কের সাক্ষাৎ-লাভে বঞ্চিতা নায়িকা : **বিপ্রলব্ধ**।

সংকেতের সূচক : **সাংকেতিক**।
সংক্রামক ব্যাধিতে অধিক সংখ্যক গোরুর মৃত্যু : **গোমড়ক**।
সংক্রামক ব্যাধিতে ক্রমাগত অধিক সংখ্যক মানুষের মৃত্যু : **মড়ক**।
সংক্রামক রোগে ব্যাপক মৃত্যু : **মহামারী**।
সংখ্যা বিষয়ক : **সাংখ্যিক**।
সংখ্যা স্থিরীকরণ : **সংখ্যাপন**।
সংখ্যায় অধিক : **সংখ্যা-গুরু**।
সংখ্যায় অল্প : **সংখ্যা-লঘু, সংখ্যাল্প**।
সংখ্যায় সবচেয়ে অধিক : **সংখ্যাগরিষ্ঠ**।
সংখ্যায় সবচেয়ে অল্প : **সংখ্যা-লঘিষ্ঠ**।
সংখ্যার অতীত : **সংখ্যাতীত**।
সংগতির ভাব : **সাংগত্য**।
সংগীতের ত্রিসপ্তকের অন্তিম স্বর : **তারা**।
সংগীতের ত্রিসপ্তকের প্রথম স্বর : **উদারা**।
সংগীতের ত্রিসপ্তকের মধ্যম স্বর : **মুদারা**।
সংগৃহীত বা সঞ্চিত ধন : **সঞ্চিতার্থ**।
সংঘীভূত সকল পদার্থ : **সমষ্টি**।
সংজ্ঞার কন্যা [পিতা সূর্য] : **যমুনা**।
সংবাদ ও চিঠিপত্রাদির বাহক : **হরকরা**।
সংবাদপত্রে এক কলম লেখে যে : **এককলমী**।
সংবাদ পত্রের লেখক ও কর্মাধ্যক্ষ : **সম্পাদক**।
সংযত ব্যবহার : **মিতাচার**।
সংযত ব্যবহার যার : **মিতাচারী**।
সংযমের অনুশীলন : **সংযমন**।
সংশয় হয়েছে যার : **সংশয়িত, সন্দিগ্ধ, সাংশয়িক**।
সংসর্গজাত শিক্ষা : **সহবত, সহবৎ**।
সংসর্গ থেকে জাত : **সাংসর্গিক**।
সংসর্গ বর্জন : **পরিত্যাজন**।
সংসর্গে উৎপন্ন : **সংক্রামক**।
সংসার-কর্তা ও নির্মাণ-কর্তা : **হর্তা-কর্তা**।
সংসার ত্যাগ করে যাত্রা : **নিষ্ক্রমণ**।
সংসার ত্যাগপূর্বক ঈশ্বর-চিন্তায় জীবনযাপন ও ভিক্ষান্নে প্রাণ ধারণ : **সন্ন্যাস**।
সংসার থেকে যিনি মুক্তিদান করেন : **ভবতারণ, ভবতারিণী** [স্ত্রী]।
সংসার-বিরাগী নিস্পৃহ ব্যক্তি : **বৈরাগী**।
সংসার-বিরাগীর ধর্ম : **বৈরাগ, বৈরাগ্য**।
সংসার বিষয়ক : **সাংসারিক**।
সংসার-রূপ অরণ্য : **ভবাটবী, ভবারণ্য**।
সংসার-রূপ সমুদ্র : **ভবপারাবার, ভবসমুদ্র, ভবসাগর, ভবসিন্ধু, ভবার্ণব**।
সংসারের মায়ার বন্ধন : **ভববন্ধন**।
সংস্কারবিহীন ব্যক্তি : **ব্রাত্য**।
সংস্কৃতি-সম্পন্ন বলে যারা গর্বিত : **সভ্যতাভিমানী, সভ্যতাভিমানিনী** [স্ত্রী]।
সংহত গোলাকার পদার্থ : **পিণ্ড**।
সকলই এক সঙ্গে : **সমুদয়**।
সকল কাজে যার অত্যন্ত ব্যস্ততা : **ব্যস্তবাগীশ**।
সকল কাজের মূল : **বিসমিল্লা**।

সকল জনের প্রীতিভাজন : **সর্বজনপ্রিয়**।
সকল জানেন যিনি : **সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্**।
সকল জীবকে সমান দেখেন যিনি : **সমদর্শী, সমদর্শিনী** [স্ত্রী]।
সকল ত্যাগ করেছেন যিনি : **সর্বত্যাগী, সর্বত্যাগিনী** [স্ত্রী]।
সকল দিকের জয় : **দিগ্বিজয়**।
সকল দেশ জয় : **দিগ্বিজয়**।
সকল দেশ থেকে যা আসে : **সন্দেশ**।
সকল ধন-সম্পত্তি : **সর্বস্ব**।
সকল ধন-সম্পত্তির ক্ষয় : **সর্বস্বান্ত**।
সকল নরনারী : **সর্বজন, সর্বসাধারণ**।
সকল নাশ করে যে : **সর্বনাশা, সর্বনেশে**।
সকল প্রকার অভিলাষ-সিদ্ধি: **সর্বসিদ্ধি**।
সকল প্রকার বিলাস-আড়ম্বর বর্জিত : **সাদাসিধা**।
সকল প্রকারে : **সম্যক্**।
সকল বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী : **সরস্বতী**।
সকল বিষয়ের একটু-একটু ভাসা-ভাসা জ্ঞান : **পল্লবগ্রাহিতা**।
সকল ভাবে : **সর্বতোভাবে**।
সকল ভার বহন করেন যিনি : **সর্বধুরাবহ, সর্বধুরীণ**।
সকল মতবাদীর স্বীকৃত : **সর্ববাদিসম্মত**।
সকল মানুষের ওপর সমান প্রীতি : **বিশ্বপ্রেম**।
সকল সহ্য করে যে : **সর্বংসহ, সর্বংসহা** [স্ত্রী]।
সকল লোক কর্তৃক স্বীকৃত : **সর্ববাদিসম্মত**।
সকল সহ্য করে যে : **সর্বংসহ, সর্বংসহা** [স্ত্রী]।
সকল সাধনায় যিনি সিদ্ধ : **সর্বসিদ্ধ**।
সকল স্থানে প্রকৃষ্টভাবে ব্যাপ্ত বা গ্রথিত : **ওতপ্রোত**।
সকলের প্রতি সমান [বা ভেদভাবরহিত] দৃষ্টি : **সমদৃষ্টি, সমদর্শিতা, সমদর্শন**।
সকলের মধ্যে একমাত্র কর্তা : **সর্বেসর্বা**।
সকলের মধ্যে ছোট : **সর্বকনিষ্ঠ**।
সকলের মধ্যে বড়ো : **সর্বজ্যেষ্ঠ**।
সকলের মধ্যে সেরা : **সর্বশ্রেষ্ঠ**।
সকলের মিলিত বাসস্থান : **সহবসতি**।
সকলের যখন এক মত : **এককাট্টা**।
সকাল, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ : **ত্রিসন্ধ্যা**।
সকালে প্রথম উচ্চারিত বাক্য : **প্রাতর্বাক্য**।
সখার ভাব : **সখ্য**।
সগর্বে বা সরোষে বেগে ঘোরানো : **আস্ফালন**।
সগোত্র ব্যক্তি : **জ্ঞাতি**।
সগৌরবে আবির্ভূত : **সমুদ্ভূত**।
সঙ্কটময় অবস্থা : **বেঘোর**।
সঙ্গতি [ধনসম্পদ] আছে যার : **সঙ্গতিপন্ন, সঙ্গতিসম্পন্ন, সঙ্গতিশালী**।
সঙ্গতি [ধনসম্পদ] নেই যার : **সঙ্গতিশূন্য, সঙ্গতিহীন**।
সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্নতা : **সঙ্গচ্যুতি**।
সঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন : **সঙ্গচ্যুত**।
সঙ্গে পড়ে বা পড়ছে যে : **সহপাঠী**।
সঙ্গে যাত্রা করে যে : **সহযাত্রী**।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে একত্র অবস্থান : **সংস্থা**।
সচেতনতার লক্ষণ ও শব্দ : **সাড়াশব্দ**।
সচ্চরিত্রা নারী : **সাধ্বী, সুব্রতা**।
সজিনার গাছ : **শোভাঞ্জন, সজিনা**।
সঞ্চয়-রহিত জীবন-যাপন : **কপোতবৃত্তি**।
সঞ্চরণ করেছে এমন : **সঞ্চরিত**।
সঞ্চিত বা মজুত টাকাকড়ি : **তহবিল**।
সঞ্চিত হচ্ছে যা : **সঞ্চীয়মান**।
সতর্কতার সঙ্গে : **সন্তর্পণে, সাবধানে**।
সতীনের ছেলে : **সতীনপো, সপত্নীপুত্র, সৎ-ছেলে, সাপত্নক, সাপত্ন্যক**।
সতীনের মেয়ে : **সৎ-মেয়ে, সতীনঝি, সপত্নীকন্যা**।
সতীর ছিন্ন অঙ্গপতন-হেতু পবিত্র যে স্থান : **মহাপীঠ**।
সতীর পিতা : **দক্ষ**।
সত্য অথচ প্রিয় বাক্য : **সূনৃত**।
সত্যকথা বলে যে : **সত্যবাদী, সত্যবাক্, সত্যভাষী, সত্যভাষিণী** [স্ত্রী], **সত্যবাদিনী** [স্ত্রী]।
সত্যপালনে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-যুক্ত : **সত্যপ্রতিজ্ঞ**।
সত্য প্রিয় যার : **সত্যপ্রিয়**।
সত্যবতীর গর্ভজাত শান্তনুরাজার পুত্র : **বিচিত্রবীর্য**।
সত্যবতীর পুত্র : **সাত্যবত**।
সত্যবানের পত্নী : **সাবিত্রী**।
সত্য ব্রত যার : **সত্যব্রত**।
সত্যভামার পিতা : **সত্রাজিৎ**।
সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় নিরূপণ : **বিচার**।
সত্যে নিষ্ঠা যার : **সত্যনিষ্ঠ**।
সত্যের নির্ধারণ : **নির্ণয়**।
সত্যে সন্ধা [প্রতিজ্ঞা] যার : **সত্যসন্ধ**।
সৎ অনুষ্ঠান : **সদনুষ্ঠান**।
সৎ আশয় [অভিপ্রায়, হৃদয়] যার : **সদাশয়**।
সৎ উপায় বা পন্থা : **সন্মার্গ**।
সৎ ও অসৎ : **সদসৎ**।
সৎকার-পূর্বক কর্মে নিয়োগ : **অধ্যেষণ, অধ্যেষণা**।
সৎকার-কালে শবের মুখে স্পর্শ করাবার অগ্নি : **মুখাগ্নি**।
সৎকারের নিমিত্ত শব-বহন : **নির্হরণ**।
সৎকুলে জাত : **অভিজাত, কুলজ, কুলীন**।
সৎ ব্রতের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি : **সুব্রত**।
সৎ যে জন : **সজ্জন**।
সৎ স্বভাব যার : **সুশীল, সুশীলা** [স্ত্রী]।
সৎ স্বভাব যে নারীর : **চারুশীলা**।
সত্ত্ব গুণ থেকে জাত : **সাত্ত্বিক**।
সত্ত্ব রজঃ ও তম—এই তিনগুণের সঙ্গে বিদ্যমান : **সগুণ**।
সত্রাজিৎ রাজার কন্যা : **সত্যভামা**।
সদম্ভ আস্ফালন : **সাপট**।
সদর দরজা : **বহির্দ্বার**।
সদর পথ : **নাছবাট**।
সদা আনন্দময় যিনি : **সদানন্দ**।
সদাচার-পরায়ণা বিধবা : **যতিনী**।
সদা মঙ্গলময় [শিবময়] যিনি : **সদাশিব**।

সদৃশ ছায়া : **প্রতিচ্ছায়া**।
সদৃশ জিভ : **আলজিভ, প্রতিজিহ্বা**।
সদ্য উদিত যে : **নবোদিত**।
সদ্য দোহন-করা দুধের মতো উষ্ণ : **ধারোষ্ণ**।
সদ্য প্রসবকারিণী : **বিয়ন্ত**।
সদ্য-প্রসূতা নারী : **পোয়াতী**।
সদ্য-প্রস্তুত ঘৃত : **হৈয়ঙ্গবীন**।
সদ্য-প্রস্তুত বা প্রস্ফুটিত : **টাটকা**।
সদ্যোজাত শিশু : **কুমার, নবজাতক**।
সদ্বংশ-জাত ব্যক্তি : **ভদ্র**।
সদ্বংশে জাত : **সুজাত, সুজাতা**।
সধবা নারী : **আয়তী, এয়োতী**।
সধবা নারীর প্রেত : **শঙ্খচূর্ণী, শাঁকচুন্নি, শঙ্খিনী**।
সধবার ত্রয়োতীর চিহ্ন : **শাঁখাসিঁদুর**।
সধবার চিহ্ন-স্বরূপ লৌহ-নির্মিত করাভরণ : **নোয়া, লোহা**।
সধবার চিহ্নশূন্য হাত : **সাদাহাত**।
সধবার জারজ কন্যা : **কুণ্ডা**।
সধবার জারজ পুত্র : **কুণ্ড**।
সনাক্তকরণের কাজ : **নিশানদিহি**।
সনির্বন্ধ অনুরোধ : **পীড়াপীড়ি**।
সন্তান-স্নেহ যে রসের স্থায়ীভাব : **বাৎসল্য**।
সন্তানহীনা বিধবা নারী : **বেওয়া**।
সন্তানের জন্মকালে প্রসূতির বেদনা : **প্রসববেদনা**।
সন্তানের প্রতি স্নেহ : **সন্তান-বাৎসল্য**।
সন্তানের মতো স্নেহপরায়ণতা : **বাৎসল্য**।
সন্দীপনের পুত্র : **সান্দীপন**।
সন্দেহযুক্ত মন যার : **সন্দিগ্ধমনা**।
সন্দেহাতীত সিদ্ধান্ত : **বিনিশ্চয়**।
সন্দেহের দ্বারা আকুল : **সন্দেহাকুল**।
সন্ধান করতে ইচ্ছুক : **সন্ধিৎসু**।
সন্ধান করবার ইচ্ছা : **সন্ধিৎসা**।
সন্ধি করতে ইচ্ছুক : **সন্ধিৎসু**।
সন্ধি-বিচ্ছিন্ন অস্থিখণ্ড : **কাণ্ড**।
সন্ধি-বিগ্রহাধিকারী মন্ত্রী : **সান্ধিবিগ্রহিক**।
সন্ধ্যাকালীন আহ্নিক : **সন্ধ্যাহ্নিক, সায়ংসন্ধ্যা**।
সন্ধ্যাকালীন উপাসনা ও পূজা : **সায়ংসন্ধ্যা**।
সন্ধ্যাকালীন [পশ্চিমাকাশের] রক্তিমা : **সন্ধ্যারাগ**।
সন্ধ্যাকালীন সূর্য : **সন্ধ্যাসবিতা**।
সন্ধ্যাকালে করণীয় আহ্নিকাদি : **সায়ংকৃত্য**।
সন্ধ্যাকালে বিগ্রহের আরতি ও লঘু ভোগ : **শীতল, শীতলী**।
সন্ধ্যাবন্দনার হানি : **সন্ধ্যাপাত**।
সন্ধ্যাবিহিত আহ্নিক কৃত্য : **সন্ধ্যাকার্য**।
সন্ধ্যাবেলায় যে তারা সর্বাগ্রে উদিত হয় : **সন্ধ্যাতারা**।
সন্ধ্যার মণির সদৃশ : **সন্ধ্যামণি**।
সন্ধ্যার সময় : **সায়ংকাল**।
সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত মেঘ : **সন্ধ্যাভ্র, সন্ধ্যামেঘ**।
সন্নিকটে অবস্থিত : **সমীপবর্তী**।
সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভ্রমণ : **প্রব্রজ্যা**।
সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর কাষ্ঠময় বা মৃন্ময় জলপাত্র : **কমণ্ডলু, করঙ্ক, করঙ্গ**।

সন্ন্যাসীদের বা সন্ন্যাসিনীদের বা বিদ্যার্থীদের আশ্রম : **মঠ**।
সন্ন্যাসীর পরিধেয় জীর্ণ বস্ত্র : **চীবর**।
সন্ন্যাসীর সম্মুখস্থিত অগ্নিকুণ্ড : **ধুনি, ধুনী**।
সন্ন্যাসীর হাতের লাঠি : **দণ্ড**।
সপত্নীর তুল্য ভাব যার : **সপত্ন** [শত্রু]।
সপত্নীর দ্বেষ : **সাপত্নক, সাপত্ন্যক**।
সপত্নীর পুত্র : **সাপত্নক, সাপত্ন্যক**।
সপিণ্ডের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ ও অধস্তন তিন পুরুষ : **সকুল্য**।
সপুচ্ছ জ্যোতিষ্ক : **ধূমকেতু**।
সপ্ত অঙ্গ যার : **সপ্তাঙ্গ**।
সপ্ত অধোভুবনের নিম্নতম ভুবন : **রসাতল**।
সপ্ত অর্চিঃ [তেজঃ, শিখা] যার : **সপ্তার্চিঃ** [সূর্য]।
সপ্ত অশ্ব যার [রথের] : **সপ্তাশ্ব** [সূর্য]।
সপ্ত অহের সমাহার : **সপ্তাহ**।
সপ্ত গ্রহের যোগে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা : **গোলযোগ**।
সপ্ত [স্বর] গ্রামের সপ্তম সুর : **নিষাদ**।
সপ্ত [সাতটি] জিহ্বা যার : **সপ্তজিহ্ব** [অগ্নি]।
সপ্ত জ্বালা [অগ্নিশিখা] যার : **সপ্তজ্বাল**।
সপ্ত দীধিতি [প্রভা বা কিরণ] যার : **সপ্তদীধিতি** [অগ্নি]।
সপ্ত দ্বীপ আছে যার : **সপ্তদ্বীপা** [পৃথিবী]।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী যে রাজার বশীভূত : **সার্বভৌম**।
সপ্তদ্বীপের তৃতীয় দ্বীপ : **শাল্মল, শাল্মলি, শাল্মলী**।
সপ্ত পর্ণের [পাতার] সমাহার : **সপ্তপর্ণী** [ছাতিম]।
সপ্তপাতাল-সহিত পৃথিবী : **ভূর্লোক**।
সপ্তপাতালের তৃতীয় পাতাল : **বিতল**।
সপ্তপাতালের দ্বিতীয় পাতাল : **অতল**।
সপ্তপাতালের নিম্নতম পাতাল : **রসাতল**।
সপ্তপাতালেরও নিম্ন তল : **নিতল**।
সপ্ত পাতালের সমাহার : **সপ্তপাতাল**।
সপ্তবিংশতিতম নক্ষত্র : **বিশাখা**।
সপ্তম মনু : **বৈবস্বত**।
সপ্ত তার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র : **পিনাকিনী**।
সপত্র ক্ষুদ্র শাখা : **পালা, প্রশাখা**।
সব কিছুই সহ্য করেন যিনি : **সর্বংসহ, সর্বংসহা** [স্ত্রী]।
সবচেয়ে ছোট : **কনিষ্ঠ**।
সবচেয়ে বড় : **জ্যেষ্ঠ**।
সব দিকে চোখ [দৃষ্টি] আছে যার : **চোখল**।
সব পেয়ে যে পূর্ণমনস্কাম : **নেহাল**।
সব বিষয়ে টাকা-পয়সা বা লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখার প্রবণতা : **বণিগবৃত্তি**।
সব সময় চিন্তা : **অনুচিন্তন, অনুচিন্তা**।
সবিতার কন্যা : **সাবিত্রী**।
সবিলাস নৃত্য : **লীলানৃত্য**।
সবিলাস নৃত্যশীলতা : **রঙ্গিমা**।
সব্যে [রথের বাম দিকে] উপবিষ্ট রথী : **সব্যেষ্ঠ, সব্যেষ্ঠা**।

সভয় শ্রদ্ধা : **সম্ভ্রম**।
সভা বা সঙ্ঘের মহিলা সদস্যা : **সভ্যা**।
সভায় কোন বিষয়ের ভাষণ : **বক্তৃতা**।
সভার অধিবেশন-স্থান : **সভাস্থল, সভাতল, সভাগৃহ**।
সভার কর্মকর্তা : **সভাপতি**।
সভার [কার্যাবলীর] ক্রমিক সূচী : **সারণি, সারণী**।
সভা-শেষে সভ্যগণের সভাস্থান ত্যাগ : **সভাভঙ্গ**।
সভা-সমিতির বৈঠক : **অধিবেশন**।
সভাস্থ জন : **সভাজন, সভাসদ, সভ্য**।
সভ্যগণের সম্মুখে সভাপতির বক্তব্য : **অভিভাষণ**।
সভ্য সমাজে বা কোন অনুষ্ঠানে যাবার উপযুক্ত : **পোশাকী**।
সম [তুল্য] কক্ষ [বিরোধ] যে : **সমকক্ষ**।
সমকোণ কিনা স্থিরীকরণের ছুতারের যন্ত্র : **মাটাম**।
সমকোণে বিন্যস্ত : **মাটামসই**।
সমগ্র বিশ্বই যার রূপ : **বিশ্বরূপ**।
সমগ্র বিশ্বকে পালন করেন যিনি : **বিশ্বপা, বিশ্বপাতা**।
সমগ্র মানব জাতি : **মহামানব**।
সমতল ক্ষেত্রের বাহুসমূহের পরিমাপের সমষ্টি : **পরিসীমা**।
সমতল ভূমি : **প্রস্থ**।
সমন জারি করার খরচা : **তলবানা**।
সমবয়সী বন্ধু : **বয়স্য, বায়স্য**।
সমবেতভাবে কৃত অনুষ্ঠান : **বারইয়ারি, বারইয়ারী, বারোয়ারী**।
সমবেত ক্রেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয়েচ্ছু ক্রেতাকে পণ্য বিক্রয় : **নিলাম**।
সময় বিশেষে সংঘটিত : **সাময়িক**।
সময়ের বহির্ভূত : **বারবেলা**।
সময়ের বৃথা যাপন : **কালাপহার**।
সমর সম্পর্কিত : **সামরিক**।
সমরের নিমিত্ত ক্ষেত্র [ভূমি] : **সমরক্ষেত্র**, [সমরভূমি], **সমরাঙ্গন**।
সমর্থন প্রার্থনা : **উপার্থন**।
সমস্ত অংশব্যাপী গৃহযুক্ত নৌযান : **সর্বমন্দিরা**।
সমস্ত অশুভ শক্তির সংবরণ : **নির্বৃতি**।
সমস্ত কিছুই খায় যে : **সর্বভুক্**।
সমস্ত কিছুর ক্ষয় বা নাশ : **সর্বনাশ**।
সমস্ত গ্রাস করে যে : **সর্বগ্রাসী**।
সমস্ত জগৎ : **বিশ্বজগৎ, বিশ্বনিখিল**।
সমস্ত ধনসম্পদ : **যথাসর্বস্ব**।
সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করেন যিনি : **সর্বনিয়ন্তা, সর্বনিয়ন্ত্রী** [স্ত্রী]।
সমস্ত পৃথিবী [ভারতসহ] : **ভূভারত**।
সমস্ত বাধা ভেদ করে উদ্গত : **সমুদ্গত**।
সমস্ত রাত্রি ধরে : **রাতভর, রাতভোর**।
সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করে যে বায়ু : **ব্যান**।
সমাজ ও জীবন-যাত্রার বিশেষ উৎকর্ষ : **সভ্যতা**।
সমাজ থেকে চ্যুত [পতিত] : **সমাজচ্যুত** [সমাজপতিত]।

সমাজ থেকে বহিষ্কৃত : **সমাজ-বহিষ্কৃত**।
সমাজ-ব্যবস্থার আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন : **বিপ্লব**।
সমাজের নেতৃ-ব্যক্তি : **সমাজপতি**।
সমাজের প্রতিকূল : **সমাজ-বিরোধী**।
সমাজের বহির্ভূত : **সমাজ-বহির্ভূত**।
সমাজের যিনি হিত [কল্যাণ] কামনা করেন : **সমাজহিতৈষী**।
সমাজের হিতকর নিয়মের বিরোধী : **নীতিবিরুদ্ধ**।
সমাজের হিতকর বিধান অনুযায়ী : **নীতিসঙ্গত, নীতিসম্মত**।
সমাধির পূর্বাবস্থা : **বিশোকা**।
সমান [একই] অর্থ যার : **সহার্থ, সহার্থক, সমার্থক**।
সমান উদর [মাতৃগর্ভ] যার : **সোদর**।
সমান জল যেখানে : **সমীপ**।
সমান [একই] তীর্থ [গুরু] যার : **সতীর্থ**।
সমান দূরত্বযুক্ত : **সমান্তর**।
সমান [একই] ধর্ম যার : **সধর্মা, সহধর্মী, সহধর্মিণী** [স্ত্রী]।
সমান নীড় যার : **সনীড়**।
সমান পদে অধিষ্ঠিত : **সমপদস্থ**।
সমান বয়স যাদের : **সমবয়স্ক**।
সমান বর্ণ যার : **সবর্ণ**।
সমান বা একই অবস্থা-যুক্ত : **সমবস্থ**।
সমান বা একই গোত্র যার : **সগোত্র**।
সমান বা একই অর্থবিশিষ্ট : **সমার্থক, সমার্থ**।
সমান বেদনা : **সমবেদনা**।
সমান ব্রত যার : **সব্রতী, সব্রত, সব্রতা** [স্ত্রী]।
সমান ভাগে জল-মিশ্রিত ঘোল : **সমোদক**।
সমান কুলমর্যাদা-সম্পন্ন ও বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের উপযুক্ত : **পালটি**।
সমান শক্তিমান : **প্রতিবল**।
সমান সুখ বা তুল্য আনন্দ : **সমরস**।
সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একত্র বাসকারী মনুষ্য-সঙ্ঘ : **সমাজ**।
সমানে সমানে মিলন : **রাজযোটক**।
সমাপ্ত কর্ম : **অবদান**।
সমাপ্তি কাল : **সন্ধ্যা**।
সমারোহের সহিত বহুলোকের একত্র সুশৃঙ্খলভাবে গমন : **মিছিল, শোভাযাত্রা**।
সমার্থক শব্দ : **প্রতিশব্দ**।
সমালোচনার জন্যে যা উপস্থাপিত বা নির্দিষ্ট : **সমালোচ্য**।
সমালোচনার যোগ্য : **সমালোচ্য**।
সমাসবদ্ধ পদসমূহের ব্যাখ্যাবাক্য : **ব্যাসবাক্য**।
সমুদ্র অম্বর [বসন] যার [স্ত্রী] : **সমুদ্রাম্বরা** [পৃথিবী]।
সমুদ্র ও নদীর মিলনস্থল : **সাগরসঙ্গম**।
সমুদ্র কান্ত যার : **সমুদ্রকান্তা** [নদী]।
সমুদ্রকূলের জলময় ভূমি : **কচ্ছ**।
সমুদ্র-গর্ভস্থ অগ্নি : **বাড়ব, বাড়বানল**।
সমুদ্র, জল-বৃষ্টি ও পশ্চিমদিকের যিনি অধিদেবতা : **বরুণ**।

সমুদ্র থেকে জাত : **সামুদ্র, সামুদ্রিক, সামুদ্রক।**

সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত : **আসমুদ্রহিমাচল।**

সমুদ্র-বণিক কর্তৃক আনীত দ্রব্য : **সফরী** [সফরীকলা]।

সমুদ্র বা নদীতটস্থ বালুকাময় উচ্চভূমি : **বালিয়াড়ি।**

সমুদ্র বা নদীর তীরে জাহাজ ভিড়বার স্থান : **বন্দর।**

সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত স্বর্গীয় পুষ্প : **পারিজাত।**

সমুদ্র মেখলা যার : **সমুদ্রমেখলা** [পৃথিবী]।

সমুদ্রে চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষুদ্র নৌকা : **সাম্পান।**

সমুদ্রে জন্মে যে : **সিন্ধুজ, সিন্ধুজন্মা।**

সমুদ্রের কন্যা : **লক্ষ্মী, সাগরতনয়া, সিন্ধুজা, সিন্ধুসুতা, সিন্ধুপুত্রী, সিন্ধুকন্যা।**

সমুদ্রের তীর : **বেলা।**

সমুদ্রের ফেনা : **ডিণ্ডির, ডিণ্ডীর।**

সমুদ্রের সঙ্গে নদীর মিলনস্থল : **নদীমুখ, মোহানা।**

সমুদ্রোত্থিত অগ্নি : **বাড়ব, বাড়বানল, বাড়বাগ্নি।**

সমূলে উৎপাটন : **সমুৎপাটন, সমুৎসাদন।**

সমূলে উৎপাটিত : **সমুৎপাটিত, সমুৎসাদিত।**

সমূহের সমাবেশ : **মণ্ডল, মণ্ডলী, সভা।**

সম্পর্ক আছে যার সঙ্গে : **সম্পর্কীয়।**

সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত : **সম্পর্কিত, সম্পৃক্ত।**

সম্পাতি পক্ষীর পুত্র : **সুপার্শ্ব।**

সম্পূর্ণ অভ্যুত্থান : **সমুত্থান।**

সম্পূর্ণ অভ্যুত্থান ঘটেছে যার : **সমুত্থিত।**

সম্পূর্ণ আয়ত্ত বস্তু : **হস্তামলক।**

সম্পূর্ণ উচিত বা উপযুক্ত : **সমঞ্জস্।**

সম্পূর্ণ উচ্ছেদ : **সমুচ্ছেদ।**

সম্পূর্ণ গোপন : **সংগোপন।**

সম্পূর্ণ গোলাকার : **সুগোল।**

সম্পূর্ণ চিৎ হয়ে পতিত : **চিৎপাত।**

সম্পূর্ণ ডুবে যাবার মতো গভীর জল : **ডুবজল।**

সম্পূর্ণ ধ্বংস : **বিধ্বংস।**

সম্পূর্ণ ধ্বংস করে যে : **বিধ্বংসী।**

সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে : **বিধ্বস্ত।**

সম্পূর্ণ নষ্ট : **বরবাদী।**

সম্পূর্ণ নিঃশব্দে : **চুপিসাড়ে, চুপিসারে।**

সম্পূর্ণ নূতন : **অভিনব।**

সম্পূর্ণ পরাজিত : **পর্যুদস্ত।**

সম্পূর্ণ পরিত্যাগ : **জলাঞ্জলি।**

সম্পূর্ণ পিষ্ট : **নিষ্পেষণ।**

সম্পূর্ণ বশীভূত : **পদানত, পদাবনত।**

সম্পূর্ণ বিকশিত : **প্রস্ফুটিত।**

সম্পূর্ণ বিকশিত [প্রফুল্ল] : **সমুৎফুল্ল।**

সম্পূর্ণ বিনাশ বা সমূলে বিনাশ : **মূলোচ্ছেদ, মূলোচ্ছেদন, মূলোৎপাটন।**

সম্পূর্ণ বিপরীত : **বিপ্রতীপ।**

সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন বা আবিষ্ট : **নিঝুম।**

সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট : **ভণ্ডুল।**

সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত : **সুগুপ্ত।**

সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন : **সমাচ্ছন্ন**।
সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট [প্রবিষ্ট] : **সমাবিষ্ট**।
সম্পূর্ণরূপে আবৃত : **সমাবৃত**।
সম্পূর্ণরূপে গলিত : **বিগলিত**।
সম্পূর্ণরূপে দান : **সম্প্রদান**।
সম্পূর্ণরূপে নির্বাণ : **পরিনির্বাণ**।
সম্পূর্ণরূপে পক্ব : **পরিপক্ব, সুপক্ব**।
সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তি : **পরিণয়**।
সম্পূর্ণরূপে বর্জিত : **পরিবর্জিত**।
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত : **নির্মুক্ত, বিমুক্ত**।
সম্পূর্ণরূপে যা মুগ্ধ করে : **সম্মোহন**।
সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত : **লুণ্ঠিতসর্বস্ব**।
সম্পূর্ণ সিক্ত : **প্লুত**।
সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন : **সাম্প্রদায়িক**।
সম্বর দৈত্যের বিনাশকারী : **মদন, সম্বরারি**।
সম্বরার মশলা : **ফোড়ন**।
সমৃদ্ধ গ্রাম : **কসবা**।
সম্ভাবিত বিষয়ের জন্যে অপেক্ষা : **প্রতীক্ষা**।
সম্ভাষণসহ বন্দনা : **অভিবাদন**।
সম্ভ্রমের সঙ্গে বিদ্যমান : **সসম্ভ্রম**।
সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতি-প্রতিপত্তিযুক্ত ব্যক্তি : **হোমড়াচোমড়া**।
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি : **বড়ুয়া**।
সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা : **বানু**।
সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পত্নী : **বিবি**।
সম্মতি-জ্ঞাপক পত্র : **সম্মতিপত্র**।
সম্মান-প্রাপ্তির জন্যে লালায়িত : **মানভিখারী**।
সম্মান বা প্রশংসার চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত ধাতুফলক : **পদক**।
সম্মান-রক্ষার্থে রাজপুত নারীদের জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন : **জহরব্রত**।
সম্মানসূচক অভিনন্দন-পত্র : **মানপত্র**।
সম্মানের জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা : **অভ্যুদ্‌গমন, প্রত্যুদ্‌গমন**।
সম্মানের জন্যে কামানের শব্দ : **তোপ**।
সম্মানের যোগ্য : **মাননীয়, সম্মাননীয়**।
সম্মানের সঙ্গে : **সসম্মান**।
সম্মিলিত সহযোগিতাপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা : **সমবায়**।
সম্মুখদিকে চরণ স্থাপন : **পদক্ষেপ**।
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা : **প্রত্যুদ্‌গমন**।
সম্মুখে [আগে বা অতীতে] গমনকারী : **পূর্বগামী**।
সম্মুখে উপস্থিত : **সম্মুখীন, সমুৎপন্ন**।
সম্মুখে উপস্থিতি : **সমুৎপত্তি**।
সম্মুখে বারান্দা বা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদ : **স্বস্তিক**।
সম্মুখের দিকে যে গতি : **অগ্রগতি**।
সম্মুখে স্থিত : **সম্মুখবর্তী, সম্মুখস্থ**।
সম্মোহনী বিদ্যা : **মোহিনী-বিদ্যা**।
সম্মোহনী বিদ্যার ফলে সৃষ্ট বিভ্রান্তি : **মোহিনীমায়া**।
সম্মোহনে আত্মবিস্মৃত : **সম্মোহিত**।
সম্যক্ অভিলাষ : **সমীহা**।
সম্যক অভিলষিত : **সমীহিত**।

সম্যক্ আলোচনা : **পর্যালোচনা**।
সম্যক্ উদয় : **সমুদয়**।
সম্যক্ উন্নতি : **সমৃদ্ধি, সমুন্নতি**।
সম্যক্ গমনশীল : **সমীর, সমীরণ**।
সম্যক্ জ্ঞান বা বোধ : **সংজ্ঞা**।
সম্যক্ দর্শন : **সন্দর্শন**।
সম্যক্ পতন ও মৃত্যু : **প্রপতন**।
সম্যক্ পর্যালোচনা : **সমীক্ষণ, সমীক্ষা**।
সম্যক্ প্রাপ্তি : **সম্প্রাপ্তি**।
সম্যক্ বিধান : **সংবিধান**।
সম্যক্ বোধি লাভ করেছেন যিনি : **সম্বুদ্ধ**।
সম্যগ্‌ভাবে বর্ধন করা হয়েছে যার : **পরিবর্ধিত**।
সম্যগ্‌ভাবে বিক্ষিপ্ত : **পরিকীর্ণ**।
সম্যগ্‌ভাবে ব্যবস্থা : **সংস্থান**।
সম্যগ্‌ভাবে শব্দ ও অর্থ সহযোগে গ্রথিত বিষয় : **সন্দর্ভ**।
সম্যগ্‌ভাবে শোধন : **বিশোধন**।
সম্যগ্ মনোযোগ : **সমবধান**।
সম্যগ্ মিলন : **সম্মিলন**।
সম্যগ্ মিলন বা একত্রীভবন : **সংহতি**।
সম্যগ্ মিলিত : **সম্মিলিত**।
সম্যগ্ মিশ্রণ : **সংমিশ্রণ**।
সম্যগ্ যত্ন [খাতির] : **সমীহ**।
সম্যগ্‌রূপে আকুল : **সমাকুল**।
সম্যগ্‌রূপে আঘ্রাত : **সমাঘ্রাত**।
সম্যগ্‌রূপে আবৃত : **সংবৃত, সবৃত**।
সম্যগ্‌রূপে আহরণ ও সংরক্ষণ : **সঞ্চয়**।
সম্যগ্‌রূপে উদ্যত : **সমুদ্যত**।
সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত : **পরিজ্ঞাত, সংবিদিত**।
সম্যগ্‌রূপে তোষ বা তুষ্টি : **সন্তোষ, সন্তুষ্টি**।
সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ : **পরিত্যাগ**।
সম্যগ্‌রূপে দর্শন : **সংবীক্ষণ**।
সম্যগ্‌রূপে বিভক্ত : **সংবিভক্ত**।
সম্যগ্‌রূপে ব্যাপ্ত : **সমাকীর্ণ**।
সম্যগ্‌রূপে ভ্রান্ত : **সম্ভ্রান্ত**।
সম্যগ্‌রূপে মিলিত বা একত্রীভূত : **সংহত**।
সম্যগ্‌রূপে যা মোদন [আনন্দ দান] করে : **সম্মোদ, সম্মোদন**।
সম্রাটের প্রধানা পত্নী : **সম্রাজ্ঞী, সম্রাজী**।
সম্রাটের শাসিত বিশাল রাজ্য : **সাম্রাজ্য**।
সযত্নে পালন : **লালন**।
সরকার কর্তৃক বিনা ক্ষতিপূরণে অধিকৃত : **বাজেয়াপ্ত**।
সরকারী দলিলপত্রের রক্ষক : **মহাফেজ**।
সরস কথাবার্তা : **হাস্যালাপ**।
সরস বা রসিকতা-পূর্ণ কথাবার্তা : **রসালাপ**।
সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণ-ভূমি : **ব্রহ্মাবর্ত**।
সরস্বতীতীরস্থ ভূভাগ—কনৌজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড় : **পঞ্চগৌড়**।
সরস্বতী নদী যে দেশে অন্তর্ধান করেছে : **বিনশন**।
সরস্বতীর [বিদ্যার] উপাসক বা সাধক : **সারস্বত**।
সরস্বতীর তীরবাসী : **সারস্বত**।

সরস্বতীর বীণা : **কচ্ছপী**।
সরাসরি নয় এমন : **পরোক্ষ**।
সরিষা থেকে উৎপন্ন : **শার্ষপ**।
সরু ও নরম বাঁশ : **তলাগ্র**।
সরু জলনালী : **নয়নজুলি**।
সরু ডগার মতো কৃশ : **ডিগডিগে**।
সরু লম্বা হাল্কা দ্রুতগামী নৌকা : **ছিপ**।
সরু লাঠি : **ছড়ি**।
সরের পুর-দেওয়া পুলি পিঠা :**সরপুলি**।
সরোবরে জাত : **সরোজ, সরসিজ, সরোরুহ**।
সরোবরে বিচরণ করে যে : **সারস**।
সর্প গর্জনের শব্দ : **স্বনন্**।
সর্পদের অধিপতি : **বাসুকী, সর্পরাজ**।
সর্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী : **মনসা**।
সর্পবিষ দূর করার মন্ত্র : **গারুড়**।
সর্প যার শিরোভূষণ : **নাগচূড়**।
সর্পরাজ অনন্ত : **শেষনাগ**।
সর্পাদির লেজ মাটিতে আছ্ড়ানোর শব্দ : **সাপট, সাপুটি**।
সর্ব কামনা-পূরণকারী দিব্য বৃক্ষ : **কল্পতরু, কল্পবৃক্ষ**।
সর্বজনের কল্যাণকর : **সর্বজনীন, সার্বজনিক**।
সর্বজনের জন্যে অনুষ্ঠান : **সার্বজনীন**।
সর্বজনের প্রতি প্রীতি : **বিশ্বপ্রীতি**।
সর্বজনের যোগ্য : **সার্বজনীন**।
সর্বতঃ লক্ষ্মীযুক্ত : **অভিপন্ন, অভিপন্না** [স্ত্রী]।
সর্বতোভাবে গঠন : **সংগঠন**।
সর্বতোভাবে গুপ্ত : **সংগুপ্ত**।
সর্বতোভাবে গোপন : **সংগোপন**।
সর্বত্র কণ্টকিত লৌহদণ্ড : **পরিঘ**।
সর্বত্র খ্যাত : **অভিবিশ্রুত**।
সর্বত্র গমন করে যে : **সর্বগ, সর্বগা, সর্বত্রগামী, সর্বত্রগামিনী**।
সর্বত্র সমান ব্যবধান-যুক্ত : **সমান্তরাল**।
সর্বদা অশুচি হবার শঙ্কা : **ছুঁচিবাই**।
সর্বদা ব্যবহার্য : **আটপৌরে**।
সর্বদা যা গতিশীল : **সদাগতি**।
সর্বনাশকর ব্যক্তি : **শনৈশ্চর**।
সর্বব্যাপী পুরুষ : **ভূমা, বিরাট**।
সর্ব ব্যাপ্ত করে যে :**সর্বব্যাপী, সর্বব্যাপিনী**।
সর্ব ভূমিতে বিদিত : **সার্বভৌম**।
সর্বসাধারণের দৃষ্টি : **লোকচক্ষু**।
সর্বাঙ্গ ঢেকে পরবার জামা : **ঘেরাটোপ**।
সর্বাঙ্গে বাষ্প লাগিয়ে স্নান : **বাষ্পস্নান**।
সর্বাঙ্গে রৌদ্রতাপ লাগিয়ে চিকিৎসা : **রৌদ্রস্নান, সূর্যস্নান**।
সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান : **বলীন্দ্র**।
সর্বাপেক্ষা গুরু বা অধিক : **গরিষ্ঠ**।
সর্বাপেক্ষা ছোট : **কনিষ্ঠ**।
সর্বের জয় যা থেকে : **সর্বজয়া**।
সর্বোচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি : **হর্তা-কর্তা-বিধাতা**।
সর্বোচ্চ মূল্যদাতাকে পণ্য বিক্রয় : **নিলাম, নীলাম**।
সশ্রদ্ধ সমাদর : **সম্মান, সম্মানন, সম্মাননা**।
সশ্রদ্ধভাবে সমাদৃত : **সম্মানিত**।

সসম্মান অভ্যর্থনা : **সংবর্ধন, সংবর্ধনা, সম্বর্ধন, সম্বর্ধনা।**
সসম্মানে নিযুক্ত : **বৃত।**
সহকারী গায়ক : **দোহার।**
সহজ সাধনার পথ অনুসরণ করে : **সহজিয়া।**
সহজে গমনযোগ্য : **সুগম্য।**
সহজে দোহনযোগ্যা গাভী : **সুব্রতা।**
সহজে প্রচুর লাভের সুযোগ : **দাঁও।**
সহজে যা বহন করা যায় : **সুবহ।**
সহজে যা লাভ করা গেছে : **সহজলব্ধ।**
সহজে যা লাভ করা যায় : **সহজলভ্য।**
সহজে যা হজম হয় : **লঘুপাক, সুপাচ্য।**
সহজে যা হজম হয় না : **গুরুপাক, দুষ্পাচ্য।**
সহদেবের রণশঙ্খ : **মণিপুষ্পক।**
সহনের যোগ্য : **সহনীয়, সহ্য, সোঢ়ব্য।**
সহযোগ করে যে : **সহযোগী।**
সহযোগের ভাব : **সহযোগিতা।**
সহসা প্রাপ্ত সুযোগ : **ফাঁকতাল।**
সহস্র অক্ষি [নয়ন, লোচন] যার : **সহস্রাক্ষ** [সহস্রনয়ন, সহস্রলোচন ইন্দ্র]।
সহস্র অংশু [অর্চি] যার : **সহস্রাংশু, সহস্রকর, সহস্রার্চি, সূর্য।**
সহিতের ভাব : **সাহিত্য।**
সহোদরতুল্য ব্যক্তি : **সোদরপ্রতিম, ভ্রাতা।**
সহ্য করতে ইচ্ছুক : **সহিষ্ণু।**
সহ্য করবার শক্তি : **তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা।**
সহ্য করা স্বভাব যার : **সহনশীল।**

সাঁঝের বাতি : **সেজতি, সেজুতি।**
সাংসারিক বিষয়ে অনুরক্ত : **সংসারাসক্ত।**
সাংসারিক বুদ্ধি : **বিষয়বুদ্ধি।**
সাংসারিক সুখৈশ্বর্যে লোভ : **বাসনা, বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়বাসনা, বিষয়লালসা।**
সাক্ষাৎ দ্রষ্টা : **সাক্ষী।**
সাক্ষী কর্তৃক আদালতে প্রদত্ত ঘটনার বর্ণনা : **সাক্ষ্য।**
সাগর-সমেত পৃথিবী : **সসাগরা-পৃথিবী।**
সাগরের সঙ্গে বিদ্যমান : **সসাগরা।**
সাজ-প্রসাধনের নকল আড়ম্বর : **ঠাট, ভড়ং।**
সাজসজ্জা করবার উপকরণ : **সাজসরঞ্জাম।**
সাজোয়া-পরিহিত পুরুষ : **সাজোয়ান।**
সাত ঋষির সমাহার : **সপ্তর্ষি।**
সাত ঘড়া কড়ির বিনিময়ে বিক্রীত মৃতবৎসার সন্তানের নাম : **সাতকড়ি।**
সাত ছেলের মা : **সপ্তসূ।**
সাতটি তল [তলা] যার : **সাততলা, সপ্ততল, সপ্তভূমিক।**
সাতটি রঙে বিশ্লেষিত আলোকরশ্মি : **রামধনু।**
সাত নল-বিশিষ্ট : **সাতনলা।**
সাত পঙক্তি-বিশিষ্ট হার : **সাতনরি।**
সাত লহর [নর] বিশিষ্ট : **সাতলহরী, সাতনরী।**
সাত শতের সমাহার : **সপ্তশতী।**
সাত সমুদ্রের সমাহার : **সপ্তসমুদ্র, সপ্তসিন্ধু।**

সাদৃশ্যের অমিল বা অভাব : **বৈসাদৃশ্য**।
সাধকের সাধনার আসন বা স্থান : **পীঠ**।
সাধনাকালে যে পিশাচকে দাস-রূপে পেয়েছে : **পিশাচসিদ্ধ**।
সাধারণ লোকের জন্যে : **সাপটা** [রান্না]।
সাধারণের রান্নাঘর : **লঙ্গরখানা**।
সাধারণের সম্মুখে : **প্রকাশ্যে**।
সাধারণের হিতার্থে পথ, খাত ও কূপাদি নির্মাণ : **পূর্ত**।
সাধু অভিলাষ : **সদিচ্ছা**।
সাধু আচরণ করেন যিনি : **সদাচারী**।
সাধু আচরণ যার : **সদাচারী**।
সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণের জন্য যে দোষ : **গুরুচণ্ডালী**।
সাধু ও সৎ চরিত্র ব্যক্তি : **সাধুসজ্জন**।
সাধু-চরিত্র ব্যক্তির সঙ্গ : **সাধুসঙ্গ, সাধুসংসর্গ, সৎসঙ্গ**।
সাধুতার ভান করে যে : **ভণ্ড**।
সাধু বা সৎ আচরণ : **সদাচার**।
সাধু বা সৎ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা : **সদালাপ**।
সাধু ব্যক্তি : **সন্ত**।
সাধু যে পন্থা : **সদুপায়**।
সাধুর ছদ্মবেশে শয়তান : **বিড়ালতপস্বী**।
সাধুর ভাব : **সাধুতা**।
সাধু সংকল্প : **সদভিপ্রায়, সদুদ্দেশ্য**।
সাধ্য অনুযায়ী : **যথাসাধ্য**।
সাধ্যের অতীত : **সাধ্যাতীত**।
সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রযোগে ঐকতান-বাদক দল : **রোসনচৌকি, রোসনচৌকী**।
সানাই ইত্যাদি সহযোগে ঐকতান-বাদ্য : **নহবত, নহবৎ**।
সান্দীপনি মুনির শিষ্য : **শ্রীকৃষ্ণ**।
সান্নিধ্যে অবস্থিত : **সন্নিহিত**।
সান্নিধ্যে অবস্থিতি : **সন্নিহিতি**।
সাপ ও পোকামাকড় ইত্যাদি : **সাপখোপ**।
সাপকে খায় যে : **সর্পভুক্, সর্পভোজী**।
সাপ রাখার চুপড়ি : **সাঁপুড়া, হড়পি, হড়পী**।
সাপুড়িয়ার সাপ খেলানো গান : **ঝাঁপান**।
সাপের আড়াই প্যাঁচের বন্ধন : **নাগপাশ**।
সাপের ক্রুদ্ধ গর্জন : **ফোঁস**।
সাপের খোলস : **কঞ্চুক, নির্মোক**।
সাপের গতির মতো বহুস্থানে বাঁকা : **আঁকাবাঁকা**।
সাপের দংশন : **ছোবল**।
সাপের ন্যায় বন্ধনের অস্ত্র : **নাগপাশ**।
সাপের বিষ নামাবার ও ভূত তাড়াবার চিকিৎসক : **ওঝা, রোজা**।
সাপের বিস্তৃত মস্তক : **ফণা**।
সাপের মতো অতি-ক্রূরানারী : **সর্পিণী**।
সাপের মতো আঁকাবাঁকা গতি : **সংসর্প**।
সাপের মতো আঁকাবাঁকা গতি-বিশিষ্ট : **সংসর্পী**।
সাপের মতো আঁকাবাঁকাভাবে যা চলে গেছে : **সংসর্পিত**।
সাপের মতো চক্রাকার পথ : **নাগবীথি, নাগবীথী**।
সাপের মতো বক্রগতিতে গমনশীল

: **সর্পিল**।
সাবালক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে যে : **প্রাপ্তবয়স্ক**।
সাবিত্রীর পতি : **সত্যবান**।
সামগানকারী [সামবেদী ব্রাহ্মণ]: **সামগ, সামগী** [স্ত্রী]।
সামনাসামনি যুদ্ধ : **সম্মুখযুদ্ধ, সম্মুখসমর**।
সাময়িক চেতনা-লুপ্তি : **মূর্চ্ছা**।
সাময়িক পত্র : **পত্রিকা**।
সাময়িক ব্যবহারের জন্যে দেয় অর্থ : **ভাড়া**।
সামাজিক ভোজনে সমাজের লোকের শ্রেণী-বিন্যাস : **পঙ্‌ক্তি**।
সামাজিক সম্পদের সমানাধিকারবাদ : **সমাজতন্ত্র**।
সামান্য অপরাধ : **লঘুপাপ**।
সামান্য উষ্ণ : **কবোষ্ণ**।
সামান্য কিছু : **যৎকিঞ্চিৎ**।
সামান্য জলপাত্র ও গাত্রাচ্ছাদন : **লোটাকম্বল**।
সামান্যতম উল্লেখ বা আভাস : **নামগন্ধ**।
সামান্যতম পরিমাণ : **লেশ**।
সামান্য ত্রুটি : **ছলছুতা, ছুতানাতা**।
সামান্য মাত্র রস : **রসকষ**।
সামান্য যুদ্ধ : **সংযুগ**।
সাম্প্রদায়িক পাড়া : **পটি, পাটি**।
সাম্যের বা সমতার অভাব : **বৈষম্য**।
সায়ংকালীন ঈশ্বর-উপাসনা : **সন্ধ্যাহ্নিক**।
সার-অংশে পরিণত : **সারভূত**।
সারঙ্গ বাজায় যে : **সারঙ্গী**।
সারথি ও অশ্বসমূহকে অক্ষত রেখে যিনি একাকী দশ সহস্র যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ : **মহারথ**।
সারথির বৃত্তি : **সারথ্য**।
সার থেকে সার : **সারাৎসার**।
সার [জ্ঞান বা বিদ্যা] দান করেন যিনি : **সারদা** [স্ত্রী]।
সারবন্দী সমজাতীয় দোকানসমূহ বা তার স্থান : **পটি, পটী, পট্টি**।
সারস্বত প্রদেশ কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল : **পঞ্চগৌড়**।
সারিবদ্ধভাবে যে গান গীত হয় : **সারি**।
সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ : **সারবন্দি, সারবন্দী**।
সার্বভৌম নৃপতি : **রাজচক্রবর্তী, সম্রাট**।
সাহিত্য সৃষ্টি বা রচনা করেন যাঁরা : **সাহিত্যিক**।
সাহিত্যিকগণের সমাজ : **সাহিত্যসমাজ**।
সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ : **সাহিত্যানুরাগ, সাহিত্যপ্রীতি**।
সিঁদুরের মতো লাল : **সিঁদুরে**।
সিঁধ কেটে চুরিতে নিপুণ : **সিঁধেল, সিন্দাল, সন্ধিচোর**।
সিঁধের আরম্ভ-স্থান : **সিঁধমুখ, সিঁধমোহনা**।
সিঁধেল চোর : **সন্ধিচোর**।
সিংহ-গর্জনের মতো প্রবল হুঙ্কার : **সিংহরব**।
সিংহ-চিহ্নযুক্ত দ্বার : **সিংহদ্বার**।
সিংহ-চিহ্নযুক্ত রথ যাঁর : **সিংহবাহন** [শিব]।

সিংহ-চিহ্নিত আসন : **সিংহাসন**।
সিংহ বাহন যার : **সিংহবাহিনী** [স্ত্রী]।
সিংহবাহনের পত্নী : **সিংহবাহনা** [দুর্গা]।
সিংহ-বাহিত রথ : **সিংহরথ**।
সিংহ-মধ্যের [কোমরের] মতো মধ্য [কটি] যার : **কৃশোদর, তনুমধ্য, সিংহকটি, সিংহমধ্য**।
সিংহাদি প্রাণীর ঘাড়ের দীর্ঘ লোমরাজি : **কেশর**।
সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা যে রানী : **পাটরানী, পাটমহিষী, পট্টমহিষী, পটেশ্বরী, পাটেশ্বরী**।
সিংহাসনের অধিকারিণী নারী : **শ্রীপাট**।
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র : **যুবরাজ, যুবরাট্**।
সিংহাসনের যে তক্তার ওপর রাজা উপবেশন করেন : **পাটশাল, পাটসাল, রাজতক্ত**।
সিংহীর মতো বীরাঙ্গনা : **সিংহিনী**।
সিংহের অগ্র-পশ্চাৎ অবলোকন : **সিংহাবলোকন**।
সিংহের কেশরের মতো কোঁকড়ানো চুল : **বাবরি**।
সিংহের গর্জন : **বুক্কন, বুক্কার, সিংহনাদ, ক্ষ্বেণ**।
সিংহের বাচ্চা : **সিংহশাবক, সিংহশিশু**।
সিংহের মতো পরাক্রান্ত : **সিংহবিক্রান্ত**।
সিক্ত বস্ত্র নিঙড়ান : **নিপীড়ন**।
সিজ গাছের অগ্রভাগ : **সিজুয়া**।
সিত [সাদা] আভা যার : **সিতাভ**।
সিদ্ধ ওষুধের ভাপ বা বাষ্প প্রয়োগ : **ভাপরা**।
সিদ্ধ কামনা যার : **সিদ্ধকাম**।
সিদ্ধ পুরুষগণের আশ্রম : **সিদ্ধাশ্রম**।
সিদ্ধ ফলের রস : **নির্যাস**।
সিদ্ধহস্ত বলে সুনাম : **হাতযশ**।
সিদ্ধি-পানে পটু : **ভাঙড়, ভাঙ্গী, সিদ্ধিখোর**।
সিন্ধু থেকে জাত : **সৈন্ধব** [লবণ]।
সিন্ধুদেশে জাত : **সৈন্ধব** [অশ্ব]।
সিন্ধুনদের নিকটস্থ দেশ : **সৌবীর**।
সীতার পূর্বজন্মের নাম : **বেদবতী**।
সীমন্তে যা পরা হয় : **সিঁদুর, সিন্দূর, সৈমন্তিক**।
সীমা-নির্দেশক রেখা : **পরিলেখ**।
সীমার অতিরিক্ত : **বেহদ্দ**।
সীমার সন্নিহিত : **প্রত্যন্ত**।
সীর [লঙ্গল] ধ্বজা [চিহ্ন] যার বা ধ্বজায় সীর [লাঙ্গল] যার : **সীরধ্বজ** [জনক]।
সীর [হল] পাণিতে [হস্তে] যার : **সীরপাণি, সীরী, হলধর** [বলরাম]।
সীল বা নামের ছাপ : **মোহর**।
সু কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট : **সুকণ্ঠ, সুকণ্ঠী** [স্ত্রী]।
সুকুমারাঙ্গী নারী : **ললনা**।
সুকোমল আরামপ্রদ শয্যা : **সুশয্যা**।
সুখকর উচ্চ ও মধুর হাস্য : **কলহাস্য**।
সুখকর নিদ্রা : **সুখনিদ্রা, সুনিদ্রা**।
সুখকর যা আগমন : **শুভাগমন, স্বাগত, স্বাগতম্**।
সুখকর স্নান : **সুখস্নান**।

সুখ করে যে : **সুখকর**।
সুখদানের নিমিত্ত মনুষ্যবাহিত যান : **শিবিকা**।
সুখদুঃখের বোধ : **অনুভূতি**।
সুখলাভের আশা : **সুখাশা**।
সুখ হয় যা থেকে : **সুখজনক, সুখজাত**।
সুখের দিন : **সুখবাসর**।
সুখের সঞ্চার : **সুখোদয়**।
সুখৈশ্বর্য ভোগ করার প্রবল বাসনা : **ভোগতৃষ্ণা, ভোগপিপাসা**।
সু গন্ধ যার : **সুগন্ধি**।
সু গন্ধযুক্ত তৈল : **সুগন্ধিতৈল**।
সুগন্ধি কুমুদফুল : **সুঁদি**।
সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা কেশ সুগন্ধীকরণ : **প্রসাধন**।
সুগন্ধি ধোঁয়া উৎপাদনের জন্যে প্রস্তুত দ্রব্য : **ধূপ**।
সুজি চিনি ও দুধ সহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন : **হালুয়া**।
সুতীব্র শব্দ : **নিস্বন**।
সুদবিহীন আসল ঋণ : **সামক**।
সুদর্শন অথচ গুণহীন ব্যক্তি : **মাকাল**।
সুদর্শন চক্রে ছিন্নভিন্ন সতীর দেহ যেখানে পড়েছিল : **পীঠস্থান**।
সুদৃশ্য অট্টালিকা : **হর্ম্য**।
সুদে টাকা কর্জ দেওয়ার ব্যবসা : **তেজারতি**।
সুদের সুদ : **চক্রবৃদ্ধি**।
সুধা [অমৃত] অংশুতে [কিরণে] যার : **সুধাংশু** [চন্দ্র]।
সুধা-ধবলিত গৃহ : **সৌধ**।
সু ধীশক্তি যার : **সুধী**।
সুনেত্রা নারী : **সুনয়না, সুলোচনা**।
সুন্দর অবয়ব যার : **সুপ্রতীক** [কামদেব]।
সুন্দর উরুযুক্তা রমণী : **বামোরু, শোভনোরু**।
সুন্দর কৃশ দেহ যার : **তন্বী, তন্বঙ্গী**।
সুন্দর কেতু [পতাকা] যার : **সুকেতু**।
সুন্দর কেশবিশিষ্ট পুরুষ : **সুকেশ**।
সুন্দর কেশবিশিষ্টা নারী : **সুকেশা, সুকেশী, সুকেশিনী**।
সুন্দর গঠন-পারিপাট্যযুক্ত : **সুবলিত**।
সুন্দর গঠন বা ভঙ্গিযুক্ত : **সুঠাম, সুছন্দ, সুছাঁদ**।
সুন্দর গঠন যার : **সুগঠন, সুগঠনা**।
সুন্দর গঠনযুক্ত : **সুডৌল**।
সুন্দর গতি [চলনভঙ্গি] যার : **সুগত** [বুদ্ধ]।
সুন্দর গ্রীবা যার : **সুগ্রীব**।
সুন্দর চক্ষুযুক্তা নারী : **সুনয়না, সুনয়নী, সুনেত্রা, সুলোচনা**।
সুন্দর তনু যার : **সুতনু, সুতনু** [স্ত্রী]।
সুন্দর ধনু যার : **সুধন্বা**।
সুন্দর প্রভা যার : **সুপ্রভ, সুপ্রভা** [স্ত্রী]।
সুন্দর বসন্তকাল : **সুবসন্ত, সুবসন্তক**।
সুন্দর বস্ত্র : **সুচেল, সুচেলক**।
সুন্দরভাবে চিত্রিত : **সুচিত্রিত**।
সুন্দরভাবে পতিত : **সুকথিত**।
সুন্দরভাবে বিন্যস্ত : **সুবিন্যস্ত**।
সুন্দরভাবে রচনা : **বিন্যাস**।
সুন্দরভাবে লিখিত : **সুলিখিত**।

সুন্দরভাবে সজ্জা : **বিন্যাস।**

সুন্দর মুখ : **শ্রীমুখ।**

সুন্দর মুখবিশিষ্টা : **সোনামুখী।**

সুন্দর মুখ যার : **সুবক্ত্র, সুবদন, সুবদনা** [স্ত্রী], **সুবদনী** [স্ত্রী]।

সুন্দর ও মৃদু হাস্যযুক্তা নারী : **উত্তমা, সুস্মিতা।**

সুন্দর মেধা যার : **সুমেধাঃ।**

সুন্দর যে দেব : **বামদেব।**

সুন্দর রচনা : **সুরচনা, সুলেখা।**

সুন্দর রথ যার : **সুরথ।**

সুন্দররূপে প্রকাশিত : **সুব্যক্ত।**

সুন্দররূপে শোভিত বা সজ্জিত : **সুশোভিত, সুশোভিতা** [স্ত্রী]।

সুন্দর শরীর যার : **বপুষ্মান।**

সুন্দর শোভাযুক্ত : **সুশোভন, সুশোভনা** [স্ত্রী], **সুশ্রী।**

সুন্দর স্নানের ঘাট : **সুতীর্থ।**

সুন্দর হাস্যযুক্ত : **সুহাস, সুহাসিনী** [স্ত্রী]।

সুন্দরী নারী : **রমা, স্বর্ণলতা।**

সুন্দরী স্ত্রী : **বরবর্ণিনী, বরাঙ্গনা।**

সু [উত্তম] পতি যার : **সুপত্নী।**

সুপথ থেকে যে বিচলিত হয়েছে : **উন্মার্গগামী।**

সু [শোভন] পর্ণ [পত্র] যার : **সুপর্ণ** [বৃক্ষ], **সুপর্ণক** [সপ্তচ্ছদ]।

সু [শোভন] পর্ণ [পক্ষ] যার : **সুপর্ণ,** [গরুড়], **সুপর্ণক,** [সপ্তচ্ছদ]।

সু [শোভন] পর্ণ [পক্ষ] যার [স্ত্রী] : **সুপর্ণা, সুপর্ণিকা** [বিনতা], **সুপর্ণী** [বিনতা, গরুড়ী]।

সুপর্ণীর [বিনতার] অপত্য : **সৌপর্ণেয়।**

সুপারি, কলা, নারিকেল ইত্যাদি গাছের সবৃন্ত পত্র : **বাগুড়া, বাগুলা।**

সুপারি কাটার অস্ত্র : **জাঁতি, শরুলা।**

সুপ্রশস্ত পথ : **মহাপথ, রাজপথ।**

সুবর্ণ-চন্দন ইত্যাদি দিয়ে শরীরের শোভা বর্ধন : **প্রসাধন।**

সু বর্ণ [সুন্দর] যার : **সুবর্ণ, স্বর্ণ।**

সুবাসযুক্ত ধান ও তার চাল : **বাসমতী।**

সুবিধা-লাভের নিমিত্ত নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তি : **সুবিধাবাদী।**

সুব্রতের ভাব : **সৌব্রত্য।**

সুভগার পুত্র : **সৌভাগিনেয়, সৌভাগিনেয়ী** [স্ত্রী]।

সুভদ্র আচরণ : **শিষ্টাচার।**

সুভদ্রার পুত্র : **অভিমন্যু, সৌভদ্র, সৌভদ্রেয়।**

সুমধুর কণ্ঠস্বর যার : **সুধাকণ্ঠ, সুধাস্বর।**

সুমধুর ভাষা যার : **মঞ্জুভাষী, মঞ্জুভাষিণী।**

সুমাতার অপত্য : **সৌমাত্র।**

সুমিত্রার দ্বিতীয় পুত্র : **শত্রুঘ্ন, সৌমিত্রি।**

সুমিত্রার পুত্র : **সৌমিত্র, সৌমিত্রি।**

সুমিত্রার প্রথম পুত্র : **লক্ষ্মণ, সৌমিত্রি।**

সুমিষ্ট জলপূর্ণা নদীশালিনী ভূমি : **সুজলা।**

সু [উত্তম] মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি : **সুমেধাঃ, সৌমেধিক।**

সুমেরু পর্বত : **সুরালয়, হেমকূট, হেমাদ্রি।**

সুযোগের সন্ধান করে যে : **সুযোগসন্ধানী।**

সুরগণের অরি : **অসুর, সুরারি**।
সুরগণের মধ্যে সুন্দর : **সুরসুন্দর**।
সুরভির [গাভী] অপত্য : **সৌরভেয়, সৌরভেয়ী** [স্ত্রী]।
সুরভির [গাভী] কন্যা : **নন্দিনী**।
সুরলোকের তরু : **কল্পতরু, সুরতরু**।
সুরলোকের সুন্দরী : **সুরসুন্দরী**।
সুরাটে প্রস্তুত পানের সঙ্গে খাওয়ার তামাকের সুগন্ধি গুলি : **সুর্তি**।
সুরা পান করে যে : **সুরাপ, সুরাপা** [স্ত্রী], **সুরাপী** [স্ত্রী], **সুরাপায়ী**।
সুরা-পানস্পৃহা রোগ : **প্রমত্ততা**।
সুরা-পানের জন্যে মত্ততা : **সুরামদ**।
সুরা-পানের ফলে মাতাল : **মদমত্ত, মদোন্মত্ত, শৌণ্ড**।
সুরা বিক্রয়কারী : **শৌণ্ডিক, সৌরিক**।
সুরুচি বা শোভনতা বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক : **রুচিবাগীশ**।
সুরুচি-সম্পন্ন সংস্কৃতিবান্ মানুষ : **ভদ্র**।
সুরের আলাপ : **তান**।
সুরের ভুল পর্দা : **বেপর্দা**।
সুরের সুমধুর কম্পন : **মূর্চ্ছনা**।
সুলক্ষণযুক্তা নারী : **পয়মন্ত**।
সুলোচনা রমণী : **মদিরেক্ষণা**।
সুশিক্ষিত অধ্যাপক : **সুতীর্থ**।
সুশীলা কন্যা : **সুকন্যা**।
সুশীলা গাভী : **সুকরা**।
সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন : **বিন্যাস**।
সুষ্ঠু দেহ [উপকরণ] সন্নিবেশ : **সৌষ্ঠব**।
সুষুম্না নাড়ী : **সুশর্মা**।
সুসঙ্গতির ফলে সৃষ্ট রূপলাবণ্য : **সুষমা**।
সুসজ্জিত চতুর্দোলা : **তাঞ্জাম**।
সুসজ্জিত যে ঘরে নাচগান হয় : **নাচঘর, নৃত্যশালা**।
সুস্থ থাকার ভাব : **স্বাস্থ্য**।
সু-স্বভাবা চরিত্রবতী নারী : **শীলাবতী**।
সুহৃদের ভাব : **সৌহার্দ্য, সৌহৃদ্য**।
সূক্ষ্ম বুদ্ধি যার : **সূক্ষ্মবুদ্ধি**।
সূক্ষ্ম মধুর ও অস্ফুট ধ্বনি : **কাকলি, কাকলী**।
সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র : **চীনাংশুক, পাটনেত**।
সূচ দিয়ে ভেদ করবার যোগ্য : **সূচিভেদ্য, সূচীভেদ্য, সূচিবেধ্য, সূচীবেধ্য**।
সূচে সুতো দিয়ে বুনে বস্ত্রাদির ছিন্ন অংশের মেরামত : **রিফু**।
সূচিকার মতো সূক্ষ্ম মুখ যার : **সূচীমুখ**।
সূচীকর্ম করে যে : **সূচিক, সৌচিক, দরজী**।
সূচের মতো তীক্ষ্ণ লোম যার : **সূচিরোমা, শূকর**।
সূচ্যগ্র পরিমাণে সেবনীয় সর্পবিষ-ঘটিত আয়ুর্বেদীয় ওষুধ : **সূচিকাভরণ**।
সূতা ইত্যাদি জড়ানো আঁটি : **নুটি, নুটী**।
সূতা কাটা : **কাট্না**।
সূতায় গাঁথা এক জাতীয় কাগজপত্র : **নথি, নথী**।
সূতায় বোনা লম্বা পাত্‌লা পটি : **ফিতা, ফিতে**।
সূতার নুটি : **সুতানুটি, সুতানুটী**।
সূতের [সারথির] পুত্র : **সৌতি**।

সুতো গোটাবার চরকি : **নাটাই**।
সুতো-নির্মিত বস্ত্র : **সুতী**।
সুতো দিয়ে বাঁধা কাগজের তোড়া : **নথি, নথী**।
সুতোয় বোনা রঙীন কারুকার্য মণ্ডিত সরু কাঠির উৎকৃষ্ট মাদুর বা আসন : **মছলন্দ, মসনন্দ**।
সূত্র অভিধর্ম ও বিনয় : **ত্রিপিটক**।
সূত্র দিয়ে [সূত্রমধ্যে] গ্রথিত : **প্রোত**।
সূত্রধারের সহকারী নট : **পারিপার্শ্বিক**।
সূত্র-নির্মিত বস্ত্র : **সূতী, সূতীবস্ত্র**।
সূত্রাদির বয়ন কর্ম ও বয়ন-কৌশল : **বুনট, বুনানী, বুনুনী, বুনন**।
সূত্রানুসারে অসিদ্ধ : **নিপাত, নিপাতিত**।
সূত্রের ব্যাখ্যান : **ভাষ্য**।
সুরবংশের অপত্য : **সৌরি**।
সূর্য ও চন্দ্রের মণ্ডল : **বিম্ব**।
সূর্য-কিরণকে [বিভা বা আলোককে] যা আবৃত করে : **বিভাবরী**।
সূর্য-কিরণের দ্বারা উজ্জ্বল : **সৌরকরোজ্জ্বল**।
সূর্য-কিরণে সমুজ্জ্বল : **রৌদ্রোজ্জ্বল**।
সূর্যকে নিবেদিত পূজার অর্ঘ্য : **সূর্যার্ঘ্য**।
সূর্যতাপে ঝলসিত : **রৌদ্রদগ্ধ**।
সূর্যতাপে সিদ্ধ : **রৌদ্রপক্ব**।
সূর্যপত্নী সবর্ণার পুত্র অষ্টম মনু : **সাবর্ণি**।
সূর্যমুখী ফুল : **রাধাপদ্ম**।
সূর্যমুখী ফুলের গাছ : **সূর্যাবর্ত**।
সূর্যমুখী ফুলের মতো আবর্তযুক্ত : **সূর্যাবর্ত**।
সূর্যালোকে বৃষ্টিকণা সহযোগে আকাশে রচিত বিচিত্র-বর্ণ সুবৃহৎ ধনুকাকৃতি প্রতিবিম্ব : **ইন্দ্রধনু, রামধনু, রামধনুক**।
সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা : **সাবিত্রী**।
সূর্যের অন্যতম কিরণ : **সুষুম্না**।
সূর্যের অপত্য : **সৌর, সৌরি**।
সূর্যের আলো : **রৌদ্র**।
সূর্যের উপাসক : **সৌর**।
সূর্যের কিরণ : **রৌদ্র**।
সূর্যের ক্রান্তিবৃত্তের একাংশ পরিক্রমণ কাল : **সৌরদিবস**।
সূর্যের গতিরোধ করার নিমিত্ত যে বিরুদ্ধ ধ্যান করে : **বিন্ধ্য**।
সূর্যের দক্ষিণ দিকে গমন : **দক্ষিণায়ন**।
সূর্যের দিকে মুখ যার : **সূর্যমুখ, সূর্যমুখী**।
সূর্যের পত্নী : **সংজ্ঞা, সুরী, সূর্যা**।
সূর্যের পত্নী : **সূর্য-বন্দনা, সূর্যোপাসনা, সূর্যারাধনা**।
সূর্যের মতো প্রভাময় : **সূর্যপ্রভ**।
সূর্যের স্ত্রী বা কন্যা : **তপতী**।
সূর্যোদয়কালে স্নাত [স্নান করেছে যে] : **প্রাতঃস্নাত**।
সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্তকাল : **সাবন**।
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কালের মধ্যে যে শিরঃপীড়ার সূচনা বৃদ্ধি ও উপশম : **সূর্যাবর্ত**।
সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ডকাল : **ব্রাহ্মমুহূর্ত**।
সূর্যোদয়ের দুই মুহূর্ত আগে থেকে সূচিত

একাদশী : **সম্পূর্ণা**।
সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী দুই দণ্ড কাল : **ব্রাহ্মমুহূর্ত**।
সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক : **সিসৃক্ষু**।
সৃষ্টি করবার ইচ্ছা : **সিসৃক্ষা**।
সৃষ্টিকারিণী শক্তি : **সৃজনীশক্তি**।
সৃষ্টি বিষয়ক তত্ত্ব : **সৃষ্টিতত্ত্ব**।
সৃষ্টির প্রথম পুরুষ : **ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ**।
সৃষ্টির ব্যাপক ধ্বংস : **প্রলয়**।
সৃষ্টির যোগ্য : **স্রষ্টব্য**।
সেইরূপ অবস্থা যার : **তদবস্থ**।
সেই সময়ে সংঘটিত : **তৎকালীন**।
সেঙাতের স্ত্রী : **সেঙাতী, সেঙাতিনী, সেঙাৎনী**।
সেতারাদি যন্ত্রে সুরের কম্পন : **গমক**।
সেতার বাদকের আঙুলে পরার টুপি : **অঙ্গুলিত্র, আঙ্গুস্তানা**।
সেনাগণের বিশ্রামের স্থান : **শিবির**।
সেনা জীবিকা যার : **সেনাজীব, সেনাজীবী**।
সেনাপতির কার্য বা পদ : **সৈনাপত্য**।
সেবন করার যোগ্য : **সেব্য**।
সেবা করে যে : **সেবক, সেবিকা**।
সেরেস্তার প্রধান কর্মচারী : **সেরেস্তাদার**।
সেলাই-এর সময় আঙুলে পরার টুপি : **অঙ্গুলিত্র, আঙ্গুস্তানা**।
সেলাই ও তালি দিয়ে ছিদ্রাবরণ : **জোড়াতালি**।
সৈনিকদের বসতিস্থান : **সেনানিবেশ**।
সৈনিকের পোশাক : **যোদ্ধৃবেশ**।
সৈন্যদল ও রাজার অধীন সামন্তগণ : **সৈন্যসামন্ত**।
সৈন্যদলভুক্ত ব্যক্তি : **সৈনিক**।
সৈন্যদলের পরিচালক : **সেনাধ্যক্ষ, সেনাপতি, সেনানায়ক, সেনানী**।
সৈন্যদলের বাসস্থান : **সেনানিবাস, সেনানিবেশ**।
সৈন্যদলের অস্থায়ী বা সাময়িক ছাউনি : **শিবির, স্কন্ধাবার**।
সৈন্যবাহিনী ইত্যাদির বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন : **ছত্রভঙ্গ**।
সৈন্যবাহিনীর রচিত প্রাচীর : **সৈন্যপাট**।
সৈন্যের পশ্চাদ্‌গামী পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্য : **অনুবল**।
সোঁদাল গাছ : **সুবর্ণক**।
সোনা ইত্যাদির বিশুদ্ধতা পরীক্ষার পাথর : **কষ্টিপাথর, নিকষপাষাণ**।
সোনায় গড়া মূর্তি : **স্বর্ণপ্রতিমা**।
সোনার অঞ্জলি : **কনকাঞ্জলি**।
সোনার অতি সূক্ষ্ম পাত দিয়ে মোড়া বা সোনার রঙে রঞ্জিত : **গিল্‌টি**।
সোনার অলঙ্কার : **স্বর্ণালঙ্কার**।
সোনার কড়ির হার : **কড়িহার**।
সোনার গহনা পত্র ইত্যাদি : **সোনাদানা**।
সোনার তার : **কনকসূত্র**।
সোনার তার দিয়ে বোনা কাপড় : **কিংখাব**।
সোনার তৈরী আংটি : **স্বর্ণাঙ্গুরীয়, স্বর্ণাঙ্গুরী, স্বর্ণাঙ্গুরি**।
সোনার বা রূপোর সুতোয় বোনা : **জরি**।
সোনার বেনিয়া : **সুবর্ণবণিক, স্বর্ণবণিক**।

সোনার সঙ্গে মণির সংযোগের মতো শোভন : **মণিকাঞ্চনযোগ**।
সোনার হরিণ : **স্বর্ণমৃগ**।
সোনালী বা রূপালী দীপ্তিশীল ছোট চাকতি : **চুমকি, চুমকী**।
সোম বা চাঁদের মতো সুন্দর : **সৌম্য**।
সোমরস পান করে যে : **সোমপ, সোমপা** [স্ত্রী]।
সোমরস-পানাঙ্গক বর্ষত্রয়সাধ্য যজ্ঞ : **সোমমখ, সোমযজ্ঞ, সোমযাগ**।
সোমরসপায়ী বিপ্র : **সৌম্য**।
সোমরসের পাত্র : **সৌমিক**।
সোমলতার রস : **সোমরস**।
সোমের [চন্দ্রের] অপত্য : **বুধ, বুধগ্রহ, সৌম্য**।
সৌন্দর্যের বিকাশ : **শোভা**।
সৌভাগ্যবতীর পুত্র : **সৌভাগিনেয়, সৌভাগিনেয়ী** [স্ত্রী], **শ্রীবৎস**।
সৌভাগ্যবতী স্ত্রী : **সুভগা, সোহাগী, সোহাগিনী**।
সৌভাগ্যশালিনী নারী : **সুভগা**।
সৌভাগ্যশালী পুরুষ : **সুভগ**।
সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী : **সৌভাগ্য-লক্ষ্মী**।
সৌভাগ্যের সঞ্চার : **ভাগ্যোদয়**।
সৌভাগ্যের সূচনা : **পড়তা**।
সৌর আকাশের বহির্ভূত আকাশ : **মহাকাশ**।
সৌরাষ্ট্রের মৃত্তিকা : **সতী**।
স্টীমারের সঙ্গে বাঁধা ছোট নৌকা : **জালিবোট**।
স্তন্যপায়ী শিশু : **অত্যন্তশিশু**।
স্তম্ভাকৃতি আলু : **খামালু**।
স্তম্ভে রচিত উচ্চ মণ্ডপ : **মঞ্চ**।
স্তরে স্তরে সাজানো : **থাকবন্দী**।
স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ : **ধ্বংসস্তূপ**।
স্ত্রী ও পুরুষ দুজনেই : **মিথুন**।
স্ত্রী ও পুরুষের অবাধ যৌন সম্পর্ক : **ব্যভিচার**।
স্ত্রী ও পুরুষের মিলন : **মিথুন**।
স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত তান্ত্রিক সাধনা : **বামাচার**।
স্ত্রী-কটির বস্ত্র-বন্ধন : **সারসন, সারশন**।
স্ত্রী-পণ্যলব্ধ ধনে উপজীবন : **স্ত্রীজীবন**।
স্ত্রী-বহনার্থ বস্ত্রাচ্ছাদিত মনুষ্য-যান বা ক্ষুদ্ররথ : **প্রবহ, প্রবহন**।
স্ত্রীর-সঙ্গে বিদ্যমান : **সস্ত্রীক**।
স্ত্রীলোকের কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ : **নিতম্ব**।
স্ত্রীলোকের কটির ভূষণ : **কাঞ্চী, চন্দ্রহার, মেখলা**।
স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি : **বামাস্বর**।
স্ত্রীলোকের কেশ : **কুন্তল**।
স্ত্রীলোকের কেশ-বিন্যাস : **কবরী**।
স্ত্রীলোকের ধ্বনিময় কটিভূষণ : **সারসন, সারশন**।
স্ত্রীলোকের নাকের অলংকার : **নথ, নাকছাবি, নোলক, বেসর**।
স্ত্রীলোকের নাচের সজ্জা : **লাস্যবেশ**।
স্ত্রীলোকের নৃত্য : **লাস, লাস্য**।
স্ত্রীলোকের পায়ের ভূষণ : **নূপুর, মঞ্জীর**।

স্ত্রীলোকের প্রাণনাশ : **স্ত্রীহত্যা**।
স্ত্রীলোকের বক্ষ-আবরণী : **কঞ্চুলী, কঞ্চুলিকা, কাঁচুলি**।
স্ত্রীলোকের বাহুর বলয় জাতীয় অলঙ্কার : **বাউটি, বাউটী**।
স্ত্রীলোকের বাহুর ভূষণ : **কেয়ূর, বাজুবন্ধ**।
স্ত্রীলোকের বিলাস-বেশ : **লাসবেশ**।
স্ত্রীলোকের লজ্জা : **ব্রীড়া**।
স্ত্রীলোকের লীলায়িত ভাবভঙ্গি : **লাস, লাস্য**।
স্ত্রীলোকের সঙ্গ : **স্ত্রীসঙ্গ**।
স্ত্রীলোকের হস্তের লৌহ-নির্মিত অলংকার : **নোয়া**।
স্ত্রীলোকের হাতের ভূষণ : **কঙ্কণ**।
স্ত্রীস্বত্ব-বিশিষ্ট ধন : **স্ত্রীধন**।
স্থপতির কর্ম : **স্থাপত্য**।
স্থলে জাত পদ্ম : **স্থলপদ্ম**।
স্থান কাল ও পাত্র বোধ : **কাণ্ডজ্ঞান**।
স্থান থেকে স্থানান্তরে যারা ঘুরে বেড়ায় : **ভবঘুরে, যাযাবর**।
স্থান প্রদক্ষিণ : **হজ্ব**।
স্থানে বা পদে নিযুক্ত : **স্থানিক**।
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি : **পুঁজিপাটা, রিক্থ**।
স্থাবর ও জঙ্গমাদি সহ সমস্ত জগৎ : **বিশ্বচরাচর, সচরাচর**।
স্থায়ী বসতভূমি : **বাস্তু**।
স্থায়ী বাসস্থানত্যাগীদের নতুন স্থানে বসতি দান : **পুনর্বাসন**।
স্থায়ীভাবে বিদ্যমান : **স্থিত**।
স্থায়ীভাবের জাগরণের ফলে অনুভূতি-সূচক দৈহিক বিকার : **অনুভাব**।
স্থিতিশীল ও গতিশীল পদার্থ : **স্থাবরজঙ্গম**।
স্থির প্রতীতি : **প্রমা**।
স্থিরভাবে নির্ণীত : **সাব্যস্ত**।
স্থূল ও চ্যাপটা খণ্ড : **চাপড়া**।
স্থূল বুদ্ধি যার : **স্থূলবুদ্ধি**।
স্নান করবার ঘর : **স্নানঘর, স্নানকক্ষ, স্নানগৃহ, স্নানশালা**।
স্নান করেছে যে : **স্নাত, স্নাতা** [স্ত্রী]।
স্নানান্তে চন্দন-তিলকাদি অঙ্গে লেপন : **স্নাতানুলেপন**।
স্নানান্তে চন্দনাদি চর্চিত : **স্নাতানুলিপ্ত**।
স্নানের জল : **স্নানোদক**।
স্নেহ-মমতাদির বন্ধন : **মায়াবন্ধন মায়াডোর, মায়াপাশ**।
স্পন্দন নেই যার : **নিস্পন্দ**।
স্পষ্টভাবে মূর্ত : **প্রমূর্ত**।
স্পষ্ট ভাষায় : **মুক্তকণ্ঠে**।
স্পৃহার অভাব : **অনীহা**।
স্ফটিকের মতো পল-তোলা কাচের দ্বারা তৈরী : **বেলোয়ারি, বেলোয়ারী**।
স্ফীতোদর বড় জালা : **কোলা**।
স্রোত আছে যার : **স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী**।
স্রোতের দ্বারা চালিত : **স্রোতোবাহিত**।
স্রোতের প্রতিকূলে ও অনুকূলে গতি : **উজানভাটি**।
স্রোতের মতো বহমান : **প্রবাহিত, স্রোতস্বান্**।

স্রোতোহীন জলময় নিম্নভূমি : **বাওড়, বিল**।
স্বকপোল কল্পিত কাহিনীর বর্ণনা : **গালগল্প**।
স্বচক্ষে দেখা : **প্রত্যক্ষদর্শন**।
স্বচেষ্টায় সিদ্ধিলাভকারী : **স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধা**।
স্ব-জাতীয় লোক : **জাতভাই**।
স্ব-জাতীয়া নারী : **সবর্ণা**।
স্ব-জাতির বিরুদ্ধাচরণ করে যে : **স্বজাতিদ্রোহী**।
স্বতন্ত্র জীবিকা যার : **ভিন্নবৃত্তি**।
স্বত্ব সাব্যস্ত নালিশ : **হকিয়ৎ**।
স্বদেশ থেকে দূরীকরণ : **বিবাসন**।
স্বদেশ পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ভিন্নদেশে বসবাসের জন্যে গমন : **প্রবসন**।
স্বদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে যে : **স্বদেশদ্রোহী**।
স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করেছে যে : **বিধর্মা, বিধর্মী**।
স্বধর্মে অন্ধ বিশ্বাসী এবং পরধর্মের বিদ্বেষী : **ধর্মান্ধ**।
স্বনির্বাচিত পতি-বরণকারিণী স্ত্রী : **পতিংবরা, স্বয়ংবরা, স্বয়ম্বরা, স্বয়ংবৃতা, স্বয়ম্বৃতা**।
স্বপ্নময় নিদ্রা থেকে জাগরিত : **স্বপ্নোত্থিত**।
স্বপ্নে প্রাপ্ত : **স্বপ্নলব্ধ**।
স্বপ্নে যে দৈবাদেশ প্রাপ্ত হয়েছে : **স্বপ্নাদিষ্ট**।
স্বপ্নের দ্বারা আবিষ্ট : **স্বপ্নাবিষ্ট**।
স্বপ্নের দ্বারা প্রাপ্ত দৈবাদেশ : **স্বপ্নাদেশ**।
স্বপ্নের মধ্যে শিশুর হাসিকান্না : **দেয়ালা**।
স্ব-প্রদেশের প্রতি পক্ষপাত ও ভিন্ন প্রদেশের প্রতি বিদ্বেষ : **প্রাদেশিকতা**।
স্বভাবতঃ যা পচে যায় : **পচনশীল**।
স্বভাবতঃ যে কৃপণ : **স্বভাবকৃপণ**।
স্বভাবতঃ যে ভয় পায় : **ভীরু**।
স্বভাবের অনুগত : **স্বভাবসিদ্ধ, স্বভাবসুলভ**।
স্বয়ংবর-সভায় স্বয়ং পতি-বরণকারিণী স্ত্রী : **পতিংবরা, স্বয়ংবরা, স্বয়ম্বরা, স্বয়ংবৃতা, স্বয়ম্বৃতা**।
স্বর ও ব্যঞ্জনের পরিচয় : **বর্ণপরিচয়**।
স্বরগ্রামভুক্ত সাতটি সুর : **সপ্তসুর, সপ্তস্বর, সুরসপ্তক, স্বরসপ্তক**।
স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর : **মধ্যম**।
স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর : **নিখাদ, নিষাদ**।
স্বর থেকে সৃষ্ট অনুরূপ স্বর : **প্রতিস্বর**।
স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল : **ত্রিজগৎ**।
স্বর্গীয় অস্ত্র : **দিব্যাস্ত্র**।
স্বর্গে প্রবাহিতা মন্দগামিনী গঙ্গা : **আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী, স্বর্গগঙ্গা**।
স্বর্গের কামধেনু : **সুরভি, সুরভী**।
স্বর্গের কুমারী কন্যা : **সুরকন্যা, সুরবালা**।
স্বর্গের দূত : **দেবদূত**।
স্বর্গের নন্দনকাননের অভীষ্টপ্রদ বৃক্ষ : **কল্পতরু, কল্পবৃক্ষ**।
স্বর্ণকান্তি দেহ-বিশিষ্টা সুন্দরী : **হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গিনী**।
স্বর্ণকারের পারিশ্রমিক : **বানি, বানী**।

স্বর্ণনির্মিত কর্ণের ভূষণ : **কর্ণিকা**।
স্বর্ণ [রঞ্জিত] পক্ষ যার : **গরুড়, স্বর্ণপক্ষ**।
স্বর্ণবর্ণ কমল : **স্বর্ণকমল**।
স্বর্ণবর্ণা লতা : **কনকলতা, স্বর্ণলতা**।
স্বর্ণময় অঙ্গ যার : **হেমাঙ্গ**।
স্বর্ণময় পক্ষ যার : **সুবর্ণপক্ষ** [গরুড়]।
স্বর্ণ, হীরক, নীলমণি, পদ্মরাগ ও মুক্তা—এই পঞ্চরত্নের সমাহার : **পঞ্চরত্ন**।
স্বর্ণাদি ধাতু গলানোর পাত্র : **মুচি, মুষা**।
স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ করে যে : **সেকরা, স্বর্ণকার**।
স্বর্ণের আভাযুক্ত : **স্বর্ণাভ**।
স্বল্প স্রোতোবিশিষ্ট ক্ষুদ্র নদী : **সোঁতা**।
স্বাদু রসযুক্ত : **সুরসাল**।
স্বাধীন জীবনযাপনের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত : **সাবালক**।
স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত : **বিকার, বিকৃতি**।
স্বামীই ব্রত যার : **পতিব্রতা**।
স্বামী ও স্ত্রী : **দম্পতি, দম্পতী**।
স্বামী নেই যে স্ত্রীর : **বিধবা**।
স্বামী পুত্রহীনা নারী : **অবীরা, বেওয়া**।
স্বামী বা স্ত্রীর পিসী : **পিসশাশুড়ী**।
স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষ : **পরপুরুষ**।
স্বামী-মিলন-ভীতা বধূ : **হুড়ুকা, হুড়ুকো**।
স্বামীর অন্য পত্নী : **সতীন, সপত্নী, সতা, সতিনী**।
স্বামীর আদর : **সোহাগ**।
স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা : **দেওর, দেবর**।
স্বামীর চিতায় আরোহণ-পূর্বক প্রাণত্যাগ : **সহমরণ**।
স্বামীর জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর পরে যে নারী অন্য স্বামী গ্রহণ করে : **পুনর্ভূ**।
স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা : **ভাশুর**।
স্বামীর বংশ : **পতিকুল**।
স্বামীর ভগিনী : **ননদ**।
স্বামীর ভ্রাতার পত্নী : **জা**।
স্বামীর মতের সঙ্গে যে স্ত্রীর মিল নেই : **বামপথি, বামপথী**।
স্বামীর মতের সঙ্গে স্ত্রীর মতের মিলের অভাব : **বামতা**।
স্বামীর মৃত্যুতে সহমৃতা স্ত্রী : **সতী**।
স্বামীর সংসর্গে ভীতা বধূ : **হুড়ুকা, হুড়ুকো**।
স্বামী-সহবাস-যোগ্যা যুবতী : **সমর্থা**।
স্বার্থ-ত্যাগপূর্বক দানের দলিল : **দানপত্র**।
স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অনুকূল : **কুপরামর্শ, ভোজংভুজং**।
স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হীন স্তাবকতা : **পদলেহন**।
স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হীন স্তাবকতা করে যে : **পদলেহন**।
স্বার্থের নিমিত্ত উদ্ধত : **স্বার্থোদ্ধত**।
স্বার্থের নিমিত্ত উন্মত্ত : **স্বার্থোন্মত্ত**।
স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে বিশেষরূপে অঙ্গ-সঞ্চালন : **ব্যায়াম**।
স্বাহার পুত্র : **স্বাহেয়**।
স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত : **স্বতঃপ্রবৃত্ত**।
স্বেদের [ঘামের] স্মরণ : **স্বেদস্মৃতি**।
স্মরণশক্তির বিপর্যয় : **স্মৃতিবিভ্রম,**

স্মৃতিভ্রংশ।
স্মরণের নিমিত্ত চিহ্ন : **স্মৃতিচিহ্ন, স্মরণচিহ্ন, স্মারক**।
স্মরণের যোগ্য : **স্মরণার্হ, স্মরণীয়, স্মর্তব্য**।
স্মৃতি ও তন্ত্রানুসারী ষট্‌কর্মকারী ব্রাহ্মণ : **ষট্‌কর্মা**।
স্মৃতি জানেন যিনি : **স্মার্ত**।
স্মৃতি ভ্রষ্ট যার : **স্মৃতিভ্রষ্ট**।
স্মৃতির অবলুপ্তি : **বিস্মরণ, বিস্মৃতি**।
স্মৃতির উদ্বোধক : **স্মারক**।
স্মৃতির নাশ : **স্মৃতিভ্রংশ**।
স্মৃতির ভ্রংশ : **বিস্মৃতি, বিস্মরণ**।
স্মৃতির ভ্রংশ হয়েছে যার : **স্মৃতিভ্রষ্ট**।
স্মৃতির সাহায্যে অতীত কাহিনীর বর্ণনা : **স্মৃতিকথা**।
স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত : **স্মার্ত**।
স্মৃতিশাস্ত্রের রচয়িতা : **স্মৃতিকার**।

হংসদের রাজা : **রাজহংস, রাজহাঁস**।
হংসধ্বজ রাজার পুত্র : **সুধন্বা**।
হংস বাহন যার : **হংসবাহন** [ব্রহ্মা]।
হংস বাহন যার [স্ত্রী] : **হংসবাহিনী** [সরস্বতী]।
হংস-বাহিত রথ যার : **হংসরথ** [ব্রহ্মা]।
হংসাকৃতি কল : **হাঁসকল**।
হংসের ন্যায় মধুর নাদকারিণী **হংসনাদিনী**।
হংসের প্রিয় : **কৈরব**।
হংসের মতো লীলায়িত ভঙ্গিতে গমন : **হংসগমন**।
হংসের মতো গমনশীলা নারী : **হংসগমনা, হংসগামিনী**।
হকচকিয়ে যে থেমে গেছে : **থবথব, থবুথবু, থবস্থব**।
হজমের অভাব : **বদহজম**।
হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় পলায়ন : **হিজরাৎ**।
হট্টগোলের স্থান : **ভেটেরাখানা**।
হঠকারীর কার্য : **হঠকারিতা, হঠরঙ্গ**।
হঠযোগে যে সাধক সিদ্ধিলাভ করেছে : **হঠযোগী**।
হঠাৎ আক্রমণপূর্বক লুণ্ঠন : **হঠধর্ম**।
হঠাৎ প্রকাশ : **বিস্ফুরণ**।
হঠাৎ বা একটুতে যে ক্রুদ্ধ হয় : **বদরাগী, রগচটা**।
হঠাৎ সজোরে টান বা আকর্ষণ : **হেঁচকা**।
হত [বিনষ্ট] আদর [যার] : **হতাদর**।
হত [বিনষ্ট] আশা : **হতাশা**।
হত [বিনষ্ট] আশা যার : **হতাশ**।
হত [বিনষ্ট] আশ্বাস : **হতাশ্বাস**।
হত উদ্যম যার : **হতোদ্যম**।
হত চেতনা যার : **হতচেতন**।
হত [নিঃশেষিত] পরা [পরাক্রম, প্রাধান্য] যার : **পরাহত**।
হত বা আহত হবার কারণে যা শোণিত-লিপ্ত হয় : **মৃধ** [যুদ্ধ]।
হত বুদ্ধি যার : **হতবুদ্ধি**।

হত [বিনষ্ট] ভম্ব [মতি, বুদ্ধি] যার : **হতভম্ব**।

হত ভাগ্য যার : **হতভাগ্য, হতভাগা, হতভাগ্যা** [স্ত্রী], **হতভাগিনী** [স্ত্রী], **হতভাগী** [স্ত্রী]।

হত [বিনষ্ট] শ্রদ্ধা যার : **বীতশ্রদ্ধ, হতশ্রদ্ধ**।

হত [বিনষ্ট] শ্রী যার : **হতশ্রী**।

হত্যা করতে উদ্যত : **হননোদ্যত**।

হত্যাকারীকে হত্যা : **প্রতিহনন**।

হত্যাকারীকে হত্যা করে যে : **প্রতিহন্তা**।

হত্যার ইচ্ছা : **জিঘাংসা, বধেচ্ছা, হননেচ্ছা**।

হত্যার উদ্দেশ্যে শরীরে বিষের প্রবিষ্টকরণ : **বিষপ্রয়োগ**।

হত্যার যোগ্য : **হন্তব্য**।

হনন করবার ইচ্ছা : **জিঘাংসা, বধেচ্ছা, হননেচ্ছা**।

হনন করে যে : **হন্তা, হন্তারক**।

হননের যোগ্য : **হন্তব্য**।

হনুমানের লঙ্কা-দাহনের মতো মারামারি, ভাঙচুর, লণ্ডভণ্ড ও অগ্নিদাহের ঘটনা : **লঙ্কাদাহন**।

হবিষ্যান্ন ভোজন করে যে : **হবিষ্যাশী**।

হব্য [চরু] পাক করবার পাত্র : **হব্যপাক**।

হব্য বহন করেন যিনি : **বহ্নি**

হয়তো হবে-এরূপ অনুমিত : **সম্ভাব্য**।

হয়রানের এক শেষ : **হাল্লাক**।

হরণ করতে ইচ্ছুক : **জিহীর্ষু**।

হরণ করবার ইচ্ছা : **জিহীর্ষা**।

হরি [পিঙ্গলবর্ণ] অক্ষি যার : **হর্যক্ষ**।

হরি [হরিৎবর্ণযুক্ত] অশ্ব [হয়] যার : **হর্যশ্ব, হরিহয়**, [ইন্দ্র]।

হরিণ অঙ্কে যার : **হরিণাঙ্ক** [চন্দ্র]।

হরিণের চামড়া : **অজিন, মৃগচর্ম, মৃগাজিন**।

হরিণের চোখের মতো সুন্দর চোখ যে নারীর : **মৃগ-আঁখি, মৃগনয়না, মৃগেক্ষণা, মৃগাক্ষী, মৃগনেত্রা, মৃগলোচনা**।

হরিণের শাবক : **হরিণক, মৃগপোত, মৃগশাব, মৃগশাবক**।

হরিৎ বর্ণ [সবুজ] অশ্ম [পাথর] : **হরিদশ্ম, হরিন্মণি** [মরকতমণি]।

হরিৎ বর্ণ [সবুজ] অশ্ব যার : **হরিদশ্ব** [সূর্য]।

হরিৎ বর্ণ তাল যাতে : **হরিতাল**।

হরিৎ [সবুজ] বা হরিদ্রা বর্ণের ঘুঘু জাতীয় পাখি : **হরিয়াল**।

হরিদ্রা [বর্ণ] অঙ্গ যার : **হরিদ্রাঙ্গ** [হরিয়াল]।

হরিদ্রার মতো আভা যার : **হরিদ্রাভ**।

হরি বা হরের ভবনে বা স্বর্গে গমনের দ্বার : **হরিদ্বার**।

হরির মহিমা আলোচনার নিমিত্ত সভা : **হরিসভা**।

হরিশ্চন্দ্রের পুত্র : **রোহিতাশ্ব**।

হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী : **ত্রিফলা**।

হর্ষ-হেতু মধুর ও অস্ফুট ধ্বনি : **মদকল**।

হর্ষের সঙ্গে বিদ্যমান : **সহর্ষ**।

হল [অস্ত্র] আয়ুধ যার : **হলায়ুধ**।

হল ধারণ করেন যিনি : **হলধর, হলধারী, হলী।**

হলফ বাক্য লিখিত পত্র : **হলফনামা।**

হলুদ রঙের বস্ত্রখণ্ড : **পীতধড়া।**

হলের ঈশা [ঈষা] বা লাঙ্গলের দণ্ড : **হলীশা, হলিষা।**

হস্তক্ষেপ ও মাতব্বরি করে যে : **ফোফরদালাল।**

হস্ত থেকে চ্যুত : **বেদখল, হস্তচ্যুত, হাতছাড়া।**

হস্তদ্বয় বন্ধনের লৌহ-বলয় হাতকড়ি : **হাতকড়া।**

হস্ত দ্বারা ক্ষেপণীয় অস্ত্র : **ভিন্দিপাল।**

হস্ত দ্বারা হত্যা নিবারণ : **পরিত্রাণ।**

হস্তমুখ প্রক্ষালন : **আচমন।**

হস্তিরাজ [চন্দ্রবংশীয় রাজা] কর্তৃক স্থাপিত পুর : **হস্তিনপুর, হস্তিনাপুর।**

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের সমাহার : **চতুরঙ্গ।**

হস্তী-গণ্ড নিঃসৃত স্বেদ : **মদ।**

হস্তী-চালনার দণ্ড : **অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ, ডাঙশ।**

হস্তী-দন্তের শিল্পী বা কারিগর : **দন্তকার।**

হস্তী-দমনের নিমিত্ত লৌহ-নির্মিত অস্ত্র : **অঙ্কুশ।**

হস্তী-পৃষ্ঠে আরূঢ় : **হস্ত্যারোহী, হস্ত্যারূঢ়।**

হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করে যে যুদ্ধ করে : **মাহুতি, মাহুতী, নিষাদী।**

হস্তী-পৃষ্ঠে বসার চৌকী : **বরণ্ডক, হাওদা।**

হস্তী-বন্ধন-রজ্জু : **বারি, বারী।**

হস্তী-বন্ধনের শিকল : **নিগড়, হিঞ্জীর।**

হস্তী-বন্ধনের স্তম্ভ : **আলান।**

হস্তীর অপাঙ্গ দেশ [চোখের কোণ] : **নির্যাণ।**

হস্তীর কটি-বন্ধন রজ্জু : **কক্ষ।**

হস্তীর গণ্ডস্থল : **বিন্দু।**

হস্তীর গলবন্ধন রজ্জু : **কলাপ।**

হস্তীর গ্রীবায় বদ্ধ শৃঙ্খল : **গ্রৈব।**

হস্তীর চালক : **মাহুত, নিষাদী।**

হস্তীর ডাক : **বৃংহণ, বৃংহিত।**

হস্তীর থাকার স্থান : **পিলখানা, বারী।**

হস্তীর দুই দন্তের মধ্যস্থান : **প্রতিমান।**

হস্তীর নেত্র গোলক : **ঈষিকা।**

হস্তীর পাদবন্ধনের শৃঙ্খল : **নিগড়, হিঞ্জীর।**

হস্তীর পাল : **হস্তিযূথ, হাস্তিক।**

হস্তীর মস্তক : **ঘট।**

হস্তীর মস্তকের মাংসপিণ্ড : **কুম্ভ।**

হস্তীর শাবক : **করভ, হস্তিশাবক, শরভ।**

হস্তীর শুণ্ড : **কর, হস্ত।**

হস্তীর শুণ্ডনির্গত জলকণা : **করশীকর।**

হাঁটার সময় পায়ের ধ্বনি : **পদধ্বনি।**

হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত : **জঙ্ঘা, ঠ্যাং।**

হাঁটু পর্যন্ত গভীর জল : **হাঁটুজল।**

হাঁড়ি-কলসী রাখার জন্যে দেয়ালের গাত্রলগ্ন তক্তা বা বাঁশের আধার : **সাঙ্গা, সাঙা, শাঙা।**

হাঁড়ির কানা বেষ্টন করে ধরার যন্ত্র : **বেড়ি, বেড়ী**।
হাঁড়ির মতো আকার-বিশিষ্ট : **হেঁড়েল**।
হাঁসের মতো ডিম : **হংসাণ্ড**।
হাঁসের মতো যার পায়ের আঙুল চামড়ার দ্বারা যুক্ত : **লিপ্তপাদ**।
হাজার সৈন্যের অধিনায়ক : **হাজরা, হাজারি, হাজারী**।
হাটে পতিত সংগ্রহ : **শিলোঞ্ছ, শীলোঞ্ছ**।
হাটে-বাজারের বেচাকেনা বন্ধ : **হরতাল**।
হাটে বা পারাপারের ঘাটে শুল্ক আদায় করে যে : **দানী**।
হাটে বেচাকেনার জন্যে নির্মিত চালাঘর : **হাটচালা, হট্টমন্দির**।
হাটেমাঠে ধান কুড়িয়ে যে জীবিকা নির্বাহ করে : **শিলোঞ্ছজীবী, শিলোঞ্ছজীবিকা** [স্ত্রী]।
হাটের দোকানঘর রূপে ব্যবহৃত চালাঘর : **হট্টমন্দির**।
হাটের মতো গোলমাল : **হট্টগোল**।
হাটের মধ্যে দিয়ে তৈরী পথ : **প্রতোলী**।
হাটে সুলভ খেলো জিনিস : **হেটো**।
হাড়ি-ডোমের আচরণ : **হাড়াইডোমাই**।
হাত-কাটা ছোট জামা : **ফতুয়া**।
হাত-টুঁটা লোক : **নুলা, নুলো**।
হাত দিয়ে কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করার লৌহপাত্র ও লৌহমুষল : **হামানদিস্তা**।
হাত দিয়ে নাড়ীস্পন্দন অনুভবের সাহায্যে রোগ-নির্ণয়ের ক্ষমতা : **নাড়ীজ্ঞান**।
হাত দিয়ে যে তালি দেওয়া হয় : **হাততালি, করতালি, তাইতাই**।
হাত দিয়ে লিখিত : **হস্তলিখিত**।
হাত বেড় দিয়ে জাপটিয়ে ধরা : **সাপট**।
হাতাহাতি যুদ্ধ : **বাহুযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ**।
হাতীতে চড়ে যে সৈন্যদল যুদ্ধ করে : **গজানীক**।
হাতী ধরবার ফাঁদ : **খেদা**।
হাতীর কানের মতো পাতা যার : **নাগকর্ণ**।
হাতীর কুম্ভদেশে [মাথার মাংসপিণ্ডে] যে মুক্তা জন্মে : **গজমুক্তা**।
হাতীর ডাক : **বৃংহণ, বৃংহিত**।
হাতীর দাঁতের ভূষণ : **কটক**।
হাতীর পায়ের মতো মোটা থাম : **পিলপা**।
হাতীর পিঠে গমনকারী : **হস্তিপক, হস্তিচারী, হস্তিগামী, হাস্তিক, হস্ত্যারোহ, নিষাদী**।
হাতীর মাথার [কুম্ভের = ঘটের] মতো কেশশূন্য মাথা যার : **ঘটোৎকচ**।
হাতীর শুঁড় : **কর, হস্ত, সূচিকা**।
হাতীর শুঁড় থেকে নিঃসৃত জলকণা : **করশীকর**।
হাতীর শুঁড়ের অগ্রভাগ : **কর্ণিকা**।
হাতীর শুঁড়ের মতো সরু পথ : **শুঁড়ি**।
হাতী রাখবার স্থান : **পিলখানা, হাতীশাল**।
হাতে খড়ি দেবার অনুষ্ঠান : **হাতেখড়ি**।
হাতের অনুকরণে করতলের পৃষ্ঠের সোনার অলংকার : **রতনচূড়**।
হাতের অলংকার : **কঙ্কণ, বলয়**।

হাতের ইশারা করে ডাকা : **হাতছানি**।
হাতের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত অংশ : **প্রকোষ্ঠ**।
হাতের কব্জি : **মণিবন্ধ**।
হাতের কব্জি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অংশ : **পাণি**।
হাতের কায়দা :**হস্তকৌশল, হাতসাফাই**।
হাতের চতুর্থ অঙ্গুলি : **অনামিকা**।
হাতের তৃতীয় অঙ্গুলি : **মধ্যমা**।
হাতের তেলো : **করতল**।
হাতের দ্বারা বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র : **হাতিয়ার**।
হাতের দ্বারা ব্যবহার-যোগ্য যন্ত্রপাতি : **হাতিয়ার**।
হাতের দ্বিতীয় অঙ্গুলি : **তর্জনী**।
হাতের পঞ্চম অঙ্গুলি : **কনিষ্ঠা**।
হাতের প্রথম অঙ্গুলি : **অঙ্গুষ্ঠ**।
হাতের লক্ষ্মী : **অচললক্ষ্মী**।
হাতের লেখা : **হস্তলেখ, হস্তলিপি, হস্তাক্ষর**।
হাতে-লেখা চিঠির খসড়া : **পাণ্ডুলিপি**।
হাতে-লেখা পুস্তকের বিষয় : **পাণ্ডুলিপি**।
হাতে-লেখা প্রাচীন পুস্তক : **পুঁথি**।
হাবভাব-যুক্ত চলনভঙ্গি : **ঠমক**।
হারানো জিনিস : **নাষ্টিক**।
হারানো বিষয় বা বস্তু উদ্ধার : **লুপ্তোদ্ধার**।
হালকা খাবার : **জলখাবার**।
হালকা তুলোভরা গায়ের শীতবস্ত্র : **বালাপোষ, বালাপোশ**।
হাল্কা সরু নৌকা : **পানসি**।
হাল টানে যে গোরু : **হেলে**।
হালের বলদ-যুগলের স্কন্ধস্থ কাষ্ঠ : **যোত্র**।
হাস্য-কৌতুকজনক ভাব : **রসিকতা**।
হাস্যরসপ্রিয় সহচর : **বিদূষক**।
হাস্যরসাত্মক নাটক : **প্রহসন**।
হাস্যের সঙ্গে বর্তমান : **সহাস্য**।
হিংসা করা যার স্বভাব : **হিংসুটে, হিংসুক, হিংসালু**।
হিংসার বদলে হিংসা : **প্রতিহিংসা**।
হিংসার যোগ্য : **হিংস্য**।
হিংস্র, বর্মপরিহিত সশস্ত্র আক্রমণকারী : **আততায়ী**।
হিংস্র জানোয়ার : **ব্যাল**।
হিজল গাছ : **হিজ্জল**।
হিড়িম্বা ও ভীমসেনের পুত্র : **ঘটোৎকচ**।
হিতকর কথা বা বাক্য : **হিতকথা, হিতবাক্য, হিতোক্তি**।
হিতকর পথ্য : **সুপথ্য**।
হিত করবার ইচ্ছা : **হিতৈষা, হিতৈষণ, হিতৈষণা, হিতৈষিতা, হিতেচ্ছা**।
হিতের সঙ্গে বর্তমান : **সহিত**।
হিন্দু-বিবাহে করণীয় হোম : **ধৃতিহোম**।
হিন্দুদের ধানের নতুন চাল খাবার উৎসব : **নবান্ন**।
হিন্দুধর্মের চতুরাশ্রমের তৃতীয় আশ্রম : **বানপ্রস্থ**।
হিন্দু-বিবাহে মান্য কুটুম্বদের দেয় বস্ত্রাদি : **নমস্কারী**।

হিন্দু-বিবাহের যে অনুষ্ঠানে বধূর স্পৃষ্ট অন্ন পরিবেশিত হয় : **পাকস্পর্শ, বউভাত**।
হিন্দু-সম্প্রদায়ের আচরণীয় দশপ্রকার কর্ম : **দশকর্ম**।
হিন্দু-সুলভ আচার-আচরণ : **হিন্দুয়ানি, হিন্দুয়ানা**।
হিন্দুস্থানের ভাষা : **হিন্দুস্থানী**।
হিন্দু স্বর্ণশিল্পী : **সেকরা**।
হিম নাশ করে যে : **হিমঘ্ন**।
হিমবান [হিমালয়] পর্বতের কন্যা : **হৈমবতী**।
হিমালয়ের কন্যা : **গিরিসুতা, পার্বতী, শৈলজা, শৈলসুতা**।
হিমালয়ের পত্নী ও গৌরী জননী : **মেনকা**।
হিমালয়ের, মেনকার পুত্র : **মৈনাক**।
হিমের দ্বারা পীড়িত : **হিমার্ত, হিমপীড়িত, হিমক্লিষ্ট, হিমার্দিত**।
হিরণ্য অক্ষি যার : **হিরণ্যাক্ষ**।
হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা : **হিরণ্যাক্ষ**।
হিরণ্য দিয়ে নির্মিত : **হিরণ্ময়**।
হিরণ্য [স্বর্ণ] নাভিতে যার : **মৈনাকপর্বত, হিরণ্যনাভ**।
হিলঞ্চা শাক : **হিলমোচী, হিলমোচিক**।
হিসাব করে দেবার পারিশ্রমিক : **হিসাবানা**।
হিসাব-নিকাশের পরীক্ষা : **নিরীক্ষা**।
হিসাব-পত্রের সমাপ্তি : **হিসাবনিকাশ**।
হীন অবস্থা : **হেনস্তা, হেনস্থা**।
হীন পরাশ্রিত ব্যক্তি : **পরগাছা**।
হীন স্তাবকতা : **পদলেহন**।
হীরক ও প্রস্তর : **বজ্রশিলা**।
হীরক-রচিত আসন : **বজ্রাসন**।
হীরামণিমুক্তা-খচিত অলংকার : **জড়োয়া**।
হীরের আংটি : **হীরকাঙ্গুরীয়**।
হুঁকা টানতে দক্ষ ব্যক্তি : **হুঁকারি**।
হুঁকোর যে দণ্ডের ওপর কলকে বসানো হয় : **নলচে, নলিচা**।
হুকুমের চাকর : **যো-হুকুম**।
হুড়কা টানার শব্দ : **হুড়ুক**।
হুত দ্রব্য [আহুতি দেওয়া ঘৃত] আশা বা অশন [খাদ্য] যার : **হুতাশ, হুতাশন** [অগ্নি, হোমাগ্নি]।
হৃত দ্রব্যসহ ধৃত চোর : **সহোঢ়**।
হৃত বস্তু পুনরায় আয়ত্তে আনা : **পুনরধিকার**।
হৃদয়, পৃষ্ঠ, মুখ ও পার্শ্বদ্বয় এই পঞ্চাঙ্গের পুষ্পাকার শুভচিহ্নযুক্ত অশ্ব : **পঞ্চভদ্র**।
হৃদয় বিদীর্ণ করে যা : **হৃদয়-বিদারক**।
হৃদয়ে গমন করে যা : **হৃদয়ঙ্গম**।
হৃদয়ের প্রীতিকর : **হৃদ্য**।
হৃদয়ের মধ্যে কারও মূর্তি চিন্তা : **ধ্যান**।
হৃদয়ের সঙ্গে বিদ্যমান : **সহৃদয়**।
হৃষীকের [ইন্দ্রিয়ের] ঈশ যিনি : **হৃষীকেশ**।
হৃষ্টপুষ্ট বলবান ব্যক্তি : **পালোয়ান**।
হেমন্ত ঋতু বা হেমন্ত কাল : **হিমাগম**।
হৈমন্তিক ধান্য : **শালিধান**।
হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করার কাষ্ঠাদি : **সমিধ**।
হোমে প্রদেয় : **হব্য**।

হোমে যে বস্তু দান করা যায় : **হব্যের**।

হোমের ঘৃত : **হবি, হবিঃ**।

হোমের ঘৃত বহনকারী : **হোমবাহ, হোমবাহন, হোমাগ্নি, বহ্নি**।

হোমের জন্যে পক্ব দ্রব্য : **হব্য**।

হোমের ধোঁয়া : **যজ্ঞধূম**।

হোমের নিমিত্ত নৈবেদ্য : **বৈতানিক**।

অতিরিক্ত সংযোজন

অ

অনিরুদ্ধের পত্নী : ঊষা।

অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহ : পরিবেদন।

আ

আবর্জনা বা উচ্ছিষ্ট ফেলবার স্থান : আঁস্তাকুড়।

ই

ইন্দ্রের সভা : সুধর্মা।

উ

উচিত কথা : হককথা।

উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন : বিলাপ, বিরুদ, পরিবেদনা।

এ

একবার একপক্ষের হার, আরবার অন্যপক্ষের হার : হারাহারি।

ক

কণ্ঠ [কৃষ্ণের] হতে জানু পর্যন্ত লম্বিত পঞ্চবর্ণময়ী মালা : বৈজয়ন্তী।

কপট ক্রন্দন বা কান্নার ভান : মায়াকান্না।

কম ওজনের : কাঁচী।

কাছিমের খোল : কটাহ, কাঁচকড়া।

কামদেবের পুত্র : অনিরুদ্ধ।

কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে ভ্রাতার কল্যাণ-কামনায় তিলকদান-উৎসব : ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

কুকুরের [illegible]।

কুবেরের কন্যা : মীনাক্ষী।

কুবেরের পিতা : বিশ্রবা বা বিশ্বশ্রবা।

কুবেরের মাতা : দেববর্ণিনী।

কুশের পুত্র : অতিথি।

কুহক-প্রভাবে সৃষ্ট উপবন : মায়াকানন।

কূট ও জটিল প্রয়োগ কৌশল : মারপ্যাঁচ।

ক্ষমা করবার ইচ্ছা : চিক্ষমিষা।

ক্ষুদ্র রাজা : রাজক।

খ

খুব বেশি তাড়াতাড়ি : তড়িঘড়ি।

খুব বেশি ব্যস্ততা : তড়বড়, তাড়াহুড়া, তাড়াহুড়ো।

গ

গচ্ছিত দ্রব্য মালিককে ফেরত দেবার জন্যে অন্যের হাতে অর্পিত : অন্বাহিত।

গৃহ-পীড়াদি বিঘ্নশান্তিহেতু হোম-যাগাদি ক্রিয়া : শান্তি-স্বস্ত্যয়ন।

ঘ

ঘূর্ণ্যমান অঙ্গারের [অগ্নিপিণ্ডের] মায়া-বিভ্রান্ত চক্রাকার বহিরেখা : অলাতচক্র।

ঘৃতপক্ক ছোলার ডাল : ডালমুট।

চ

চক্ষুর অগ্রভাগ বা তীক্ষ্ণাগ্র চঞ্চু : চঞ্চুসূচি।

চুন-মাখানো দোক্তা বা তামাক-পাতার গুঁড়া : খইনি, গুখা।

চোখের দ্বারা ইশারা : আঁখিঠার।

ছ

ছাগলের ছানা : বর্কর, বর্বর।
ছোট ডালা : ডালি।
ছোট হাতল বা বাঁট : ডাঁটি।
ছোট্ট ডিঙা : ডিঙি।

জ

জয়-সূচক পতাকা : বৈজয়ন্তী।
জলপ্লাবনে বা জলাভাবে শস্যনাশ : হাজাশুকা, হাজাশুকো।
জলময় স্থান বা জলপ্লাবিত স্থান : অনূপ, কচ্ছ।
জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের উপাধি : ভর্তৃদারক, যুবরাজ।
জলে ডুবে পচনহেতু শস্যহানি : হাজামজা।

ঝ

ঝড়ো হাওয়া : আঁধি।

ড

ডানার সাহায্যে ঝটপট শব্দ করে যুদ্ধ : ঝটাপটি।

থ

থাকার জায়গা : মোকাম।
দশদিনব্যাপী উৎসব : দশাহ।
দেহকাণ্ড থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করবার মতো প্রহার : বেধড়ক।

ধ

ধর্মের গাজন-সন্ন্যাসী : ভক্তা, ভক্ত্যা।
ধর্মের ভক্ত : ভক্ত্যা, ভক্তা।

ন

নতুন বস্ত্র : অনাহত।
নাচওয়ালির দল : তয়ফা।
নারদমুনির পত্নী ; সত্যবতী।
নিঃসম্বল পরপুষ্ট ব্যক্তি : ফতো।

প

পতিত ব্রাহ্মণ-সন্তান : ব্রাত্য।
পতি-পরিত্যক্তা স্ত্রী : পরিত্যক্তা, বিরহিতা, বিরহিণী, বিরহবতী।
পতি-সংসর্গত্যাগিনী নারী : ছড়কা।
পাঁচমিশালি সব্জি বা চারামাছ : হাব্জাহাব্জি, হাব্জাগোব্জা।
পাঁজরের হাড় কম যার : ঊন-পাঁজুরে।
পাত্রাদি ঢাকা দেবার সূতী রুমাল : সরপোষ।
পান্তাভাতের অম্লজল : আমানি, কাঁজি।
প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী : অধ্যূঢ়া।
প্রযত্ন-পূর্বক চিত্তের প্রসন্নতা-সাধন : সম্প্রসাদ।

ব

বনমধ্যে গমনাগমনের ফলে পশুর পদচিহ্নিত পথ : মার্গ।
বন্ধ্যা গাভী ; বোবশা।
বাম ও দক্ষিণ উভয় : সব্য।
বালুকাদি-নির্মিত হোমার্থ মণ্ডল : স্থণ্ডিল।
বাসুকির পত্নী : অনন্তশীর্ষা।
বাহ্য আড়ম্বর : ডম্বর, ডম্বক।

বিংশতি-বর্ষীয় হস্তিশিশু : বিক্ক।
বিনা নিমন্ত্রণে আগত : অনাহূত।
বিরক্তিকর তর্কবিতর্ক : কচাল।
বীজের মতো ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ : বীজকুড়ি।
বৃহস্পতির পুত্র : কচ।
বেদব্যাসের পিতা : পরাশর।
ভ
ভাটের কাজ : ভটাই।
ভীমের রণশঙ্খ : পৌণ্ড্র।
ভ্রাতা বা ভগিনীর শাশুড়ী : আঁবুই, আঁবুই-মা।
ম
মদনের পত্নী : রতি।
মাথা নিচু করে পা শূন্যে তুলে দেওয়ার আসন : শীর্ষাসন।
মাংসের ক্বাথ : আকনি, আখনি।
য
যযাতির কন্যা : মাধবী।
যা আবৃত হয় : কটি, কটী, কাঁকাল, শ্রোণিদেশ।
যা জলের ওপরে মালার [হারের] মতো শোভা পায় : কহ্লার।
যা ঝেড়ে তুষমুক্ত করা হয়নি : আকাঁড়া।
যাতনা,অন্তর্দাহ ও নৈরাশ্যসূচক ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ; হাহুতাশ।
যা ভীতি উৎপাদন করে : ভীতিকর, ভীতিজনক, ভীতিপ্রদ, ভয়ঙ্কর।
যার রথ দশ অশ্বের দ্বারা বাহিত হয় : দশাশ্ব [চন্দ্র]।
যুদ্ধক্ষেত্রে বা যুদ্ধকালে যে পতাকা বহন করা হয় : রণধ্বজা।
যে অশ্ব যুদ্ধে শরাহত হয়েও প্রভুকে ত্যাগ করে না : আজানেয়।
যে অসুর আকাশ মেঘে আবৃত করে অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে : বৃত্র, বৃত্রাসুর।
যে গাছে এখনও ফল হয় নি : অফলা।
যে গাভী প্রসবও করে না, দুধও দেয় না : গোবশা।
যে গূঢ়ভাবে কুমন্ত্রণা দেয় : পিশুন।
যে গো-মহিষকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে : রাখাল।
যে গোরুকে বাগে [বশে] রাখে : বাগাল।
যে দেশে রসপূর্ণ মোটা আখ [পুণ্ড্র] জন্মে : পৌণ্ড্র।
যে নায়কের অধীনে হাজার সৈন্য থাকে : হাজারি, হাজারী।
যে নারী স্বামীর কাছে যেতে চায় না বা যেতে ভয় পায় : ছড়কা।
যে নারীর সহবাসে মৃত্যু হয় : বিষকন্যকা, বিষকন্যা।
যে নারী বা পুরুষ যৌন উত্তেজনাহীন : কাম-শীতল।
যে পায়ের বিকলতাবশতঃ কুৎসিত ভাবে গমন করে : কাক।
যে বর্ম-পরিহিত হয়ে হত্যায় উদ্যত : আততায়ী।
যে ভালোবাসে : প্রেমিক।
যে মুরগীর ডিম পাড়ার সময় হয়েছে : কড়াই।

যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয় : সংবর্ত্ত।
যে রোগে শরীর ধনুকের মতো বেঁকে যায় : ধনুষ্টঙ্কার।

র

রক্ত কাঞ্চনের গাছ ; কোবিদার।
রঘুর পিতা : দিলীপ।
রণকাতর হস্তী : রণরঙ্ক।
রণে অতৃপ্ত : রণরঙ্ক।
রতিরস সম্ভোগের বিচ্ছেদ : রসভঙ্গ।
রথের বাম দিক বা বাম ভাগ : সব্য।
রাজাদের ঘুম ভাঙাবার গান বা স্তুতিপাঠ : বৈতালিকী।
রামচন্দ্রের পৌত্র : অতিথি।
রৌদ্র-নিবারক আবরণ : আওতা, আতপত্র।

ল

লাঙ্গলের যে অংশ মুঠোয় ধরে লাঙল চালনা করা হয় : মুঠ।
লাফালাফি ও গোলমাল : ছুটোপাটি।
লোকমুখে ভোজের সংবাদে অনিমন্ত্রিত আগন্তুক : রবাহূত।

শ

শরীরের বামভাগ : সব্য।
শাদা ঘোড়া যার রথের বাহন : শ্বেতবাহন [অর্জুন]।
শুক্রাচার্যের কন্যা : দেবযানী।
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত মণি : কৌস্তুভ।
শ্রেষ্ঠ ঘোটক : আজানেয়।

স

সবুজ ঘোড়া যার রথের বাহন : হরিদশ্ব।
সমুদ্রমন্থন থেকে উৎপন্ন মণি : কৌস্তুভ
সুরাপানের পাত্র : অনুতর্ষ, অনুতর্ষণ।
সূত্রমধ্যে গ্রথিত, নিবদ্ধ বা খচিত : প্রোত।
স্ত্রীলোকদিগের স্তনাবরণ : কঞ্চুক, কাঁচুয়া, কঞ্চুল, কঞ্চুলিকা।
স্ত্রীলোকদিগের স্তনাবরণ বস্ত্র : কাঁচল, কাঁচলা, কাঁচুলি, কাঁচলি।
স্বামীগৃহ থেকে যে নারী কেবলই পলায়ন করে : উটক, উটকো।

হ

হস্তিনাপুরকে [দেহলি, দেহলী > দিলি > দিল্লি] পালন করেন যিনি : দিলীপ।
হাতীর শুঁড়ের অগ্রভাগ : পুষ্কর।
হাঁটুপ্রমাণ গভীর জল : হাঁটুজল, হাঁটুপানী।

সংশোধনী

পৃ. সংখ্যা : ৪৫/১ আছে : কাঠের আবরণীর মধ্যে অবস্থিত দীপ......।
হবে : কাচের আবরণীর মধ্যে অবস্থিত দীপ : শেজ, শামাদান।
পৃ. সংখ্যা : ১৭৯/২ আছে : ভীমের রণশঙ্খ : পৌণ্ড্র। হবে : ভীমের রণশঙ্খ : পৌণ্ড্র।
পৃ. সংখ্যা : ২২০/২ আছে অনুসয়, অনুসয়া ; হবে অনসূয়, অনসূয়া।

শব্দসন্ধান

শব্দাভিধান

নিষ্পন্ন শব্দ-সূচী

[বি.দ্র. : শব্দের পার্শ্ব-সন্নিবিষ্ট প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠা-সংখ্যার নির্দেশক, দ্বিতীয় সংখ্যাটি কলাম-সংখ্যার নির্দেশক।]

অ

উ

গ

ঝ

য

ল

———o———